ওঁ

শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামি কৃত

অমৃত সাগর।

শ্রীমোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী চৌধুরাণীর

আনুকূল্যে প্রকাশিত।

কলিকাতা :

১৮২৪ শকাব্দাঃ।

মূল্য ১।০ টাকা মাত্র।

Paramhansa Sibnarain Swami.

KUNTALINE PRESS.

ওঁ

সম্পাদকের নিবেদন।

আসাম প্রদেশস্থ বগড়ীবাটীর ৶০ আনা অংশের জমীদার সত্যে নিষ্ঠাবতী শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী চৌধুরাণী এই গ্রন্থ ছাপাইবার সমুদায় ব্যয় বহন করিয়া সম্পাদককে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

বৈশাখী পূর্ণিমা ১৮২৪ শকাব্দাঃ।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

পরমার্থ।

——:০:——

দ্বিতীয় খণ্ড।

সংশয় নিবৃত্তি।

(ঈশ্বর বিষয়ক)।

—:০:—

(সাধন বিষয়ক)।

(সিদ্ধি বিষয়ক)।

তৃতীয় খণ্ড।

ব্যবহার।

—:০:—

পরিশিষ্ট।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

অমৃতসাগর।

প্রথম খণ্ড।

পরমার্থ।

সত্যলাভের প্রতিবন্ধক।

মনুষ্যের মধ্যে শাস্ত্র, ধর্ম্ম, ইষ্টদেব উপাসনাদি বিষয়ে নানা মত প্রচলিত। এই সকল মতের পরস্পর বিরোধ হইতে হিংসা, দ্বেষ উৎপন্ন হইয়া জগতকে সর্ব্বতোভাবে পীড়িত করিতেছে। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই মিথ্যা হইতে বাছিয়া সত্যকে গ্রহণ করা উচিত। তোমরা মনুষ্য, চেতন; তোমাদিগের বুদ্ধি আছে। বিচার করিলে অবশ্যই সত্যকে চিনিতে পারিবে। যেমন, চক্ষের গুণ রূপ দর্শন, কর্ণের গুণ শব্দ শ্রবণ, জিহ্বার গুণ রসাস্বাদন, সেই-রূপ বুদ্ধির গুণ সত্য নির্ব্বাচন। যেমন, কোন ব্যাঘাত না থাকিলে সম্মুখের পদার্থ চক্ষু অবশ্যই গ্রহণ করে, তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না, তেমনি ব্যাঘাত না থাকিলে বুদ্ধি অবশ্যই সত্যকে গ্রহণ করিবে, তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। সত্য গ্রহণের শক্তির নামই বুদ্ধি। তবে ভ্রান্তি হয় কেন? সংস্কার বশতই ভ্রান্তি ঘটে। কোন ভাব বা পদার্থ বুদ্ধির দ্বারা বোধ না করিয়া উহাকে জানিয়াছি এরূপ অভিমান বা ধারণার নাম সংস্কার। বুঝিতে পাই আর নাই পাই, পরের মুখে শুনিয়া কোন কথা জানিয়াছি বলিয়া যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহাই সংস্কার। যাহারা প্রীতি পূর্ব্বক

সত্য জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা পূর্ব্বসংস্কার ত্যাগ করিলেই সত্যকে প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে কোন ভুল নাই। যাহাদের সত্যে প্রীতি নাই অর্থাৎ যাহারা সত্য কি ইহা শুনিয়া তাহার প্রতি বিমুখ, যাহাদের সত্য সম্বন্ধে ঔদাস্য অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যা যাহাই হউক না কেন, ইহাতে আমার কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, সত্যকে জানা নিষ্প্রয়োজন এইরূপ ধারণাযুক্ত এবং যাহারা সংস্কারের বশীভূত অর্থাৎ সত্যকে না জানিয়া সত্য ইত্যাকার এইরূপ ধারণা করে, তাহারা কস্মিন কালেও সত্যকে জ.নিতে পারে না। বুঝিবার সুবিধার জন্য অপ্রীতি, ঔদাস্য ও সংস্কার এই তিনটি সত্যপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক বলিয়া কথিত হইল, কিন্তু যথার্থ পক্ষে অপর দুইটি সংস্কারের অন্তর্গত। কেননা যাঁহার সত্য উপলব্ধি হইয়াছে তাঁহার পক্ষে অপ্রীতি বশতঃ সত্য হইতে বিমুখ হওয়া সম্ভব নহে। যাহার সত্যে ঔদাস্য, তাহার সত্য বা লাভা-লাভ সম্বন্ধে বুদ্ধি পূর্ব্বক কোন ধারণা নাই। সংস্কার বশতঃ জগত ও সত্য সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা এবং সেই জন্যই অপ্রীতি ও ঔদাস্য। অতএব সংস্কারই সত্য লাভের প্রতিবন্ধক। সংস্কার লয় হইলেই সত্য ভাসিবে। কিন্তু সংস্কার বশতঃ যে অভিমান জন্মায় তাহা এরূপ বলবান ও দৃঢ় যে তাহার লয় সাধন বড় কঠিন। অথচ পরমাত্মার অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের অনুগত হইয়া শান্ত ও ধীরভাবে বিচার করিলে সুখে সত্যলাভ হয়।

সংস্কার বশতঃ মনুষ্য জগতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। যে ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ে নিজের বলিয়া সংস্কার পড়িয়াছে, অভিমান বশতঃ, তাহার শ্রেষ্ঠতা ও যাহার সম্বন্ধে ঐরূপ সংস্কার নাই তাহার হীনতা প্রচার করিতে মানুষ সর্ব্বদা যত্নবান। ফলে বিদ্বেষ ও হিংসা কর্তৃক সকলেই পীড়িত হইতেছে। কিন্তু মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্ব্বক সত্যাসত্য বুঝা উচিত। পরমেশ্বর, গড্, আল্লাহ, খোদা কি হিংসা দ্বেষ বৃদ্ধির জন্য নানা ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, ভেখ, শাস্ত্র, ইষ্টদেবতা সৃষ্টি করিয়াছেন, না, মনুষ্যগণ নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মত কল্পনা করিয়া পরস্পর হিংসা দ্বেষ বশতঃ দুঃখ ভোগ করিতেছে? তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর, ধর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল নাম প্রচলিত আছে সে গুলি কোন্ পদার্থের নাম, তাহা এক কি অনেক? তোমাদের

যতদূর বুঝিবার শক্তি ততদূর পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখ কি সত্য, কি মিথ্যা এবং মিথ্যাকে ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ কর।

যদি তোমাদিগকে স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত কেহ বলে যে, তোমরা মরিয়া ভূত হইয়াছ বা তোমাদের মাতা পিতা অন্ধ হইয়াছেন তাহা হইলে শুনিয়াই কি তোমরা বিশ্বাস করিবে, না, বিচার করিয়া দেখিবে যে জীবন থাকিতেও কি তোমরা মরিয়া ভূত ও মাতা পিতা দৃষ্টিশক্তি থাকিতেও কি অন্ধ? বুদ্ধি থাকিতেও বিনা বিচারে বিশ্বাস করা অতীব দুঃখের বিষয়। যখন তোমাদের জন্ম হয় নাই তখন এরূপ সৃষ্টি দেখ নাই এবং জানিতে না যে তোমরা স্ত্রী বা পুরুষ, জ্ঞানী বা মূর্থ, রাজা বা দরিদ্র—কি ছিলে। ঈশ্বর, গড্, আল্লাহ, খোদা, পরমাত্মা কিম্বা ধর্ম্ম প্রভৃতি এক কি অনেক, দ্বৈত বা অদ্বৈত, জড় বা চেতন, পূর্ণ বা অপূর্ণ, নিরাকার বা সাকার, নির্গুণ বা সগুণ; ঈশ্বর, স্বভাব বা শূন্য হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, কবে কে কাহাকে সৃষ্টি করিল ও কবে প্রলয় হইবে, তোমরা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন—এসকল বিষয়ে তখন তোমাদিগের কোন জ্ঞান ছিল না। যখন মাতার উদর হইতে ভূমিষ্ট হও তখন রাজ্য, ধন বা ইংরাজি, ফার্সি সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা, বেদ বাইবেল, কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র বা অন্ত কোন বিদ্যা সঙ্গে লইয়া জন্মাও নাই। সকলেই মূর্খ হইয়া জন্মিয়াছ। পরে ক, খ, গ, ইত্যাদি এক এক অক্ষর কণ্ঠস্থ করিয়া তবে মৌলবী, পাদরি পণ্ডিত প্রভৃতি পদ লাভ হইয়াছে। এখনও নিদ্রিত অবস্থায় এ জ্ঞান থাকে না যে, আমি জ্ঞানী, পণ্ডিত, মৌলবী, পাদরি বা মূর্খ, আমি আছি বা ঈশ্বর আছেন, আমি বা ঈশ্বর জড় কি চেতন, দ্বৈত কি অদ্বৈত। জাগ্রতাবস্থা হইলে সংস্কারানুসারে বোধ কর আমি মৌলবী, পণ্ডিত, পাদরি, জ্ঞানী বা মূর্খ। তখন দ্বৈত অদ্বৈত, সাকার নিরাকার, সগুণ নির্গুণ, জড় চেতন, স্বভাব শূন্য, পূর্ণ অপূর্ণ, প্রতিপন্ন কর ও পরস্পর বিরোধ বিতণ্ডা বশতঃ সার ভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া সদা অশান্তি ভোগ কর। সত্যকে তোমরা কেহই উপলব্ধি করিতেছ না; যেরূপ সংস্কার পড়িয়াছে তাহাকেই সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছ। এবং তুচ্ছ স্বার্থ ও অভিমান বশতঃ নিজের সংস্কার সত্য অপরের সংস্কার মিথ্যা এই ঘোষনা করিয়া সম্প্রদায় পুষ্টি করিতে যত্নবান রহিয়াছ। তোমাদের এখন ত জ্ঞানের গর্ব্বে স্বর্গ, মর্ত্ত পাতালে কিছুই

সত্য জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা পূর্ব্বসংস্কার ত্যাগ করিলেই সত্যকে প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে কোন ভুল নাই। যাহাদের সত্যে প্রীতি নাই অর্থাৎ যাহারা সত্য কি ইহা শুনিয়া তাহার প্রতি বিমুখ, যাহাদের সত্য সম্বন্ধে ঔদাস্য অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যা যাহাই হউক না কেন, ইহাতে আমার কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, সত্যকে জানা নিষ্প্রয়োজন এইরূপ ধারণাযুক্ত এবং যাহারা সংস্কারের বশীভূত অর্থাৎ সত্যকে না জানিয়া সত্য ইত্যাকার এইরূপ ধারণা করে, তাহারা কস্মিন কালেও সত্যকে জানিতে পারে না। বুঝিবার সুবিধার জন্য অপ্রীতি, ঔদাস্য ও সংস্কার এই তিনটি সত্যপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক বলিয়া কথিত হইল, কিন্তু যথার্থ পক্ষে অপর দুইটি সংস্কারের অন্তর্গত। কেননা যাঁহার সত্য উপলব্ধি হইয়াছে তাঁহার পক্ষে অপ্রীতি বশতঃ সত্য হইতে বিমুখ হওয়া সম্ভব নহে। যাহার সত্যে ঔদাস্য, তাহার সত্য বা লাভালাভ সম্বন্ধে বুদ্ধি পূর্ব্বক কোন ধারণা নাই। সংস্কার বশতঃ জগত ও সত্য সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা এবং সেই জন্যই অপ্রীতি ও ঔদাস্য। অতএব সংস্কারই সত্য লাভের প্রতিবন্ধক। সংস্কার লয় হইলেই সত্য ভাসিবে। কিন্তু সংস্কার বশতঃ যে অভিমান জন্মায় তাহা এরূপ বলবান ও দৃঢ় যে তাহার লয় সাধন বড় কঠিন। অথচ পরমাত্মার অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের অনুগত হইয়া শান্ত ও ধীরভাবে বিচার করিলে সুখে সত্যলাভ হয়।

সংস্কার বশতঃ মনুষ্য জগতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। যে ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ে নিজের বলিয়া সংস্কার পড়িয়াছে, অভিমান বশতঃ, তাহার শ্রেষ্ঠতা ও যাহার সম্বন্ধে ঐরূপ সংস্কার নাই তাহার হীনতা প্রচার করিতে মানুষ সর্ব্বদা যত্নবান। ফলে বিদ্বেষ ও হিংসা কর্তৃক সকলেই পীড়িত হইতেছে। কিন্তু মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্ব্বক সত্যাসত্য বুঝা উচিত। পরমেশ্বর, গড্, আল্লাহ, খোদা কি হিংসা দ্বেষ বৃদ্ধির জন্য নানা ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, ভেখ, শাস্ত্র, ইষ্টদেবতা সৃষ্টি করিয়াছেন, না, মনুষ্যগণ নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মত কল্পনা করিয়া পরস্পর হিংসা দ্বেষ বশতঃ দুঃখ ভোগ করিতেছে? তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর, ধর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল নাম প্রচলিত আছে সে গুলি কোন্ পদার্থের নাম, তাহা এক কি অনেক? তোমাদের

যতদূর বুঝিবার শক্তি ততদূর পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখ কি সত্য, কি মিথ্যা এবং মিথ্যাকে ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ কর।

যদি তোমাদিগকে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেহ বলে যে, তোমরা মরিয়া ভূত হইয়াছ বা তোমাদের মাতা পিতা অন্ধ হইয়াছেন তাহা হইলে শুনিয়াই কি তোমরা বিশ্বাস করিবে, না, বিচার করিয়া দেখিবে যে জীবন থাকিতেও কি তোমরা মরিয়া ভূত ও মাতা পিতা দৃষ্টিশক্তি থাকিতেও কি অন্ধ? বুদ্ধি থাকিতেও বিনা বিচারে বিশ্বাস করা অতীব দুঃখের বিষয়। যখন তোমাদের জন্ম হয় নাই তখন এরূপ সৃষ্টি দেখ নাই এবং জানিতে না যে তোমরা স্ত্রী বা পুরুষ, জ্ঞানী বা মূর্খ, রাজা বা দরিদ্র—কি ছিলে। ঈশ্বর, গড্, আল্লাহ, খোদা, পরমাত্মা কিম্বা ধর্ম্ম প্রভৃতি এক কি অনেক, দ্বৈত বা অদ্বৈত, জড় বা চেতন, পূর্ণ বা অপূর্ণ, নিরাকার বা সাকার, নির্গুণ বা সগুণ; ঈশ্বর, স্বভাব বা শূন্য হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, কবে কে কাহাকে সৃষ্টি করিল ও কবে প্রলয় হইবে, তোমরা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন—এসকল বিষয়ে তখন তোমাদিগের কোন জ্ঞান ছিল না। যখন মাতার উদর হইতে ভূমিষ্ট হও তখন রাজা, ধন বা ইংরাজি, ফার্সি সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা, বেদ বাইবেল, কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র বা অন্য কোন বিদ্যা সঙ্গে লইয়া জন্মাও নাই। সকলেই মূর্খ হইয়া জন্মিয়াছ। পরে ক, খ, গ, ইত্যাদি এক এক অক্ষর কণ্ঠস্থ করিয়া তবে মৌলবী, পাদরি পণ্ডিত প্রভৃতি পদ লাভ হইয়াছে। এখনও নিদ্রিত অবস্থায় এ জ্ঞান থাকে না যে, আমি জ্ঞানী, পণ্ডিত, মৌলবী, পাদরি বা মূর্খ, আমি আছি বা ঈশ্বর আছেন, আমি বা ঈশ্বর জড় কি চেতন, দ্বৈত কি অদ্বৈত। জাগ্রতাবস্থা হইলে সংস্কারানুসারে বোধ কর আমি মৌলবী, পণ্ডিত, পাদরি, জ্ঞানী বা মূর্খ। তখন দ্বৈত অদ্বৈত, সাকার নিরাকার, সগুণ নির্গুণ, জড় চেতন, স্বভাব শূন্য, পূর্ণ অপূর্ণ, প্রতিপন্ন কর ও পরস্পর বিরোধ বিতণ্ডা বশতঃ সার ভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া সদা অশান্তি ভোগ কর। সত্যকে তোমরা কেহই উপলব্ধি করিতেছ না; যেরূপ সংস্কার পড়িয়াছে তাহাকেই সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছ। এবং তুচ্ছ স্বার্থ ও অভিমান বশতঃ নিজের সংস্কার সত্য অপরের সংস্কার মিথ্যা এই ঘোষনা করিয়া সম্প্রদায় পুষ্টি করিতে যত্নবান রহিয়াছ। তোমাদের এখন ত জ্ঞানের গর্ব্বে স্বর্গ, মর্ত্ত পাতালে কিছুই

অবিদিত বলিয়া বোধ হয় না। এমন কি, গর্ব্বে পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তি পর্য্যন্ত লোপ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু সুষুপ্তির অবস্থায় তোমাদের কি জ্ঞান থাকে? তখন ত কোমরের কাপড়ের পর্য্যন্ত খবর থাকে না। জ্ঞানাভিমানীরা জাগ্রতাবস্থাতেও জানিতে পারেন না যে কখন্ রোগে শরীর শীর্ণ হইবে বা মৃত্যু প্রাণহরণ করিবে। সকলে প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন যে স্ত্রীলোক ও অর্থের লোভে কত মহান্ জ্ঞানী, পণ্ডিত, সাধু, সন্ন্যাসীর পতন হইতেছে। ইহা দেখিয়া অন্ততঃ লজ্জায় ভয়েও অভিমান শান্ত হয় না? যখন একজন সামান্য বাজীকরের কৌশলে লোকের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বিভ্রম ঘটিতেছে তখন মনুষ্যের কি শক্তি আছে যদ্দ্বারা পরমেশ্বরের অসীম পরাক্রমের সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারিবে?

লোকে নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে বলেন "পীর, প্যাগম্বর, ঋষি মুনি, অবতারগণ আমাদের নেতা আমাদিগকে সত্য দেখাইয়াছেন।" কিন্তু সত্য সম্বন্ধে তাঁহারা নিজে কি জানেন? সকলেরই নিজ নিজ স্বপ্নকে সত্য বলিয়া ধারণা হয়, কিন্তু একজনের স্বপ্নে অন্য জনের সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। পীর, প্যাগম্বর প্রভৃতি যিনি যেরূপ দেখেন বা শুনেন, তিনি সেইরূপ প্রকাশ করিয়া যান। কিন্তু পরমেশ্বর নিত্য, তিনি পূর্ব্বাপর একই ভাবে আছেন, তিনিই সত্য স্বরূপ ও তিনিই সত্যের প্রকাশক।

মনুষ্য বাল্যে যাহা শুনে যৌবনে তাহা বিশ্বাস করে এবং আমরণ সেই সংস্কারের দ্বারা সত্যকে ঢাকিয়া রাখে। অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী, নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী, স্বভাববাদী ও শূন্যবাদী—সকলেরই নিজের সংস্কার সত্য, অপরের সংস্কার মিথ্যা বলিয়া ধারণা। এইরূপ অসৎ ধারণার ফলে হিংসা দ্বেষের জন্য লোকের দুঃখভোগ হয়; সত্য যেমন তেমনই রহিয়া যান। সত্য স্বতঃপ্রকাশ, কাহাকেও প্রকাশ করিতে হয় না, সত্যকে যে চায় সেই পায়। লোকে সত্য চাহে না, এজন্যই সত্য দুর্লভ। অতএব সকলে শান্ত ও গম্ভীরভাবে পরমেশ্বরের অনুগত হইয়া সত্য জানিতে প্রবৃত্ত হও। যাহা আছে তাহা সত্য, যাহা কেবল দেখায় মাত্র তাহা মিথ্যা। এক পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সত্য, তদ্ভিন্ন অপর সমস্তই মিথ্যা। এই যে নানা বিচিত্র পদার্থ দেখা যাইতেছে ইহারা পরস্পর ভিন্ন ও পূর্ণব্রহ্ম

ইহাদের হইতে ভিন্ন—এই ভাব মিথ্যা। এবং ইহাদের সকলকে লইয়া পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর একই পুরুষ—সর্ব্বকালে যাহা তাহাই বিরাজমান—এই ভাব সত্য। যাহা সত্য তাহা সকলের নিকট সত্য, যাহা মিথ্যা তাহা সকলের নিকট মিথ্যা। যাহা এখন সত্য তাহা চিরকাল সত্য, যাহা এখন মিথ্যা তাহা চিরকালই মিথ্যা। সত্যই কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল নানা নাম রূপ ভাবে নানা প্রকারে প্রকাশমান। মিথ্যা প্রকাশ পাইতেই পারে না। সকলের মধ্যে একই সত্য প্রকাশমান দেখিয়া যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ যাহাতে সকলেই শান্তি পায় তাহার জন্ত সর্ব্বদাই যত্ন করেন। সত্য বোধ বিনা জ্ঞান নাই, জ্ঞান বিনা শান্তি নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও ইষ্টদেব।

রাজা প্রজা, বাদসাহ জমিদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান, ঋষি মুনি, মৌলবী, পাদরি, পণ্ডিত প্রভৃতি মনুষ্যগণ আপনারা আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিশূন্ত হইয়া গম্ভীর ও শান্তচিত্তে বিচার পূর্ব্বক সার ভাব গ্রহণ করুন।

পরমেশ্বর কাহারও পর নহেন। তবুও তাঁহাকে কেহ চিনে না। তাঁহাকে না চিনিয়া শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও ইষ্টদেবতা সম্বন্ধে লোকে নানা কল্পিত মতে আবদ্ধ হইয়াছে। প্রাণ ধারণের অন্ন ও লজ্জা নিবারণের বস্ত্র প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়ে সাম্প্রদায়িক নিয়মের বশীভূত হইয়া আপনার স্বাধীনতা হারাইয়াছে। সকলেই আপনার সম্প্রদায়ের মহত্ব ও অপরের সম্প্রদায়ের হীনতা প্রচার করে। যে কল্পিত পথকে আপনার বলিয়া অভিমান জন্মিয়াছে, অপরকে বলপূর্ব্বক সেই পথে আকর্ষণ করিতে সকলেরই প্রয়াস। যেন পরমেশ্বরে তাহাদের এমন কোন স্বত্বাধিকার আছে যে, তাহাদের বিনা অনুমতিতে কেহ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে না। পরমেশ্বর যাহা ছিলেন তাহাই আছেন ও তাহাই থাকিবেন। কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে দ্বেষ পক্ষপাত ও কলহের বীজ রোপিত হইয়া রোগ শোক ও পাপরূপ ফলপ্রাপ্তি হইতেছে।

নিজে যে অন্ধ ও ভ্রান্ত ইহা না বুঝিয়া অপরকে অন্ধ ভাবিয়া চালাইতে সকলেই সচেষ্ট। চিকিৎসা বিদ্যায় অনধিকারী ব্যক্তি রোগীকে আরোগ্য করিতে গিয়া নষ্ট করিলে রাজার নিকট দণ্ডিত ও লোকসমাজে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ মনুষ্যের আত্মনাশ ঘটায় তাহাদের প্রতি কি পরমেশ্বরের দণ্ড বিধান নাই? জ্ঞানী এ অভিমান অপেক্ষা, মূর্খ এ অভিমান ভাল।

অতএব মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিত যে, শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও ইষ্টদেবতা যথার্থতঃ কি। তোমাদের ইষ্টদেবতা কে? যদি তিনি নিরাকার নির্গুণ হন, তবে তিনি মনোবাণীর অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাঁহাতে স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জাগরণ এ তিন অবস্থা বা বিচারশক্তি নাই। স্পষ্ট দেখ, তোমাদের সুষুপ্তির অবস্থায় সত্যাসত্য কোন জ্ঞানই থাকে না; পরে জাগ্রতাবস্থা ঘটিলে প্রত্যেকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে বোধ ও ব্যবহার করিতে থাক।

যদ্যপি তোমাদের ইষ্টদেবতা সাকার হন তবে দেখ যে, যিনি নিরাকার তিনিই অনাদি কাল তোমাকে লইয়া এই প্রত্যক্ষ জগৎরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন। ইঁহাকেই প্রাচীন ঋষিরা বেদাদি শাস্ত্রে বিরাট ভগবান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সূর্য্যনারায়ণ ইঁহার চক্ষু, চন্দ্রমা ইঁহার মন, পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ইঁহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

যিনি নিরাকার তিনি সাকার, যিনি সাকার তিনিই নিরাকার। যিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় তিনিই সগুণ ও ক্রিয়া স্বরূপ, যিনি বহু তিনিই এক। যিনি এক তিনি অদ্বিতীয় হইয়াও বহু। তাঁহাতেই জাগ্রতাদি তিন অবস্থা পুনঃ পুনঃ উঠিতেছে ও লয় হইতেছে এবং তিনিই ঐ তিন অবস্থা। তিনি ভিন্ন অপর কিছুই নাই।

শাস্ত্র, ধর্ম্ম সম্প্রদায় কিম্বা ভেখ, যদি বস্তুতঃ থাকে তাহা হইলে অবশ্যই নিরাকার কিম্বা সাকারের অন্তর্গত হইবে। এ দুয়ের কোনটা হইলেই বহু হইতে পারিবে না। নিরাকারে বিভাগ অসম্ভব, সুতরাং শাস্ত্রাদি একই হইবে; বহু হইতে পারিবেক না। যাহা কিছু সাকার তাহা বিরাট ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। ইঁহার অঙ্গাদির ছেদ সম্ভবে না; সর্ব্বকালে একই রহিয়াছে।

অঙ্গাদির পরস্পরের ভিতর ভেদ থাকিয়াও নাই। কেননা যাঁহার অঙ্গাদি তিনি একই পুরুষ। যে পৃথিবী তোমাতে সেই পৃথিবীই অপর সর্ব্বত্র। এইরূপ জল প্রভৃতি অন্যান্য তত্ব সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। দেহ মন বুদ্ধি প্রভৃতির মধ্যে যাহাকে ধর না কেন এই একইরূপ ঘটিবে, ইহা স্পষ্ট। অতএব তোমাদের শাস্ত্রাদি যাহা হউক না কেন এক ভিন্ন বহু হইতে পারিবে না। যদি বল যে, শাস্ত্রাদি জীবাত্মার নাম তাহা হইলেও এক ভিন্ন বহু নহে। যেহেতু যাবতীয় জীবাত্মা এক পরমাত্মারই স্বরূপ। যেমন একই অগ্নির অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ। যদি ইহাদের মধ্যে কোনটাই তোমাদের শাস্ত্রাদি না হয় তাহা হইলে শাস্ত্রাদির অস্তিত্বই নাই। যথার্থ পক্ষে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ পরমেশ্বরই আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শাস্ত্র, সম্প্রদায়, গুরু, আত্মা, ইষ্টদেবতা।

এই চরাচর, স্থুল, সূক্ষ্ম, নামরূপ জগৎ যাঁহাতে স্থিত আছে ও যাঁহাতে লয় হয় তিনি পূর্ণপরব্রহ্ম ইষ্টদেবতা, তিনি বেদ বাইবেল কোরাণাদি শাস্ত্র, তিনিই একমাত্র ধর্ম্ম। তাঁহারই দ্বারা জগৎ ধৃত আছে। তাঁহারই বুদ্ধি, জ্ঞান, বা শক্তিরূপ যে জগৎ তাহা তাঁহারই বুদ্ধি জ্ঞান বা শক্তির দ্বারা তাঁহাকে ধারণ করে। তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ বা কিছুই নাই, ছিলেন না ও হইবেন না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। তাঁহাকেই একমাত্র শাস্ত্র ধর্ম্ম ও ইষ্টদেবতা জানিবে। তিনিই ব্রহ্ম। যিনি নানা উপাধি ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে ধারণা করেন ও নিশ্চল, সরলভাবে আপনাকে ও অপর সকলকে সর্ব্বপ্রকার কষ্ট হইতে রক্ষা করেন এবং সকলকেই আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া সকলের হিত সাধণের জন্য বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করেন তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

এরূপ ভাব প্রাপ্ত হইলে আর এক বা বহু ধর্ম্ম কল্পনা করিবার প্রয়োজন থাকিবে না। তখন দেখিবে যে, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই একমাত্র ধর্ম্ম। তিনি সমস্ত চরাচরকে ধারণ করিয়া স্বতঃপ্রকাশ স্বয়ং সর্ব্বকালে বিরাজমান আছেন। তিনি জীবমাত্রেরই স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি সমান ভাবে গঠিত করিয়াছেন। তিনি যে ইন্দ্রিয়ের যে কার্য্য বা ধর্ম্ম নিরূপন করিয়াছেন তাহার দ্বারা সে কার্য্য আপনা হইতে সম্পন্ন হইতেছে—তাহাতে সে ধর্ম্ম

কাহারও প্রয়াস বিনা বর্ত্তাইতেছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা, ভয়নিদ্রা, স্বপ্ন জাগরণ, জন্ম মৃত্যু, কাম ক্রোধ প্রভৃতি জীব মাত্রেরই সমান ভাবে ঘটিতেছে। তিনি স্বয়ং জীব মাত্রেই স্থূল, সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়াদিরূপে ভাসমান। এই বিরাট পরব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে দেবতা দেবী শক্তি কিম্বা ধাতু বলে। যেমন তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়াদি দেবতা দেবী দ্বারা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ তোমার শরীরের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে সেইরূপ পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতীরূপ দেবতা দেবী শক্তি বা ধাতুর দ্বারা পরব্রহ্মের শরীররূপ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের যাবদীয় কার্য্য সমাধা হইতেছে। এবং সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়াদি স্থূল সূক্ষ্ম শরীর লইয়া যেমন তুমি একই পুরুষ সেইরূপ সমুদায় সাকার সমষ্টি ও নিরাকারকে লইয়া পরমাত্মা একই পুরুষ। তিনি বা তুমি নিরাকারে অদৃশ্য, জ্যোতীরূপে দৃশ্যমান। ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিবে।

ইহা না বু'ঝিয়া অনেকে "ধর্ম্ম" এই শব্দকে ধর্ম্মবস্তু মনে করেন। তাঁহারা বিচার করিয়া দেখেন না যে, যদি শব্দের নাম ধর্ম্ম হয় তাহা হইলে আকাশ সর্ব্ব প্রকার শব্দে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এক শব্দ হইতে অন্য শব্দের বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই; যাহা ভেদ বলিয়া ভাব তাহা মনের ভাব বা কল্পনা। যদি শব্দই ধর্ম্ম বা শাস্ত্র হয় তাহা হইলে সকল ধর্ম্মই এক, কেননা বস্তু পক্ষে সকল শব্দই এক। যদি লিখিত অক্ষর সমষ্টি অর্থাৎ কাগজ কালি শাস্ত্র বা ধর্ম্ম হয় তাহা হইলে দপ্তরখানার কাগজ কালি মাত্রই শাস্ত্র বা ধর্ম্ম হইতে পারে। যথার্থ পক্ষে ব্রহ্ম কোন শাস্ত্র বা ভাষার অধীন নহেন। তিনি কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড ও কোটী কোটী ভাষা উৎপন্ন করিয়া লয় করিতেছেন ও পুনরায় উৎপন্ন করিতেছেন। যেরূপ প্রতিদিন স্বপ্ন সুষুপ্তি জাগরণের পর্য্যায় ক্রমে লয় ও উৎপত্তি করিতেছেন। তিনি সকল ভাষার ও সকল অবস্থার ভাব বুঝেন। আরবি, সংস্কৃত, গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই রহিয়াছে ও তাঁহাতেই লয় হইবে। তবে তিনি কি প্রকারে কোনও ভাষা শব্দ বা শাস্ত্রের অধীন হইবেন? যে ভাষায় যে কেহ তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক স্মরণ ও উপাসনা করিবে তিনি তাহার ভাব বুঝিয়া উপাসকের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন। তাঁহাকে

এরূপ সকল নাই যে সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় ব্যবহারিক বা পারমার্থিক কার্য্য করিলে আমি প্রসন্ন হইয়া কার্য্য সিদ্ধ করিব ও অন্য ভাষায় প্রয়োগ করিলে করিব না। তিনি এরূপ বলেন নাই যে, এই ভাষা আমার পবিত্র দেব ভাষা ও অপর ভাষা অপবিত্র আসুরিক ভাষা। যে দেশে, যে অবস্থায় যে ভাষা ব্যবহার করিলে সকলে সহজে বুঝিতে পারে তাহাই পবিত্র শাস্ত্রীয় দেব ভাষা; যাহা না বুঝিতে পারে তাহাই অশাস্ত্রীয় আসুরিক ভাষা। যে ভাষায় হউক না কেন যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিলে লোকে ব্রহ্মের অভিমুখ হইয়া তাঁহার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সুখে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয় তাহাই শাস্ত্র। যে প্রকারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সম্পন্ন করিলে আপনার ও অপর সকলের, এক কথায় জগতের, মঙ্গল সাধিত হয় তাহাই ধর্ম্ম। মূল কথা এই যে, সাকার নিরাকার, চরাচর, স্ত্রীপুরুষ, জীব মাত্রকে লইয়া জ্যোতিঃস্বরূপ অখণ্ডাকারে বিরাজমান, তিনিই শাস্ত্র, তিনিই ধর্ম্ম, তিনিই ইষ্টদেবতা। সর্ব্ব প্রকার দ্বেষ, হিংসা, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাতে নিষ্ঠাবান হইয়া জগতকে মঙ্গলময় কর, জগতের মঙ্গলে আপনার মঙ্গল ইহা নিশ্চিৎ জানিবে।

যাঁহারা বলেন যে, ধৃ-ধাতু হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি, ধারণ করেন বলিয়া ধর্ম্মের ধর্ম্ম নাম হইয়াছে, তাঁহারা বিচার করিয়া দেখুন যে সে কি পদার্থ যাহার দ্বারা জগৎ ধৃত রহিয়াছে অর্থাৎ ধৃ-ধাতু কি পদার্থ। এই বিরাট ব্রহ্মের ধৃ-ধাতু অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞান যে সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ তাঁহারই দ্বারা জগৎ ধৃত আছে। জীব এই বুদ্ধি, জ্যোতিঃ বা জ্ঞান দ্বারা চেতন হইয়া ব্রহ্মাণ্ড বা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপকে আপনার সহিত অভিন্ন ভাবে ধারণ করিতে সমর্থ হয়। এই ধৃ-ধাতু বুদ্ধি, জ্ঞান বা জ্যোতিঃ জীবের মস্তক হইতে সঙ্কুচিত হইলে জীবের সুষুপ্তির অবস্থা হয়, তখন আর জ্ঞান বা বোধাবোধ থাকে না যে, "আমি আছি বা তিনি আছেন।" ধৃ-ধাতু বুদ্ধি বা জ্ঞান পুনরায় জীবের মস্তকে তেজোরূপে উদিত হইলে তবে জ্ঞান বা বোধাবোধ হয় যে, "আমি আছি বা তিনি আছেন।"

জগতের মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্মের ধৃ-ধাতু, বুদ্ধি বা জ্ঞান কেবল মাত্র

জ্ঞানময় জ্যোতিঃ। ইনি স্বয়ং স্বতঃ প্রকাশ কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর, স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম, অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। ইনি অসীম শক্তির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে অসীম কার্য্য করিতেছেন। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কেহ নাই, ছিলেন না ও হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহা ধ্রুব সত্য।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের জ্ঞান বা স্বরূপ বোধ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব উঁহাকে বা আপনাকে নানা প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন ধাতু বা জীবাত্মা বলিয়া বোধ করে। ইনি দয়াময়, শরণাগতকে জ্ঞান দিয়া মুক্তস্বরূপ করেন। তখন জীব আপনাকে ও ঈশ্বর, গড্, আল্লাহ, খোদাকে অর্থাৎ পূর্ণ পর ব্রহ্মকে অভেদে দর্শন করেন। সেই অবস্থায় জীব ইহাকে পূর্ণরূপে পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম ভাবে দর্শন করিয়া চিনিতে পারেন। জীব স্বয়ং আপনাকে কারণ রূপে না জানিলে ইহাকে জানিতে বা চিনিতে পারে না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পূর্ণ পরমেশ্বর।

রাজা প্রজা, বাদসাহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টিয়ান, ঋষি মুনি, পণ্ডিত মৌলবী পাদরি প্রভৃতি মনুষ্যগণ, আপনারা আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়া গম্ভীর ও শান্তচিত্তে বিচার পূর্ব্বক সার ভাব গ্রহণ করুন।

যাঁহারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মানেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, তিনি পরিপূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান, জগতের একমাত্র সৃষ্টি, লয় ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা। অথচ তাঁহাদের মধ্যে পরমেশ্বর দ্বৈত কি অদ্বৈত, তিনি সাকার কি নিরাকার, সগুণ কি নির্গুণ, তিনি কি প্রকারে জগৎ উৎপত্তি করিয়াছেন ও জগতের কার্য্যই বা কি প্রকারে নির্ব্বাহ করিতেছেন, এই সকল বিষয় লইয়া পরস্পর ঘোরতর বিবাদ চলিতেছে। বিবাদ হইতে উৎপন্ন দ্বেষ

হিংসা, অশান্তি, দুঃখ ও অমঙ্গলে লোকে পীড়িত ও দিগ্বিদিক শূন্য হইয়াছে। অতএব বিচার পূর্ব্বক পরমেশ্বরের সত্য ভাব জানা ও জানিয়া প্রীতি ও শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক তাহা ধারণ করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তিনিই এক মাত্র সত্য, ধর্ম্ম ও সর্ব্ব মঙ্গলের আলয়। তাঁহাকে পাইলেই জগৎ মঙ্গলময় হয়।

"পরমেশ্বর পরিপূর্ণ" এই বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য কি, প্রথমতঃ এইটি বুঝা আবশ্যক। পরমেশ্বর সাকার ও নিরাকার নানা নাম রূপ, গুণ ক্রিয়া ও জীব এই সকলকে আত্মসাৎ করিয়া এক, অদ্বিতীয়, নিরংশক, অনন্ত। নতুবা ইঁহাদের মধ্যে একটিকেও পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বর গড্, আল্লা, খোদা, পরব্রহ্ম কখনই পরিপূর্ণ হইতে পারেন না। এই দৃশ্যমান সাকার জগৎ অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, তারকা, বিদ্যুৎ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ এবং চেতন জীব প্রভৃতি সগুণ উপাধি ও নিরাকার নির্গুণ গুণাতীত স্বরূপ ব্রহ্ম এতদুভয়কে লইয়া পরমেশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ পরিপূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান, এক এবং অদ্বিতীয়। এই মহাসমুদ্রবৎ, মহাকাশবৎ, অখণ্ড এক সত্তার ভিতর সেই বা অন্য কোন প্রকার দ্বিতীয় সত্তা থাকিবার স্থান নাই।

এই বিরাট ব্রহ্ম অনাদিকাল স্বতঃ প্রকাশ। ইঁহারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে দেব দেবী, শিবের অষ্ট মূর্ত্তি ও অষ্ট প্রকৃতি বলে। সমস্ত অবতার ঋষি মুনি ঔলিয়া পীর প্যাগম্বর, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়া ইহাতে লয় হইতেছে ও বর্ত্তমানে ইঁহাতেই স্থিত আছে। ইঁহারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তি আদির দ্বারা অনন্ত আকাশ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তিল মাত্র স্থান নাই যাহাতে তিনি নাই বা অপর কোন বস্তু আছে বা থাকিতে পারে। যেমন এই পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় পৃথিবী রাখিতে চাহিলে রাখিতে পারিবে না; এই পৃথিবীকে সরাইয়া দিলে তবে দ্বিতীয়কে রাখিতে পারিবে। এই আকাশে নিরাকার সাকার অসীম অখণ্ডাকার একই বিরাট পুরুষ চরাচরকে লইয়া সর্ব্বকালে স্বতঃপ্রকাশ রহিয়াছেন। এই পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান বিরাট পুরুষের মধ্যে দ্বিতীয় পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান থাকিতে পারেনা। ইঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া তবে কল্পিত দ্বিতীয়কে সেই স্থানে স্থাপিত করিতে পারিবে। ইঁহার চরণ পৃথিবী হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের হাড় মাংস; নাড়ী, জল

হইতে সকলের রক্তরস নাড়ী; মুখ, অগ্নি হইতে সমস্ত জীবের ক্ষুধা পিপাসা, আহার পরিপাক ও বাক্য উচ্চারণের শক্তি; ইঁহার প্রাণ, বায়ু হইতে সমস্ত জীবের শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে; ইঁহার মস্তক, আকাশ হইতে সমস্ত জীব কর্ণদ্বারে শুনিতেছে; ইঁহার মন, চন্দ্রমা জ্যোতিঃ দ্বারা জীব মাত্রেই মনোরূপে আত্মপর বোধ করিতেছে ও সংকল্প বিকল্প উঠিতেছে, এই বিরাট পুরুষের জ্ঞাননেত্র সূর্য্য নারায়ণ মস্তকে চেতন হইয়া সৎ অসতের বিচার করিতেছেন ও নেত্র দ্বারে রূপ ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইঁহারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এইরূপ লোকে বলে ও শাস্ত্রের বর্ণনা।

যদি অপর কোন পূর্ণ থাকেন তবে তিনিকি এই পূর্ণ বিরাট পুরুষকে লইয়া, না, ছাড়িয়া পূর্ণ? যদি ইঁহাকে লইয়া তিনি পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান হন তাহা হইলে তাঁহার এক অংশ ইঁহা হইতে অতিরিক্ত। যদি ইঁহাকে ছাড়িয়া তিনি পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান হন তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বাংশই ইঁহা হইতে অতিরিক্ত। এখন বিচার করিয়া দেখ, সেই অতিরিক্ত কোথায় আছে ও কি বস্তু। যাহা কিছু, যে কোন স্থানে বা কোন কালে আছে তাহারই সমষ্টির নাম "বিরাট বা পূর্ণ ব্রহ্ম" কল্পিত শব্দ মাত্র। ইনি যাহা তাহাই সর্ব্বকালে বিরাজমান। ইঁহার অতিরিক্ত ভাবনা মনের কল্পনা মাত্র, বস্তু নহে। জগতের মাতা পিতা আত্মা গুরু এই বিরাট পুরুষ হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত স্থলে যদ্যপি একটী বৃক্ষকে পরিপূর্ণ সর্ব্বগুণযুক্ত বল, তাহা হইলে শাখা, প্রশাখা, মূল, গুঁড়ি, ফল, ফুল প্রভৃতি বৃক্ষের অঙ্গ ও তাহার মিষ্টতা, কটূতা প্রভৃতি গুণকে সেই বৃক্ষের অন্তর্গত অর্থাৎ সেই বৃক্ষের সহিত এক ও অভিন্ন করিয়া বলা হয়। ইহাদের মধ্যে একটীকেও ছাড়িয়া দিলে বৃক্ষকে পরিপূর্ণ ও সর্ব্বগুণযুক্ত বলা যাইতে পারে না, তাহাতে বৃক্ষের অঙ্গহানি হয়। সেইরূপ চেতনাচেতন জগৎ, নাম রূপ, গুণ শক্তি প্রভৃতি সাকার সগুণ ও নিরাকার নির্গুণকে লইয়া পরমেশ্বর পরিপূর্ণ, এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান। জগতের কোন অঙ্গ, গুণ বা শক্তি ছাড়িয়া দিলে পরমেশ্বর ভাব অঙ্গহীন ও অযথার্থ হয়। এ নিমিত্ত সাকারকে ছাড়িয়া নিরাকার বা নিরাকারকে ছাড়িয়া সাকার পরিপূর্ণ হইতে পারেন না।

স্বরূপ ভাবাপন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি নিরাকার নির্গুণ, সাকার সগুণ, দ্বৈত অদ্বৈত, চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে একই পুরুষকে সর্ব্বাবস্থায় দেখেন। এই ভাবাপন্ন ব্যক্তিতে সত্য প্রকাশিত বলিয়া সকল সম্প্রদায়েরই সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাঁহাতে সর্ব্বকালে নির্বিরোধ, নিরুপদ্রব ভাব দর্শন করেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বরূপ ও উপাধি।

রাজা প্রজা, বাদসাহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টিয়ান, ঋষি মুনি, পণ্ডিত মৌলবী পাদরি প্রভৃতি মনুষ্যগণ আপনারা, আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়া গম্ভীর ও শান্তচিত্তে বিচার পূর্ব্বক সার ভাব গ্রহণ করুন

যে যাহা তাহাই তাহার স্বরূপ। কোন দ্রষ্টা বা জ্ঞাতার নিকট যে যাহা বলিয়া প্রকাশিত হয় তাহাই তাহার উপাধি। একের স্বরূপ কখনই অপরের নিকট বিদিত হয় না; অপরের নিকট যাহা বিদিত হয় তাহা উপাধি। যতক্ষণ এক এবং অপর এই ভাব থাকে ততক্ষণ স্বরূপ ভাব অপ্রকাশিত থাকে। এক এবং অপর ভাব লয় হইয়া যে পূর্ণ অখণ্ড ভাব তাহাই স্বরূপ ভাব। পূর্ণ ও স্বরূপ এই দুই শব্দে কেবল ভাষার ভেদ মাত্র, ভাবের ভেদ তিল মাত্রও নাই। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনুষ্য যথার্থ ভাব না বুঝিয়া কেহ সাকার সগুণকে পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের স্বরূপ কল্পনা করিয়া তদনুযায়ী ধারণা ও উপদেশ করে। যাহারা সাকার সগুণকে স্বরূপ বলে তাহারা নিরাকার নির্গুণকে বলে সাকারের ভাব মাত্র, অবস্তু। ভগবান যে সাকার সগুণ তাঁহার অঙ্গের ছটার নাম নিরাকার ব্রহ্ম— তাঁহাদের এই মত। নিরাকারবাদী বলেন যে, ইহা ভুল। কেননা যাহা নষ্ট হইলে বস্তু নষ্ট হয় তাহাই স্বরূপ; বস্তু ভাবেরই অন্য নাম স্বরূপ ভাব। যাহাদিগকে লইয়া সাকার তাহাদের মধ্যে সকলগুলি বা কোনওটী

নষ্ট হইলে বস্তু বা সত্তা নষ্ট হয় না। পৃথিবী নষ্ট হইলে জলাদি সাকার রহিয়া যায়। জল নষ্ট হইলে পৃথিব্যাদি সাকার অবশিষ্ট থাকে। এবং নিরাকার হইতে সাকার প্রকাশমান হইয়া সৃষ্টি হয়। অতএব সাকার নষ্ট হইলে বস্তু নষ্ট হয় না—ইহা স্পষ্ট। তবে সাকার কি প্রকারে স্বরূপ হইতে পারে, নিরাকারই স্বরূপ। কিন্তু নিরাকারবাদী বিচার করিয়া দেখেন না যে, সমষ্টি সাকার বিনষ্ট হইলে যাহাকে অবশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিতেছেন তাহাকে কাহার তুলনায় নিরাকার বলিবেন? যদি কোনরূপ আকার না থাকে তাহা হইলে কি প্রকারে নিরাকার অর্থাৎ আকারের অভাব বলা সঙ্গত হয়। যদি বলেন সাকার নষ্ট হইলে, বলিবার প্রয়োজন না থাকায়, নিরাকার শব্দের প্রয়োগ নষ্ট হয়; কিন্তু নিরাকার বস্তু থাকিয়া যায় এবং সৃষ্টির পূর্ব্বেও সেই নিরাকার বস্তু ছিল। সেই বস্তুই নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বকালেই একইরূপ, তহাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই। কিন্তু নিরাকারবাদী ইহা দেখেন না যে, যদি নিরাকারকে নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় বলা হয় তাহা হইলে সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী সেই অপরিবর্ত্তনীয় নিরাকার বস্তুতে সৃষ্টিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটা অসম্ভব। অপরন্তু, সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন। এজন্য নিরাকার হইতে সাকার বা সাকার হইতে নিরাকার অঘটনীয়। যদি বল নিরাকার স্বয়ং সাকাররূপে প্রকাশিত বা সাকার ভাব ধারণ করেন—তাহাও যুক্তি বিরুদ্ধ কেননা নিরাকারের সাকারভাব প্রাপ্তি ও ধ্বংস বা নষ্ট হওয়া একই কথা। যে যাহা তাহার বিপরীত ভাব প্রাপ্তিই তাহার বিনাশ। যদি বল, নিরাকারে এমন শক্তি আছে যে সাকার হইলেও তাহার ধ্বংস হয় না, তাহা হইলে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখ, যে, নিরাকারে শক্তি ও বস্তুর বিভেদ কে বোধ করিবে? নিরাকার যে মনোবাণীর অতীত, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। নিরাকার আছে এই মাত্র তোমরা বলিতে পার। নিরাকার যে কি বা কেমন তাহা বোধ করিতে বা বলিতে কেহই সক্ষম নহে। যাহার সম্বন্ধে কি বা কেমন এ প্রশ্নের উত্তর সম্ভবে তাহা নিরাকার হইতেই পারে না। নিরাকারে বস্তু ও শক্তি কল্পনা করিবার আর একটী বিঘ্ন আছে। কার্য্য থাকিলেই শক্তিকে অনুমান বা ধারণ করা যায়। কার্য্য

না থাকিলে শক্তি আছে বা নাই এরূপ সন্দেহ পর্য্যন্ত উঠে না। নিরাকারে কার্য্য নাই কেননা পরিবর্ত্তন বিনা কার্য্য নাই। নিরাকারবাদীর মতে নিরাকার বস্তু অপরিবর্ত্তনীয় অতএব নিরাকারে কার্য্য নাই। তবে কিরূপে নিরাকারে বস্তু ও শক্তি কল্পনা করিবে?

আরও দেখ, তুমি যে নিরাকার সম্বন্ধে বিচার করিতেছ তুমি নিজে সাকার কি নিরাকার? যদি তুমি নিরাকার হও তবে তোমার দ্বারা বিচার কার্য্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। পূর্ব্বেই দেখিয়াছে নিরাকারে কার্য্য নাই। বিচারও ত কার্য্য, তবে কিরূপে নিরাকারে বিচার থাকিবে?

তুমি সাকার হইলে নিরাকারের সহিত তোমার কি সম্বন্ধ? এ সম্বন্ধের নাম অভাব। অর্থাৎ তুমি যাহা নিরাকার তাহা নহে; তোমাতে যাহা আছে নিরাকারে তাহা নাই। এবং নিরাকারে এমন কিছুই নাই যাহা তোমাতে আছে। তুমি যাহা কিছু অনুভব করিতেছ তাহার কিছুই নিরাকারে নাই। যাহা নিরাকার তাহা তুমি অনুভব করিতে পার না। অতএব নিরাকার সম্বন্ধে যাহা বলিবে বা যাহা অনুভব করিবে তাহা নিরাকারের অনুরূপ হইবে না: যে উক্তি ও ধারণা যাহার সম্বন্ধে উক্তি ও ধারণা তাহার অনুরূপ না হয় সে উক্তি ও ধারণা মিথ্যা বা কল্পনা। যেমন অগ্নিকে বরফ বলিয়া উক্তি বা শীতল বলিয়া ধারণা মিথ্যা বা কল্পনা মাত্র। তুমি নিজের বোধ অনুসারেই বলিয়া থাক যে কোন বস্তু আছে বা কোন বস্তু নাই। অস্তি ও নাস্তি নিজের বোধ অনুসারে বলা হয়। কিন্তু তোমার যাহা কিছু বোধ হয় তাহা হইতে নিরাকার ভিন্ন; নিরাকার সম্বন্ধে তোমার কোন বোধাবোধ নাই। অতএব নিরাকার আছে এই যে বলিতেছ ইহাও কল্পনা মাত্র। কেননা যখন তোমার নিরাকার ভাব অর্থাৎ সুষুপ্তি ঘটে তখন তোমার এ জ্ঞান থাকে না যে, নিরাকার আছি বা নিরাকার আছে।

যদি বল, নিরাকার নির্গুণ বোধের অতীত নহেন। আমিই সেই নিরাকার নির্গুণ। "আমি আছি" এ জ্ঞান অযত্নলব্ধ, স্বতঃসিদ্ধ। অথচ, আমি অপর কাহারও বা আমার নিজের জ্ঞানের বিষয় নহি। "আমি আছি" এ জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া তবে অন্য জ্ঞান উদয় হইতেছে। জ্ঞানের বিষয়রূপে আমি বর্ত্তাই না। যদি আমি আমার বা অন্যের জ্ঞানের বিষয় হই তাহা হইলে

আমার সেই জ্ঞাতা আমাকে জানিবার পূর্ব্বেই জানিতেছেন যে, সেই জ্ঞাতা আছেন অর্থাৎ আমাকে জানিবার পূর্ব্বে তাঁহার "আমি আছি" এই জ্ঞান আছে। যতই "আমাকে" জানিতে চেষ্টা করিবে ততই "আমি" জ্ঞানের হাত হইতে পিছলাইয়া তাহারই মূলে থাকিতেছে। অতএব "আমি আছি" এ জ্ঞান স্বতঃ সিদ্ধ; আমি জ্ঞানের বিষয় নহি। এদিকে সাকারের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা জ্ঞানের বিষয় নহে। আমি কিন্তু জ্ঞানের বিষয় নহি অতএব সাকার নহি। এখানে বিচার করিয়া দেখ, যদি "আমি" নিরাকার নির্গুণ ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের পাত্র—এমন হয় তাহা হইলে সুষুপ্তিতে ও জন্মের পূর্ব্বে এবং মৃত্যুর পরে তাহার ভাবান্তর ঘটিতেছে কেন? মৃত্যুর পরের কথা যেন তুমি জান না, কিন্তু জন্মের পূর্ব্বে যদি "আমি" এই ভাবই থাকিত তাহা হইলে তৎকালের কথাও স্মরণ থাকিত। কিন্তু তাহা যখন নাই তখন কি প্রকারে পরিবর্ত্তনশীল "আমি" কে অপরিবর্ত্তনীয় নিরাকার বলিবে? প্রত্যক্ষ দেখ, তুমি বিচারকর্ত্তা যখন সুষুপ্তিতে নিরাকার ভাবাপন্ন হও তখন তোমাতে বিচার প্রভৃতি কার্য্য থাকে না এবং তোমার সমস্ত গুণ, ক্রিয়া, শক্তি তোমার সহিত লয় হইয়া অভিন্ন ভাবে থাকে। পরে, জাগ্রতে তুমি সাকার ভাবে প্রকাশমান হইলে তোমার সহিত তোমার সমস্ত গুণ, ক্রিয়া, শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। অতএব তুমি কিরূপে নিরাকার হইতে পার? যদি বল তুমি সাকার তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ যে, তোমার যখন সুষুপ্তিতে নিরাকার অবস্থা ঘটে তখন তুমি ত আর সাকার থাক না। যদি তুমি সাকার হইতে তাহা হইলে নিরাকার অবস্থা ঘটিলে তোমার সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটিত। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে নিরাকার নির্গুণ সুষুপ্তির ভাব হইতে প্রতিদিন তুমি সাকার সগুণ ভাবে প্রকাশিত হইতেছ। নির্গুণ সুষুপ্তিতে বিনষ্ট হইলে তুমি আর সাকার সগুণ ভাবে প্রকাশিত হইতে না। তবে তুমি কিরূপে সাকার হইতে পার? তুমি যে বস্তু বা পুরুষ তাহা স্বরূপতঃ সাকার নিরাকার হইতে অতীত—যাহা তাহাই। জাগ্রতে সাকারভাবে ও সুষুপ্তিতে নিরাকারভাবে তুমি একই ব্যক্তি রহিয়াছ। তুমি সাকার নহ, নিরাকার নহ। সাকার হইলে নিরাকারে বিনষ্ট হইতে এবং নিরাকার হইলে সাকারে বিনষ্ট হইতে। দুই পরস্পর বিরুদ্ধ

অবস্থাতে একই ব্যক্তি সমান ভাবে থাকিতে না। স্বরূপতঃ তুমি যে কি বা কেমন, আছ বা নাই, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা অসাধ্য। অথচ তোমাকে ছাড়িয়া তোমার রূপ, গুণ, অবস্থা, ক্রিয়া, শক্তির অস্তিত্বই নাই। তুমিই ঐ সকল ভাবে প্রকাশমান। এই প্রকার বহুভাবে তোমার যে প্রকাশ তাহা এক একটী উপাধি। অপরে তোমাকে এই ভাবে দেখে এবং অপরের দৃষ্টিতে তুমি আপনাকে ঐ ভাবে দেখিয়া থাক। কিন্তু যথার্থ দৃষ্টিতে দেখিবে যে সর্ব্ব উপাধিকে লইয়া তুমি বাক্য মনের অতীত, যাহা তাহাই—কি বা কেমন বলিবার বা চিন্তা করিবার উপায় নাই। ইহা জানাইবার জন্য পূর্ণ বা স্বরূপ অথবা উহার সমান অর্থবাচক অন্যান্য শব্দ কল্পিত হইয়াছে। যদি তুমি ভিন্ন জগতে দ্বিতীয় ব্যক্তি না থাকে তাহা হইলে তোমাকে পূর্ণ অপূর্ণ, স্বরূপ উপাধি বা অন্য কোন রূপে নির্দ্দেশ-করিবার জন্য তোমার নিজের কোন প্রয়োজন থাকে না। তোমার যে নির্দ্দেশ রহিত ভাব তাহা অপরকে জানাইবার জন্য স্বরূপ এই শব্দ কল্পনা করিবার প্রয়োজন হয়। নতুবা ঐরূপ কল্পনার কোন প্রয়োজন থাকে না।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জগতে মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সত্যই কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচরকে লইয়া নানা নামরূপে বিস্তারমান আছেন। তাঁহাকেই সকলে ঈশ্বর বা পরমাত্মা বলেন। স্বরূপে তাঁহাতে নিরাকার, সাকার, নির্গুণ, সগুণ, দ্বৈত, অদ্বৈত, জীব, ঈশ্বর, আল্লাহ খোদা, পরমেশ্বর, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, গুরু, মাতা, পিতা, আত্মা পরমাত্মা ব্যষ্টি সমষ্টি, মিথ্যা সত্য ইত্যাদি নাম শব্দ নাই, তিনি যাহা তাহাই আছেন। কিন্তু উপাধি ভেদে নিরাকার সাকার, নির্গুণ সগুণ, জীব ঈশ্বর, দ্বৈত অদ্বৈত, মাতা পিতা গুরু, আত্মা পরমাত্মা, ব্রহ্ম ইত্যাদি নাম শব্দ বলিতে ও মানিতেই হইবে। যাহারা মুখে বলেন যে, "ইহা মানি না", তাঁহাদিগের বুঝা উচিৎ যে, তাঁহারাও যাহা তাহাই আছেন। তবে তাঁহাদিগের নিজ নিজ প্রচলিত মান্যসূচক কল্পিত নাম ও উপাধি ধরিয়া না ডাকিলে মনে কষ্ট হয় কেন? ইহা ত সকলেই বুঝেন। মাতা পিতা পরমাত্মা ও জীবাত্মা সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিয়া প্রীতি পূর্ব্বক সাদরে যোগ্য নাম ধরিয়া ডাকিতে হয়।

মাতা পিতারূপী স্বতঃপ্রকাশ পরমাত্মা নিরাকার, সাকার, বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ অনাদিকাল হইতে বিরাজমান। এই ওঁকার বিরাট পুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষ, পীর প্যাগম্বর, যিশুখৃষ্ট, ঋষি মুনি, অবতারগণ উৎপন্ন হইয়া ইহাঁতেই লয় হইতেছেন এবং পুনরায় ইহাঁ হইতে উৎপন্ন হন। ইনি সর্ব্বকালে যাহা তাহাই বিরাজমান আছেন। এই বিরাট পুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা নিরাকার, নির্গুণ অদৃশ্যভাবে আছেন এবং ইনিই জগৎ চরাচরকে লইয়া সাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশমান আছেন।

এই বিরাট ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপী সপ্ত ধাতু হইতে যে প্রকারে তোমাদের স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই দেখিয়াছ এবং জ্ঞানী পুরুষ মাত্রেই ইহা দেখিতেছেন ও কখনই অস্বীকার করিবেন না। ইহার সার ভাব বুঝিয়া বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মার শরণাগত হও। জীব মাত্রকে আপনার আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া সকলের উপকার করা জ্ঞানী পুরুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যাঁহার বিরাট পুরুষ পরমাত্মাতে নিষ্ঠা ভক্তি আছে তাঁহার জীব মাত্রেই দয়া বা সমদৃষ্টি আছে। যাঁহার জীব মাত্রে সমদৃষ্টি আছে তাঁহার বিরাট পুরুষ পরমাত্মা মাতা পিতাতে নিষ্ঠা ভক্তি আছে। যাহার জীব মাত্রেই দয়া নাই তাহার পরমাত্মা মাতা পিতাতে নিষ্ঠা ভক্তি নাই। ইহা ধ্রুব সত্য।

তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক বিরাট পুরুষ পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার শরণাপন্ন হইয়া জীব হিতে রত থাক। পরমাত্মা মঙ্গলময় তোমাদিগকে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন ইহাতে কোন সংশয় করিও না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাকার ও নিরাকার।

সাকার নিরাকার লইয়া মনুষ্যের মধ্যে ঘোর বিবাদ ও অশান্তির কারণ হইয়াছে। যিনি বলেন সাকারকে মানি তিনি সর্ব্বদা নিরাকারের নিন্দা ও অপমান করিতেছেন। নিরাকারবাদী সেইরূপ সাকার বিদ্বেষী। অথচ উভয়েই বলেন যে, পরমেশ্বর পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান। অতএব উভয়েরই বিচার পূর্ব্বক দেখা উচিৎ যে, নিরাকার ব্রহ্মকে ছাড়িয়া সাকার ব্রহ্ম পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না এবং নিরাকার ব্রহ্মও সাকার ব্রহ্মকে ছাড়িয়া পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না—উভয়ই ব্যষ্টি, একদেশী হইয়া পড়েন। উভয় দলের মধ্যে কাহারও পূর্ণ ভাবে উপাসনা হয় না, অঙ্গহীন হয়। নিরাকার সাকার বস্তু নহে, বস্তুর ভাব মাত্র। উভয় ভাবে চরাচরকে লইয়াই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ, সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বকালে বিরাজমান আছেন। অতএব সাকার ব্রহ্মের নিন্দায় নিরাকারের নিন্দা এবং নিরাকার ব্রহ্মের নিন্দায় সাকারের নিন্দা এবং আপন ইষ্ট দেবতাকে নিন্দা করা বশতঃ নিন্দুকের অবশ্যই অধঃপাত হয়। আরও বিচার পূর্ব্বক উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই দেখ, যে মাতা পিতা হইতে তোমরা উৎপন্ন হইয়াছ সেই মাতা পিতাকে যদ্যপি চক্ষের সম্মুখে কীল দেখাও তাহা হইলে কি চক্ষু মাত্রে তাঁহারা ক্রোধান্বিত হ'ন বা স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া ক্রোধান্বিত হন? এবং যদি তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে জোড়হাতে নমস্কার কর তাহা হইলে কি চক্ষু মাত্রে প্রসন্ন হন, না, সমষ্টি শরীরের সহিত প্রসন্ন হইয়া তোমাদের হিত চিন্তা করেন? যদি তোমার মাতা পিতা অন্ধ হন তাঁহাদের কর্ণে কটূক্তি করিলে তাঁহারা কি শুধু কর্ণদ্বারে ক্রোধান্বিত হন? পক্ষান্তরে মিষ্ট বাক্যে প্রশংসা করিলে তাঁহারা সমষ্টি শরীর লইয়াই প্রসন্ন হন। যদি তোমার মাতা পিতা অন্ধ ও বধীর হন তাহা হইলে তাঁহাদিগের নাসিকার দ্বারে লঙ্কা মরীচের ধুঁয়া দিলে সমস্ত শরীরই ক্রোধান্বিত হয়। যদি চন্দনের ধুঁয়া দাও তাহা হইলে শুধু নাসিকা দ্বারে নহে সমস্ত শরীর লইয়াই প্রসন্ন হইবেন।

তোমরা পুত্র কন্যারূপী; মাতা পিতারূপী নিরাকার সাকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ। সূর্য্যনারায়ণ তাঁহার জ্ঞান নেত্র সেই নেত্রের সম্মুখে যদ্যাপি তোমরা পুত্র কন্যারূপী স্ত্রী পুরুষ শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার বা ঘৃণা বিদ্বেষাদি অপমান কর কিম্বা তাঁহার কর্ণ যে আকাশ তাহাতে প্রার্থনা বা নিন্দা কর অথবা তাঁহার প্রাণ যে বায়ু তাহাতে দুর্গন্ধ বা সুগন্ধ সংযুক্ত কর তাহা হইলে তিনি কি এক এক অঙ্গের দ্বারা প্রসন্ন বা ক্রোধান্বিত হইবেন, না, নিরাকার সাকার সমষ্টি লইয়া প্রসন্ন বা ক্রোধান্বিত হইবেন এবং তদনুসারে মঙ্গল বা অমঙ্গল করিবেন? জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা জানেন যে, তিনি নিরাকার সাকার উভয় ভাব লইয়া পূর্ণ ভাবেই মঙ্গল বা অমঙ্গল করেন।

এইরূপ সকল বিষয়ে বিচার পূর্ব্বক সার ভাব গ্রহণ করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের এবং সাধারণতঃ মনুষ্য মাত্রেরই ব্যবহারিক ও পরমার্থিক কার্য্য সম্পন্ন করা উচিৎ। নচেৎ তোমরা নিজেই নিজের অমঙ্গলের হেতু হইয়া দাঁড়াইবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দ্বৈত ও অদ্বৈত।

রাজা প্রজা, বাদসাহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টিয়ান, ঋষি মুনি, পণ্ডিত মৌলবী পাদরি প্রভৃতি মনুষ্যগণ, আপনারা আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়া বিচার পূর্ব্বক সার ভাব গ্রহণ করুন।

অজ্ঞানবশত জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ব্রহ্মের পূর্ণ ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া লোক দ্বৈত অদ্বৈত দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ মত কল্পনা করিয়াছেন। দ্বৈত মতে ঈশ্বর ও জীব ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, কোন কালেই এক হইতে পারে না। ঈশ্বর পূর্ণ, জীব অপূর্ণ. ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, জীব ক্ষুদ্র। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান. জীব অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান। অদ্বৈত মতে জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ একই।

জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে যে ভেদ ভাসিতেছে তাহা অজ্ঞানের কার্য্য। সম্যক বিচারের দ্বারা অজ্ঞানের লয় হইয়া জ্ঞানোদয় হইলে দ্বৈত ভাব নষ্ট হইয়া অদ্বৈত ভাবের উদয় হয়। উভয় মতের লোকেই পূর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মার স্বরূপ ভাব হইতে বিমুখ। স্বরূপতঃ ইনি সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ, দ্বৈত, অদ্বৈত, স্ত্রী, পুরুষ, জড়, চেতন, চরাচরকে লইয়া যাহা তাহাই। তাঁহাতে এ ভাব নাই যে আমি এক বা বহু। যখন সমস্তই তিনি তখন নিজেকে এক বলিয়া কাহাকে পরিত্যাগ করিবেন এবং নিজেকে বহু বলিয়া কাহাকে গ্রহণ করিবেন? যখন তিনি ভিন্ন অপর অস্তিত্বই নাই তখন তাঁহাতে গণনার প্রবৃত্তি অসম্ভব। গণনার প্রবৃত্তি না থাকিলে এক, দুই বা বহু সংখ্যা কি প্রকারে থাকিতে পারে! যেখানে দুই হইবার সম্ভাবনা নাই সেখানে একও নাই। গণনা করিবার প্রয়োজন থাকিলে গণনার আরম্ভে এক বলিয়া সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হয়। কিন্তু গণনার প্রয়োজন না থাকিলে এক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবারও প্রয়োজন থাকে না। তিনি একও নহেন, দুইও নহেন, বহুও নহেন—তিনি যাহা তাহাই।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন দুর্ব্বল জীবের কল্যাণার্থে শাস্ত্রাদিতে ইহাঁর সম্বন্ধে দ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি ভাব কল্পিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, দ্বৈত ভাবেই হউক আর অদ্বৈত ভাবেই হউক উপাসনা করিয়া তাঁহার স্বরূপ ভাব প্রাপ্ত হইলেই জীব কৃতার্থ হইবে এবং যথার্থ সত্যভাব বুঝিবে। কিন্তু লোকে না নিরাকার নির্গুণ অদ্বৈত, না, সাকার সগুণ দ্বৈত ভাবে তাঁহার উপাসনা করিতেছে। কেবল শব্দার্থ, তর্ক বিতর্ক, বাদ বিষবাদে জড়িত হইয়া দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী উভয় পক্ষই ইষ্টভ্রষ্ট হইতেছে ও জগতে অমঙ্গল বিস্তার করিতেছে। তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এ দুইয়ের কোন একভাবে ভক্তি পূর্ব্বক উপাসনা করিলে তিনি পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন—ইহা ধ্রুব সত্য।

জ্ঞান ভক্তিহীন মনুষ্যকে অদ্বৈত উপদেশ করিলে তাহার অভিমান বৃদ্ধি পাইয়া বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা হইতে তাহাকে অধিকতর বিমুখ করে। অবোধ ব্যক্তির এইরূপ স্বভাব যে, তাহাকে যদ্যপি

বল, রাজা ও মাতা পিতার তোমার সহিত কোন প্রভেদ নাই, জীব দৃষ্টিতে সকলই এক তাহা হইলে তাহার রাজা বা মাতা পিতার আজ্ঞা পালনে যত্ন থাকে না। সে ব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খল, নিয়মশূন্য হইয়া জগতে নিজের ও অপরের কষ্টের হেতু হয়। লোকের উপাসনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার হেতু তিন—প্রীতি, লোভ ও ভয়। প্রীতি পূর্ব্বক নিঃস্বার্থভাবে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্যে পরমাত্মার জ্ঞানবান ভক্তগণ প্রবৃত্ত হন। জগতে ইঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে। অধিকাংশ লোকে অনিষ্টের ভয়ে বা ইষ্টের লোভে উপাসনা করে। এই শ্রেণীর উপাসকদিগের কল্যাণের জন্য দ্বৈত ভাব কল্পিত হইয়াছে। উপাসককে উপাস্য হইতে ভিন্ন বলিয়া না ধরিলে লোভ ও ভয়ের স্থল থাকে না। যাঁহারা উপাস্যকে আপনার গুরু মাতা পিতা আত্মা ভাবে দেখেন তাঁহাদের কি ব্যবহারিক কি উপাসনা কার্য্যে প্রীতিভঙ্গ হয় না। তাঁহারা তাবৎ জগতকে আপনার ও পরমাত্মর স্বরূপ জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে জগতের হিতসাধন করেন। তাঁহাদের সর্ব্বদা নিরুপদ্রব, শান্তিময় ভাবে অবস্থিতি। কাহারও সহিত তাঁহাদের বিরোধ থাকে না; সকলকেই দেখেন যে, আপন আত্মা। যাহাদের এরূপ ভাব না হয় এবং কেবল মুখে "শিবোঽহং সচ্চিদানন্দোঽহং" "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বাক্য বলেন ও যাঁহারা মতামত লইয়া জগতে বিরোধ ও কলহ উৎপন্ন করেন তাঁহাদের কোন কালে পরিত্রাণ নাই। শান্ত ও সরল চিত্তে দ্বৈত বা অদ্বৈত ভাবে পূর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মার উপাসনা করিলে জীব ব্যবহার ও পরমার্থ বিষয়ে কৃতার্থ হইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করেন। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মার শরণাপন্ন হইয়া ভক্তি ও প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা ও সর্ব্বজীবে দয়া কর তিনি মঙ্গলময় সর্ব্ব বিষয়ে তোমাদিগের মঙ্গল সাধন করিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জড় ও চেতন।

আস্তিক্য বুদ্ধি যুক্ত অনেকেই মুখে বলেন যে, এক পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান চেতন ব্যতীত দ্বিতীয় কেহই আকাশে নাই এবং হওয়া সম্ভব নহে। অথচ পূর্ণ ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া এ বুঝিতে পারেন না যে, নিরাকার সাকার মঙ্গলময় একই বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ চরাচরকে লইয়া অনাদি কাল হইতে নিত্য স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান আছেন এবং নিরাকার ও সাকারের ভেদ কল্পনা করিয়া পরস্পর হিংসা দ্বেষে যন্ত্রণা ভোগ করেন। নিরাকারবাদী সাকারবাদীকে ঘৃণা করিয়া জড়োপাসক বলেন ও সাকার-বাদী নিরাকারবাদীকে নীরস, শুষ্ক, জ্ঞানাভিমানী বলিয়া হেয় করেন। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবর্ত্তী আর এক সম্প্রদায়ের লোক নিরাকারে জগৎ হইতে ভিন্ন জ্ঞানাদি সর্ব্বশক্তি আরোপ করিয়া মনুষ্যের অনুরূপ এক পুরুষকে ঈশ্বর, গড্, খোদা প্রভৃতি নাম দিয়া উপাসনা করেন। ইঁহারা অন্য দুই সম্প্র-দায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনা করা দূরে থাকুক এক দলকে শূন্যোপাসক ও অন্য দলকে জড়োপাসক জ্ঞানে সর্ব্বত্র বিবাদের অগ্নি জ্বালেন। কাহার নাম জড় ও কাহার নাম চেতন তাহার যথার্থ ধারণা হইলে সমস্ত ভ্রান্তি, বিবাদ বিষবাদ, অপ্রীতি লয় হইয়া জগৎ শান্তিময় হইবে। অতএব মনুষ্য মাত্রেই শান্ত ও গম্ভীর চিত্তে বিচার পূর্ব্বক চেতনা কি পদার্থ উত্তমরূপে চিনিয়া পরমানন্দে কালযাপন কর।

বিচার না করিয়া আপাততঃ দৃষ্টিতে অথবা পরের মুখে শুনিয়া কোন বিষয়ে ধারণা করা উচিত নহে। সকলেরই বুদ্ধি আছে বিচার পূর্ব্বক সত্যকে নির্ণয় করিয়া ধারণ কর। নতুবা তোমার কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে এই কথা পরের মুখে শুনিলে কাণে হাত না দিয়া কাকের পশ্চাৎ ধাবমান হওয়া বুদ্ধিমান জীবের অনুপযুক্ত। সাকার সমষ্টি বা নিরাকার জড় কি চেতন এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসিবার পূর্ব্বে বিচার করিয়া দেখ, তুমি নিজে জড় কি চেতন। যদি বল জড় তবে জড়ের ত কোন বোধা-বোধ বা বিচারশক্তি নাই। যেমন সুষুপ্তির অবস্থায় তুমি জড় থাক, কোন

জ্ঞান বা চেতনা থাকে না। কিন্তু তোমার জ্ঞান ও বিচারশক্তি অর্থাৎ চেতনা রহিয়াছে। যদি বল তুমি চেতন, তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ, চেতনা কি পদার্থ? পূর্ব্বেই দেখিয়াছ যে, বস্তুর দুইটী মাত্র ভাব—নিরাকার নির্গুণ ও সাকার সগুণ। এতদ্ভিন্ন বস্তু নাই ও হইতে পারে না। এখন দেখ, চেতনা সাকার কি নিরাকার।

যদি বল আমি নিরাকার চৈতন্য, তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ, নিরাকার ব্রহ্মে জ্ঞান, অজ্ঞান, বিজ্ঞান, জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই সব অবস্থা নাই। যদি বল যে, জাগ্রতাবস্থায় আমি নিরাকার, তাহা হইলে বিচার পূর্ব্বক প্রথমেই দেখ যে জাগ্রতাবস্থায় তোমাতে যে ভ্রান্তি বা অজ্ঞান ভাসিতেছে তাহা কি নিরাকার ব্রহ্মের? আরও দেখ তুমিত জাগ্রতাবস্থায় নিরাকার বর্ত্তমান আছ, পরে স্বপ্নাবস্থায়ও কি তুমি নিরাকার এবং সুষুপ্তিতেও কি তুমি নিরাকার? যদি তাহা হয়, তবে নিরাকার কয়টা? নিরাকার এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই এবং তাহাতে কোনও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। যিনি নিরাকার তিনি নির্গুণ মনোবাণীর অতীত ও জ্ঞানাতীত। তাঁহাতে বোধাবোধ, চেতনাচেতন, বিচারশক্তি নাই। যেরূপ তোমার সুষুপ্তির অবস্থায় ঘটে। যখন "আমি আছি" এ জ্ঞান থাকে না, তখন বিচারাদি কি প্রকারে সম্ভবে? কিন্তু তোমাতে চেতনাচেতন ভাব আছে ও তিন অবস্থা প্রত্যহ ঘটিতেছে, ইহাত নিশ্চয় জানিতেছ। যদি বল, যিনি নিরাকার চৈতন্য তিনি অবস্থা ও রূপান্তর ভেদে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে একই ভাবে বিরাজমান। তাহা হইলে সাকার নিরাকার, ভেদাভেদ সকলই নিরস্ত হয়। কেননা তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, জড় ও চেতন, সাকার ও নিরাকার প্রভৃতি সর্ব্ব বিশেষণ বিবর্জ্জিত একই ব্যক্তি রূপ, গুণ ও অবস্থাভেদে জড়, চেতন প্রভৃতি ভাবে প্রকাশমান হইয়াও যাহা তাহাই রহিয়াছেন। এরূপ ধারণা হইলে কোন প্রকার বিবাদের স্থল থাকে না; তাহা হইলে প্রয়োজন অনুসারে এই জগতের যাহাতে যে কার্য্যের উপযোগী যে শক্তি রহিয়াছে তাহার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জীব পরমানন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

যদি বল, আমি নিরাকার চৈতন্য, নিষ্ক্রিয়; আমার আভাস অর্থাৎ ছায়া

এই দেহে থাকিয়া সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। সুষুপ্তি কালে সেই ছায়ার লয় হয় বলিয়া কোন কার্য্য থাকে না। আমি সুষুপ্তি প্রভৃতি তিন অবস্থাতে একই ভাবে রহিয়াছি।" কিন্তু একই ভাবে থাকা বলিলে যে জ্ঞান বুঝায় তাহা সুষুপ্তিতে থাকে না। এরূপ বিচার করিয়া যে জ্ঞান বা অবস্থা উদিত হয় তাহারই নাম তুরীয় অর্থাৎ ঐ তিন অবস্থার সহিত তুলনায় তাহাই চতুর্থ অবস্থা বলিয়া শাস্ত্রাদিতে কল্পিত হইয়াছে। এখন বিচার করিয়া দেখ, যিনি নিরাকার নির্গুণ চৈতন্য তাঁহার ছায়া বা আভাস কিরূপে সম্ভবে? এবং তাঁহার দ্বারা কার্য্য হওয়া আরও অসম্ভব। বিশেষতঃ জড়ের তুলনায় চেতন। তুলনা নিরাকারে ঘটিতেই পারে না। যে দুই বা ততোধিক পদার্থকে মন বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় তাহাদেরই মধ্যে তুলনা করা যায়। নিরাকার নির্গুণ, যাহাকে মনের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তাঁহার সম্বন্ধে তুলনা অতুলনা নাই। তিনি স্বয়ং জগতে চেতন, অচেতন উভয় ভাবে বিরাজমান। জীব নিজে চেতন বলিয়া তাহার নিকট অচেতনা অপেক্ষা চেতনা প্রিয়। সাকার নিরাকার, চেতনাচেতন ভাবের অতীত যে বস্তু, তাহাতে প্রীতি স্থাপনার জন্যই শাস্ত্রে তাঁহাকে চেতনা বলিয়া আত্মভাবে উপাসনা করিবার বিধি আছে। যদি বল, যে পদার্থ চেতন (যাঁহাকে "আমি" বলিতেছি) তাহা জীব দেহেই রহিয়াছে অন্যত্র নাই। তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ যে, স্ত্রীপুরুষ হইতে উৎপন্ন ও জড় অন্নাদির দ্বারা পরিপুষ্ট যে দেহ তাহাতে চেতনা কোথা হইতে আসিল? যদি বল জগতের বহির্ভূত প্রদেশ হইতে আসিয়াছে, তাহা হইলে চেতনের জগতে আগমন তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে। তুমি কি চেতনাকে জগতে আসিতে দেখিয়াছ কিম্বা শুনিয়াছ যে অপর কেহ দেখিয়াছে? যদি বল, আমি বা কেহ না দেখিলেও ইহার প্রমাণের অভাব নাই। কেননা বহু পূর্ব্বে এক সময়ে এ ব্রহ্মাণ্ড অচেতন ছিল এবং এখন ইহাতে চেতন জীব রহিয়াছে। অতএব হয় জগতের সমুদায় বা কোন পদার্থের পরিণতি বা অবস্থানন্তর ঘটিয়া চেতনা উৎপন্ন হইয়াছে নতুবা চেতনা অন্যত্র হইতে আসিয়াছে। কিন্তু যখন জগতের প্রত্যেক ও সমুদায় পদার্থই জড় তখন তাহার কোন প্রকার অবস্থান্তর বা পরিণতিতে সম্পূর্ণ বিপরীত যে চেতনা

তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত স্থির যে, জগতের বহির্ভূত প্রদেশ হইতেই চেতনা আসিয়াছিল। অনন্তর সেই চেতনা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন চেতন জীবের প্রবাহ চলিতেছে—ইহাই তোমার অভিমত। এখানে বিচার করিয়া দেখ যে, চেতনা নাই অথচ চেতন ব্যবহারের উপ-যোগী দেহ কেহ কখন দেখিয়াছ কি না? যদি না দেখিয়া থাক তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহাকে অচেতন পদার্থ বল তাহাতেই তখন চেতনা আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যদি অচেতন পদার্থ এক কালে চেতনের বাসোপযোগী ছিল এমন হয় তাহা হইলে সে উপযোগিতা এখন নাই কেন? কি জন্য এখন যত্র তত্র অচেতন পদার্থে চেতনার বিকাশ নাই? কেন এখন চেতন অচেতন দুই ভিন্ন প্রকার পদার্থ রহিয়াছে? আরও দেখ, অন্যত্র হইতে চেতনা আসিয়াছে বলিলে অনবস্থা দোষ ঘটে। যে স্থান হইতে চেতনা আসিয়াছে সেস্থানে কোথা হইতে আসিল? অন্যত্র হইতে? সে অন্যত্রে কোথা হইতে আসিল? এইরূপে চেতনের আবির্ভাব অনির্দ্দিষ্ট থাকিয়া যায়। প্রথমেই "জানি না" বলিলে যে ফল ইহাতেও সেই ফল।

এই সকল কথা আলোচনা করিয়া যদি বল যে, চেতনা বা আমি সাকার, অনাদিকাল সাকারের মধ্যে বর্ত্তমান, তাহা হইলে প্রথমেই দেখ যে, সেই সাকার চেতনা অর্থাৎ "তুমি" সুষুপ্তিতে অচেতন নিরাকার ভাব প্রাপ্ত হইতেছ এবং জাগ্রতে পুনরায় সাকার চেতন ভাব আসিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখ, তুমি যে বস্তু তাহা সাকার, নিরাকার, জড় চেতন হইতে অতীত—জড় ও চেতন সেই বস্তুর ভাব। নতুবা চেতনের অচেতন ও অচেতনের চেতন ভাব প্রাপ্তি বিনাশের নামান্তর মাত্র। যাহা উভয় ভাবের অতীত তাহারই উভয় ভাবে প্রকাশ সম্ভবে। যে তুমি সাকার সেই তুমি নিরাকার, যে তুমি চেতন সেই তুমি জড়। আরও দেখ যদি তুমি সাকার হও তাহা হইলে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ এই সপ্ত ধাতু বা প্রকৃতি জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষের স্থূল, সূক্ষ্ম শরীর। এই সাকার নিরাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদিগের সহিত চেতনাচেতন চরাচর জগতকে লইয়া সর্ব্বকালে বিরাজমান। তুমি কি ইহার কোন একটী অঙ্গ না সমষ্টি

সাকার? যদি বল তুমি সমষ্টি, তাহা হইলে যখন তোমার সুষুপ্তির অবস্থা ঘটে, তখন স্থূল শরীর বিরাট ত পড়িয়া থাকে ও প্রাণবায়ু চলিতে থাকে। কিন্তু তাহা সত্বেও কেন চেতনাচেতন ভাব থাকে না? জাগ্রত ও সুষুপ্তির মধ্যে এক প্রভেদ এই যে, সুষুপ্তিতে চক্ষের জ্যোতিঃ থাকে না ও শরীর জ্ঞান শূন্য হয়। এখন বুঝিয়া দেখ চেতনা কে? যাঁহার উপস্থিতিতে তুমি চেতন ভাবে সমুদায় কার্য্য কর এবং যাঁহার অনুপস্থিতেতে তুমি সুষুপ্তিকালে অচেতন ভাবাপন্ন হও, তিনিই চেতনা। কিন্তু তিনি কে? যদি বল, "জানি না," তাহা হইলে স্পষ্টই দেখ, যখন তুমি আপনাতেই চেতনাকে জান না বা চিন না, তখন জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষে চেতনা আছে কি নাই, ইহা কি প্রকারে নির্ণয় করিতে সক্ষম হইবে? এই জন্যই তোমরা অজ্ঞানান্ধ হইয়া পুঞ্জীভূত চৈতন্যস্বরূপ যিনি, যাঁহার তেজোময় চেতনায় তোমরা জীব মাত্রই চেতন রহিয়াছ, যাঁহার চেতন শক্তির সঙ্কোচে তোমরা সুষুপ্তিতে অচেতন থাক, সেই পুঞ্জীভূত চৈতন্য, তেজোময় জ্যোতিঃ-স্বরূপকে জড় বল।

প্রত্যক্ষ দেখ, জগতে চেতনাচেতন ভাব পরিবর্ত্তনের সাধারণ নিয়ম কি? আকাশে জ্যোতির প্রকাশেই অচেতন ভাবাপন্ন সুষুপ্ত জীবের চেতন, জাগ্রত অবস্থা ঘটে। সুষুপ্তির অবস্থাতে তুমি ত অচেতন থাক কোন গুণ বা শক্তি থাকে না; পরে জাগ্রত হইয়া সর্ব্বপ্রকার কার্য্য কর। সুষুপ্তির অবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থা হওয়া রূপ যে পরিবর্ত্তন তাহা কাহার বা কি শক্তির কার্য্য? তোমার ত সুষুপ্তির অবস্থায় কোন শক্তি থাকে না অথচ বিনা শক্তিতে কার্য্য হয় না। এদিকে দেখিতেছ যে জ্যোতির প্রকাশে সাধারণতঃ জীব মাত্রের চেতনা হয়। ইহা দেখিয়াও কি বুঝিতেছ না যে, জ্যোতিঃ হইতেই তোমার চেতনা? যে সকল বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তে আপাততঃ পূর্ব্বোক্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হয় তাহার বিচার যথাস্থানে হইতেছে।

যদি বল, আমি একটী অঙ্গ, তাহা হইলে তুমি কোনটী? পৃথিবী, জল বা বায়ু অথবা জ্যোতিঃ? যদি বল তুমি পৃথিবী, তাহা হইলে তুমি হাড় মাংস প্রভৃতি মাত্র। যদি বল তুমি জল, তাহা হইলে তুমি কেবল রক্ত রস নাড়ী। যদি বল তুমি অগ্নি, তাহা হইলে অগ্নির দ্বারা ক্ষুধা পিপাসা লাগিতেছে মাত্র।

যদি বল তুমি প্রাণ বায়ু, তাহা হইলে প্রাণবায়ু সত্বেও সুষুপ্তিতে তুমি অচেতন থাক কেন? যদি বল তুমি জ্যোতিঃ, তাহা হইলে স্বীকার করা হইল যে জ্যোতিই চেতন এবং এই স্থানেই বিচার সমাপ্ত হইল।

তোমার নিজের জ্ঞান হইতেছে না যে, কাহার গুণের প্রকাশে বোধ হইতেছে যে, "আমি আছি" এবং সুষুপ্তিতে কাহার গুণের অভাবে তোমার বোধাবোধ থাকে না, নিষ্ক্রিয় থাক। অথচ পূর্ণ পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান চৈতন্য সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন, ইহা স্বীকার করিয়াও এদিকে জ্যোতিঃস্বরূপ চেতন পুরুষকে জড় ভাবনা কর। তোমার এ বোধ নাই যে, যে পুরুষ অন্তরে চৈতন্য তিনিই বাহিরে জ্ঞান জ্যোতিঃ তেজোরূপে প্রকাশমান থাকিয়া বাহিরের প্রকাশগুণ দ্বারা রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইতেছেন ও অন্তরে চেতন গুণ দ্বারা বোধ করাইতেছেন যে "আমি আছি"। তিনি যখন বাহিরের সেই প্রকাশ গুণ সঙ্কোচ করিতেছেন তখন রূপ দর্শন করিতে পারিতেছ না। কিন্তু অন্ধকার ঘরেও তুমি চেতন পুরুষ থাক ও বোধ কর যে, "আমি আছি"। এই চেতন গুণ বা শক্তির সঙ্কোচ করিয়া যখন তিনি নিরাকার নির্গুণ কারণরূপে স্থিত হন, তখন তোমার সুষুপ্তির অবস্থা বা নিষ্ক্রিয় ভাবোদয় হয়, সমস্ত ব্যবহার সমাপ্ত থাকে। সুষুপ্তিতে স্থূল শরীর রক্ষার নিমিত্ত পরমাত্মা শরীরে কেবল প্রাণশক্তি রাখেন। তদ্দ্বারা রক্ত চলাচল হয়, নতুবা রক্ত জমিয়া স্থূল শরীর পচিয়া যাইবে। যেরূপ শরীষার তৈলে আচার থাকিলে পচে না সেইরূপ প্রাণবায়ু বহমান থাকিতে শরীর নষ্ট হয় না। এ নিমিত্ত পরমাত্মা স্থূল শরীরে আমরণকাল প্রাণশক্তি রাখেন। এই শক্তির সঙ্কোচ ঘটিলে শরীরের মৃতাবস্থা হয়। মৃত্যু ও সুষুপ্তির মধ্যে এইমাত্র ভেদ যে, সুষুপ্তিতে প্রাণশক্তি থাকে, মৃত্যুতে থাকে না। যেরূপ অগ্নি বর্ত্তমানে তাহার সমুদায় ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে, অগ্নিনির্ব্বাণের সহিত তাহার সমস্ত ক্রিয়া কারণে স্থিত হয় সেইরূপ জীবাত্মার বর্ত্তমানে সমস্ত ক্রিয়া হয় ও করিতেছ; জীবাত্মার নির্ব্বাণে সমস্ত ক্রিয়া কারণে স্থিত হইবে ও সুষুপ্তির অবস্থায় হইতেছে।

যেমন সিপাহিদিগের মধ্যে পাহারা বদলি, তেমনি শরীরের মধ্যে যে ব্রহ্মশক্তি অসংখ্য প্রকার কার্য্য করিতেছেন তাহার সমুদয় শক্তিকেই পর্য্যায়

ক্রমে বিশ্রাম দেওয়া হয়। সুষুপ্তির অবস্থায় প্রাণশক্তিকেও বিশ্রাম দেওয়া হয়, এজন্য দক্ষিণে প্রাণ চলিলে বামে চলে না এবং বামে চলিলে দক্ষিণে চলে না। বামের প্রাণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ, দক্ষিণের প্রাণ সূর্য্যনারায়ণ। এই দুই জ্যোতিঃস্বরূপ একই বিরাট পুরুষকে বৈষ্ণবগণ যুগলরূপ ও তান্ত্রিকগণ প্রকৃতিপুরুষ বলিয়া থাকেন; কিন্তু লোকে অজ্ঞানবশতঃ চিনে না যে, এই দুই কাহার নাম। অজ্ঞানবশতঃ তোমরা আপনাকে অন্তরে চেতন বলিয়া স্বীকার কর কিন্তু তেজোরূপ জ্যোতিঃ বলিয়া স্বীকার কর না এবং বাহিরের যে তেজোরূপ জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ দেখিতেছ তাহাকে প্রকাশ বলিয়া স্বীকার কর কিন্তু চেতন জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া স্বীকার কর না। তোমাদিগের মধ্যে এই প্রভেদ আছে বলিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছ। যিনি ভিতরে চেতনরূপ তিনিই বাহিরে তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশমান। যিনি বাহিরে তেজোময় প্রকাশমান, তিনিই অন্তরে চেতনারূপে রহিয়াছেন। যিনি অন্তরে তিনিই বাহিরে, এই দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। যাঁহার এরূপ অবস্থাবোধ আছে তাঁহারই জ্ঞান আছে, যাঁহার জ্ঞান আছে তাঁহার শান্তি আছে। যাহার বস্তু বোধ নাই তাহার জ্ঞান নাই, যাহার জ্ঞান নাই তাহার শান্তি নাই।

এতদূর বিচার করিয়াও তোমার মনে এই এক শঙ্কা রহিয়াছে যে যদি জ্যোতি ও চেতন একই পদার্থ তাহা হইলে বাহিরে জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলেই জীব দেহে চেতনার প্রকাশ হইবে এবং জ্যোতির অপ্রকাশ হইলেই দেহেও চেতনার অপ্রকাশ ঘটিবে। কখন কুত্রাপি ইহার অনুমাত্র অন্যথা ঘটিবে না। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রে গভীর অন্ধকার গুহার মধ্যেও জীব চেতন ভাবে "আমি আছি" বোধ করিতেছে। জ্যোতির অস্ত মাত্রেই সকল প্রাণী নিদ্রিত হইতেছে না এবং উদয়ের পরে ও পূর্ব্বেই কত প্রাণী জাগ্রত হইতেছে। কোন কোন দেশে জ্যোতির ছয় মাস ব্যাপী অভ্যুদয় ও সেই পরিমাণ কাল উদয় কিন্তু সে দেশে জীবের ছয় মাস নিদ্রা ও ছয় মাস জাগরণ ত হয় না। অতএব জ্যোতিকে চেতনা বলিলে এ সকল বিষয়ের মীমাংসা অসম্ভব।

বিচার করিলে দেখিবে যে তোমার আশঙ্কার স্থল নাই। জ্যোতিকে

চেতন বলিয়া স্বীকার করিলে, যে সকল আপত্তি উঠাইয়াছ সমস্তই নিরস্ত হইবে। যাঁহারা জ্যোতিকে অচেতন বলেন তাঁহারাও জ্যোতির প্রকাশগুণ বা শক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন ও বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই জানেন যে, পরম্পরাক্রমে জগতের তাবৎ কার্য্য নিষ্পত্তির মূলশক্তি জ্যোতিঃ। কেবল চেতন ব্যবহারে জ্যোতির কর্তৃত্ব আছে কিনা ইহা লইয়াই বিবাদ। এখন উপরন্ত জ্যোতিকে চেতন বলিলে কি দাঁড়ায় দেখ। প্রথমতঃ দাঁড়ায় যে, জ্যোতিঃপুরুষের ইচ্ছা আছে। এবং চেতনার ব্যাপারে জ্যোতিরই অধিকার। বাহিরে ও ভিতরে দেখ জ্যোতিঃ বা চেতনার উপর অন্য কোন পদার্থের অধিকার নাই। জ্যোতিঃ সকলকে প্রকাশ করেন, জ্যোতিকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। চেতন সকলকে জানিতেছেন, চেতনাকে কেহ জানিতে পারে না। তুমি যেমন চেতন ইচ্ছামত নিজের কোন শক্তির প্রকাশ অপ্রকাশ ঘটাইতে পার সেইরূপ জ্যোতিঃ যে চেতন তিনিও নিজের ক্রিয়া, প্রকাশ ও চেতন এই তিন শক্তির মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহার সঙ্কোচ বা প্রকাশ করিতে পারেন—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুষুপ্তিতে তোমারও চেতনা লুপ্ত হইতেছে। অথচ প্রাণশক্তি চলিতেছে। একের সঙ্কোচ করিলে সকলের সঙ্কোচ করিতে হইবে এমন নিয়ম নাই। এ কথা বুঝিতে পারিলে সহজেই দেখিবে যে, জ্যোতিঃ ইচ্ছামত চেতন ও প্রকাশ গুণ সঙ্কুচিত করিয়া অপ্রত্যক্ষ উত্তাপ বা অগ্নিরূপে কত কার্য্য করিতেছন এবং উত্তাপ গুণের সঙ্কোচ করিয়া চন্দ্রমারূপে কত অন্য কার্য্য করিতেছেন ও প্রকাশ গুণের সঙ্কোচ করিয়া জীবরূপে চেতন গুণের দ্বারা অন্য প্রকার কত কার্য্য করিতেছেন। এবং তিন গুণ লইয়া সূর্য্যনারায়ণ রূপে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্যবহার করিতেছেন ও করাইতেছেন। যখন তিনি বাহিরের প্রকাশ ও ক্রিয়া শক্তি সঙ্কুচিত করিয়া দেহে চেতন গুণ মাত্র রাখেন তখন অন্ধকার আচ্ছন্ন জীব "আমি আছি" এইমাত্র বোধ করে। সমস্ত গুণ সঙ্কুচিত হইলে সুষুপ্তির অবস্থা ঘটে। বুঝিতে সুবিধা হয় বলিয়া গুণ ও শক্তির প্রকাশ ও সঙ্কোচ বলা হইল। কিন্তু পরিমাণের তারতম্য বশতই উল্লিখিত কার্য্য ঘটিয়া থাকে। ঐকান্তিক সঙ্কোচ বা প্রকাশের প্রয়োজন হয় না। এইরূপ পরিমাণের তারতম্য বশতই ভিন্ন ভিন্ন জীবে চৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার দেখা যায়—ইচ্ছাময়ের

ইচ্ছা। অন্তরে বাহিরে যে ঘটে যে কার্য্য করিতে তাঁহার ইচ্ছা তাহাই ঘটিতেছে। বহু জীব না হইলে জগতের বিচিত্র লীলা সম্পন্ন হয় না এজন্য জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা প্রত্যেক দেহ হইতে প্রকাশ শক্তি লুপ্তপ্রায় করিয়াছেন। সেই অপ্রকাশ বা অন্ধকারে চেতন শক্তি দেহের ভেদ অনুসারে "আমি আছি" বোধ করাইয়া সংসার প্রবাহ রক্ষা করিতেছেন। পরমাত্মা দয়া করিয়া জীবের অন্তরে প্রকাশ গুণের আধিক্য ঘটাইলে জ্যোতিকেই চেতন ও প্রতি দেহ গত জীবরূপে পরমাত্মার সহিত অভেদে উপলব্ধি হয়। তখন জীব দেখেন যে, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে যাবদীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও স্বরূপে তিনি যাহা তাহাই আছেন। তখন সর্ব্ব সংশয় ভ্রান্তি লয় হইয়া জীব পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করেন। যদি জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা প্রকাশ ও চেতনের সময়ক্রমে একের স্ফূর্ত্তি অপরের সঙ্কোচ না করিতেন তাহা হইলে জগতে "আমি আছি" এ জ্ঞান থাকিত না এবং দেহকে অবলম্বন করিয়া প্রতি জীবগত চেতন ব্যবহার চলিত না। এজন্যই প্রকাশ ও চেতনের প্রভেদ ঘটাইয়া অন্ধকার বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন চেতন অর্থাৎ "আমি আছি" এই জ্ঞান জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা উৎপন্ন করিতেছেন। যথার্থপক্ষে জ্যোতিই চেতনা ও চেতনাই জ্যোতিঃ। যদি একথা তোমাদিগের সম্পূর্ণরূপে ধারণা না হইয়া থাকে তবে তোমাদিগের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দ্বারা স্থূলরূপে যতদূর বুঝিতে পার ততদূর পর্য্যন্ত স্থূল, সূক্ষ্ম পদার্থ অন্তরে বাহিরে মেলন করিয়া দেখ বা ইঁহার শরণাগত হও, তাহা হইলে বুঝিতে সক্ষম হইবে। যাহা তোমাতে আছে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র আছে, যাহা তোমাতে নাই তাহা ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানে নাই ও হইতেও পারিবে না। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, তাহা তোমাতেও আছে।

বিরাট পুরুষের স্থূল চরণ পৃথিবী বাহিরে দেখিতেছ, ভিতরে তোমার হাড় মাংস দেখ। তাঁহার নাড়ী জল বাহিরে দেখিতেছ, ভিতরে তোমার রক্ত, রস নাড়ী দেখ। তাঁহার মুখ অগ্নি বাহিরে দেখিতে পাইতেছ, ভিতরে তোমার শরীরে পিপাসা, আহার, পরিপাক শক্তি দেখ। তাঁহার প্রাণবায়ু বাহিরে দেখিতেছ, ভিতরে তোমার শ্বাস, প্রশ্বাস প্রাণবায়ু চলিতেছে দেখ। তাঁহার কর্ণ ও মস্তক আকাশ বাহিরে সর্ব্বত্র দেখিতেছ,

তোমার ভিতরে খোলা আকাশ ও কর্ণের ছিদ্র যাহাতে শুনিতেছ তাহা দেখ। এতদূর পর্য্যন্ত তুমি স্পষ্ট দেখিতেছ ও বুঝিতেছ। কিন্তু তুমি স্বয়ং কে, কি বস্তু এবং তোমার মন ও বুদ্ধি যাহা দ্বারা তুমি বুঝিতেছ তাহা যে কি, জানিতেছ না। অতএব তুমি এস্থলে বিচার করিয়া দেখ, এই যে আকাশে চন্দ্রমা জ্যোতিঃ দেখিতেছ, যাহা বাহিরে বিরাট পুরুষের মন তাহাই ভিতরে তোমার মন যাহা দ্বারা সঙ্কল্প বিকল্প করিতেছ ও "আমার তোমার" বুঝিতেছ। এবং এই যে আকাশে সূর্য্যনারায়ণ দেখিতেছ, ইনি বাহিরে বিরাট পুরুষের আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা এবং ভিতরে তুমি, তোমার বুদ্ধি ও চৈতন্য অর্থাৎ জীবাত্মা, যিনি তুমি রূপে চেতন হইয়া বিচার পূর্ব্বক সৎ অসৎ নির্ণয় করিতেছেন বা করিতেছ ও নেত্র দ্বারে রূপ, কর্ণ দ্বারে শব্দ, নাসিকা দ্বারে গন্ধ ও জিহ্বা দ্বারে রস গ্রহণ করিতেছ। প্রত্যহ তোমার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিনটী অবস্থা ঘটিতেছে। জাগ্রতে তোমার অর্থাৎ বিরাট পুরুষের রূপ সূর্য্যনারায়ণ, স্বপ্নে চন্দ্রমা জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশ সত্ত্বেও কতকাংশে অন্ধকার, যেমন তোমার স্বপ্নাবস্থায় চেতনা আছে অথচ নাই। সুষুপ্তির অবস্থা অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রি, গুণ ক্রিয়ার সমাপ্তি। এই তিন অবস্থার পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও তিন অবস্থাতেই তুমি যে ব্যক্তি সে একই থাক। স্বরূপে তুমি সদা যাহা তাহাই রহিয়াছ। এ তিন অবস্থায় তোমার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না। সেইরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষই সর্ব্বকালে একই পুরুষ বর্ত্তমান আছেন। উদয় অস্তে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষরূপে ভাসমান হওয়া সত্ত্বেও চৈতন্যস্বরূপ তিনি চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, তোমাদিগকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার একই পুরুষ সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় বিরাজমান রহিয়াছেন।

এই সকল কথায় তোমাদিগের মনে আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, নিরাকার, নির্গুণ, সর্ব্বাতীত যে পদার্থ তাঁহাকে বর্জ্জিত করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা অমূলক। যিনি সাকার তিনিই নিরাকার ও যিনি নিরাকার তিনিই সাকার। বস্তু যাহা তাহাই তোমাদিগের সহিত চরাচরকে লইয়া সর্ব্বকালে অভেদে বিরাজমান আছেন। সাকার নিরাকার বস্তু নহে, ভাব মাত্র। নিরাকার কারণ ভাব, সাকার কার্য্য-ভাব, বস্তু উভয়ই এক।

কার্য্য না থাকিলে কারণ এবং কারণ না থাকিলে কার্য্য থাকে না। কার্য্য কারণ ভাবের প্রতি দৃষ্টি রহিত হইলে স্বরূপ ভাব অর্থাৎ বস্তু স্বয়ং থাকেন। সে ভাব বা সে বস্তু যে কি বা কেমন তাহার নির্দ্ধারণ হয় না। এই নির্দ্দেশ শূন্য "যাহা তাহাই" কে নির্দ্দেশের চেষ্টায় মনুষ্য নানা ভ্রান্তি ও সংস্কারে পতিত হইয়া অভিমান বশতঃ দুঃখ ভোগ করে ও দ্বেষ হিংসা পরবশ হইয়া জগতে অনিষ্টের কারণ হয়। এইরূপ অমঙ্গলের আর একটী হেতু সাকার নিরাকারের মধ্যে বস্তু পক্ষে ভেদ কল্পনা। যে ব্যক্তি সাকার সেই ব্যক্তিই নিরাকার। যে মাতাপিতা সুষুপ্তির অবস্থায় নিষ্ক্রিয়-ভাবে থাকেন তিনিই জাগ্রত হইয়া সমুদায় কার্য্য করেন; উভয় অবস্থায় ব্যক্তি একই। এইরূপ নিরাকার সাকার একই ব্যক্তি। তিনি নিরাকারে কোনও কার্য্য করেন না; সাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ নামরূপ জগৎ ভাবে বিস্তারমান হইয়া অনন্ত শক্তি সহযোগে অনন্ত কার্য্যসম্পন্ন করেন। তোমরা এ বিষয়ে কোন দ্বিধা করিও না। নিরাকার সাকার চৈতন্যময় পূর্ণভাবে তাঁহাকে ধারণা কর। তিনি দয়াময় নিজগুণে তোমাদিগকে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সর্ব্ব শক্তিমান পরমেশ্বর।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মাই সর্ব্ব শক্তিমান। জগতের মধ্যে এমন কোন শক্তি নাই যাহা তাঁহার শক্তি নহে এবং তাঁহার যে জগদতীত ভাব তাহা তাঁহারই শক্তির বলে জগৎ হইতে অতীত। যখন এই বৈচিত্র্যময় জগৎকে লইয়া তিনি পরিপূর্ণ তখন তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র কোনও পদার্থের সত্তা বা অস্তিত্ব শক্তিই নাই। তবে সেই সত্তাহীন পদার্থের কি প্রকারে কোনও শক্তি সম্ভব হইতে পারে? আপাততঃ স্থূল দৃষ্টিতে যাহার যে শক্তি দেখা যাইতেছে তাহা যথার্থ পক্ষে

তাঁহারই শক্তি। যদি যাহার যে শক্তি দেখা যায় তাহা তাহারই শক্তি হয় এবং পরমেশ্বরের না হয় তাহা হইলে পরমেশ্বরের কি শক্তি থাকিতে পারে? এক সৃষ্টি করিবার শক্তি—তাহা ত সৃষ্টি করিয়াই ক্ষয় হইয়াছে। আর, জগতের নির্ব্বাহ কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন চেতনাচেতন পদার্থের শক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষ সম্পন্ন হইতেছে। যদি সেই শেষোক্ত শক্তি পরমেশ্বরের না হয় তবে অবশিষ্ট লয় শক্তিই পরমেশ্বরের কেবল একমাত্র শক্তি হইতে পারে। সেই লয় শক্তি সহযোগে যদি তিনি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু মাত্র হন তবে তাঁহার উপাসনার প্রয়োজন কি? যিনি কেবল সংহার করিতে পারেন তাঁহাতে প্রীতি করিবার প্রবৃত্তি কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না। যদি মনে কর যে, সৃষ্টির আদিতে জগতের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবার শক্তি তাঁহার ছিল, সৃষ্টিকালে তাহা তিনি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে ভাগ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন এবং জগৎ লয় হইবার পরে পুনরায় তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলেও তাঁহার উপাসনা বা তাঁহাতে প্রীতি অসম্ভব থাকিয়া যায়। কেননা, জগৎ লয়ের পর সমস্ত ব্যবহার সমাপ্ত হয়, উপাস্য উপাসক ভাবই থাকে না—যেমন সুষুপ্তির অবস্থায় "তুমি আমি" ভাবই থাকে না। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় প্রলয় অবস্থায় উপাসনাই অসম্ভব। আর লয়ের পূর্ব্বে তাঁহার সংহার ভিন্ন সর্ব্ব শক্তির বিয়োগে উপাসনা ও প্রীতির স্থল নাই। এইরূপ বিচারের দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, সাকার নিরাকার, দ্বৈত অদ্বৈত, জগৎ ও জগদতীত সকল পদার্থ নাম, রূপ, গুণ, ভাব, শক্তি সমস্ত লইয়া একই সর্ব্ব শক্তিমান পরমেশ্বর পূর্ণভাবে নিত্য বিরাজমান আছেন।

অনেকে যথার্থ ভাব না বুঝিয়া বলেন যে, বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা যদি সর্ব্ব শক্তিমান তবে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন না কেন? কিন্তু প্রতি পলে প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি যে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছেন ইহার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। যখন তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই তখন তিনি কাহার দ্বারা বা কাহার ইচ্ছার দ্বারা বাধ্য হইয়া কার্য্য করিবেন তিনি যাহা করেন নিজের ইচ্ছামতই করেন। যে বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছা নাই তাহা কোন মতেই ঘটে না। যদি বল, যখন তিনি সর্ব্ব শক্তিমান তখন একে একে দুই না করিয়া এক করুন তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্ব

শক্তিমান বলিব। কিন্তু এস্থলে তুমি দেখিতেছ না যে তাঁহার নিয়ম বা ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই লোকে একে একে দুই দেখে ও বলে। পদার্থ সকল যাহা তাহাই রহিয়াছে এবং তোমার মধ্যে তিনি গণনা করিবার শক্তি দিয়াছেন বলিয়াই তুমি এক, দুই, তিন ইত্যাকার গণনা করিতেছ। কিন্তু এই সকল সংখ্যা কোন পদার্থ নহে। এক জন যাহা হইতে গণনা আরম্ভ করিয়া তাহাকে এক বলিতেছে অন্য জন অন্য পদার্থ হইতে গণনা আরম্ভ করিয়া সেই এক কেই দুই,তিন প্রভৃতি ভিন্ন সংখ্যার দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এক, দুই প্রভৃতি সংখ্যা কোন পদার্থই নহে, কেবল মনঃকল্পিত গণনার পদ্ধতি মাত্র। .পরমাত্মা জ্যোতিঃ-স্বরূপ বিরাট পুরুষ নিজের ইচ্ছামত মনকে এইরূপ নিয়মিত করিয়াছেন, অথবা অন্য প্রকারে বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে তিনি স্বয়ং এরূপ শক্তির সহযোগে মনোরূপে বর্ত্তমান আছেন, যে কেহই এইরূপ গণনার নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম নহে। বিচার পূর্ব্বক দেখিলে বুঝিবে যে ইহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিরই পরিচয় রহিয়াছে। কোন বিচারবান ব্যক্তি ইহাতে পরমাত্মার সর্ব্বশক্তির কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণতা দেখিবেন না। অন্য দিক হইতে দেখিলে সহজেই দেখিতে পাইবে যে, পরমাত্মা ইচ্ছামত একে একে দুই না করিয়া একও করিতে পারেন। প্রত্যক্ষ দেখ কর্পূর এক পদার্থ ও অগ্নি এক পদার্থ ইহাদের সংযোগে দুই না হইয়া এক বায়ুই থাকে। অল্পমাত্র চিন্তা করিলেই এরূপ বহুতর দৃষ্টান্ত পাইতে পার। অপর অনেক অসম্যকদর্শী ব্যক্তি বলেন, পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিমান হইলেও তিনি দয়াময় নহেন। অসংখ্য প্রাণী যাহারা এত ক্ষুদ্র যে দৃষ্টি গোচর হয় না তাহারা মনুষ্যের প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি নিশ্বাসে বিনষ্ট হইতেছে। তবে তিনি দয়াময় কিরূপে? এরূপ প্রশ্নকর্ত্তারা জীবন ও মৃত্যুর যথার্থ ভাব না বুঝিয়া মৃত্যুকে ভয় করেন এবং জীবনকে প্রিয় জানিয়া আসক্ত হন। তাঁহারা বুঝেন না যে, জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ পরমাত্মার নিকট জীবন ও মৃত্যু উভয়ই সমান। তিনি সর্ব্বকালে একই পূর্ণভাবে স্বতঃপ্রকাশ। তাঁহাতে ক্ষয় বৃদ্ধি, উৎপত্তি ধ্বংস, প্রভৃতি কিছুই নাই। তিনি লীলার ছলে কি উদ্দেশ্যে যে কি করিতেছেন তাহা কে বুঝিবে? তাঁহাকে

চিনিয়া তাঁহার নিকট দয়া চাহিলে কখনই নিরাশ হইতে হয় না—ইহা নিশ্চিত করিয়া জান।

জগৎ রচনার যথার্থ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া অনেকে বলেন যে, জগতে এত প্রকার ন্যূনতা দৃষ্ট হয় যে, জগৎ রচয়িতা পরমেশ্বরকে কখনই সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া মানিতে পারা যায় না। তাঁহাতে শক্তি ও জ্ঞানের পূর্ণতা থাকিলে জগৎ আরও উৎকৃষ্ট হইত। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহাদের মনোগত ভাব এই—তাঁহাদের মনের মত করিয়া জগৎরচিত হইলে উৎকৃষ্টতর হইত। তাঁহাদের জন্য একটী আখ্যায়িকা সংগৃহীত হইতেছে।

একজন কুমড়ার ছোট গাছে বড় ফল ও বড় বটগাছে ছোট ফল দেখিয়া পরমেশ্বরকে মূর্খ বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল। পরে, সেই ব্যক্তি কোন বটগাছের নীচে নিদ্রিত আছে এমন সময় তাহার চক্ষে দুইটী বট ফল পড়িয়া নিদ্রা ভঙ্গ করে। সে জাগিয়া বলিল, "পরমেশ্বর বড় বুদ্ধিমান। বটের ফল ছোট না হইলে আজ আমার প্রাণ যাইত"। এইরূপ দৃষ্টান্তের দ্বারা জগৎরচনার উদ্দেশ্য বুঝিতে হয়। পরমাত্মা কি জন্য সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিতেছেন তাহা তিনিই জানেন। জ্ঞান-হীনের পক্ষে তাহা জানা অসম্ভব। তিনি জানাইলে তাঁহার শরণাপন্ন প্রিয় জ্ঞানবান ভক্তই জানিতে পারেন।

বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে যে, তোমাদের মনের মত জগতের কার্য্য না হওয়াতেই প্রমান হইতেছে পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান। তোমাদিগকে লইয়া চরাচর জগৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপে তিনি পূর্ণভাবে রহিয়াছেন। তোমাদিগকে তিনি যে পরিমাণ জ্ঞান ও শক্তি দিয়াছেন তোমরা তদনুসারে বুঝিতেছ ও কার্য্য করিতেছ। তোমরা ক্ষুদ্র হইয়া যদি সেই মহৎ অনন্তের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতে বা তোমাদের ইচ্ছামত তাঁহাকে কার্য্য করাইতে পারিতে তাহা হইলে তিনি তোমাদের অপেক্ষা অল্প জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন হইতেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

নিজেকে তাঁহা হইতে পৃথক দেখিতেছ বলিয়া এইরূপ নানা ভ্রান্তি ঘটিতেছে। তাঁহার শরণাপন্ন হও, তিনি জ্ঞান দিয়া সমস্ত ভ্রান্তি লয় করিবেন। তখন দেখিবে যে তুমি বা তিনি সর্ব্ব চরাচরকে লইয়া অখণ্ডাকার

যাহা তাহাই—এক ও অদ্বিতীয়। তখন তুমি সর্ব্ব প্রকার দুঃখ মুক্ত হইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিত করিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর।

পরমাত্মাই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, চরাচর, ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ সমষ্টি। তাঁহা হইতে পৃথক কোন পদার্থ ই নাই। তবে তাঁহার অবিদিত কি থাকিবে? এনিমিত্ত তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায়। দ্বিতীয় না থাকায় তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ, জানা বা না জানা এরূপ সংস্কার বা অভিমান নাই। কে আছে যে তাহাকে জানাইবার জন্য বা তাহার সহিত তুলনায় তিনি ভাবিবেন যে, "আমি সর্ব্বজ্ঞ" ইত্যাদি? যতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় বহির্মুখে জীব নাম ধরিয়া তিনি কার্য্য করেন ততক্ষণ ভেদ ভাসে এবং অভিমান থাকে। কিন্তু যাহাকে জীব বলা যায় তাহারই অবস্থান্তর ঘটিয়া যখন জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থার উদয় হয় তখন ভেদজ্ঞান বা অভিমান সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়—তখন নিত্য প্রকাশ-মান যাহা তাহাই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান। কিন্তু অজ্ঞান বশতঃ জীব তাঁহা হইতে আপনাকে ও সর্ব্বশক্তিকে ভিন্ন বোধ করে। সেই ভিন্ন বোধের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে অন্তর্যামী কল্পনা করে।

কালও তাঁহার একটি কল্পিত নাম মাত্র। ব্যবহার নিষ্পাদনের জন্য কাল কল্পিত হইয়াছে। যাহার নিকট ক্রিয়া ভাসে তাহারই নিকট কাল ভাসে। স্বরূপ ভাবে কাল বা ক্রিয়া ভাসা সত্বেও ভাসে না। স্বরূপতঃ তিনি কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি নিত্য, স্বতঃ প্রকাশ, তিনিই সমস্ত। এজনাই তিনি পূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী। যদি সমস্তই না হইতেন তাহা হইলে পূর্ণ বা সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী কিছুই হইতেন না। এইরূপে সার ভাব বুঝিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ণ পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপকে চিনিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনের দ্বারা পরমানন্দ লাভ কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সৃষ্টিকৰ্ত্তা পরমেশ্বর।

এই জগতে সৃষ্টির সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। প্রত্যেকে আপনার মত সত্য ও অপর সকলের মত মিথ্যা বলেন এবং পরস্পর তর্ক বিতর্ক, হিংসা দ্বেষ করিয়া নানা প্রকার অশান্তি ভোগ করিতেছেন। অতএব হে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পণ্ডিত, মৌলবী, পাদরিগণ আপনারা সত্য স্বরূপ মঙ্গলকারী ঈশ্বরে নিষ্ঠা রাখিয়া ও বৃথা মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্তভাবে বিচার পূর্ব্বক সার ভাব গ্রহণ করুন। ইহাতেই জগতের মঙ্গল।

সৃষ্টি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, পরমেশ্বর হইতে পৃথক অন্য কিছু ছিল, যাহার দ্বারা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার কাহার মতে পরমেশ্বর ভিন্ন কিছুই ছিল না, তিনি মনে করিলেন সৃষ্টি হউক, অমনি জগৎ চরাচর সৃষ্টি হইল এবং অপর মতে দৃশ্যমান বিরাট সাকার জগৎ পরমেশ্বর নিজ অংশ হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন।

যাঁহারা প্রথম মতটি গ্রহণ করেন তাঁহাদিগের বিচার পূর্ব্বক দেখা উচিৎ যে, যদি কোন কালে পরমেশ্বর হইতে কোন পদার্থ থাকে তাহা হইলে তাঁহাতে ঐ পদার্থের অভাব ও ঐ পদার্থের শক্তি তাঁহার সর্ব্ব শক্তির বহির্ভূত, এইরূপ দাঁড়ায়। এবং সেই জন্য পরমেশ্বর পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান নহেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। এ সিদ্ধান্ত কাহারও উপাদেয় হইবে না।

পূর্ব্বে পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ ছিল না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া ইচ্ছা করিবামাত্র জগৎ চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার অংশ হইতে হয় নাই—এইরূপ অভিপ্রায় হইলে বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, পরমেশ্বর ভিন্ন যখন কিছুই ছিল না তখন তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে এই যে জগৎ, ইহা মিথ্যা অর্থাৎ অবস্তু। পরমেশ্বরের শক্তির প্রভাবেই সত্য অর্থাৎ বস্তু বলিয়া প্রত্যয় হইতেছে। যাহা যাহা নহে তাহাকে তাহা বলিয়া ধারণাই মিথ্যা। ইহা ভিন্ন মিথ্যা কোন বস্তু নহে। পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন

বলিয়া প্রতীয়মান অর্থাৎ অবস্তু যে জগৎ, তাহাকে বস্তু বা সত্য বলিয়া ধারণাই মিথ্যা। এই মিথ্যা অর্থাৎ বিপরীত ধারণা বশতঃ জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান। ইহার কারণ পরমেশ্বর শক্তি বা ইচ্ছা। অতএব পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইলে পুনরায় ইহা মিথ্যা হইয়া যাইবে। যাহা মিথ্যা হইতে উৎপন্ন তাহার গতি মিথ্যা ভিন্ন অন্য সম্ভবে না। যদি সত্য হইতে জগৎ উৎপন্ন হইত তাহা হইলে সর্ব্বকালেই সত্য থাকিত, কেবল রূপান্তরিত হইত মাত্র। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে কারণ এবং পুনরায় কারণ হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে নানা নাম, রূপ, ক্রিয়ার বিস্তার অর্থাৎ স্থূল হইত মাত্র।

বিচার পূর্ব্বক দেখা উচিৎ যে, যদি জগৎ ও তাহার অন্তঃপাতী আপনারা মিথ্যা হয়েন, তাহা হইলে আপনাদিগের জ্ঞান বিশ্বাস, ধর্ম্ম কর্ম্ম, সমস্তই মিথ্যা এবং আপনারা যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তিনিও মিথ্যা হইবেন। মিথ্যা বস্তুর দ্বারা কখনও সত্য বস্তুর উপলব্ধি হয় না, সত্যের দ্বারাই সত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

যদি বল যে, পরমেশ্বর আপনার এক অংশকে জগৎরূপে প্রকাশ বা সৃষ্টি করিয়াছেন ও অপর অংশ সৃষ্টি হইতে অতীত রাখিয়াছেন, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে যে, উভয় অংশের মধ্যে যে প্রভেদ বা সীমা, তাহা কি বস্তু? যদি তাহা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন আর কোনও বস্তু হয় তাহা হইলে সেই বস্তুর অভাবে তাঁহার অপূর্ণতা ঘটিয়া যায়। যদ্যপি পরমেশ্বরই সেই প্রভেদকারী বস্তু হয়েন, তাহা হইলে প্রভেদ বা সীমা পরমেশ্বরের শক্তি হইতে উৎপন্ন, কেবল কল্পিত ভাব মাত্র দাঁড়ায়। বস্তুতঃ পরমেশ্বর পূর্ণ, ছেদ ও অংশ বিহীন।

মূল কথা এই যে, লোক প্রচলিত সৃষ্টি বিষয়ক নানামতের মধ্যে একই সত্য নিহিত আছে। সকল মত অনুসারেই দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র ইচ্ছা শক্তির প্রভাবেই পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিবার জন্য আপন ইচ্ছা ভিন্ন তাঁহাকে অপর কোন সামগ্রী গ্রহণ করিতে হয় নাই। যাঁহার দ্বারা জগৎ নির্ম্মিত ও যাহা জগতকে সৃষ্টি করে, এই দুইটাই পরমেশ্বরের শক্তি বা ইচ্ছা।

এখন বিচারের বিষয় কেবল এই যে, পরমেশ্বরের শক্তি কর্ত্তৃক সেই শক্তি হইতে গঠিত এই যে জগৎ, ইহা পরমেশ্বর হইতে পৃথক অথচ সত্য কিম্বা পরমেশ্বরই রূপ সুতরাং সত্য। একটি দৃষ্টান্ত লইয়া ভাবিয়া দেখ। যেমন অগ্নি প্রকাশ হইলে অগ্নির প্রকাশ দাহিকা ও উষ্ণতা শক্তি, পীত, রক্ত, শুক্ল বর্ণাদি ও ধূম প্রভৃতি অগ্নি হইতে পৃথক নহে, সমস্ত অগ্নিরই রূপ। যখন অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, তখন ঐ সমস্ত শক্তি, নাম, রূপ, গুণ অগ্নির সহিত নিরাকার কারণে স্থিত হইবে, কোন ক্রিয়া থাকিবে না, নিষ্ক্রিয় থাকিবে। পুনরায় অগ্নির প্রকাশে তাহার সমস্ত নাম, রূপ, গুণ, শক্তির প্রকাশ হয়। সেই প্রকার পরমেশ্বরের ইচ্ছা শক্তি পরমেশ্বরের হইতে পৃথক নহে, পরমেশ্বর রূপই। এই দৃশ্যমান জগৎ চরাচর পরমেশ্বরের শক্তি মাত্র। অতএব পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন তাঁহার রূপই।

সত্য বস্তু পরমেশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহেন, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। একই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর আপনার ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে নানারূপ উপাধি বিশিষ্ট হইয়াছেন অথচ তাঁহাতে কোন উপাধি নাই। উপাধি, অনুপাধি, নাম, রূপ, গুণ, শক্তি একমাত্র তিনিই। এনিমিত্ত এ সকল লইয়া তিনি উপাধি রহিত, একমাত্র যাহা তাহাই। যখন তাঁহাতেই সমস্ত, তাঁহা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, তখন তাঁহাতে তাঁহা ব্যতীত পৃথক একটী উপাধি কোথা হইতে আসিবে?

আপনাদিগের জাগ্রত, সুষুপ্তি, স্বপ্ন, তিন অবস্থার পর্য্যায় ক্রমে পরিবর্ত্তন হয়। জাগ্রত অবস্থায় নানা নাম, রূপ, ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া এক এক শক্তি দ্বারা এক এক কার্য্য হইতেছে, এবং সুষুপ্তি অবস্থায় ঐ সকল রূপ, গুণ, শক্তি, আপনাদিগের মধ্যে বা কারণে লয় পাওয়ায় কোন কার্য্যই হয় না। সেই রূপ নিরাকার নির্গুণ কারণ পরব্রহ্ম আপনার পূর্ণ শক্তি প্রভাবে ইচ্ছামত ভিন্ন ভিন্ন নানা নামরূপে বিস্তৃত হইয়া এক এক শক্তি দ্বারা জগতের এক এক কার্য্য করেন এবং পুনর্ব্বার ইচ্ছামত এই জগৎ চরাচর, নাম, রূপ, শক্তি, সমস্ত আপনাতে সঙ্কুচিত করিয়া নিরাকার নির্গুণ কারণভাবে থাকেন; তখন সৃষ্টি বা কোন কার্য্য থাকে না। এই জগৎ নামরূপাদি

সত্য স্বরূপ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া সত্য স্বরূপ আছেন। কখন মিথ্যা হয় না, কেবল রূপান্তর হয় মাত্র।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরমেশ্বরের সৃষ্টি।

মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান মিথ্যা সামাজিক স্বার্থ-চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে সার ভাব গ্রহণ কর; তাহাতেই জগতের মঙ্গল।

কে সৃষ্টি করেন, কিসের সৃষ্টি, কিরূপে সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি সত্য কি মিথ্যা এ সকল বিষয়ে জগতে নানা বিভিন্ন মত প্রচলিত। ইহার মীমাংসা করিয়া অদ্যাবধি কেহ সর্ব্ববাদীকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক মতের লোক নিজের কথা সমর্থন ও অপরের কথা খণ্ডন করিবার চেষ্টায় বিবাদ বিদ্বেষের স্রোত প্রবাহিত রাখিয়াছেন। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই শান্তচিত্তে বুঝা উচিৎ যে, এ সকল প্রশ্নের মীমাংসার কি প্রয়োজন। সৃষ্টি সম্বন্ধে যাহাই সত্য হউক না কেন উহাতে মনুষ্যের কি ক্ষতি বা বৃদ্ধি? নিরর্থক ভাবনা ও কষ্ট ভোগ। যত দিন জীবিত-রহিয়াছ তত দিন যাহাতে তোমা-দের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে কষ্ট না হয় তাহারই প্রয়োজন এবং বিচার পূর্ব্বক কষ্ট নিবারণের উপায় অবলম্বন করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। দেহে যতদিন প্রাণ ততদিন শরীর রক্ষার্থ এক মুষ্টি অন্ন ও লজ্জা নিবারণের জন্য এক খণ্ড বস্ত্রের প্রয়োজন। স্থূল শরীরের বল, ও আরোগ্য রক্ষার উপযোগী আহার ব্যবহার কর্ত্তব্য। তথাপি যদি ব্যাধি উপস্থিত হয় সরল অন্তঃকরণে চিকিৎ-সকের ব্যবস্থা মত ঔষধ সেবন ও নিয়ম পালন করিতে হইবে। মনের শান্তি ও জ্ঞান মুক্তির প্রয়োজন হইলে অন্তরাত্মে জ্যোতিঃ ধারণ পূর্ব্বক জগতের মাতা পিতা আত্মাকে পূর্ণভাবে উপাসনা করিবে এবং তাহার আনুষঙ্গিকরূপে জপ ও অগ্নিতে যথাশক্তি আহুতি দিবে। ইনি মঙ্গলময়, ব্যবহার ও পরমার্থ উভয় বিষয়ে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন—ইহা ধ্রুব সত্য। অধিক আড়ম্বর করিলে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ ঘটে ও ঘটিবে। ইহা

না বুঝিয়া যাহাদের সৃষ্টির রহস্য ভেদের জন্য অশান্তি তাহাদের দেখা কর্ত্তব্য যে, যিনি সৃষ্টি করিতে পারেন তিনিই সৃষ্টি বুঝিতে পারেন—মনুষ্যের কি সামর্থ্য। পরমাত্মা বিনা কেহ একটী তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিতে অক্ষম। তাঁহার অতিরিক্ত যদি কেহ পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান থাকিতেন তবে তিনি তাঁহার নিকট হিসাব দিতেন যে কিরূপে কে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দয়া করিয়া যদি কাহাকেও প্রেরণার দ্বারা বুঝাইয়া দেন তবেই সে ব্যক্তি যথার্থ ভাব বুঝিতে পারেন এবং সেই ভাব তাঁহার দ্বারা প্রকাশ করিয়া পরমাত্মাই সাধারণের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করেন। এইরূপ হইলেই মঙ্গল হয়।

যিনি সত্য মিথ্যা শব্দের অতীত তিনিই সত্য মিথ্যা শব্দবাচ্য, স্বয়ং স্বতঃ প্রকাশ। তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল নানা নামরূপে বিস্তারমান আছেন। অজ্ঞান বশতঃ যে নানা নামরূপ জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন বোধ হইতেছে, ইহাই সৃষ্টি। জ্ঞানের জ্যোতিতে এই নানা নামরূপ জগৎ যে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে ভাসে তাহাই প্রলয়। তাঁহা হইতে ভিন্ন কোন বস্তুই নাই। বস্তুর রূপান্তর হওয়াকে সৃষ্টি বলে, রূপান্তর হওয়ার সমাপ্তিকে লয় বলে। যেমন তোমরা সুষুপ্তির অবস্থা হইতে রূপান্তরিত হইয়া স্বপ্ন ও জাগরণে নানা শক্তি সহযোগে নানা কার্য্য কর—ইহা সৃষ্টি। এবং সেই রূপান্তর পরিবর্ত্তনের সমাপ্তি যে সুষুপ্তি তাহা প্রলয়। কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে ইহার একটী বিশেষ আছে। যখন তোমার সুষুপ্তি ঘটে, তখন তোমার স্বপ্ন ও জাগরণ থাকে না; যখন তোমাতে যে অবস্থার উদয় হয় তখন তদ্ভিন্ন অপর দুই অবস্থা থাকে না। কিন্তু জগতে একই সময়ে কাহারও সুষুপ্তি, কাহারও স্বপ্ন এবং কাহারও বা জাগরণ ঘটিতেছে। ইহাতে স্পষ্ট দেখিতেছ যে, পূর্ণ পরব্রহ্ম ঐ তিন অবস্থার অতীত যাহা-তাহাই হইয়াও ঐ তিন অবস্থায় বিরাজমান, তাঁহার রূপ ও অবস্থার পরিবর্ত্তন থাকিয়াও নাই। কোন ব্যক্তি বিশেষকে জাগরিত দেখিয়া যদি ভাব যে, পূর্ণব্রহ্মের স্বপ্ন ও সুষুপ্তির পরিবর্ত্তন হইয়া জাগরণ হইয়াছে তাহা হইলে স্মরণ করিতে হইবে যে অন্য যে সকল ব্যক্তি তৎকালে স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থায় রহিয়াছে তাহারাও ত তাঁহারই রূপ। অতএব তাঁহার একই কালে সর্ব্ব রূপ ও অবস্থা রহিয়াছে, কোন পরিবর্ত্তন নাই। যে সময়ে এক ব্যক্তি

অজ্ঞান বশতঃ তাঁহা হইতে ভিন্ন সৃষ্টি বোধ করিতেছে সেই সময়েই জ্ঞানবান অন্য ব্যক্তি দেখিতেছেন যে, তাঁহা হইতে ভিন্ন নামরূপ জগৎ নাই—তিনিই নামরূপ জগৎ ভাবে প্রকাশমান। অতএব একই সময়ে সৃষ্টি আছে ও নাই অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধে কি বা কেমন নির্দ্ধারণের সম্ভাবনা নাই।

তোমাদের ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যতদূর বোধ হয় ততদূর বিচার কর। জগতে দুই প্রকার গতি রহিয়াছে—এক, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলরূপে গতি বা পরিবর্ত্তন যাহাকে অনুলোম বা প্রসারণ বলে। অপর, স্থূল হইতে সূক্ষ্মরূপে গতি বা পরিবর্ত্তন যাহাকে বিলোম বা আকুঞ্চন বলে। এই দুই গতি প্রতি মুহূর্ত্তে, সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। বরফ হইতে জল, জল হইতে উত্তাপ সহযোগে বাষ্প, বাষ্প হইতে পুনরায় জল ও জল হইতে বরফ—এইপ্রকার রূপও অবস্থার পরিবর্ত্তন সকলেরই প্রত্যক্ষ। জগতের এক এক অংশের যে এইরূপ পরিবর্ত্তন তাহাই সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে ঘটাইলে সৃষ্টি ও প্রলয় নাম হয়।

কারণ স্বরূপ পরব্রহ্মের জগৎরূপে বিস্তার ও প্রকাশ বশতই নানা প্রকার ভ্রান্তি জন্মে। তাঁহাতে নিষ্ঠা হইলেই ভ্রান্তি যায়। কারণ হইতে বিন্দু, বিন্দু হইতে অর্দ্ধ মাত্রা, অর্দ্ধ মাত্রা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী—এইরূপ প্রকাশ হওয়ার নাম অনুলোম। পুনরায় পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অর্দ্ধমাত্রায়, অর্দ্ধমাত্রা বিন্দুতে ও বিন্দু কারণ নিরাকার ব্রহ্মে লয় হইয়া স্থিত হন। এইরূপ কারণে প্রত্যাগমনকে বিলোম বলে।

পৃথিবী হইতে সমস্ত চরাচর বৃক্ষাদি ও জীব মাত্রের হাড় মাংস, জল হইতে রক্ত রস নাড়ী, অগ্নি হইতে ক্ষুধা পিপাসা আহার অন্ন পরিপাক ও বাক্ শক্তি, বায়ু হইতে সমস্ত শরীরের রোমে রোমে ও নাসিকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে, আকাশ হইতে সকলের মধ্যে শূন্য ছিদ্র ও কর্ণ দ্বারে সকল প্রকারের শব্দ গ্রহণ হইতেছে। অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ মন বা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ হইতে বোধ হইতেছে যে "ইহা আমার ও উহা তাহার," ও নানা প্রকারের সঙ্কল্প বিকল্প উঠিতেছে। বিন্দু অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ হইতে মস্তকে সহস্রদলে ব্রহ্মরন্ধ্রে জীব মাত্র চেতন হইয়া নেত্র দ্বারে রূপব্রহ্মাণ্ডদর্শন করিতেছে। সত্যাসত্যের বিচার করিয়া জ্ঞান হইলে জীব জ্যোতিঃ ও সূর্য্য-

নারায়ণ বিন্দু জ্যোতি অভেদে নিরাকার কারণ পরব্রহ্মে স্থিত হন। সৃষ্টি নানা নাম রূপ সমাপ্ত থাকে। যেরূপ তোমার সুষুপ্তির অবস্থাতে সৃষ্টির সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ থাকে না ও জাগরণে সম্বন্ধ থাকে। অনুলোম বিলোম গতি বিশিষ্ট এই যে চরাচর ইহা জগতের আত্মা গুরু মাতা পিতা বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। ইনিই স্বয়ং স্বতঃপ্রকাশ মঙ্গলকারী অনাদি বিরাজমান আছেন। ইহাঁর অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ বা দ্বিতীয় কোন বস্তু হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই—ইহা ধ্রুব সত্য। ইহাঁ হইতে বিমুখ হইলে নানা ভ্রান্তিও বিপদ ঘটে, দুঃখের সীমা থাকে না। ইহাঁর শরণাগত হইলে সকল দুঃখ যায়, সুখের সীমা থাকে না।

মনুষ্যের মনে ভ্রান্তি হইতে পারে যে এই বৃহৎ পৃথিবী জলে কিরূপে মিশিবে ও অসীম জল কিরূপে অগ্নি হইবে? জগতের মাতা পিতা আত্মা পরমাত্মা, ইচ্ছা হইলে, সমস্ত পৃথিবীকে বারুদ বা কর্পূর রূপে, জলকে কেরাসিন তৈল রূপে, এবং উভয়কে অগ্নিরূপে পরিণত করেন। পরে অগ্নিকে বায়ুরূপে, বায়ুকে আকাশরূপে, আকাশকে অর্দ্ধমাত্রারূপে, অর্দ্ধমাত্রাকে বিন্দুরূপে, সর্ব্বজগৎকে আত্মসাৎ করিয়া নিরাকার কারণ রূপে স্থিত হন। ইনি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান যাহা ইচ্ছা হয় তখনই তাহা করিতে পারেন। যেহেতু তিনিই সমস্ত সেই জন্য তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। এইরূপ সকল বিষয়ে বুঝিতে হইবে। সৃষ্টি হইয়াছিল কি না, প্রলয় হইবে কি না এরূপ বিষয়ে কুতর্ক ও দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার শরণাপন্ন হও। তিনি জ্ঞান দানে ব্যবহার ও পরমার্থ সুসিদ্ধ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সর্ব্বত্র বিদ্যমান পরমেশ্বর।

মনুষ্যগণ মুখে বলেন পরমেশ্বর মাতা পিতা; তিনি সর্ব্বস্থানে আছেন। কিন্তু যে সত্যকে লক্ষ করিয়া এই কথা গুলি বলা হয় তাহা তাঁহাদিগের অন্তর হইতে বহুদূরে থাকিয়া যায়। সত্য বাক্য উচ্চারণ করেন, কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা

উঁহার মর্ম্ম গ্রহণ করেন না। এ কারণ সত্য উপদেশের ফলোদয় হয় না। অতএব সকলে বিশুদ্ধ চিত্তে শান্ত ও গম্ভীরভাবে মঙ্গলময় পরমেশ্বর যে সর্ব্বস্থানে আছেন, এই চিন্তায় মনঃসংযোগ করুণ। তাহা হইলে সকল প্রকার কষ্ট হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারিবেন।

মনুষ্যগণ বলেন যে, পরমেশ্বর ছোট বড় তাবৎ পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান আছেন, যেন পরমেশ্বর আধেয় এবং পদার্থ সকল আধার ভাবে তাঁহার ধরিয়া রহিয়াছে। এ প্রকার বলিবার কারণ এই যে, মনুষ্যগণ পরমেশ্বর এবং জগৎ ও জগতের অন্তর্গত তাবৎ পদার্থ পরস্পর ভিন্ন এবং ভিন্ন ভাবেই সত্য বা যথার্থ এইরূপ মনে করেন। কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা সত্য বা বস্তু হইতে বস্তুর শক্তি, রূপ, গুণ ও নাম যাহা মনুষ্যগণ মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করেন তাহা স্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, সত্য সত্তা বা বস্তু এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। এই এক সত্যকেই লোকে পরমেশ্বর শব্দে ব ঐ শব্দের সমান অর্থ বিশিষ্ট অন্যান্য শব্দে নির্দ্দেশ করেন। যদিও বুদ্ধি দ্বারা নাম, রূপ ও শক্তি প্রভৃতিকে সত্তা হইতে ভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তথাপি সেই সত্য বা সত্তাকে ত্যাগ করিয়া নাম, রূপ, শক্তি প্রভৃতির সত্তাই থাকে না। সত্তা বা বস্তুই নাম রূপ, কার্য্য কারণ, বুদ্ধি শক্তি, প্রভৃতি ভাবে প্রকাশমান আছেন।

দৃষ্টান্ত স্থলে পৃথিবীকে বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে, ঘর বাড়ী, হাট বাজার, হাঁড়ী কলসী ইত্যাদি নামরূপ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। পরমেশ্বর জীববুদ্ধিকে যেরূপ স্বভাব দিয়াছেন তাহাতে বুদ্ধি প্রত্যক্ষভাবে বস্তুকে গ্রহণ করিতে অক্ষম, কেবল বস্তুর নাম রূপাদি গ্রহণ করিয়া বস্তুতে লক্ষ জন্মাইয়া দিতে পারে। কিন্তু বস্তুতে বদ্ধলক্ষ হইলে বুদ্ধি নাম, রূপ, শক্তি আদিকে বস্তু হইতে পৃথকভাবে গ্রহণ করিবে না; নাম, রূপ, শক্তি ও বস্তুকে একই দেখিবে। এই ভাবে আপনাদিগের অন্তরের দিকে দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, যাহাকে আপনারা আপনাদিগের বুদ্ধি আদি মনে করেন তাহাও সেই এক সত্তারই গুণ বা শক্তি, বস্তুপক্ষে সত্তা বা বস্তু হইতে অভিন্ন। এইরূপ চিন্তার ফলে ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, জগৎ ও জগতের অন্তর্গত তাবৎ পদার্থ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রগামী পরমেশ্বর হইতে

ভিন্ন দেখাইলেও বস্তুতঃ অভিন্ন। এই প্রকার বুঝিলেই "পরমেশ্বর সর্ব্ব স্থানে আছেন" এই বাক্যের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করা হয়।

এস্থলে এরূপ সন্দেহ জন্মিতে পারে যে, যদ্যপি পরমেশ্বর আপনাদিগের মধ্যে ও অন্যান্য তাবৎ পদার্থে থাকেন এবং সমস্তই তাঁহাতেই থাকে, আর সকল পদার্থই তাঁহা হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন হয়, তাহা হইলে কেন প্রত্যেক পদার্থের দ্বারা প্রত্যেক কার্য্য হয় না? তবে কেনই বা বালুকা হইতে তৈল না পাওয়া যায়? বরফে কেন উষ্ণতা নাই এবং কেনই বা অগ্নিতে শৈত্যের অভাব? উপযুক্তরূপে বিচার করিলে এ সন্দেহ দূর হইবে। চেতন ও অচেতন পদার্থ সমূহ বস্তু দৃষ্টিতে এক হইলেও গুণ ও শক্তি সম্বন্ধে ভিন্ন। পরমেশ্বর তাঁহার পূর্ণ সর্ব্বশক্তির এরূপে নিয়োগ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক পদার্থের দ্বারা প্রত্যেক কার্য্য হয় না। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান বলিয়াই সকল স্থানে, সকল বিষয়ে সকল শক্তির প্রয়োগ করেন না। তাঁহার ইচ্ছামত যে সময়ে, যে স্থানে, যে বিষয়ে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তিনি সেই সময়ে, সেই স্থানে, সেই বিষয়ে, সেই শক্তির প্রয়োগ করেন। তিনিই সকল শক্তির অধিকারী। অতএব এমন কোন শক্তিই নাই যাহা তাঁহাকে বাধ্য করিতে পারে। তাঁহার কেহ পর নাই অর্থাৎ তাঁহা হইতে পৃথক কিছুই নাই এবং যাঁহারা তাঁহাকে পর মনে করেন তাঁহাদিগের এমন কোন শক্তি নাই যাহার দ্বারা তিনি বাধ্য হইবেন। তিনি যাহা কিছু করেন, আপন শক্তি ও ইচ্ছার প্রভাবেই করিয়া থাকেন। তাঁহার শক্তিকে তাঁহার রূপ বা শক্তি বলিয়াই জানিতে হইবে, উহা ভার বা বোঝা নহে। তাঁহার শক্তি তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, তাঁহারই রূপ মাত্র। বস্তু এবং শক্তিকে পৃথক করিয়া দেখিলে শক্তিই তাঁহার অধীন, তিনি শক্তির অধীন নহেন। পরমেশ্বর নিজ শক্তি প্রভাবেই বরফ হইতে উত্তাপের সঙ্কোচ করিয়া অগ্নিতে প্রকাশ করিয়াছেন। সেইরূপ তাঁহার চৈতন্য শক্তি প্রস্তরে নিদ্রিত রাখিয়া জীবে জাগাইতেছেন। যে পরমেশ্বর চেতন তিনিই অচেতন, যিনি সগুণ তিনিই নির্গুণ, যিনি সাকার তিনিই নিরাকার। গুণ, শক্তি ও অবস্থা পক্ষে ভিন্ন হইলেও বস্তু পক্ষে একই। যেমন আপনারা জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় চেতন ও ক্রিয়াবান এবং সুষুপ্তিতে অচেতন ও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু আপনার অবস্থার ভিন্নতা হেতু

আপনি ভিন্ন ভিন্ন বহু বস্তু বা ব্যক্তি নহেন, একই রহিয়াছেন। জীব ও পরমেশ্বর ভাবের মধ্যে বিশেষ এই যে, জীবের ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উদয় হয়, কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব্ব কালে একই পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকেন।

অতএব সর্ব্ব প্রকার দ্বিধা, সংস্কার ও অসদ্ধারণা পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক একাগ্র মনে পূর্ণ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাগত হউন এবং তাঁহাকে গুরু, মাতা, পিতা আত্মা জানিয়া পূর্ণভাবে উপাসনা করুন। তিনি মঙ্গলময় জগতের সকল কষ্ট দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন; তাহাতে আপনারা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া নিত্য পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবেন। ইহাতে কোন সংশয় করিবেন না, ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপাস্য পরমেশ্বর।

বস্তু বোধ না হইলে জ্ঞান হয় না, জ্ঞান না হইলে শান্তি নাই। বস্তু বোধ হইলে কাহার দ্বারা কি কার্য্য হয় বুঝা যায়। বুঝিয়া লোকে যথা-যোগ্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সুখে নিষ্পন্ন করিতে পারে। অতএব জগৎ চরাচর কি বস্তু তাহা নির্দ্ধারণ করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। বুদ্ধি পূর্ব্বক বস্তু নির্দ্ধারণের চেষ্টার নাম বিচার। বিচারের বিষয় এই যে, আমি কে ও কিরূপ এবং যিনি জ্ঞান মুক্তিদাতা ও সর্ব্ব মঙ্গল বিধাতা, তিনিই বা কে ও কিরূপ।

বিচারারম্ভে অনন্যমনা হইয়া একাগ্রচিত্তে ভাবিয়া দেখ, যিনি জ্ঞান ও পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ তিনিই অপরকে জ্ঞান ও পবিত্রতা দিতে পারেন। নিকৃষ্ট শ্রেষ্ঠকে উন্নত করিতে পারে না। চক্ষুষ্মান অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে, অন্ধে পারে না। অগ্নি স্থূল পদার্থকে অগ্নিরূপ করিতে সক্ষম, স্থূল পদার্থ অগ্নিকে আত্মরূপ করিতে অপারগ। অতএব বিচার জনিত জ্ঞানদাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে প্রীতি পূর্ব্বক বিচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

বস্তু সাকার ও নিরাকার ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আমি ও তিনি এই দুই নিরাকার হইলে মনোবাণীর অতীত, ইন্দ্রিয়ের

অগোচর, শব্দাতীত, জ্ঞানাতীত। নিরাকারে বিচার ও ব্যবহার অসম্ভব। এই জ্ঞানই নিরাকার সম্বন্ধে বিচারের শেষ সীমা। প্রত্যক্ষ দেখ, সুষুপ্তির অবস্থায় তুমি নিরাকার, তোমাতে তখন এ জ্ঞান থাকে না যে, "আমি আছি বা জ্ঞান ও মুক্তিদাতা আছেন।" পুনরায় জাগ্রত অবস্থার সহিত মন ও বাক্যের উদয় হইলে নিজের ও তাঁহার সত্তা মনে হয়।

আমি ও তিনি সাকার হইলে অবশ্যই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় গোচর হইব ও হইবেন। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় গোচর জগতে প্রথমেই দেখা যায় যে, এই স্থূল শরীরকে অবলম্বন করিয়া ভিতর ও বাহির এই দুইটী ভাসিতেছে। কিন্তু এই দুইটী বস্তু নহে, ভাব মাত্র। কেন না, বাহিরে যে পৃথিবী তাহাই ভিতরে হাড় মাংস, যাহা জল তাহাই রক্ত রস, যাহা অগ্নি তাহাই পরিপাক ও বাক্‌শক্তি ইত্যাদি, যাহা বায়ু তাহাই নিশ্বাস, যাহা আকাশ অর্থাৎ নিস্পন্দ বায়ু তাহাই শ্রবণ শক্তি, যাহা চন্দ্রমাজ্যোতিঃ তাহাই মন, যাহা সৌর জ্যোতিঃ তাহাই বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপে প্রকাশমান। এক্ষণে দেখ, হাড় মাংস ইত্যাদি পদার্থ পৃথিবী আদি জ্যোতিঃ পর্য্যন্ত পদার্থের রূপ বা ভাবান্তর মাত্র। অতএব বাহিরে ও ভিতরে বস্তুগত কোন ভেদ নাই, ভেদ কেবল রূপ, ভাব বা অবস্থার। এখন সুস্পষ্টই দেখিতেছ যে, ভিতর ও বাহিরে তোমাকে লইয়া এক অনন্ত অনাদি সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড পুরুষ বিরাজমান রহিয়াছেন।

"সহস্র শীর্ষা" ইত্যাদি বেদ মন্ত্রে সেই বিরাট পুরুষই বর্ণিত। ঐ সকল মন্ত্রের সার মর্ম্ম এই যে, বিরাট পুরুষের আকাশ মস্তকই চরাচর স্ত্রীপুরুষের মস্তক ও কর্ণ দ্বারে শ্রবণ শক্তি। তাঁহার নেত্র সূর্য্যনারায়ণ সমস্ত স্ত্রীপুরুষের চেতনা, যদ্দ্বারা নেত্র দ্বারে রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিতেছ। চন্দ্রমাজ্যোতিঃ তাঁহার মন যাহার দ্বারা জীব মাত্রই "আমার, তোমার" ইত্যাদি ভাব গ্রহণ করিতেছ। অগ্নি তাঁহার মুখ, জীব শরীরে ক্ষুধা এবং আহার পরিপাক ও বাক্‌শক্তি। তাঁহার প্রাণ যে বায়ু তাহাই সমস্ত স্ত্রীপুরুষের নাসিকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস রূপে চলিতেছে ও গন্ধ লইতেছে। তাঁহার নাড়ী জলই স্ত্রী পুরুষের রক্ত রস। এই পৃথিবী তাঁহার চরণ, সেই চরণ হইতে অন্নাদি উৎপন্ন হইতেছে ও স্ত্রীপুরুষের হাড় মাংস জন্মিতেছে। গ্রহ, নক্ষত্র বিদ্যুৎ প্রভৃতি তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

ইনি ভিন্ন নিরাকার বা সাকার দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। জগতের মাতাপিতা এই বিরাট পুরুষ হইতে চরাচর, ঔলিয়া, পীর, পায়গম্বর, যীশুখৃষ্ট, অবতারাদি উৎপন্ন হইয়া লয় পাইতেছেন ও পুনরায় উৎপন্ন হইতেছেন। জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ অনাদিকাল হইতে সমুদ্রবৎ যেমন তেমনই রহিয়াছেন, তাঁহার কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই।

নিরাকারে জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপ নাই। সাকারে যাহা কিছু ইন্দ্রিয় গোচর তাহাই পরমাত্মার রূপ এবং অজ্ঞান লয় হইলে দেখিবে উহা জীবাত্মারও রূপ। নিরাকার সাকার, ভিতর বাহির, তোমাকে ও চরাচর সকলকে লইয়া এক অখণ্ড পরিপূর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ বিরাজমান রহিয়াছেন। যে সকল শাস্ত্রে নানা দেব দেবীর উপাসনা বিধি আছে, সে সকল শাস্ত্রে এই জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে দেব দেবী বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। যথা পৃথিবী দেবতা, জল দেবতা, অগ্নি দেবতা, বায়ু দেবতা, আকাশ দেবতা, চন্দ্রমাঃ দেবতা, তারাগণ ও বিদ্যুৎ দেবতা, সূর্য্যনারায়ণ দেবতা। এবং এই জন্যই আহ্নিক পদ্ধতিতে সমস্ত দেব দেবীর সূর্য্যনারায়ণে ধ্যান করিবার বিধি আছে। এই বিরাট পুরুষের অংশ, অংশাংশ ও তদ্যাংশ ক্রমে চরাচর স্ত্রী পুরুষের ইন্দ্রিয়াদি লইয়া তেত্রিশ কোটী দেবতা কল্পিত হইয়াছে।

এই বিরাট পুরুষ হইতে বিমুখ হইয়া মনুষ্য ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়াও আপন ইষ্টদেবতাকে পাইতেছে না, শোক দুঃখে কালাতিপাত করিতেছে। ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে ইঁহার শরণাগত হইয়া মনুষ্য মাত্রেরই প্রার্থনা করা উচিৎ যে, "হে জগতের মাতা পিতা, আত্মাগুরু, আমাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করুন। মন পবিত্র করিয়া জ্ঞান দিউন, যাহাতে অভেদে মুক্তস্বরূপ হইয়া পরমানন্দে থাকিতে পারি, যাহাতে আপনার উদ্দেশ্য ও আমাদিগের প্রতি আজ্ঞা বুঝিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারি। আমি নিজেকেই চিনি না তবে আপনাকে কিরূপে চিনিব? জন্মের পূর্ব্বের ও মৃত্যুর পরের অবস্থা জানি না। এবং কবে মৃত্যু হইবে তাহাও জানি না। আমরা নিদ্রিত অবস্থায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকি এবং মূর্খ হইয়া জন্মাই, পরে এক

এক অক্ষর পড়িয়া পড়িয়া মৌলবী, পাদরী, পণ্ডিত প্রভৃতি উপাধি পাই। বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের সংস্কার-বদ্ধ হইয়া যশ, মান, ও জয় কামনায় পরস্পর হিংসা দ্বেষ করিয়া কষ্ট ভোগ করি। হে অন্তর্যামী, যাহাতে আমাদের দ্বেষ হিংসা লোপ হয় এবং সকলে মিলিয়া পরমানন্দে থাকিতে পারি, এইরূপ আমাদিগের অন্তরে প্রেরণা করুন।”

ইঁহাকে ভক্তি, নমস্কার করিবার বিষয়ে বুঝিয়া দেখ যে, নমস্কার করিবার উদ্দেশ্য কি? যাঁহাকে নমস্কার কর, তিনি তোমার মনের ভক্তিভাব বুঝিয়া প্রীত হউন এই তোমার উদ্দেশ্য। তাঁহার চক্ষের আড়ালে তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নমস্কার করিলে তিনি দেখিতে পান না বলিয়া তোমার উদ্দেশ্য বিফল হয়, এজন্য তুমি নমস্যের নেত্রের সম্মুখে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নমস্কার কর। সেইরূপ তোমরা জগতের মাতা পিতা বিরাট ব্রহ্মের নেত্র সূর্য্যনারায়ণের সম্মুখে উদয় অস্তে নমস্কার করিবে। তাহা হইলে নিরাকার সাকার দেব দেবী ও আপনাকে লইয়া পিপীলিকা পর্য্যন্ত সকলকে নমস্কার হইয়া যাইবে, নানা স্থানে নানা নাম কল্পনা করিয়া নমস্কার করিবার প্রয়োজন থাকিবে না। জ্যোতির অপ্রকাশে সর্ব্ব কালেই ঘরে বাহিরে, বিছানার উপরে নীচে, শুচি অশুচি, যে অবস্থাতেই থাক, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম যে মুখেই হউক আপনাকে লইয়া তাঁহাকে পূর্ণরূপে নমস্কার করিবে, তিনি অন্তর্যামী, সকলের অন্তরের ভাব বুঝিতেছেন। প্রত্যক্ষ দেখ, যাঁহার জ্যোতির প্রকাশে তোমরা ব্রহ্মাণ্ডের রূপ দর্শন করিতেছ ও বুঝিতেছ, তিনি কি তোমাদিগকে দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন না? নিশ্চয় করিয়া জানিও যে, তিনি সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরমেশ্বরের উপাসনা।

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক এ দুই কার্য্য উত্তম রূপে নিষ্পন্ন করা মানুষের প্রয়োজন। শান্ত ও গম্ভীর ভাবে বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়। বিচারে বস্তু বোধ, বস্তু বোধে শান্তি ও আলস্যে কার্য্য হানি জানিবে।

মায়ানদী পার হইতে পরমাত্মা মাঝির জ্ঞান নৌকা চাই। এ পারে ত্রিতাপ, ওপারে মোক্ষ। মোক্ষের দেশে জ্ঞান নৌকা অনাবশ্যক।

উপাসনায় মন পবিত্র হইয়া জ্ঞান জন্মে। সেই জ্ঞানে জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদাভেদ ভাব অন্ত হইয়া পরমানন্দে স্থিতি হয়।

অনুরাগ বিনা উপাসনার স্ফূর্ত্তি নাই। পরের প্রতি পরের উপাসনা ভয়ে, লোভে; প্রেমে নহে। যাঁহার উপাসনা তিনি আপনার অপেক্ষাও আপনার।

দ্বৈত ভাবে প্রেম নাই, অদ্বৈতে প্রেম। জ্ঞানে দ্বৈত অদ্বৈত উভয়ই সমান। দ্বৈত থাকিলেই অদ্বৈতের বিচার, অদ্বৈত থাকিলে দ্বৈতের, নহিলে নহে। যিনি উপাস্য তিনিই উপাসক তিনিই উপাসনা এই ভাবে সানন্দ চিত্তে উপাসনায় পরমানন্দের প্রকাশ জানিবে।

সাকার নিরাকার উভয় লইয়া অখণ্ডাকারেরই উপাসনা। যে নিত্য একই পুরুষ তোমাকে লইয়া চরাচর জগদ্রূপ সাকার ও সাকারের অতীত মনোবাণীর অগোচর নিরাকার তাঁহারই উপাসনা তাঁহারই শক্তি সংযোগে সাধিত হয়। অজ্ঞান বা অযথা দৃষ্টি বশতঃ তাঁহাকে এক বা বহু বলা হয়। যথার্থ পক্ষে তাঁহাতে এক দুই প্রভৃতি সংখ্যা গণনা নাই।

যিনি জগতের মাতা পিতা, জ্ঞান দাতা গুরু, যিনি আত্মা, নিরাকারে তাঁহার রূপ নাই। সাকারে তাঁহার সূক্ষ্মতম রূপ জ্যোতিঃ। জ্যোতীরূপ লয় হইলে তিনি রূপবিহীন নিরাকার, সেই জ্যোতিঃস্বরূপের ধ্যান ধারণায় জ্ঞানের আবির্ভাব এবং সেই জ্ঞানেই মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে স্থিতি হয়। অগ্নিতে আহুতি এবং ওঁকার জপ পূর্ব্বক প্রাণায়াম এই উপাসনার অঙ্গ।

এই উপাসনা কল্পিত নহে, পরমাত্মার বাস্তবিক নিয়মানুগত। যাহার অস্তিত্ব কেবল মনেই আছে বাহিরে নাই, তাহাই কল্পিত। যেমন চিত্রে লিখিত অগ্নি কেবল দর্শকের মনেই অগ্নি রূপ, বাহিরে বস্ত্র ও বর্ণ মাত্র। অতএব ইহা কল্পিত। যাহা বাহিরে অগ্নি ও যাহাকে অগ্নি বলিয়া মনে ধারণা হয়, তাহাই বাস্তবিক ব্যবহারিক অগ্নি।

এই উপাসনায় বাস্তব অগ্নিতে বাস্তব সামগ্রী আহুতি দিতে হয়। অগ্নিব্রহ্ম সেই সামগ্রী বস্তুতই আত্মসাৎ করেন। অগ্নি ভিন্ন অন্য পদার্থে যতই সুখাদ্য

দ্রব্য সংযুক্ত কর না কেন, সে নৈবেদ্য বস্তুতঃ কেহই আত্মসাৎ করে না, কেবল কল্পনাতেই আদান প্রদান হয়।

কোন পুরুষ নিদ্রিত থাকিলে যেমন তাহার সহিত ব্যবহার সম্ভবে না সেইরূপ উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে অজ্ঞান অভক্তির ব্যবধান থাকিলে ব্যবহার চলে না। ব্যবহার স্থাপনের জন্য সেই পুরুষের প্রসিদ্ধ নাম উচ্চারণ ও তাঁহার অঙ্গাদি চালিত করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিতে হয়। অতি পুরাকাল হইতে জ্ঞানী ভক্তগণের মধ্যে ওঁকার পরমাত্মার নাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই নাম সহযোগে প্রাণায়ামের দ্বারা অন্তর্যামীকে ডাকিলে ব্যবধান দূর এবং জীব ও পরমাত্মার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া ব্যবহার স্থাপিত হয়।

জ্যোতিঃ পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। ইহাতে কেবল প্রকাশ এই গুণ আছে। এই এক গুণ অন্তর্হিত হইলে জ্যোতিঃ নিরাকার। অথচ জগতের যাবতীয় জ্ঞান ও শক্তি জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। জ্যোতির্ভাবে ধারণা না করিলে ব্রহ্ম উপলব্ধি হওয়া দুর্ঘট—ইহাও বাস্তব, কল্পিত নহে।

ব্রহ্মের যে অনির্ব্বচনীয় অখণ্ড ভাব তাহা স্বয়ং বস্তু তৎসম্বন্ধে কল্পনা ঘটিতেই পারে না। এই অকল্পিত বাস্তব উপাসনার চারিটি অঙ্গ কল্পিত হইয়াছে। বিশদ রূপে বুঝিবার জন্য এক একটির বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন।

প্রথম, অগ্নিতে আহুতি। নিরহঙ্কার চিত্তে ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক উত্তম উত্তম পদার্থ ও সুগন্ধি দ্রব্য পরমাত্মার নামে অগ্নিব্রহ্মে অর্পণ করিবে। আমাদের কি আছে যে আমারা তাঁহাকে দিব? আমরা এক খণ্ড তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিতে পারি না। তাঁহার দ্রব্য তাঁহাকে দিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া আমরা কৃতার্থ হই। তিনিও তাহাতে প্রসন্ন হন। ইহাতে আমাদের অহঙ্কারের বিষয় কি আছে? অগ্নিতে আহুতি দিলে বায়ু পরিষ্কার হয়। সেই বিশুদ্ধ বায়ুতে দেহ নীরোগ হয় এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ, পবিত্র হইয়া বিবেক জন্মে। যেমন অন্ন জল সংযোগে দেহের বল বৃদ্ধি ও দৈহিক ক্রিয়া সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হয়, সেইরূপ অগ্নির সঙ্গ করিলে আন্তরিক তেজ বৃদ্ধি হয়। যে সকল উত্তম সামগ্রী অগ্নিতে অর্পিত হয়, তাহার ধূম হইতে মেঘ জন্মে। পরমাত্মা প্রসন্ন হইয়া সেই মেঘ হইতে যথা সময়ে প্রয়োজন মত জল বর্ষণ করেন। তাহাতে প্রচুর পরিমাণে সাত্ত্বিক অন্ন উৎপন্ন হইয়া জীব সমূহকে

উপযুক্ত রূপে প্রতিপালন করে। অন্নে সাত্ত্বিক গুণ থাকায় শরীর নীরোগ ও মন পবিত্র হয়। অনাদি কাল হইতে প্রচলিত যজ্ঞাহুতির প্রথা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় রাক্ষসী বুদ্ধি প্রবল হইয়া জীব সকলকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত করিতেছে।

কেহ কেহ বিজ্ঞানাভিমানী কহেন, "আমার শরীরেও ত হাড় মাংসের সহিত অগ্নিব্রহ্ম আছেন। আমি আহার করিলেই অগ্নিতে আহুতি অর্পিত হইল। স্বতন্ত্র যজ্ঞাহুতি করা নিষ্প্রয়োজন।" তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, "তোমরা কেরোসিন তৈল পান করিয়া দেহস্থ অগ্নি দ্বারা অন্ধকার দূর কর, কয়লা জল উদরস্থ করিয়া রেলগাড়ি টান ও জাহাজ চালাও, তবে এ কথা বলিও। আর তোমাদের দেহস্থ পৃথিবীর অংশ হাড় মাংস লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণ করিয়া তাহাতে শস্যাদি উৎপন্ন কর।" পরমাত্মা যে আধারে যে গুণ দিয়াছেন, তাহার অনুরূপ কার্য্য হইবে? না, মনুষ্যের কল্পনা মত হইবে? জ্ঞানবানের লক্ষণ এই যে, তিনি বিচার পূর্ব্বক সকল কথার সার ভাব গ্রহণ করেন ও যাহার দ্বারা যে কার্য্য হয় তাহার দ্বারা সেই কার্য্য সমাধা করেন। অগ্নির দ্বারা পিপাসা নিবারণ ও জলের দ্বারা অন্ধকার দূর করিবার চেষ্টা করেন না।

দ্বিতীয়, ওঁকার জপ ও প্রাণায়াম। ওঁকার পরমাত্মার নাম। ইহার মধ্যে যে, অকার উকার ও মকার আছে, তাহা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর বলিয়া কল্পিত হয়। এই তিনকে একত্র করিয়া যে একাক্ষর ওঁকার তাহাই পরমাত্মার নাম। পরমাত্মাই সৎগুরু বা পরমগুরু। এ নিমিত্ত "ওঁ সৎগুরু" বলিয়া আন্তরিক ভক্তির সহিত তাঁহাকে মনে মনে ডাকিলে অর্থাৎ "ওঁ সৎগুরু" এই মন্ত্র জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণ না করিয়া অন্তরে জপিলে, তিনি অন্তর্য্যামী অন্তর হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া সাধকের ইচ্ছামত ফল দেন। যাঁহার কৈলাস বৈকুণ্ঠ প্রভৃতির ভোগের ইচ্ছা তাঁহাকে তদ্রূপ ভোগ দেন। যিনি নিষ্কামী তিনি সকল ফলাফল পরমাত্মাকে অর্পণ করিয়া উপাসনায় নিযুক্ত হন। তিনি কেবল সৎস্বরূপ পরমাত্মাকেই চাহেন বলিয়া পরমাত্মা তাঁহাকে অন্তর হইতে জ্ঞান দিয়া আপনার সহিত অভিন্নভাবে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখেন। সে সাধক পুরুষ আর পাপ পুণ্যে লিপ্ত হন না।

জপিবার সংখ্যা বিধি মনুষ্যের কল্পনা। লোকের পুত্র কন্যা বিপদ আপদে মাতা পিতাকে ডাকে এবং মাতা পিতা উত্তর দিলে আর ডাকিবার প্রয়োজন থাকে না। সেই রূপ পরমাত্মার পুত্র কন্যা স্থানীয় জীবগণ সেই পরম মাতা পিতাকে "ওঁ সৎগুরু" বলিয়া ডাকে। তাহাদেরও উত্তরপ্রাপ্তির পর আর ডাকিবার প্রয়োজন থাকে না। এক ডাকে উত্তর পাইলে আর ডাকিতে হইবে না; সহস্র ডাকে উত্তর না পাইলে আরও ডাকিতে হইবে। নামের কোন ক্ষমতা নাই। যিনি চেতন তাঁহারই ক্ষমতা, তাঁহারই উপর সকল নির্ভর করে। পরমাত্মা মন্ত্রের বাধ্য নহেন; তিনি কোন নিয়মের বাধ্য নহেন; তাঁহার ইচ্ছা মাত্র সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয়। তাঁহার অনিচ্ছায় কোন কার্য্যই হয় না। তিনি দয়াময়, ভক্তি পূর্ব্বক একবার ডাকিলেই দয়া করিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য সিদ্ধ করিয়া দিতে পারেন। তাঁহার দয়া না হইলে লক্ষ লক্ষ জপও নিষ্ফল।

প্রাণায়ামের দ্বারা দেহস্থ চঞ্চল বায়ু সূক্ষ্ম হইয়া স্থির হয়। বায়ু যতই সূক্ষ্ম হয় ততই জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার প্রতি নিষ্ঠা ভক্তি প্রেম বৃদ্ধি হয় এবং অন্তরে জ্ঞান ও আনন্দ উদিত হয়। ক্রমে জ্ঞানের পরিপাক দ্বারা সাধক পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকেন। তখন আর জপ বা প্রাণায়ামের প্রয়োজন থাকে না। ভক্তিপূর্ব্বক "ওঁ সৎগুরু" মন্ত্রের জপ করিলে বা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা করিলে স্বতন্ত্র প্রাণায়াম না করিলেও প্রাণায়ামের কার্য্য হইয়া যায়।

তৃতীয়, জ্যোতিঃ স্বরূপের ধ্যান ধারণা। চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ-স্বরূপ বিরাট পুরুষ অনাদি বর্ত্তমান। ইহাকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম ও ধ্যান ধারণা উপাসনা করিলে উভয় কার্য্য সিদ্ধ হয়। এ নিমিত্ত অতি পুরাকাল হইতে ঋষি মুনি প্রভৃতি জ্ঞানী ভক্তগণ সূর্য্যনারায়ণ বিরাট জ্যোতিঃ গুরু মাতা পিতা আত্মার উপাসনার দ্বারা পরমপদ পাইয়া আসিতেছেন। ইহাঁর শরণাগত হও ইনি সকল বিপদ মোচন করিবেন। ইহাঁ হইতে বিমুখ হইয়া জীবগণ নানা কষ্ট ভোগ করিতেছে। প্রত্যক্ষ দেখ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নানারূপ স্থূল পদার্থ আছে। বিনা অগ্নি সংযোগ এই স্থূল পদার্থ কখনই নিরাকার হইতে পারিবে না, যেমন তেমনই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু সকল পদার্থই

অগ্নিব্রহ্ম আত্মরূপ ও পরে নিরাকার করিয়া দেন। সেইরূপ তোমাদের অন্তঃকরণস্থ অজ্ঞান, আশা তৃষ্ণা, লোভ লালসা, কাম ক্রোধ, মোহ ভয়, যদ্দ্বারা তোমরা সর্ব্বদা পীড়িত হইতেছ, তেজোময় জ্যোতির সংযোগ বিনা কখনই তাহার নির্ব্বাণ হইবে না। জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার শরণাগত হইলে তিনি জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ইহাদিগকে ভস্মীভূত করিয়া জীবাত্মা পরমাত্মাকে অভেদে প্রত্যক্ষ করাইয়া সাধককে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন। ইহা সত্য বলিয়া জানিবে।

চতুর্থ, পূর্ণ অখণ্ডভাব। বেদ প্রমুখ সর্ব্ব শাস্ত্রের মূল ব্রহ্মগায়ত্রী। ব্রহ্মগায়ত্রীর মূল ওঁকার। ওঁকারের মূল নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ। গায়ত্রী জপিলে সমস্ত ক্রিয়ার ফল লাভ হয়। গায়ত্রী না জপিয়া ওঁকার জপিলে সেই ফলই লাভ হয়। ওঁকার পর্য্যন্ত ছাড়িয়া চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক পূর্ণ ভাবে নমস্কার করিলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্যই সিদ্ধ হয়। নানা মিথ্যা প্রপঞ্চের কোন প্রয়োজন থাকে না—ইহা ধ্রুব সত্য।

ইন্দ্রিয়াদির সহিত আপনাকে লইয়া নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার পূর্ণ রূপে পরমাত্মাকে নমস্কার করিতে হয়। আপনাকে ছাড়িয়া পূর্ণ রূপ হয় না। নিরাকার সাকার, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, চরাচর, স্ত্রীপুরুষ লইয়া তিনি পূর্ণ। কোন একটিকে ছাড়িলে পূর্ণভাবের হানি হয়। তুমি তাবৎ স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদিকে লইয়া পূর্ণ ও গুণাতীত। কোন একটি অঙ্গ বা শক্তি ছাড়িয়া দিলে তোমার অঙ্গহানি হয়। স্থূল শরীর সম্বন্ধে যেমন তুমি, তোমাকে লইয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে তেমনই তিনি।

ইঁহারই সম্বন্ধে দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাসে। যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণ দ্বৈত, জ্ঞানে অদ্বৈত ও স্বরূপে যাহা তাহা। এইরূপ সকল ভাব বুঝিয়া স্ত্রী পুরুষ, গৃহস্থ সন্ন্যাসী প্রভৃতি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডবাসী পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মার উপাসনার দ্বারা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় বিষয়ে কৃতার্থতা লাভ কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মানুষ নিমক্‌হারাম।

মনুষ্যগণ আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয় ও সামাজিক স্বার্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সার ভাব গ্রহণ কর।

মানুষ নিমক্‌হারাম। যে মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন হয়, যে মাতা পিতা যত্নে স্নেহে মানুষ করেন, শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে সেই মাতা পিতার আজ্ঞা পালন করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক কষ্ট দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। মাতা পিতার অভাব মোচন ও আজ্ঞা পালনে বিরত বটে, কিন্তু নিজে নৃত্য গীতাদি অবিশুদ্ধ ভোগ বিলাসকে সনাতন ধর্ম্ম জানিয়া ইচ্ছামত অর্থ নষ্ট করে। মাতা পিতার জীবদ্দশায় তাঁহাদের প্রতি একবার চাহিয়াও দেখে না, মৃত্যুর পর বাড়ী বন্ধক দিয়া বহু ব্যয় ও আড়ম্বরের সহিত তাঁহাদের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে। যে রাজার রাজ্যে বাস করে, যাঁহার আশ্রয়ে রক্ষিত হয়, প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার শাসনের বশবর্ত্তী না থাকিয়া তাঁহার নিন্দা ও অপমান করিতে ত্রুটি দেখা যায় না।

আরও দেখ, মনুষ্যের যতক্ষণ স্বার্থ ততক্ষণ প্রীতি। মাতা পিতার নিকট ধন বা অন্য কোনরূপ লাভের প্রত্যাশা থাকিলেই পুত্র কন্যা শ্রদ্ধা ভক্তি করে। স্ত্রীর রূপ যৌবন অর্থ সম্পত্তি থাকিলেই স্বামীর নিকট আদর হয় এবং পুরুষের স্ত্রীর নিকট সম্মানের হেতুও ঐরূপ। অশ্ব, গো, মহিষাদি পশু যতক্ষণ কার্য্যক্ষম থাকে বা দুগ্ধ দেয়, ততক্ষণ যত্নে পালিত হয়। স্বার্থের সম্ভাবনা না থাকিলে নিমক্‌হারাম মানুষ কাহাকেও যত্ন করে না। ধন ও ক্ষমতাশালী লোকের সকলের নিকট মান প্রতিষ্ঠা হয়। "আসিতে আজ্ঞা হউক" "আপনি আমার প্রিয় বন্ধু" ইত্যাদি রূপে সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে সম্মান দেখায়। কিন্তু সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরকৃপায় দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন হইলে সম্মান করা দূরে থাকুক তাহার সহিত কেহ কথা পর্য্যন্ত কহে না। যদিবা অনুগ্রহ পূর্ব্বক কথা কহে, তবে বলে যে, "তুমি কোথাকার কে?" পুনরায় ধন বা ক্ষমতা হইলে তাহাকে পুনরায় বলিবে প্রিয় বন্ধু। কিন্তু মানুষ নিমক্‌হারামের এ জ্ঞান নাই যে, সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতে একই আত্মা

থাকেন। ধন এবং ক্ষমতা আর আছে কাল নাই, কিন্তু আত্মা সর্ব্বকালেই এক। যাহারা বিপদে সম্পদে মাতা পিতা প্রভৃতিকে মান্য না করে, তাহারা জগতের মাতা পিতা পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষকে কিরূপে মান্য করিবে?

নিরাকার সাকার, অথণ্ডাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা, গুরু আত্মা, ব্রহ্মাণ্ডের রাজা প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে বিরাজমান আছেন। ইহাঁকে মনুষ্য একবার চাহিয়াও দেখে না যে, এই আকাশের মধ্যে ইনি কে? ইহাঁ ছাড়া যদি অপর কেহ থাকেন, তিনি কোথায় আছেন? নিমকৃহারাম ইহাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে একবার নমস্কারও করে না, বরং ইহাঁকে সামান্য জানিয়া ঘৃণা ও উপহাস করে। এইরূপ নানা কারণে মনুষ্যগণ অশেষ প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছে। কিন্তু তাহারা বিচার করিয়া দেখে না যে, ইহাঁ ছাড়া এই ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় কেহ নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই।

ইহাঁরই নানা নাম নানা শাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা নাই যে, এই জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষই পারমার্থিক ও ব্যবহারিক উভয় বিষয়ে একমাত্র ফলদাতা এবং ঈশ্বর, গড, আল্লাহ, খোদা, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, দেব দেবী, বিষ্ণু ভগবান, শিব, কালী প্রভৃতি ইহাঁরই নানা নাম মিথ্যারূপে কল্পিত হইয়াছে। লোকের বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভক্তি বা পূজা করিলে ইহাঁরাই সমস্ত ফল দেন এবং কৈলাস বৈকুণ্ঠ ভোগ করান। কিন্তু যিনি সর্ব্বকালে আছেন তাঁহাকে বিচার পূর্ব্বক চিনিয়া মান্য করে না এবং যিনি কোন কালে হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই, তাঁহার মিথ্যা নাম কল্পনা ও তীর্থ ব্রত এবং কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া কত প্রকারে যে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেছে তাহার সীমা নাই। এবং সেই নিত্য পুরুষ হইতে বিমুখ হইয়া দেখিতে পাইতেছে না যে, ফল প্রাপ্তি হওয়া দূরে থাকুক বরং পরস্পর দ্বেষ হিংসা জনিত দুঃখ ভোগ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে; লোকে সকল প্রকারে তেজোহীন, জ্ঞানহীন হইয়া পড়িতেছে। ইহাও বিচার করিয়া দেখিতেছে না যে, এই যে সকল নাম বেদ, বাইবেল কোরানাদিতে কল্পিত আছে, ইহা কাহার নাম, তিনি কে, কোথায় আছেন, তিনি ছোট না বড়, নিরাকার না সাকার

ইত্যাদি। যদি বল ইহাঁরই ভিন্ন ভিন্ন নাম ধরিয়া সকলে উপাসনা করিতেছে তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ যে, যদি একই পুরুষের সমস্ত নাম কল্পিত হইয়াছে তোমাদিগের এরূপ ধারণা থাকে, তবে নাম লইয়া এত দ্বেষ হিংসা কেন? তাহা হইলে "আমার ইষ্টদেবতা বড় ও শ্রেষ্ঠ নাম" ও "অপরের ইষ্টদেবতা ছোট ও নিকৃষ্ট নাম" এরূপ বল কেন? যদি বল, "যে নাম হউক না কেন তাঁহারই নাম আর যে নাম লই না কেন তাঁহারই নাম" তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ, জলের অনেক নাম কল্পিত আছে। জলের যে নাম ধরিয়া পান কর না কেন পিপাসা যাইবে। কিন্তু "ওয়াটার" বা জল প্রভৃতি নাম লইয়া জল দেখ বা "জল" এই শব্দ পুনঃপুনঃ উচ্চারণ কর, কখনই পিপাসা-নিবৃত্তি হইবে না। সকল নাম উপাধি পরিত্যাগ করিয়া জল যে পদার্থ তাহা তুলিয়া পান কর সহজে পিপাসা-নিবৃত্তি হইবে ও শান্তি আসিবে। সেইরূপ নিরাকার সাকার, পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপের নানা নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক ইহাঁর শরণাগত হও, সকল সমাজেই শান্তি লাভ হইবে।

প্রত্যক্ষ চেতন মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিবার প্রয়োজন। নিদ্রিত বা মৃত মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি কর আর না কর তাহাতে তাঁহাদের লাভ বা ক্ষতি নাই। বরং জাগ্রত মাতা পিতাকে উত্তমরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করিলে দুই অবস্থাতেই মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা হয়। যে মাতা পিতা নিদ্রিত, নিষ্ক্রিয় থাকেন, সেই মাতা পিতাই জাগ্রত অবস্থায় সর্ব্ব শক্তিরূপে সমস্ত কার্য্য করেন ও করান। ইহা নহে যে, নিদ্রিত মাতা পিতা এক, তাঁহাদিগকে মান্য করা উচিত ও জাগ্রত মাতা পিতা অপর, তাঁহাদিগকে মান্য করা অনুচিত —ইহা অজ্ঞানের কার্য্য। জ্ঞানী বুঝেন যে, নিদ্রিত অবস্থায় যে মাতা পিতা নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকেন, সেই মাতা পিতাই জাগ্রত হইয়া পুত্রকে লালন পালন করেন। মাতা পিতা একই।

মাতা পিতারূপী নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের পুত্র কন্যারূপী তোমরা জগতের স্ত্রী পুরুষ। নিদ্রিত অবস্থায় মাতা পিতা নিরাকার, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, গুণাতীত। জাগ্রত অবস্থায় মাতা পিতা সাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা, গুরু, আত্মা বলিয়া জানিবে।

একই মাতা পিতা নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন, এ নিমিত্ত সাকার বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা গুরুকে বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলেরই উত্তমরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করা উচিত। তিনি মঙ্গলময় সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করিবেন। তিনি তোমাদের সকল প্রকার বিপদ ও অজ্ঞান লোপ করিয়া জ্ঞান দিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন। ইহা নিশ্চিত সত্য বলিয়া জানিবে।

সেই মঙ্গলময় জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ সর্ব্বত্র রহিয়াছেন ইহা না জানিয়া তোমরা পরের অনিষ্ট করিয়া নিজের ইষ্ট অভিলাষ কর। কিন্তু ইহা বোধ না যে, পরের ইষ্টেই আপনার ইষ্ট এবং পরের অনিষ্টে আপনারই অনিষ্ট। কেননা, একই পুরুষ সর্ব্বত্র রহিয়াছেন। অতএব আর আড়ম্বর প্রপঞ্চ করিয়া জগৎকে কষ্ট দিও না।

যদি ইঁহার নানা কল্পিত নামের মধ্যে একটীকে কেহ বলেন অনাদি, শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকর ও অপরটীকে বলেন সাদি, নিকৃষ্ট ও অকল্যাণকর, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখা উচিত যে, সমুদায় নামই মিথ্যা কল্পিত। জল নাম যদি শ্রেষ্ঠ কল্যাণদায়ক হয়, তাহা হইলে নীর বা পাণি নামও শ্রেষ্ঠ কল্যাণদায়ক হইবে। নীর বা পাণি নাম অশ্রেষ্ঠ ও অকল্যাণদায়ক হইলে জল নামও তদ্রূপ হইবে। পরমাত্মার সমুদয় নাম সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিয়া লইবে। শিব বা ঈশ্বর নাম যদি শ্রেষ্ঠ বা কল্যাণকর হয়, তাহা হইলে গড্ আল্লাহ প্রভৃতি নামও শ্রেষ্ঠ, কল্যাণকর হইবে। গড্ আল্লাহ প্রভৃতি নাম অশ্রেষ্ঠ, অকল্যাণকর হইলে শিব ও ঈশ্বর নামও অশ্রেষ্ঠ, অকল্যাণকর হইবে।

এই সকল কল্পিত নাম সম্বন্ধে বুঝা উচিত যে, পিতা পুত্রের নাম রাখেন। কেননা পিতা পুত্রের অগ্রবর্ত্তী। পুত্র পিতার নাম রাখিতে পারে না। কেননা পুত্র পিতার পরবর্ত্তী। যাঁহার নাম ঈশ্বর, ব্রহ্ম, গড্, খোদা প্রভৃতি, তিনি অদ্বিতীয়, অনাদি বিরাজমান রহিয়াছেন। তবে তিনি ছাড়া কে ছিল যে, তাঁহার ব্রহ্ম, ঈশ্বর, গড্, আল্লাহ প্রভৃতি নাম রাখিয়া কোন নামের শ্রেষ্ঠত্ব ও কোন নামের নিকৃষ্টত্ব স্থাপনা করিয়াছে?

এ সকল নাম কে কল্পনা করিয়াছে? পরমাত্মার প্রিয় ভক্তগণ যাঁহারা পুত্ররূপী জীবাত্মা, তাহারা জগতের কল্যাণার্থে নানা নাম কল্পনা করিয়া

জগৎকে জানাইয়া গিয়াছেন যে, সেই নাম ধরিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক ডাকিলে তিনি দয়াময়, দয়া করিয়া অন্তর হইতে জ্ঞান প্রকাশ পূর্ব্বক মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন এবং ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করাইবেন। কিন্তু মানুষ এত দূর নিমক্‌হারাম যে, এই জগৎ পিতা, জগৎ মাতা, জগৎ গুরু, জগতের আত্মা যিনি পরমাত্মা সর্ব্বকালে নিরাকার সাকার, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ থাকিয়া যাহাতে মনুষ্য সর্ব্বকালে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারে এরূপ মঙ্গলবিধান করিতেছেন তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক জানিতে বা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে ইচ্ছা করে না। কুকুর, ঘোড়া প্রভৃতি পশুগণ আপন মনীব ও মঙ্গলকারীকে চিনে ও প্রীতি করে। কিন্তু মানুষ নিমক্‌হারাম, জগতের মঙ্গলকারী মাতাপিতা, ঈশ্বর বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিতে চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং নিন্দা করে।

অতএব হে মনুষ্যগণ তোমাদের ন্যায় নিমক্‌হারাম আর কোথায় আছে? তোমরা আপন আপন অভিমান ও সামাজিক স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সকল জীবকে সকল অবস্থায় দয়া কর এবং জগতের মাতা পিতা পরমাত্মার শরণাগত হও তিনি সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অমৃতসাগর।

দ্বিতীয় খণ্ড।

সংশয় নিবৃত্তি।

(ঈশ্বর বিষয়ক)

আস্তিক ও নাস্তিক।

মনুষ্যের কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন সমাজে আস্তিক ও নাস্তিক শব্দের প্রয়োগ লইয়া নানা প্রকার বিবাদ বিদ্বেষের প্রবাহ চলিতেছে। যে সমাজের যে ব্যবহার তাহার প্রতিকূল ব্যবহারকে সেই সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ অনেক সময় নাস্তিকতা বলিয়া হেয় করেন। এবং প্রচলিত ব্যবহারের যাহা অনুকূল তাহাকেই আদর পূর্ব্বক আস্তিকতা বলিয়া গ্রহণ করেন। বিচার করিয়া দেখেন না যে, যথার্থ পক্ষে আস্তিক ও নাস্তিক কি। কেবল নিজ নিজ সমাজের জয় পরাজয় কল্পিত স্বার্থ লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন। পরমাত্মা হইতে বিমুখ আত্মদৃষ্টি শূন্য হইলেই এইরূপ ঘটে। জীবমাত্র যাহাতে সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে সদ্ব্যবহারের তাহাই ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট মূল নিয়ম। যে ব্যক্তি এই নিয়ম রক্ষা করেন তিনি সর্ব্ব সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও পরমাত্মার নিকট প্রিয় ও সম্মানিত। আবার অনেকের সংস্কার এইরূপ যে, ঈশ্বর গড্ আল্লাহ অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে যিনি মানেন তিনি আস্তিক, যিনি না মানেন তিনি নাস্তিক। কিন্তু মুখে

মানিলে বা না মানিলে যথার্থ পক্ষে আস্তিক বা নাস্তিক হয় না। যিনি তাঁহাকে মুখে মানিয়া কার্য্যে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন তিনি প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক। আর যিনি তাঁহাকে মুখে মানেন না কিন্তু পরের সুখ দুঃখ নিজের ন্যায় অন্তরে অনুভব করিয়া জগতের হিত সাধনে যত্ন করেন প্রকৃতপক্ষে তিনি আস্তিক। যিনি তাঁহার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া বহু আড়ম্বরে তাঁহার বাহ্য পূজা করেন অথচ জীব মাত্রে প্রেম ও দয়া শূন্য তিনি সর্ব্ব-গুণান্বিত হইলেও নাস্তিক। যিনি জগতের কল্যাণকারী তিনি অপর যাহাই হউন না কেন, তিনি আস্তিক। মুখের কথায় কিছুই আসে যায় না। মানুষে পরমেশ্বরকে আছেন বলিলে কি পরমেশ্বর থাকিবেন, নাই বলিলে থাকিবেন না? তিনি শূন্য বলিলে শূন্য, স্বভাব বলিলে স্বভাব, দ্বৈত বলিলে দ্বৈত, অদ্বৈত বলিলে কি অদ্বৈত হইবেন? তিনি কাহারও কথার উপর নির্ভর করেন না, তিনি যাহা তাহাই সর্ব্বকালে স্বতঃপ্রকাশ বিরাজ-মান। স্বীকার বা অস্বীকারে তাঁহার বা স্বরূপপক্ষে জীবের কোন হানি লাভ নাই। যাহা আছে তাহা সকলে বলিলেও আছে আর কেহ না বলিলেও আছে। বলা বা না বলায় তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যাহা আছে তাহাকে নাই বলিলে অপর কাহারও কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই কেবল বিপরীত বক্তাই সত্যভ্রষ্ট হইয়া অজ্ঞান বশতঃ নানা কষ্ট ভোগ করে।

যাঁহারা প্রথমে বাহ্যিক সংস্কার অভাবেও বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর নাই বা মনুষ্যের পক্ষে ঈশ্বর বিষয়ক ভাবনা নিষ্প্রয়োজন, নিঃস্বার্থভাবে জগতের হিত সাধন করিলেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, আধুনিক আস্তিক নাস্তিক উভয় সম্প্র-দায়ই তাঁহাদের যথার্থ ভাব গ্রহণে অসমর্থ। তাঁহাদিগের কথার সার মর্ম্ম এই যে, যাঁহাকে ঈশ্বর গড্ আল্লা প্রভৃতি নানা নাম কল্পনা করিয়া ভক্তি-পূর্ব্বক পূজা করিতেছ তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই যে স্বরূপে তাঁহার নাম রূপ পৃথক করিয়া বর্ণনা করিবে। নাম রূপ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার নাম রূপ নাই, তিনি যাহা তাহাই। স্নেহপূর্ব্বক জীব মাত্রকে পালনরূপ তাঁহার উপাসনা না করিয়া কেবল কল্পিত নাম মাত্র লইয়া উপাসনা করিলে কি ফল? কিন্তু তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিলে তিনি জ্ঞানের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া জীবকে নির্ব্বাণ পদে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখেন।

এই পদেরই মতান্তরে মুক্তি, কৈবল্য, পরিত্রাণ প্রভৃতি নাম কল্পিত হইয়াছে।

স্বভাববাদী বলেন যাহা কিছু হইতেছে তাহা স্বভাব হইতে হইতেছে, ইহার অন্য কর্ত্তা ঈশ্বর নাই। যাঁহাকে তাঁহারা স্বভাব বলেন তাঁহাকেই পরমাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মার ইচ্ছা বা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য জানিবে। তোমাদের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়াদি গঠন করিয়া তিনি যাহার যে গুণ শক্তি বা স্বভাব নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন কেহ কখনও তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারে না। কর্ণ দ্বারা শব্দ গ্রহণ, চক্ষের দ্বারা রূপ দর্শন, নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ, জিহ্বার দ্বারা রসাস্বাদন ইত্যাদি স্বভাবতঃ অর্থাৎ তাঁহার নিয়মক্রমে ঘটিতেছে। পরমাত্মা চরাচর স্ত্রী পুরুষের যাহাকে যেরূপ গুণ বা শক্তি দিয়াছেন স্বভাবতঃ সেইরূপ গুণ ও শক্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। তিনি যাহাকে যেরূপ বোধ করাইতেছেন সে সেইরূপ ভাব বুঝিতেছে। যাহাকে স্বভাব ভাবে বুঝাইতেছেন তিনি স্বভাব ভাবে, যাঁহাকে শূন্য ভাবে বুঝাইতেছেন তিনি শূন্য ভাবে, যাঁহাকে ঈশ্বর ভাবে বুঝাইতেছেন তিনি ঈশ্বর ভাবে বুঝিতেছেন। ইহার তিল মাত্র ব্যতিক্রম ঘটা অসম্ভব। যেমন চক্ষুহীনের নিকট রূপ ব্রহ্মাণ্ড নাই সেইরূপ যাহাকে তিনি যে সংস্কারে আবদ্ধ করিয়াছেন তদতিরিক্ত তাহার নিকট কিছুই নাই। সংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করিতে কেহ কোন মতেই সক্ষম নহে। ইহাতে কাহারও দোষ নাই, পরমাত্মার লীলা। শূন্য বা নাস্তিক না বলিলে সত্য বা আস্তিকের বিচার হয় না। এইরূপ স্বভাব না বলিলে সর্ব্বাতীতের, দ্বৈত না বলিলে অদ্বৈতের বিচার হয় না। অতএব মনুষ্য মাত্রেই সাময়িক কল্পিত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্ব্বক সর্ব্ব বিষয়ে সার ভাব গ্রহণ কর এবং এইরূপ অনুষ্ঠান কর যাহাতে তোমরা সকলেই পরমানন্দে কালযাপন করিতে পার। শূন্য ও স্বভাব, দ্বৈত ও অদ্বৈত, নিরাকার ও সাকার, নির্গুণ ও সগুণ, জড় ও চেতন, জীব ও ঈশ্বর, সত্য ও মিথ্যা পৃথ পরমাত্মারই কল্পিত নাম। তিনি তোমাদিগকে লইয়া স্বতঃপ্রকাশ যাহা তাহাই বিরাজমান।

পরমাত্মার নাম লইয়া প্রার্থনা ও ভক্তি পূর্ব্বক উপাসনা এবং তাঁহার

প্রিয় লোকহিতকর কার্য্য-সাধন সকলেরই কর্ত্তব্য। তাহাতে তিনি জগতকে হিংসা দ্বেষ শূন্য করিয়া মঙ্গলময় করিবেন। যদি মনুষ্যগণ তাঁহার নাম উল্লেখ পূর্ব্বক উপাসনা না করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করে তাহা হইলেও তাঁহার প্রসাদে জ্ঞান দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া সকলেই মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে অবস্থিতি করিবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই।

প্রকৃত ভাব না বুঝিয়া অনেক নাস্তিকাভিমানী অহঙ্কারের সহিত বলেন, "ঈশ্বর থাকিলে দেখা যাইতেন; যদি থাকেন তবে কেহ দেখাইয়া দিউক, নতুবা মিথ্যা কেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিব।" কিন্তু তাঁহারা স্থির করিতেছেন না, যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন। তাঁহাদের এ বোধ নাই যে, চর্ম্ম চক্ষু, জ্ঞান চক্ষু ও আধ্যাত্মিক চক্ষুর মধ্যে কোন চক্ষুই মানুষের নিজের নহে যে তদ্দ্বারা ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন। কেহ বলিতে পারেন, চর্ম্ম চক্ষু মানুষের নিজস্ব, নতুবা লোকে কি প্রকারে রূপব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও অক্ষরাদি ক্রমে বেদ বাইবেল কোরান প্রভৃতি শাস্ত্র পড়িয়া তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে? কিন্তু বুঝিয়া দেখ, দিবসে সূর্য্যনারায়ণের চেতন প্রকাশ গুণ দ্বারা রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিতেছ ও শাস্ত্রাদি পাঠে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ হইতেছে। শুক্লপক্ষের রাত্রে চন্দ্রমাজ্যোতির দ্বারা কথঞ্চিৎ দেখিতে পাও, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে নিজের স্থূল শরীরই দেখিতে পাও না, নিকটে বৃহদাকার হাতী থাকিলেও বুঝিতে পার না যে কি আছে; ঘরে কোথায় কি আছে কিছুই দেখিতে পাও না, অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষ ধরিয়া ভুল; পথে চলিতে প্রাণসঙ্কট ঘটে। যদি চর্ম্মচক্ষু নিজের হইত তাহা হইলে চক্ষু থাকিতে অন্ধকারে নিজের হস্ত পদাদিও দেখিতে পাও না কেন? পরে, সূর্য্যনারায়ণের অংশ অগ্নির প্রকাশ গুণের সাহায্য পাইলে তবে চক্ষের ব্যবহার চলে, নানা পদার্থ দেখিতে পাও এবং শাস্ত্রাদি পড়িয়া বুঝিতে পার। বিনা সাহায্যে তোমার কোন ক্ষমতাই থাকে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, তোমার স্থূল পদার্থ দর্শনক্ষম চক্ষের জ্যোতিঃ নাই। যখন অগ্নি, চন্দ্রমা বা সূর্য্য-নারায়ণের প্রকাশ গুণ বিনা স্থূল পদার্থ দেখিতে পাও না তখন সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম যে ঈশ্বর বা পূর্ণ পরব্রহ্ম কিরূপে তাঁহাকে দেখিবে বা তাঁহার ভাব বুঝিবে? যেমন, অগ্নির প্রকাশ ব্যতীত স্থূল পদার্থ দেখিতে পাও না

তেমনি জ্ঞানচক্ষুর অভাবে ঈশ্বর পরমাত্মাকে দেখিতে পাও না। চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে আলো না জ্বালিয়াও নিজ চক্ষে রূপব্রহ্মাণ্ড অস্পষ্টরূপে দেখিতে পাও। সেইরূপ জ্ঞানালোক প্রকাশ হইলে নিজেই জ্ঞানচক্ষে ঈশ্বর পরমাত্মাকে দেখিতে পাইবে। যেমন সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির প্রকাশ বিনা দর্শনকার্য্য পরিষ্কাররূপে সম্পন্ন হয় না তেমনি বিনা আধ্যাত্মিক চক্ষু আপনাকে লইয়া ঈশ্বর পরমাত্মাকে অভেদে দর্শন করা যায় না। যখন তোমার আধ্যাত্মিক চক্ষু ফুটিবে তখন কোন প্রকার ভ্রান্তি থাকিবে না, তাঁহাকে ও আপনাকে অভেদে দর্শন করিবে।

অতএব হে মনুষ্যগণ তোমরা অজ্ঞান অভিমান ছাড়িয়া তাঁহার শরণাগত হও এবং পরস্পর মিলিত হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর। জীব মাত্রকে আপনার আত্মা বোধে প্রতিপালন করিলেই তাঁহার প্রিয় কার্য্য সিদ্ধ হয়। পূর্ণরূপে তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক উপাসনা কর। তিনি দয়াময় মঙ্গলকারী। তিনি অজ্ঞান দুর করিয়া জ্ঞানালোকে জীবাত্মাকে আপনার সহিত অভেদে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে রাখিবেন। সেই অবস্থাতে তোমরা আধ্যাত্মিক চক্ষু জ্ঞানচক্ষু ও চর্ম্মচক্ষু দ্বারা সাকার নিরাকার, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, চরাচর, স্ত্রীপুরুষ, নাম রূপ লইয়া তাঁহাকে পূর্ণরূপে নিত্য দর্শন করিবে—ইহাতে সংশয়ের লেশ মাত্র নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরমেশ্বরে গুণ দেবতা কল্পনা।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যে ভাবে শুদ্ধ কারণ ভাব হইতে নাম রূপাত্মক জগৎভাবে বিস্তারমান হিন্দুরা তাঁহার সেই ভাবের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বা জগৎপিতা নাম কল্পনা করিয়াছেন। পরমেশ্বরই সর্ব্বশক্তিসহযোগে সর্ব্বত্র আপনারই স্বরূপ জগৎকে প্রতিপালন করিতেছেন। এই ভাব দেখিয়া তাঁহার বিষ্ণুভগবান নাম কল্পিত হইয়াছে। যে সর্ব্বশক্তি নাম রূপ জগৎ

ভাবে ভাসিতেছে তিনিই তাহাকে পুনরায় সঙ্কুচিত করিয়া শুদ্ধ কারণে লীন করেন। সেই শক্তিসঙ্কোচের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার রুদ্র, মহাদেব, মহাকাল প্রভৃতি সংহারক নাম কল্পিত হইয়াছে।

বুঝিয়া দেখ, তুমি নিজে জাগ্রত হইয়া নানা নাম রূপ ও শক্তি সহযোগে আশা তৃষ্ণা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিস্তারমান হও। এই অবস্থারই নাম সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা জানিবে। এই জাগ্রত অবস্থায় ভোগ্য বস্তুর সংযোগে তোমার ইন্দ্রিয়াদির যে পালন হয় তাহারই নাম বিষ্ণু ভগবান। তোমার সমগ্র নাম রূপ, গুণ ক্রিয়া ও শক্তি সঙ্কোচ করিয়া যে সুষুপ্তির অবস্থা ঘটে তাহার নাম মহাকাল ইত্যাদি জানিবে। কিন্তু জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থাতে তুমি পুরুষ একই থাক। সেইরূপ উৎপত্তি, পালন, সংহারে একই পুরুষ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বকালে বিরাজমান।

এই সত্য ভাব না বুঝিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে অজ্ঞানাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ উৎপত্তি, পালন, সংহারকর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ তিন ভিন্ন ভিন্ন দেবতা কল্পনা করিয়াছেন।

এস্থলে বুঝিয়া দেখ যে, এই তিনটি সমষ্টি এক, না, ব্যষ্টি বহু, পৃথক পৃথক গুণ বা দেবতা। যদি ব্যষ্টি পৃথক স্বীকার করিয়া ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হয় তাহা হইলে এই ব্যষ্টি এক দেবতা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কিরূপে সম্ভবে? ব্রহ্মা জগতের মাতা পিতা, গুরু, আত্মা, পূর্ণ সর্ব্ব-শক্তিমান না হইলে এবং তাঁহাতে সমস্ত পদার্থ শক্তি ও গুণ না থাকিলে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও তাঁহাতে থাকিত না। যিনি নিজে ব্যষ্টি বা ক্ষুদ্র তিনি অসীম অখণ্ডাকার ব্রহ্মাণ্ড বা সৃষ্টি কি প্রকারে রচনা করিতে পারেন? যদি বিষ্ণুভগবান ব্যষ্টি হন ও অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান না হন তাহা হইলে তিনি এই অনন্ত সৃষ্টি কিরূপে পালন করিবেন? সেইরূপ সংহারকর্ত্তা রুদ্র যদি ব্যষ্টি হন তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা এই অনন্ত সৃষ্টির কিরূপে লয় সম্ভবিবে? আপনাতে সমস্ত শক্তি পূর্ণভাবে থাকিলেই তবে সমস্ত শক্তির আকুঞ্চন প্রসারণ সম্ভবে। পূর্ণ পরব্রহ্ম ও পরস্পর হইতে এই তিন দেবতা যদি ভিন্ন ভিন্ন অথচ প্রত্যেকেই পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান হন তাহা হইলে পূর্ণ সর্ব্বশক্তির একেবারে নাস্তিত্ব ঘটে।

কাহারও পক্ষে পূর্ণত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তা সম্ভবে না। এই তিন গুণ বা তিন দেবতাকে লইয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অদ্বিতীয় একই আছেন। এক ভিন্ন পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান হইতেই পারেন না। যিনি সর্ব্বকালে স্বতঃ-প্রকাশ পূর্ণরূপে বিরাজমান তিনিই স্বয়ং জগৎরূপে প্রকাশমান। এজন্য লোকে তাঁহার প্রতি সৃষ্টিকর্ত্তা আখ্যা আরোপ করে এবং হিন্দুরা তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নাম কল্পনা করিয়াছেন। তিনিই সমস্ত এবং সমস্ততে তিনিই আছেন ; তিনিই অসীম সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের জীব সমূহকে পালন করিতেছেন। এজন্য সেই পূর্ণ পরমাত্মারই পালনকর্ত্তা বিষ্ণুভগবান নাম কল্পিত হইয়াছে। এবং তিনিই এই অসীম সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ডকে আপনার অসীম শক্তি দ্বারা সংহার বা সঙ্কোচ করিয়া কারণে স্থিত হন। এজন্য তাঁহার সংহারকর্ত্তা রুদ্র বা মহাদেব নাম লোকে প্রচলিত। কিন্তু তিনি যাহা তাহাই অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাঁহার যে কোন নাম কল্পনা কর না কেন, তিনি যাহা তাহাই আছেন ও থাকিবেন। তিনি অসংখ্য শক্তি নাম রূপে ভাসিলেও পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান, অদ্বিতীয় একই বিরাজমান। ভেদ কল্পনা অজ্ঞান বশতঃ মনুষ্যের বুঝিবার ভ্রম মাত্র।

পরব্রহ্ম ত্রিগুণময় জগৎরূপে বিস্তারমান। সত্ব রজস্তমঃ এই তিন গুণ সর্ব্বত্র সকলের অন্তরে বাহিরে রহিয়াছে। তিনি এই তিন গুণরূপে বিস্তারমান না হইলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। গুণের বিভেদ বশতঃ কার্য্যেরও বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। উপ-যুক্তরূপে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের আলোচনা করিলে ইহার সার ভাব সহজেই বুঝা যাইবে।

তোমাতে সত্ব গুণের প্রাধান্য হেতু বিচার পূর্ব্বক ভৃত্যকে কোন কার্য্য করিতে আজ্ঞা দিলে। কিন্তু ভৃত্যে তমো গুণ অধিক থাকায় আলস্য বশতঃ আজ্ঞা পালনে বিমুখ হইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিল। তাহাতে তোমার ভিতর রজোগুণ প্রবল হওয়ায় তাহাকে তাড়না করিলে ; ভৃত্যও শশব্যস্তে কার্য্য করিতে গেল। কিন্তু তমোগুণের প্রাচুর্য্য হেতু সেবারেও কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিল না। তখন তুমি তমোগুণের প্রকাশ দ্বারা তাহাকে দণ্ড দিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত করিলে এবং ভৃত্যও তৎক্ষণাৎ কার্য্য সম্পন্ন

করিল। সর্ব্বত্র এই একই রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। অতএব এইরূপ বুঝিয়া লইতে হয় যে, পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন এই তিন গুণের বিভেদ অনুসারে পরব্রহ্মই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। কোন গুণই বড় বা ছোট নহে। কার্য্যতঃ এক গুণের প্রবলতা ও অপর গুণের ন্যূনতা প্রকাশ হয় ও তদনুসারে বোধ জন্মে। এই তিন গুণই পরব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত ও পরব্রহ্মেরই স্বরূপ; তাঁহা হইতে পৃথক কিছু নহে।

এই এক অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণ পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের শক্তি সমষ্টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব কল্পনা করিয়া তেত্রিশ কোটী ব্যষ্টি দেবতা কল্পিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ দেখ তোমার শরীরে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় বা জ্যোতির্ম্ময় দেবতা বিরাজমান। এই একাদশ ইন্দ্রিয় দেবতার সত্ব রজস্তম গুণের আবির্ভাব অর্থাৎ উত্তম মধ্যম অধম কার্য্য অনুসারে তেত্রিশ দেবতা প্রথমতঃ কল্পিত হয়। জীব শরীরের সংখ্যার সীমা নাই; এজন্য দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটী। মূল কথা এই যে, জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপী পঞ্চতত্ব ও জ্যোতির গুণ ক্রিয়া ও অংশের ভেদ ক্রমে একাদশ ইন্দ্রিয় ত্রয়ত্রিংশৎ দেব ও তেত্রিশ কোটী দেবতা কল্পিত হইয়াছে।

বিচার পূর্ব্বক এইরূপ সকল বিষয়ের সার ভাব গ্রহণ করিয়া তোমরা মনুষ্য মাত্রেই পরমানন্দে কালযাপন কর। তোমরা কোন বিষয়ে ভীত বা চিন্তিত হইও না। তোমাদের কিসের ভয় ও চিন্তা? তোমাদের মাতা পিতা গুরু আত্মা, নিরাকার সাকার, অন্তরে বাহিরে, অখণ্ডাকারে তোমা-দিগকে লইয়া পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাঁহাকে অথবা আপনাকে না চিনিয়া তোমাদের ভয়, চিন্তা ও দুঃখের সীমা নাই। অতএব তাঁহাকে চিনিয়া শরণাগত হও। তিনি মঙ্গলময় সর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গল বিধান করিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্মা হইতে জীব উৎপত্তি।

হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, ব্রহ্মা হইতে যাবতীয় জীবের উৎপত্তি। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র জন্মিয়াছে। এ বিষয়ের যথার্থ ভাব বুঝিবার জন্য প্রথমেই বিচার করিতে হইবে যে, ব্রহ্মা কাহার নাম। সাকার সগুণ ও নিরাকার নির্গুণ ছাড়া পদার্থই নাই। ব্রহ্মা যদি নিরাকার নির্গুণ হন তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট যে, নিরাকারে ব্রহ্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়াদি না থাকায় তাঁহার মুখ বা চরণাদি অঙ্গ হইতে জীবের উৎপত্তি অসম্ভব। যদি তিনি সাকার সগুণ হন তাহা হইলে তিনি ইন্দ্রিয় গোচর, বুদ্ধি গ্রাহ্য। পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ এই দুই ভাবে প্রকাশমান একই জ্যোতিঃ সাকার নিরাকার এক অদ্বিতীয় বিরাট পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা সাকার ভাব বলিয়া কল্পিত। ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই বিরাট পুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা আত্মা হইতে সমস্ত চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, ঋষি অবতারগণ উৎপন্ন হইয়া ইহাঁতেই লয় পাইতেছে। এ বিষয়ে সংশয়ের লেশ মাত্র নাই।

জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষের পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ও জ্যোতীরূপ অঙ্গাদি হইতে জীব মাত্রেরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি গঠিত হইয়াছে। বাহিরে যে পদার্থ ভিতরেও সেই পদার্থ, কেবল গুণ ও অবস্থার ভেদ মাত্র। বাহিরের কি তত্ত্ব জীবদেহে কি ধাতুরূপে অবস্থিত তাহা ইতি পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। বিরাট ব্রহ্মের একই অঙ্গের অংশ অর্থাৎ একই ধাতু বা পদার্থ বাহিরে ও ভিতরে অর্থাৎ জীবদেহে রহিয়াছে বলিয়া জীবদেহের সহিত বহির্জ্জগতের সর্ব্বদা আদান প্রদান চলিতেছে এবং উভয়ের মধ্যে নিত্য আকর্ষণ রহিয়াছে। বাহিরে অন্নাদি ও তোমার দেহের হাড় মাংস উভয়ই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা অবস্থা। এজন্য উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ যাহার ফল ক্ষুধা ও ভক্ষণ। জলই তোমার রক্ত রস। এজন্যই উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ যাহার ফল পিপাসা ও জলপান। দেহস্থ অগ্নির মন্দতা হইলে

শরীর শীতল ও পরিপাক শক্তি ক্ষীণ হয় এজন্য তদবস্থায় তাপাদিরূপে অগ্নি সমাগম চিকিৎসকের ব্যবস্থা। বাহির হইতে অগ্নি যাইয়া ভিতরের অগ্নি প্রবল হইলে দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা ফিরিয়া আসে এবং শরীর সাধারণতঃ সুস্থ হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ও বাহিরের বায়ু একই পদার্থ। এজন্য তোমার বায়ুর প্রয়োজন ও বায়ু আকর্ষণের ক্ষমতা। মস্তকে আকাশের অংশ খালি স্থান আছে বলিয়া কর্ণে বাহিরের শব্দ শুনিতে পাও। তোমার ভিতরে যে মন আছে যাহার দ্বারা প্রিয় ও অপ্রিয়াদি অনুভব করিতেছ তাহা এবং বাহ্য পদার্থে যে গুণ বা শক্তি থাকায়, তোমার নিকট প্রিয় বা অপ্রিয় হয় এতদুভয়ই চন্দ্রমা জ্যোতিঃ। এজন্য প্রিয় বা অপ্রিয় অনুভব বিনা মনের কার্য্য হয় না ও শরীর নির্ব্বাহের জন্য বিনা প্রয়োজনেও বাহ্য পদার্থের প্রয়োজন বা আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাক। বাহিরের তেজ, জ্ঞান জ্যোতিঃ সূর্য্যনারায়ণ ভিতরে চেতন জ্ঞানস্বরূপ জীব। এ নিমিত্ত প্রকৃত জ্ঞানার্থে অর্থাৎ প্রিয় অপ্রিয় ও উদাসীন ভাব শূন্য সত্য উপলব্ধির জন্য সূর্য্যনারায়ণের প্রয়োজন। তাহাতে অন্তর্জ্যোতি ও বহির্জ্যোতি এক হইয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে স্থিতি হয়। এই এক পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ওঁকার নামক পুরুষ হইতে সমস্ত চরাচরের উৎপত্তি বা প্রকাশ ও সমস্ত চরাচর তাঁহারই রূপ। তাঁহার যে অঙ্গ হইতে শূদ্রের যে অঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে সেই অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরও সেই সেই অঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে। চারি বর্ণেরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর একই উপাদানে গঠিত। তাঁহার চরণ পৃথিবী হইতে চারি বর্ণেরই হাড় মাংস। এইরূপ অন্যান্য দৈহিক ধাতু সম্বন্ধে বুঝিয়া লইবে। তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবাত্মা অজ্ঞানাবস্থায় থাকেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে শূদ্র সংজ্ঞায় জানিবে। যখন সেই জীবাত্মা বিবেক জ্ঞান ইত্যাদি উপার্জ্জনে রত হন তখন তাঁহার বৈশ্য সংজ্ঞা হয়। বৈশ্যসংজ্ঞক জীবাত্মা যখন সত্যে রাজত্ব বা নিষ্ঠা স্থাপন করেন তখন তিনি ক্ষত্রিয়। সেই ক্ষত্রিয় জীবাত্মা যখন ব্রহ্ম নিষ্ঠ হইয়া সমুদায় জগৎ ব্রহ্মময় আপন আত্মা স্বরূপ দেখেন তখন তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ জানিবে অর্থাৎ তৎকালে তিনি ব্রহ্ম হয়েন। যখন জীব ব্রহ্ম পরব্রহ্ম প্রভৃতি সংজ্ঞা আপনাতেই লয় পায় তখন তিনি স্বতঃ-প্রকাশ যাহা তাহাই আছেন ও থাকেন। তখন তিনি দেখেন যে ব্রাহ্মণাদি,

সংজ্ঞা ও জীবাদি উপাধি কোন কালে হয় নাই, হইবে না হইবার সম্ভাবনাও নাই।

অতএব মনুষ্য মাত্রেই উচ্চ নীচ প্রভৃতি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার অভিমুখী হও এবং সকলে একমতি হইয়া পরস্পরের মঙ্গল কর, তাহাতে জগৎ মঙ্গলময় হইবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সৃষ্টির বৈচিত্র্য।

সংশয় জন্মিতে পারে যে, যখন পরমাত্মাই সৃষ্টির তাবৎ কার্য্যের এক মাত্র কর্ত্তা তখন লোকে রাজা, প্রজা, ধনী প্রভৃতি বৈচিত্র্য ঘটিতেছে কেন? এই সংশয় নিবারণের জন্য শাস্ত্রে কর্ম্মফল কল্পিত হইয়াছে। শাস্ত্রের উপদেশ যে, শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিলে জীবাত্মা রাজা ধনী প্রভৃতি হইয়া সেই কার্য্যের ফল স্বরূপ সুখ ভোগ করেন। নিকৃষ্ট কার্য্য করিলে তাহার ফলে দরিদ্র প্রভৃতি রূপে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সমদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানবান ব্যক্তি দেখেন যে, সকলেই যদি রাজা ধনী হয় তাহা হইলে দরিদ্র কে হইবে? আর যদি সকলে দরিদ্র হয় তবে ধনী কে হইবে? এইরূপ বিভিন্নতা না থাকিলে সুশৃঙ্খলরূপে জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না।

যদি জগতের মধ্যে মনুষ্য মাত্রেই ধনী হয় ও একজন অপর একজনের দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে চাহে তাহা হইলে সে ব্যক্তি লজ্জা ও অজ্ঞান বশতঃ তাহাতে অসম্মত হইবে। কিন্তু একজন দরিদ্র, যাহার পক্ষে জীবিকা সংগ্রহ করা আবশ্যক, সে অভাব মোচনের জন্য অর্থ পাইলে কার্য্য করিবে। এইজন্য ধনী ও দারিদ্র উভয়েরই প্রয়োজন। যদি সকলে আপনার কর্ত্তব্য জানিয়া বিচার ও প্রীতি পূর্ব্বক পরস্পরের অভাব মোচনের জন্য যত্নশীল হয়েন তাহা হইলে ধনী ও দরিদ্রের প্রয়োজন থাকে না; সকলেই অভাব শূন্য হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে পারেন।

একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার যথার্থ ভাব পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। সমস্ত

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়াদি লইয়া তুমি একই পুরুষ রহিয়াছ। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মুখ সুখাদ্য আহার করে ও জিহ্বা তাহার রস গ্রহণ করে। মুখ ও জিহ্বা বিনা পরিশ্রমে আহারের সুখ অনুভব করিয়া ধনীর ন্যায় বিনা চেষ্টায় সুখে আহার করিতেছে। দরিদ্র হস্ত পদাদি বহু পরিশ্রমে খাদ্য সংগ্রহ করিয়াও তাহার আস্বাদন সুখে বঞ্চিত হইতেছে। জিহ্বার কি পুণ্য যে বিনা চেষ্টায় সুখ ভোগ করিতেছে এবং হস্ত পদাদির কি অপরাধ যে পরিশ্রমের দ্বারা জিহ্বার সুখ সাধন করিয়া নিজে সেই সুখে বঞ্চিত থাকি-তেছে? কিন্তু এক ইন্দ্রিয় বিকল হইলে সমুদয় ইন্দ্রিয়েরই কষ্ট হয়। ইহা তুমি নিজে জান। চক্ষুর অভাবে হস্ত পদের কার্য্য ভালরূপে চলে না এবং হস্ত পদের অভাবে চক্ষুর কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না। অতএব এক ইন্দ্রিয়কে পাপী বা পুণ্যাত্মা বলিলে সকল ইন্দ্রিয়কেই পাপী বা পুণ্যাত্মা বলিতে হয়। সেইরূপ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে চরাচরকে লইয়া পূর্ণরূপে অনাদিকাল বিরাজমান আছেন; ধনী দরিদ্র প্রভৃতি সকলেই তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তিনি ধনী ও দরিদ্ররূপী এক এক অঙ্গের দ্বারা এক এক কার্য্য করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিতেছেন।

অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ বলেন, এইরূপ সৃষ্টির প্রয়োজন কি? প্রয়োজন কিছুই নাই, কেবল লীলাময় পরমাত্মার ইচ্ছা মাত্র। ইচ্ছানিচ্ছা সমস্তই তাঁহা হইতে উৎপন্ন। স্বরূপে তাঁহার ইচ্ছানিচ্ছা কিছুই নাই, তিনি যাহা তাহাই পরিপূর্ণরূপে আছেন। যদি এই আকাশে দ্বিতীয় কেহ থাকেন এবং এ সৃষ্টি যদি তাঁহার ভাল না লাগে তবে বল পূর্ব্বক তিনি সৃষ্টি উঠাইয়া দিউন।

কি নিমিত্ত তিনি সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতেছেন তাহা তিনিই জানেন। জ্ঞানহীনের পক্ষে তাহা জানা অসম্ভব। তাঁহার শরণাপন্ন প্রিয় জ্ঞানবান ব্যক্তিকে তিনি জানাইলে সেই ব্যক্তি জানিতে পারেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পাপ পুণ্য।

যখন সমস্তই পরমাত্মার ইচ্ছায় ঘটিতেছে তখন জীবাত্মা পাপ পুণ্যের ভাগী হন কেন, এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, যাঁহার এরূপ বোধ হইতেছে যে, পরমাত্মাই সমস্ত ও যাহা কিছু হইতেছে তাহা তিনিই করিতেছেন, তাঁহা হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই, জীবাত্মাকে লইয়া তিনিই পূর্ণভাবে বিরাজমান—সেরূপ ব্যক্তির দৃষ্টিতে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন পাপ পুণ্য কোন কালে হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই; তিনি সর্ব্বকালে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রহিয়াছেন। যদি তোমার এ অবস্থা প্রাপ্তি না হইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ যে, পরমাত্মা মনুষ্যের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়াদি রচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়কে ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তি দিয়াছেন এবং তিনিই যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ গুণ ও শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি ক্ষুধা শক্তি দিয়াছেন এবং সুস্বাদু অন্ন উৎপন্ন করিয়াছেন। সুখাদ্য আহার করিয়া তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় ও সুরস আস্বাদনের জন্য যে প্রীতি তাহা তুমিই অনুভব কর। পরে যখন সে অন্নের পরিণাম তোমার শরীর হইতে নির্গত হয় তখন তাহার দুর্গন্ধাদি দুঃখও তোমাকেই ভোগ করিতে হয়। সুখ ভোগ করিবে তুমি, আর দুঃখ ভোগ করিবেন পরমাত্মা—এরূপ হইতে পারে না। দুঃখ বিনা সুখ নাই ও সুখ বিনা দুঃখ নাই। অন্ধকার না থাকিলে আলোক বোধ হয় না এবং আলোক বিনা অন্ধকার ভাসে না। প্রত্যক্ষ দেখ, এক সমাজে যাহাকে পাপ অন্য সমাজে তাহাকে পুণ্য বলে এবং এক সমাজের পুণ্য অন্য সামাজের পাপ। যেরূপ হিন্দু সমাজের ঠাকুরপূজা প্রভৃতি পুণ্য মুসলমান সমাজের পাপ। মুসলমান সমাজের গোহত্যা প্রভৃতি পুণ্য হিন্দু সমাজের পাপ। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত সমাজে একই বিষয়কে কেহ পাপ ও কেহ পুণ্য বলিয়া পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ কষ্ট ভোগ করিতেছে। লীলাময় পরমাত্মার লীলার ভাব

এইরূপ বুঝিয়া পরস্পর দ্বেষ হিংসা ত্যাগ কর ও সুখ দুঃখে সমভাবাপন্ন হইয়া পরমানন্দে কালযাপন কর। মনের প্রীতিই পুণ্য ও অপ্রীতিই পাপ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পাপ পুণ্যের বিচার।

ঈশ্বর পাপ পুণ্যের বিচার করেন কিনা, পাপ পুণ্যের ফলাফল ও বিচার ইহলোকে না পরলোকে বা সৃষ্টির শেষ দিনে হয়—এইরূপ বিষয় লইয়া অনেকে সংশয়াকুল।

যাঁহারা বলেন, সৃষ্টি লয়ের সময় পাপ পুণ্যের বিচার হইবে তাঁহাদের বুঝিয়া দেখা উচিৎ যে, পাপ পুণ্যের আচরণে সুখ দুঃখ ভোগ ভিন্ন অপর কোন ফল ঘটিতে পারে না। স্থূল শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির অভাবে সুখ দুঃখ বোধ নাই। যদিও স্বপ্নে কেবল মাত্র সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সহযোগে কথঞ্চিৎ বোধ হয় কিন্তু ইন্দ্রিয়াভাবে সুষুপ্তিতে একেবারে অনুভব শক্তি থাকে না। সৃষ্টি লয়ের অর্থ স্থূল সূক্ষ্ম উভয়েরই লয়। কেননা একান্তপক্ষে স্থূলের লয় হইলে শক্তিরূপ যে সূক্ষ্ম তাহার কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বিনা কার্য্যে নিরাধারে শক্তি শক্তিরূপে থাকিতে পারে না, কারণে লীন থাকে। ইহা সহজেই প্রতীত হয়। অতএব সৃষ্টি লয় হইবার পর জীবভাবে সুখ দুঃখ অনুভব একেবারে অসম্ভব। এজন্য যাঁহারা সৃষ্টি লয়ের পর পাপ পুণ্যের ফলভোগ মানেন তাঁহারা কল্পনা করেন যে, পাপী ও পুণ্যবানের আত্মা নূতন নূতন শরীরে সংযুক্ত হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। কিন্তু সৃষ্টি নাই, স্থূল সূক্ষ্ম লয় হইয়াছে অথচ শরীর ইন্দ্রিয়াদি আছে এরূপ কল্পনা ন্যায়-বিরুদ্ধ।

যদি বল ঈশ্বর পরমাত্মার ক্ষমতা আছে যে, তিনি তখনও নূতন শরীর ইন্দ্রিয়াদি রচনা করিয়া জীবকে সুখ দুঃখ অনুভব করাইতে পারেন। কিন্তু সৃষ্টি লোপ না করিয়াও এ জন্মেই হউক বা অন্য জন্মেই হউক তিনি পাপ পুণ্যের বিচার করিতে পারেন এ ক্ষমতাও ত তাঁহার আছে। পাপীর শাস্তি

বা পুণ্যাত্মার পুরস্কার বিধানের জন্য তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন নাই। এমন কে আছে যে তাঁহার ইষ্ট বা অনিষ্ট করিতে পারে? তিনি যাহা করেন তাহা জগতের জন্যই করেন। অতএব সৃষ্টি থাকিলেই বিচারের প্রয়োজন, কেননা তাহা হইলে সকলে তাঁহার যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিয়া জগতের হিত সাধন করিতে পারেন। যেরূপ ব্যবহারে আপনার কষ্ট হয় তাহাতে বিরত হইয়া যেরূপ ব্যবহার পাইলে নিজের সুখ হয় অপরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিলেই জগতের হিত।

হিন্দু ও বৌদ্ধের পুনর্জন্মে বিশ্বাস। তাঁহাদের মতে জীব নিজের কর্ম্মফলে উত্তমাধম জন্ম লাভ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু কেহ বলেন, ইহাতে পরমাত্মার কর্ত্তৃত্ব আছে, তিনিই প্রত্যেক কর্ম্মের ফল দেন। কেহ বলেন, ইহাতে কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। যেমন গোবৎস্য সহস্র গো মধ্যে আপনার মাতাকে চিনিয়া লয় সেইরূপ কর্ম্মফল সহস্র জীবের মধ্যে কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাকে স্বভাবতঃ চিনিয়া আশ্রয় করে। কিন্তু যেরূপ ভাষাই ব্যবহার করনা কেন স্বার্থ ও সংস্কার শূন্য হইয়া বিচার করিলে দেখিবে যে, চেতন বা জ্যোতিঃ বিনা কুত্রাপি কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই ঘটাইতেছেন। তিনি কাহারও বাধ্য নহেন। তাঁহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহই নাই যে তাহার নিয়ম অনুসারে তাঁহাকে চলিতে হইবে এবং তিনি অবোধ জড় নহেন যে বিনা প্রয়োজনে বা অন্যের প্রেরণা মত কার্য্য করিবেন। তিনি স্বয়ং সাকার নিরাকার, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ চরাচরকে লইয়া পূর্ণরূপে বিরাজমান। নির্গুণ নিরাকার ভাবে ইঁহাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ বা জ্ঞানের দ্বারা বুঝা অসম্ভব। বিরাট জ্যোতীরূপে ইনি অসীম শক্তির দ্বারা অসংখ্য কার্য্য করিতেছেন বা করাইতেছেন। ইঁহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় নাই।

অতএব সহজেই বুঝিতেছ যে, ইনি ক্রোধ বা প্রসন্নতা বশতঃ পাপ পুণ্যের বিচার করেন না। যাহাতে লোকে তাঁহার জগতের হিতেচ্ছা বুঝিয়া সেই মত কার্য্য করিতে পারে বিচার করিবার তাহাই উদ্দেশ্য। সকলের হিতে আপনার হিত কেননা সকলেই আপনার আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ। যাহাতে অপরের অহিত ও কেবল আপনারই হিত বলিয়া মনে হয় তাঁহাতে

যথার্থপক্ষে আপনারও হিত নাই। কেবল সদনুষ্ঠানে আপনার হিত। এইটি বুঝাইবার জন্য তিনি পুণ্যাত্মাকে সুখী করেন এবং পাপীকে কষ্ট দেন। পাপী কষ্ট পাইয়া তবে বুঝিতে পারে যে, যাহাতে অপরের কষ্ট তাহাতে আপনারও কষ্ট। কষ্ট ভোগের দ্বারা পাপীর ক্রমশঃ জ্ঞান লাভ হয় যে, অপরের কষ্টে নিজের কষ্ট ও অপরের সুখে নিজের সুখ। এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে পাপীও বুঝিতে পারে, পরমাত্মাই সাকার নিরাকার চরাচরকে লইয়া অখণ্ডাকারে বিরাজমান এবং সেই বোধ দ্বারা তাহার মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে স্থিতি হয়।

পরমাত্মা আপনার অন্তর্গত ও আপনার স্বরূপ সৃষ্টি, পালন ও লয়কে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ করিতেছেন বা করাইতেছেন। যখনই যাহার মধ্যে শুভাশুভ কর্ম্ম ঘটিতেছে তখনই তাহাকে বিচার পূর্ব্বক অন্তরে বা বাহিরে সেই সেই কর্ম্মের ফল স্বরূপ সুখ বা দুঃখ ভোগ করাইতেছেন। যে অপরাধীকে ন্যায়বান রাজা দণ্ড দিতেছেন তাহাকে আর পরমাত্মা শাস্তি দেন না। যাহাকে পরমাত্মা দণ্ড দেন রাজাকে আর তাহার দণ্ড বিধান করিতে হয় না। অপরাধী মাত্রেই রাজা কর্ত্তৃক বা অন্য প্রকারে শরীরে বা মনে দণ্ডিত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে কোন প্রকারে দণ্ড হউক পরমাত্মাকেই তাহার কর্ত্তা জানিবে। তিনি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান অন্তরে বাহিরে সকল জীবের ভাব ও কার্য্য জানেন এবং তদনুসারে সুখ ও দুঃখ ভোগ ঘটান।

প্রত্যক্ষ দেখ, প্রজা অসদাচরণ করিলে পরমাত্মার সৃষ্ট ন্যায়বান রাজা তখনই তাহার দণ্ড বিধান করেন, উদ্দেশ্য এই যে তাহার অন্তরে সদ্বৃত্তির উদয় হউক এবং সকল প্রজা সুখে থাকুক। তবে ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে যে, পরম ন্যায়বান পরমাত্মা দুষ্টকে শরীর ইন্দ্রিয়াদি থাকিতে শাস্তি না দিয়া প্রলয়কালে দণ্ড বিধান করিবেন? সেরূপ দণ্ড বিধানে কাহার কোন উপকার নাই। তিনি দয়াময়, তাঁহার কৃপায় জীব সর্ব্বকালে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে স্থিতি করে, দ্বেষ হিংসা অন্তর্দ্ধত হয়। তিনি সকলকেই আপনার স্বরূপ জানিয়া সৎপথে লইয়া যান। তিনি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে জ্ঞান দিয়া স্বরূপে স্থিতি করাইতে পারেন এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম দিতেও

পায়েন—ইহাতে তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন অপর কোন নিয়ম নাই। পুনর্জন্ম দেওয়া বা না দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা—ইহাতে মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব নাই।

অতএব তোমরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহাতে মনুষ্য মাত্রে একই সমাজের অন্তর্গত হইয়া সুখে বিচরণ করে তাহার চেষ্টা কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সুখ দুঃখ কে ভোগ করে ?

অতি প্রাচীন সময় হইতে এ বিষয়ে নানা বিরুদ্ধ মত প্রচলিত। স্থির মীমাংসায় আসিতে না পারিয়া মনুষ্য নানা প্রকার অশান্তি ভোগ করিতেছে। কিন্তু বুঝিয়া দেখ, মিথ্যা সকলেরই নিকট মিথ্যা। মিথ্যা হইতে সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, সৃষ্টি পালন লয়—কিছুই হইতে পারে না। সত্য সকলেরই নিকট সত্য। এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য হইতেই পারে না। যিনি সত্য তিনি চৈতন্য। যিনি চৈতন্য তিনি স্বয়ং কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, চরাচর, নামরূপ লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণরূপে স্বতঃপ্রকাশ। তিনি ছাড়া আর কে বা কি আছে যাহা হইতে সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য প্রভৃতি শক্তি ও তাহার বোধ কর্ত্তা চেতন উৎপন্ন হইবে ? এ সকল তাঁহাতেই উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই নিবৃত্তি পাইতেছে এবং পুনরায় উদিত হইলে তাঁহাতেই প্রকাশমান হইতেছে।

যতক্ষণ অজ্ঞান ভাসিতেছে ততক্ষণ জীব সুখ দুঃখকে ও তাহার ভোক্তা আপনাকে তাঁহা হইতে ভিন্ন বোধ করিতেছে। স্বপ্নবৎ অজ্ঞান অন্তমিত হইলে যখন জাগ্রতরূপী জ্ঞান উদিত হয় তখন জীব আপনাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে দেখেন ও আপনাকে বা তাঁহাকে কর্ত্তা অকর্ত্তা বা ভোক্তা অভোক্তারূপে দেখেন না। দেখেন যে, স্বয়ং বা পরমাত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ বা কিছু কোন কালে হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। যখন সমস্তই তিনি তখন তিনি কি প্রকারে কর্ত্তা বা অকর্ত্তা, ভোক্তা বা অভোক্তা হইবেন ?

যেমন জীব আপনাকে নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি জানিয়া সেই সমষ্টি ভাবেই যে অঙ্গের দ্বারা যে কার্য্য হয় তাহার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করেন। চক্ষের দ্বারা দেখেন, কর্ণের দ্বারা শুণেন, জিহ্বার দ্বারা রস গ্রহণ করেন ইত্যাদি। তেমনি জ্ঞানোদয়ে স্বরূপ ভাব প্রাপ্ত জীব অথবা পরমাত্মা স্বয়ং বিচার পূর্ব্বক সর্ব্ব কার্য্যই পূর্ণভাবে সম্পন্ন করেন।

যদি কোন কারণে দাঁতের দ্বারা জিহ্বা কাটিয়া যায় তাহা হইলে মনুষ্য মাত্রেই জানেন যে নিজের দাঁতে নিজের জিহ্বা কাটিয়া নিজেরই দুঃখ ভোগ ঘটিল—কাহাকেও আপনা হইতে ভিন্ন বা পর দেখেন না। জিহ্বা কাটিলে যে দুঃখ ভোগ হইল তাহাই পাপ। জিহ্বা সুস্থ হইলে যে সুখ তাহাই পুণ্য। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিয়া দেখ যে, তুমি যে চেতন তোমা হইতেই সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য সমস্ত উৎপন্ন হইয়া তোমাতেই লয় পাইতেছে এবং তুমিই সমস্তের কর্ত্তা ও ভোক্তা। সেইরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে সমস্তই উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই লয় হইতেছে তিনি অবিনাশী, শুদ্ধ পবিত্র, নিত্য পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাঁহাকে ছাড়িয়া দ্বিতীয় কেহ থাকিলে তবে তাঁহার দোষ নিরূপণ করিতে পারিত। তিনি সমস্তই—তিনি যাহা তাহাই।

তোমরা সর্ব্ব প্রকার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি জ্ঞান দিয়া সকল ভাব বুঝাইয়া দিবেন। কাহারও প্রতি দোষারোপ করিও না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সদ্‌গুণ গ্রহণ করিয়া প্রচার কর—তাহাতে জগতের মঙ্গল। এইরূপ ব্যবহারে আপনা হইতেই নীচ গুণের সংশোধন হইয়া যাইবে। তোমরা নিজ নিজ নীচ গুণের প্রতি দৃষ্টি কর। নীচ গুণের উৎপত্তি নিবৃত্তি তোমাদের আয়ত্তাধীন নহে। তোমরা সদ্‌গুণের প্রতি প্রীতি করিলে পরমাত্মা যিনি এ বিষয়ে প্রভু তিনি স্বয়ং সমস্ত নীচ গুণের সঙ্কোচ করিবেন। সকলকেই আপনার আত্মা জানিয়া নিজে কষ্ট ভুগিও না ও অপর কাহাকেও ভোগাইও না—ইহাই পাপ। আর আপনাকে লইয়া সকলের সুখ সাধন করাই পুণ্য—ইহাতে কোন সংশয় নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রারব্ধ ও পুরুষকার।

যাঁহারা প্রারব্ধ ও পুরুষকার মানেন তাঁহারা প্রায়ই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রারব্ধের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষকারকে নিবৃত্ত রাখেন এবং নীচ কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রারব্ধ নিবৃত্ত রাখিয়া পুরুষকার পূর্ব্বক যত্নবান হন---উভয়েতে সমান ভাবে নির্ভর করিতে পারেন না।

জীবের প্রারব্ধ ও পুরুষকার বিষয়ে কিরূপ শক্তি আছে একটী দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহার ভাব গ্রহণ কর। পরমেশ্বরের যে সাধারণ নিয়ম তাহার ব্যতিক্রম করা জীবের পক্ষে অসাধ্য। প্রত্যক্ষ দেখ যে, সুষুপ্তির অবস্থায় তোমার ইচ্ছানিচ্ছা পরমাত্মারই ইচ্ছায় লয় থাকে। তাঁহার ইচ্ছাক্রমে জাগ্রতাবস্থা ঘটিলে পুনরায় ইচ্ছানিচ্ছা প্রবল হইয়া প্রারব্ধ পুরুষকার অনুসারে কার্য্য করে। যদি পৃথিবীর সমুদায় লোক একত্র হইয়া বলে যে, ক্ষুধা পিপাসা, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি, দিবারাত্র, শুক্লপক্ষ :কৃষ্ণপক্ষ, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা না হউক, তথাপি তাঁহার ইচ্ছামত ইহারা যথা সময়ে আসিবে কোন ব্যতিক্রম হইবে না। আরও দেখ, মনুষ্যদেহ হইতে হাতী ঘোড়া উৎপন্ন করা বা হাতী ঘোড়া হইতে মনুষ্য উৎপন্ন করা জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। কেননা, ঈশ্বরের সাধারণ নিয়ম এই যে, মনুষ্যদেহ হইতে মনুষ্য দেহই উৎপন্ন হইবে, অন্য দেহ উৎপন্ন হইবে না—পশুদেহ হইতে পশুই উৎপন্ন হইবে, মনুষ্য হইবে না।

সেইরূপ আম্রবৃক্ষে আম্রই উৎপন্ন হইবে কেহই কাঁটাল উৎপন্ন করিতে পারিবেন না। এই নিয়মের যদি কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা কেবল তাঁহারই ইচ্ছানুসারে ঘটিতে পারে, সে বিষয়ে জীবের কোন সামর্থ্য নাই—এই হইল প্রারব্ধ। কিন্তু ক্ষেত্রের দোষে বা অন্য কোন কারণে আম্র বৃক্ষ নিস্তেজ বা আম্র ক্ষুদ্রায়তন হইলে জীব পুরুষকার সহকারে সেই বৃক্ষের মূলে যথোপযুক্ত সার প্রয়োগ দ্বারা বৃক্ষের পুষ্টি ও ফল বড় করিতে পারে এবং পুরুষকারের বলে ফলের আয়তন বৃদ্ধি হওয়ায় জীবের দ্বিগুণ, ত্রিগুণ লাভ হয়—এই হইল জীবের পুরুষকারের অধিকার।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত মত ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিষয়ে প্রারব্ধ ও পুরুষকারের ভাব উত্তমরূপে বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য তীক্ষ্ণভাবে নিষ্পন্ন করিবে; কোন বিষয়ে আলস্য করা উচিৎ নহে। যে বিষয়ে মনুষ্য আলস্য করে তাহা উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয় না; তাহাতে নিজে কষ্ট ভোগ করে ও অপরেরও কষ্ট হয়।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবাত্মা অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া আপনাকে ও পরমাত্মাকে ভিন্ন বোধ করেন এবং প্রারব্ধ ও পুরুষকারকে পরস্পর ও পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ভাবে দেখেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কর্ত্তা ভোক্তা এইরূপ জ্ঞান থাকে এবং প্রারব্ধ পুরুষকার, কর্ম্মের ফলাফল, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ে সংশয় থাকে। কিন্তু সেই জীবাত্মা যখন জ্ঞানাবস্থাপন্ন হইয়া আপনাকে পরমাত্মার সহিত অভেদে দর্শন করেন তখন প্রারব্ধ পুরুষকার, কর্ম্মের ফলাফল, জন্ম মৃত্যু, জ্ঞানাজ্ঞান, ক্রিয়া শক্তি, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল সমস্তকে পূর্ণ পরব্রহ্ম পরমাত্মা ভাবেই দেখেন। পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু তাঁহার নিকট ভাসে না। এই অবস্থাতে তিনি প্রারব্ধ পুরুষকার প্রভৃতি বিষয়ে নিঃসংশয়, নির্লিপ্ত হইয়া জ্ঞান বা মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে কালযাপন করেন। সেই অবস্থাপন্ন পুরুষ দেখেন যে আমি ও আমার প্রারব্ধ বা পুরুষকার বা কর্ম্ম বা কর্ম্মের ফল পরমাত্মা ছাড়া কোন বস্তুই নহে। তিনি স্বয়ং স্বতঃপ্রকাশ, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, নানা নামরূপ। তিনিই অসংখ্য শক্তি সহযোগে ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছেন। অথচ তাঁহার মধ্যে এ ভাব নাই যে, "আমি অনন্ত শক্তিমান হইয়া অনন্ত কার্য্য করিতেছি বা করাইতেছি।" যখন তিনি স্বয়ং সর্ব্বকালে আছেন এবং তাঁহা হইতে অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ নাই তখন কাহাকে জানাইবার জন্য তাঁহাতে এ ভাব উদয় হইবে যে, "আমি শিবোঽহং সচ্চিদানন্দঃ, পূর্ণ বা সর্ব্বশক্তিমান?"

স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ঘটে এবং স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া জ্ঞান থাকে না, সত্য বলিয়া মনে হয়। পরে সেই অবস্থার লয় হইয়া জাগ্রত অবস্থা ঘটিলে স্বপ্নদৃষ্ট সমুদায় পদার্থ লয় হইয়া স্বয়ং আপনাকেই কেবল দেখেন। তেমনই অজ্ঞানরূপী স্বপ্নাবস্থায় এই বৈচিত্র্যময় নানা নামরূপ জগৎ পরমাত্মা হইতে পৃথক ভাসিতেছে।

যখন জ্ঞানরূপী জাগ্রত ঘটিবে অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মা অভিন্ন ভাবে ভাসিবেন তখন এই নামরূপ জগৎ, প্রারব্ধ, পুরুষকার, কর্ম্ম, ফলাফল, জন্ম মৃত্যু সংশয় প্রভৃতি একীভূত হইয়া পূর্ণ অখণ্ডাকারে ভাসিবে—তখন জীব প্রারব্ধ ও পুরুষকার প্রভৃতির যথার্থ ভাব বুঝিবেন।

অতএব তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। তোমাদিগের মাতা পিতা, আত্মা গুরু, নিরাকার সাকার অসীম অখণ্ডাকার, সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদিগকে লইয়া অনাদিকাল হইতে স্বতঃপ্রকাশ রহিয়াছেন। তোমাদিগের কোন অভাব বা ভয় নাই। তাঁহা হইতে বিমুখ হইলেই অভাব ও ভয়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশ্বরের অবতার।

পরমাত্মা ঈশ্বর কোন্ জাতি বা সমাজে পূর্ণরূপে শরীর ধারণ করিয়া বা অবতীর্ণ হইয়া জগতের কার্য্য উদ্ধার করেন এ বিষয় লইয়া মনুষ্য মধ্যে নানারূপ বিবাদ বিষম্বাদ রহিয়াছে। অথচ যাঁহারা পরমাত্মা ঈশ্বরকে অঙ্গীকার করেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন যে, জগৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া নাই ও তিনি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বত্র বিরাজমান। অতএব সকলেই স্বার্থ ত্যাগ করিয়া ধীর গম্ভীরভাবে বিচার কর তাহা হইলে সকলেরই ভ্রম মীমাংসা হইয়া জগতে মঙ্গল স্থাপিত হইবে।

সমস্ত চরাচর, নামরূপ জগৎ তাঁহা হইতে উৎপন্ন বা প্রকাশিত হইতেছে। তিনি এই সমস্তকে লইয়া পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহাতে কোন সমাজ বা জাতির অভিমান নাই কেননা সমস্ত জাতি ও সমাজ তাঁহারই স্বরূপ। তবে তাঁহাতে কিরূপে এ সংকল্প ঘটিবে, "আমি এই জাতি বা সমাজে শরীর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইব; এবং ঐ জাতি বা সমাজ আমা হইতে হয় নাই, আমার নহে বা আমা হইতে পৃথক, আমি ঐ জাতি বা সমাজে শরীর ধারণ করিব না?" এরূপ ভাব কেবল জ্ঞানহীনের

মধ্যে সম্ভবে। ঈশ্বর পরমাত্মা বা জ্ঞানবান অবতার পুরুষে ঐ প্রকার ভাব নাই।

পরমাত্মা পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ নাই যে বুঝিবে, "আমিও তাঁহার ন্যায় একটী ঈশ্বর, পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান। তিনি আমার জাতি ও সমাজে অবতার হইবেন, অন্যত্র হইবেন না। কারণ, তিনি আমার বাধ্য বন্ধু।" দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই বলিয়াই তোমরা বুঝিতেছ না যে, তিনি শরীর ধারণ করিয়া জগতের ভার উদ্ধার করেন বা শরীর ধারণ না করিয়াই জগতের ভার উদ্ধার করেন। কেহই তাঁহার সমুদয় ভাব বুঝিতে পারে না। যাহাকে পরমাত্মা ঈশ্বর যেরূপ বুঝান সে ব্যক্তি সেইরূপ বুঝে ও ব্যক্ত করে।

এ বিষয়ে সকলেরই বুঝা উচিৎ যে, যখন তিনি নিরাকার সাকার, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচরকে লইয়া পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান ভাবে সর্ব্বত্র বিরাজ-মান তখন তাঁহার বিশেষ একটী শরীর ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? তিনি ত সর্ব্বত্র রহিয়াছেন, সর্ব্ব ঘটের একমাত্র ঈশ্বর তিনি। জগতের হিতার্থে যে কোন ঘটে ইচ্ছা পূর্ণশক্তি প্রেরণ করিয়া তিনি জগতের প্রয়োজন সিদ্ধ করেন এবং কার্য্য শেষ হইলে পুনরায় সেই শক্তির কারণে লয় ঘটাইয়া নিত্য পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান ভাবে থাকেন ও রহিয়াছেন। কোন কালেই তাঁহার কোন অংশ অর্থাৎ শক্তির তাঁহা হইতে ভেদ বা হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। ইচ্ছা হইলে তিনি একটী পিপীলিকার দ্বারাও ব্রহ্মাণ্ডের ভার উদ্ধার করিতে পারেন।

অজ্ঞানাবস্থাপন্ন লোকে তাঁহার পূর্ণত্বের ভাব না বুঝিয়া যে ঘটে শক্তি সঞ্চার করিয়া তিনি জগতের ভার হরণ করেন সেই ঘট বা তাহার অন্তরস্থ শক্তিকে পরমাত্মা হইতে পৃথক অবতার কল্পনা করিয়া পূজা করে। ইহা জ্ঞান নাই যে, তাঁহার অতিরিক্ত ভূভার হরণকর্ত্তা দ্বিতীয় কেহ নাই। ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমানে যে মূর্ত্তি দ্বারা জগতের উদ্ধার সাধিত হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে তাহা এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য। ইহাঁ হইতে সমস্ত অবতার, ঋষি মুনি, চরাচর, স্ত্রীপুরুষ উৎপন্ন হইয়া ইহাঁতেই লয় পাইতেছেন। ইনি নিরাকার সাকার

বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ নিত্য বিরাজমান। ইহাঁকে উপাসনাভক্তি, প্রার্থনা পূজা বা মান্য করিলে সমস্ত চরাচর, স্ত্রীপুরুষ, অবতার, দেবদেবীকে মান্য ও পূজা করা হয়। ইহা নিঃসংশয়ে সত্য বলিয়া জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

---

(৩) সাধন বিষয়ক।

অধিকারী অনধিকারী।

পারমার্থিক বিষয়ে কাহারও অধিকার, কাহারও অনধিকার কল্পিত হওয়ায় নানা অমঙ্গল উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ এক নামে পরমাত্মাকে ডাকিতেছেন, কেহ অপর নামে ; কেহ এক প্রকার রূপ কল্পনা করিতেছেন, কেহ অপর প্রকার। যিনি যে নাম-রূপ অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন তিনি অন্য নাম রূপ নির্দ্দেশকের সহিত একমত হইতে পারিতেছেন না। উভয়েই বিবাদ অশান্তিতে কালাতিপাত করিতেছেন। যাঁহার যে ক্রিয়াতে সংস্কার পড়িতেছে তিনি সেই ক্রিয়াতে যাহাদের অধিকার কল্পিত হয় নাই তাহাদিগকে নাস্তিক, অধার্ম্মিক প্রভৃতি বোধ করিতেছেন। ফলে পরস্পর দ্বেষ হিংসা বশতঃ সকলেই ইষ্টভ্রষ্ট হইয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতেছেন। ইহার মূল কারণ অধিকারী-অনধিকারী কল্পনা। কিন্তু সকলেরই সৎপথে অর্থাৎ পরমার্থ প্রাপ্তির পথে অধিকার আছে এবং সৎপথ এক ভিন্ন বহু নহে। এরূপ ধারণা করিলে বা সৎপথে চলিলে সকলেই সুখ শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

অতএব বিচার করিয়া দেখুন যে, পারমার্থিক বিষয়ে অধিকার-অনধিকার স্বার্থ ও পক্ষপাত পরায়ণ মনুষ্যের কল্পিত কি ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট। পরমেশ্বর যে জীবকে যে অধিকার দিয়াছেন তাহার কোন মতে কেহ অন্যথা করিতে পারে না। যেমন জলজন্তুর জলে বাস করিবার অধিকার ও খেচর জীবের আকাশে বিচরণ করিবার অধিকার। সহস্র চেষ্টা করিলেও খেচর জীব জলচর হইবে না। এইরূপ বিচার পূর্ব্বক সকল বিষয়ে ঈশ্বরদত্ত অধিকার বুঝিবে।

পরমেশ্বর যাহাকে যে বিষয়ে অনধিকারী করিয়াছেন তাহার সে বিষয়ের কোন প্রয়োজন থাকে না। যেমন খেচর জীবের জলে বাস করা অনধিকারও বটে এবং নিষ্প্রয়োজনও বটে। এবং সে অনধিকার বশতঃ তাহার কোন হানি লাভ নাই। ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট অধিকার বা অনধিকার সম্বন্ধে মনুষ্যের বিধি নিষেধের স্থল নাই। বিধি দিলেও অনধিকার অধিকার হইবে না, নিষেধ করিলেও অধিকার অনধিকার হইবে না। ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট অগ্নির যে প্রকাশগুণ, মনুষ্যের বিধি নিষেধের দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিবে।

কিন্তু ধর্ম্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে অধিকার অনধিকার থাকিতে পারে না। কেননা তাঁহাতে সকলেরই প্রয়োজন। তাঁহাকে ত্যাগ করিলে কাহারও হিত হয় না। এ নিমিত্ত তাঁহার সম্বন্ধে সকলেরই অধিকার আছে। আর একটী কথা স্থিরভাবে বুঝিবে। তোমাদের মনুষ্য ব্যবহারে অধিকার অনধিকার কিসে ঘটে? তোমাদের স্বার্থ আছে বলিয়াই অধিকার ও অনধিকার বোধ হয়। তুমি মনে কর যে, এই ক্ষেত্র বা বাগান তোমার নিজের, পরমাত্মার বা অপর কাহারও নহে। ইহার ফল ভোগ করিতে তোমারই অধিকার, অপরের নাই। কিন্তু এই জগতের মধ্যে কে এমন আছে যে তাহার ঈশ্বরে স্বত্বাধিকার জন্মিতে পারে? তাঁহাকে কি কেহ ঠিকা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে যে তাহার বিনা অনুমতিতে অপর কেহ ঈশ্বরের নিকট আসিতে পারিবে না?

এইরূপ স্বার্থ বশতঃ তোমরা যে ক্ষেত্র বা বাগান আপনার বলিয়া জান, তাহাতেই জল দাও। কিন্তু ঈশ্বরে আত্ম-পর ভেদ নাই। তিনি যখন জল বর্ষণ করেন তখন সর্ব্ব স্থানেই করেন। সেইরূপ সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানবান ব্যক্তি যাহাতে সকলেরই পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় সেই উদ্দেশ্যে স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রকেই আপনার বা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া নিঃস্বার্থভাবে সৎপথে লইতে যত্ন করেন, কাহাকেও সৎ হইতে বিমুখ করেন না। তিনি জানেন যে, বেদ বা ধর্ম্ম বা ওঁকার মন্ত্র অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা সকলেরই সমান। তিনি সকলেরই আত্মা ও প্রিয়, তাঁহাতে কাহারও অনধিকার নাই।

ঈশ্বর বা জ্ঞানবান ব্যক্তি সর্ব্ব সাধারণের হিতের জন্য শাস্ত্র রচনা করেন ও সদুপদেশ দেন, বিশেষ কাহারও জন্য নহে। যে শাস্ত্রে বা উপদেশে ইহার বিপরীত লক্ষণ দেখিবে তাহার কর্ত্তা ঈশ্বর বা সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী নহেন—স্বার্থপর মনুষ্য হইতে তাহার উৎপত্তি। ইহা ধ্রুব সত্য।

ভাবিয়া দেখ এক মাতাপিতার দশ পুত্রকন্যার মধ্যে সকলেই যদ্যপি শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক মাতাপিতার আজ্ঞা পালন করে বা তাঁহাদের নাম ধরিয়া ডাকে, তাহাতে মাতা পিতা প্রসন্ন হইয়া পুত্র কন্যার মঙ্গল সাধন করেন, না অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে দণ্ড দেন? জ্ঞানবান পুত্রকন্যা ইহা দেখিয়া অধিকতর আনন্দিত হন যে, "আমরা সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক আপন মাতা পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন ও নাম উচ্চারণ করিতেছি।" কেবল কুপাত্র পুত্র কন্যাই নিজেও এরূপ করে না এবং অপরকেও করিতে নিষেধ করে। পুত্র কন্যারূপী তোমরা জগতের স্ত্রী পুরুষ। বেদমাতা ওঁকার মন্ত্র অর্থাৎ সাকার, নিরাকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ মাতাপিতা। এই বিরাট পুরুষ ওঁকার হইতে সমস্ত জগতের স্ত্রীপুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়া ওঁকার রূপই রহিয়াছে এবং অন্তে তাঁহাতেই লীন হইয়া পুনরায় প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ প্রবাহ অনাদিকাল চলিয়া আসিতেছে। তোমরা জগবাসী স্ত্রী পুরুষ সকলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বক জগতের মাতাপিতা জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষের আজ্ঞা পালন করিবে এবং "ওঁ সৎগুরু" এই মন্ত্র যে তাঁহার নাম তাহা সর্ব্বদা অধিকারী অনধিকারী বিষয়ে দ্বিধাশূন্য হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক জপিবে। তিনি মঙ্গলময়, সর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গল করিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আশ্রম।

হিন্দুদিগের মধ্যে চারি আশ্রম কল্পিত আছে—গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। কিন্তু ইহা পরমাত্মার সৃষ্টি নহে। তিনি মনুষ্য মাত্রকে একই প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়া গড়িয়াছেন। এই আশ্রম বিভাগ হইতে হিন্দুদিগের মধ্যে যে কত প্রকার সম্প্রদায় বিভেদ ঘটিতেছে তাহার সীমা নাই এবং সে জন্য ঘোরতর বিবাদ বিষম্বাদে সকলেই পীড়িত হইতেছে। অভিমান বশতঃ নিজ আশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরাপর আশ্রমের নিকৃষ্টত্ব সপ্রমাণ করিতে গিয়া সকলেই সত্য হইতে বিমুখ হইয়াছেন ও পরস্পর দ্বেষ হিংসা জনিত কষ্ট নিজে ভোগ করিতেছেন ও অপরকে করাইতেছেন।

অতএব তোমরা সকলে বিচার পূর্ব্বক দেখ যে, আশ্রম ও সম্প্রদায় কোন্ বস্তুর নাম ও তাহাতে কি প্রয়োজন। হাড় মাংস, মল মূত্র ও বিষ্ঠার পুত্তলি স্থূল শরীর বা দশ ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীর বা জীবাত্মার নাম আশ্রম, সম্প্রদায় ইত্যাদি? যদি ইহাদের মধ্যে কোনটীর নাম হয় তাহা হইলে স্পষ্ট দেখ যে, পরমাত্মা সকল মনুষ্যেরই সমান ভাবে স্থূল সূক্ষ্ম শরীর, ইন্দ্রিয়াদি গড়িয়াছেন। অতএব সমগ্র মনুষ্য জাতির একই আশ্রম ও সম্প্রদায় জানিবে। যদি বল গুণ ও ক্রিয়া বিভেদেই আশ্রমের বিভাগ তাহা হইলে পক্ষপাত শূন্য হইয়া দেখ যে, উত্তমাধম গুণ মনুষ্য মাত্রে ঘটিতেছে। যে সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল গুণ ঘটে সে সকল ইন্দ্রিয় মনুষ্য মাত্রেই আছে। যে ইন্দ্রিয়ের যে কার্য্য তৎ সম্বন্ধে উত্তম অধম গুণ মনুষ্য মাত্রেই ঘটিবে। কোন নীচ গুণের বাহিরে কার্য্য করিবার বৃত্তি রোধ করিলে তাহা প্রকাশ হয় না বটে কিন্তু মনে থাকিয়া যায় এবং স্বপ্নে তাহার কার্য্য করে। ইহা সকলেই দেখিতেছেন।

মনুষ্য মাত্রেরই মন ও ইন্দ্রিয়ের বেগ নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি এই দুই পক্ষে ঘটে, ইহা ঈশ্বরের নিয়ম। এই বেগ প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি মুখে ফিরাইতে কেবল পরমাত্মাই পারেন, ইহা অপর কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। প্রত্যক্ষ দেখ স্বপ্নাবস্থায় প্রবৃত্তি মনুষ্যের আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু পরমাত্মা সেই

প্রবৃত্তি অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থার নানা ভ্রম ও ভোগ জাগ্রত অবস্থা উদিত করিয়া নিবৃত্ত করিতেছেন। স্বপ্নাবস্থার প্রবৃত্তি ও জাগ্রতাবস্থার নিবৃত্তি উভয়ই সুষুপ্তির অবস্থায় থাকে না। তখন যাহা তাহাই থাকে। সেই প্রকার সর্ব্ব জীবের অজ্ঞানাবস্থার প্রবৃত্তি অজ্ঞানাবস্থাতেই আছে। পরমাত্মা যখন জ্ঞান উদিত করিয়া অজ্ঞানাবস্থার প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবেন তখন আর সে প্রবৃত্তি কার্য্য করিবে না। যখন অজ্ঞানাবস্থার প্রবৃত্তি জ্ঞানাবস্থায় নিবৃত্ত হয় তখন জীবাত্মা পরমাত্মার অভিন্ন ভাব অর্থাৎ স্বরূপাবস্থা ঘটে। এ অবস্থায় প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয়ই বহির্মুখে ভাসে বটে কিন্তু যথার্থতঃ থাকে না। কেননা, তখন স্বয়ং দেখেন যে, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, নাম রূপ, গুণ ক্রিয়া, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি যাহা কিছু সকলেই আপনার স্বরূপ; আপনাকে ছাড়া প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বলিয়া কোন বস্তুই নাই। যতক্ষণ এই অবস্থার উদয় না হয় ততক্ষণ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম্বন্ধে ইচ্ছানিচ্ছা থাকে। পরমাত্মার শরণাগত হইলে সহজে নিবৃত্তি প্রবৃত্তি উভয়রূপ বন্ধন হইতে জীব বিমুক্ত হন। পরমাত্মার এমন প্রতিজ্ঞা নাই যে, কল্পিত আশ্রম ও সম্প্রদায় স্বীকার না করিলে জ্ঞান বা মুক্তি দিবেন না। বরঞ্চ ইহা তাঁহার অভিপ্রায়ের বিপরীত জানিবে।

তিনি স্থূল সূক্ষ্ম শরীর, ইন্দ্রিয়াদি ও বহিঃশক্তি সম্পন্ন করিয়া তোমাদের প্রত্যেককে এই উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন যে, তোমরা সত্যে নিষ্ঠাবান হইয়া আপনাকে ও অপরকে একই আত্মা বা পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞানে যথাশক্তি আপনার ও অপরের হিত সাধন কর। ইহা তোমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। যেরূপ কারণে তোমার সুখ ও দুঃখ ঘটে, সেইরূপ কারণে অপরেরও সুখ ও দুঃখ ঘটে, ইহা জানিয়া যেরূপ ব্যবহার পাইলে তোমার নিজের সুখ হয় অপরের প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিবে।

সার কথা এই যে, মনুষ্য মাত্রেরই দুইটী প্রয়োজন—এক ব্যবহারিক, অপর পারমার্থিক। ব্যবহার কার্য্যে মনুষ্য মাত্রেরই আপন পরিশ্রমের দ্বারা বিদ্যাভ্যাস এবং আপনাকে ও আশ্রিতবর্গকে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য এরূপ ভাবে প্রতিপালন করিবে যে, কোন প্রকারে স্থূল শরীর ব্যাধিগ্রস্ত না হয় ও অন্ন বস্ত্রের কোনরূপ কষ্ট না পাও ও অপরকে না দাও। যাহাতে আপনি সর্ব্ব বিষয়ে সুখে থাক ও অপরকে

তদ্রূপ সুখে রাখিতে পার, এরূপ অনুষ্ঠান সর্ব্বদা করিবে। পরমার্থ বিষয়ে কোন প্রকার আড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পরমাত্মাকে খুঁজিতে হইবে না। উনি তোমাদের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র তোমাদিগকে লইয়া পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ ভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। তোমাকে ছাড়িয়া তিনি থাকিতে পারেন না, তাঁহাকে ছাড়িয়া তুমি থাকিতে পার না। তাঁহার মধ্যে তুমি আছ, তোমার মধ্যে তিনি আছেন। তাঁহাকে ডাকিতে পয়সা কড়ি আবশ্যক করে না। তোমরা ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার আজ্ঞা তাঁহাতে লক্ষ্য রাখিয়া প্রতিপালন কর। বিরাট তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে বা আপনার অন্তরে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক নিরাকার, সাকার, পূর্ণরূপে প্রার্থনা করিবে যে, "হে অন্তর্যামী পরমাত্মা, আপনার উদ্দেশ্য যে কি, তাহা বুঝি না। কি প্রকারে যে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, তাহাও সম্পূর্ণ বুঝি না। হে অন্তর্যামী মাতাপিতা, আমার মন পবিত্র করিয়া জ্ঞান দাও, যাহাতে তোমার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে জ্ঞান পূর্ব্বক নিষ্পন্ন করিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে কালযাপনে সক্ষম হই। তোমাকে যে যোগ তপস্যার দ্বারা পাইব সে শক্তি নাই, তুমিই যোগ তপস্যা। তোমার কৃপায় এক মুহূর্ত্তে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। হে অন্তর্যামী পুরুষ, তুমি শান্ত হও, আমাদিগকে শান্ত কর। তুমি সদা শান্তি-স্বরূপ, আমাদিগকে শান্ত কর।" এইরূপ ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় বিষয়ে মঙ্গল বিধান করিবেন, ইহা সত্য সত্য জানিবে।

পরমাত্মা যাহাকে যেরূপ বিদ্যা বুদ্ধি, বাক্য, ধন, শক্তি দিয়াছেন, বিচার পূর্ব্বক তাহার ব্যবহারের দ্বারা সকলের উপকার করিলে পরমাত্মার অভিপ্রেত কার্য্য করা হয়।

দৃষ্টান্তের দ্বারা কথাটী আরও সুগম হইতে পারে। কোন রাজা তাঁহার বাগান রক্ষার জন্য দুইজন মালী নিযুক্ত করিয়া উভয়কে বলিয়া দিলেন, "তোমরা উত্তমরূপে বাগানের কার্য্য করিলে যথা সময়ে পেন্সন্ পাইবে, তাহাতে তোমাদের কোন অভাব বা কষ্ট থাকিবে না।" একজন বাগানের

কার্য্যে অবহেলা করিয়া রাজাকে "প্রভু, প্রভু" বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিল। অন্য জন রাজার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক নিজের কার্য্যে নিযুক্ত রহিল। রাজা যথা সময়ে এক জনকে দণ্ড ও অপরকে পেন্সন্ দিলেন। দেখিয়া সকলেই রাজার ন্যায়বিচারের প্রশংসা করিল।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ রাজা, মায়াজগৎ তাঁহার বাগান, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন করা তাঁহার আজ্ঞা ও মনুষ্য মাত্রেই মালী এবং জ্ঞান ও মুক্তি পেন্সন্ যদ্দ্বারা তোমরা পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারিবে। তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া যদি কেহ তাঁহাকে সর্ব্বদা ডাকে তাহা হইলেও অজ্ঞানের বশবর্ত্তী বলিয়া সে তাঁহা হইতে বিমুখ থাকে এবং তজ্জন্য নানা কষ্ট ভোগ করে। যে কোন অবস্থাতেই থাক তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পূর্ণভাবে তাঁহার উপাসনা করিলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় বিষয়েই শ্রেয়ঃ লাভ করিবে, ইহা ধ্রুব সত্য।

যতক্ষণ জীবের এরূপ বোধ আছে যে, "আমি অমুক উচ্চ বা নীচ জাতি, গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী, আমি পরমহংস বা আমি ব্রহ্ম, আমি সাকার বা নিরাকার অথবা আমি এই বস্তু, উহারা আমা হইতে পৃথক অপর বস্তু" ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব পরমহংস নামধারী হইলেও তাহার স্বরূপ ভাব প্রাপ্তি হয় নাই—ইহা ধ্রুব সত্য। সর্ব্ব প্রকার অহংকার ও অভিমানের লয় না হইলে স্বরূপ ভাব বা অবস্থার সম্বাদ পর্য্যন্ত মিলিবে না। অতএব সন্ন্যাসী পরমহংস প্রভৃতি মনুষ্য মাত্রেই অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলকারী বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর সম্মুখে সরলভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে যে, "হে জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মঙ্গলকারী গুরু, সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমি ও পরমাত্মা অভেদে যে বস্তু তাহা প্রকাশমান হউন। পুত্র কন্যা কোন অপরাধ করিলে মাতা পিতা তাহা ক্ষমা করিয়া মঙ্গল বিধান করেন। আপনি আমাদের মাতা পিতা গুরু আত্মা। নিজ গুণে সমুদায় অপরাধ ক্ষমা করিয়া শান্তি বিধান করুন!" ইনি মঙ্গলময় অবশ্যই মঙ্গল বিধান করিবেন।

যখন জীবের অভেদ জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা হয় তখন নিরাকার সাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, নামরূপ, দৃশ্য অদৃশ্য, জীব ব্রহ্ম—সমস্তই অভেদে পরিপূর্ণরূপে

স্বতঃপ্রকাশ থাকেন ও রহিয়াছেন। তখন জীব ও ব্রহ্ম নাম উপাধি বা শব্দ কিছুই থাকে না। স্বরূপে যে কি তাহা বলিবার উপায় নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী।

গৃহস্থধর্ম্ম উত্তমরূপে প্রতিপালন করিতে অসীম বুদ্ধি বা জ্ঞানের প্রয়োজন। কত প্রকার কার্য্য যে গৃহস্থধর্ম্মে করিতে হয় তাহার সীমা নাই। বিনা যোগীপুরুষ অসীম জ্ঞান বা বুদ্ধি হয় না। এজন্য বিনা ঈশ্বরভাবাপন্ন যোগী পুরুষ গৃহস্থধর্ম্মের সম্যক প্রতিপালন অসম্ভব। আপনার ও জগতের হিতের জন্য কোন্ সময়ে কোন্ কার্য্য কি পরিমাণে করিতে হয় তাহার এমন কোন নিয়ম নাই যাহা পূর্ব্বাবধি জানিয়া কেহ কার্য্য করিতে পারে। যে সময়ের যে কার্য্য সেই সময়ে সেই কার্য্য বিচার পূর্ব্বক সম্পন্ন করিতে হয়। দশ প্রকার প্রকৃতির দশ জন লোককে সামঞ্জস্য করিয়া সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে অসীম বুদ্ধির প্রয়োজন। অন্তরে অসীম স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও বাহিরে অধীনের মত কার্য্য করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে হয়। জ্ঞানী-পুরুষ ঈশ্বরের সহিত অভেদ-ভাবাপন্ন হইয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করেন। এইরূপ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ পাপ পুণ্য, জীবন মরণ বিষয়ে নির্লিপ্ত ভাবে কালযাপন করেন ও অপরকেও সেই ভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। তিনি নিজে সৎপথে থাকিয়া অপরকে সৎপথে লইয়া যান। এ নিমিত্ত পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানের দ্বারা অসীম জ্ঞানলাভ করিয়া তবে গৃহস্থ হইয়া দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে পরমাত্মার আজ্ঞা পালনে সমর্থ হইতেন।

গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য যে অসীম জ্ঞান বা বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহা গৃহস্থ আশ্রমে উপার্জ্জন করিবার কি উপায়? শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে এ উপায় সহজ।

শৈশবে পুত্র কন্যার স্থূল শরীর, মন, ইন্দ্রিয়াদি পবিত্র থাকে। সেই

পবিত্রতার অবস্থায় মাতাপিতারা তাহাদিগকে সৎ-শিক্ষা দিবেন যে, যিনি পরমাত্মা সৎস্বরূপ সর্ব্বকালে আছেন, যাঁহা হইতে এই জগৎ চরাচর, স্ত্রী পুরুষ উৎপন্ন হইয়া যাঁহারই রূপ মাত্র রহিয়াছে এবং অন্তে যাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, তিনি নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ বিরাজমান। সেই বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মার সম্মুখে ভক্তি পূর্ব্বক পূর্ণভাবে উদয়াস্তে নমস্কার করিয়া সরল অন্তঃকরণে প্রার্থনা করিবে, "হে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সাকার নিরাকার অন্তর্যামী পুরুষ, আপনি আমার মাতা পিতা, গুরু, আত্মা। আপনি আমার মন সর্ব্বদা পবিত্র রাখিয়া অন্তর হইতে অসীম জ্ঞান প্রদান করুন, যাহাতে আপনার আজ্ঞা বুঝিয়া অসীম ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারি। হে অন্তর্যামী পুরুষ, যেন আমার অন্তরে কোন প্রকার বিক্ষেপ বা ভ্রম না জন্মে, যেন জগৎ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে আপনা হইতে ভিন্ন না দেখি, যাহা দেখি তাহা আপনাকেই যেন পূর্ণরূপে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বকালে অভেদে দেখি। আমাদের জীব মাত্রেরই মধ্যে যেন পরস্পর হিংসা দ্বেষ না জন্মে। পরস্পর সকলেই সকলকে নিজ আত্মা জানিয়া যেন প্রীতিপূর্ব্বক উপকার করিয়া আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে সক্ষম হয়। আমাদিগকে সর্ব্বকালে শান্তিস্বরূপ রাখিবেন। আমরা যোগ তপস্যা কিছুই জানি না যে, তাহার দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিব। আপনি দয়াময়। আপনিই যোগ তপস্যা, ধ্যান ধারণা, উপাসনা, ভক্তি, বৈরাগ্য, বিবেক—সকলই আপনি। আপনি কৃপা করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যবহারিক পারমার্থিক সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয়। হে অন্তর্যামী পুরুষ, আমাদের দ্বারা যদি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আদি অন্তে বা মধ্যে কোন প্রকার অপরাধ হয় তাহা নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন। আপনি জগৎ চরাচর স্ত্রী পুরুষের মাতা পিতা গুরু আত্মা, আপনি ক্ষমা না করিলে আর দ্বিতীয় কে আছে যে ক্ষমা করিবে? পুত্র কন্যার অপরাধ মাতা পিতাই ক্ষমা করেন। আপনি শান্ত হউন ও আমাদিগকে শান্ত করুন। আপনি ত সর্ব্বকালেই শান্তিস্বরূপ আছেন, আমাদিগকে শান্ত করুন।" আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে আপনার, পরমাত্মার ও মন্ত্রের রূপ একই চন্দ্রমা সূর্য্য-

নারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জানিয়া মস্তকে ধারণ করিবেন এবং পরমাত্মার নাম "ওঁ সৎগুরু" এই মন্ত্র জপ করিবেন। যে পরমাত্মার নাম ওঁকার তিনিই সত্য ও তিনি গুরু, মাতা, পিতা, আত্মা। শৈশব হইতেই পুত্র কন্যাকে অগ্নিতে আহুতি দিতে ও সদ্বিদ্যা অভ্যাস করিতে শিক্ষা দিবে। লৌকিক মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিলে তবে জগতের মাতাপিতা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে পারিবে। এবং পিতা মাতারও কর্ত্তব্য যে পুত্র কন্যাকে সৎ ভিন্ন অসৎ দৃষ্টান্ত না দেখান।

গৃহস্থগণ, স্ত্রী পুরুষ সমভাবে, এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে অন্তর্যামী পরমাত্মা অন্তর হইতে অসীম জ্ঞান অর্থাৎ অভিন্ন ভাব প্রকাশ করিয়া সর্ব্বাবস্থাতে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন। যেমন অগ্নি, বিষ্ঠা চন্দনাদি নানা স্থূল পদার্থ সমভাবে ভস্মীভূত ও আপন রূপ করিয়া, নিরাকার কারণে স্থিত হন সেইরূপ নানা প্রকার মনের ভ্রান্তি জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা অসীম জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ভস্ম করিয়া জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ-ভাব দেখান, তাহাতে অসীম কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহস্থগণ সর্ব্বকালে অভেদে অবস্থিতি করিতে পারেন। এইরূপ অবস্থাপন্ন গৃহস্থকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী পরমহংসাদি জানিবে। তাঁহার পক্ষে মিথ্যা কল্পিত আশ্রমান্তর গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যথার্থ ত্যাগ।

মনুষ্যগণ অজ্ঞান বশতঃ ত্যাগ গ্রহণের যথার্থ ভাব বুঝিতে পারে না এবং অহঙ্কার প্রযুক্ত পরমাত্মার নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া নিজেও কষ্ট ভোগ করে ও অপরকে কষ্ট দেয়। তোমরা একটী তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিতে অপারগ। এই স্থূল শরীর যাহাকে আমার বলিয়া তবে অপরাপর

পদার্থকে "আমার, তোমার" বলিতেছ, মৃত্যুকালে তাহাকেও ছাড়িয়া যাইতে হয় তবে "আমার" বলিয়া জগতে কি পদার্থ আছে যে, তাহার ত্যাগ ঘটিবে। সমুদয় পদার্থই পরমাত্মার শক্তি ও পরমাত্মার রূপ মাত্র। তাঁহাকে ছাড়িয়া মনুষ্যের অস্তিত্বই নাই। তখন কে কাহাকে ত্যাগ বা গ্রহণ করিবে?

যতক্ষণ এই স্থূল শরীরে থাকিয়া কার্য্য করিতেছ ততক্ষণ শরীরের অভাবেই তোমার অভাব, পরমাত্মা সমস্ত অভাবই পূরণ করিবার উপায় গড়িয়া রাখিয়াছেন। সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সকল অভাবের মোচন কর, তাহার অতিরিক্ত কোন পদার্থের বাসনা করিও না। যথার্থ সন্তোষই যথার্থ ত্যাগ। ইহা সহজে চিত্তে আবির্ভাব হয়, জোর করিয়া ইহাকে ঘটান যায় না। নিজ নিজ অভাব বুঝিয়া সমুদয় পদার্থ ভোগ কর এবং কৃতজ্ঞতার সহিত জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার শরণাগত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও ও তাঁহার জয় ঘোষণা কর। যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই রূপ ও তিনিই তোমার সকল অভাবই তিনি মোচন করিতেছেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি কর।

তোমার লজ্জা নিবারণের জন্য এক খণ্ড বস্ত্রের প্রয়োজন। তাহার জন্য পৃথিবীর সমুদয় বস্ত্রের প্রয়োজন নাই। শরীর রক্ষার জন্য আহারের প্রয়োজন। কিন্তু যাবতীয় উদ্ভিজ্জ ও খেচর ভূচর প্রভৃতির তজ্জন্য প্রয়োজন নাই। অন্ধকার নিবারণের জন্য আলোকের প্রয়োজন বলিয়া জগতের সমুদয় আলোকের সে জন্য প্রয়োজন হয় না। সকল বিষয়ে এইরূপ বুঝিয়া কার্য্য করিলে কোন বিষয়েই কষ্ট বা অভাব থাকে না। পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাকে যাহা দিয়াছেন ও দিবেন, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা গ্রহণ কর, কিন্তু "আমার আমার" বলিয়া তাহাতে অধিকার স্থাপনের জন্য অভিমান করিও না। তিনি তোমাকে লইয়া চরাচর স্ত্রী পুরুষরূপ সাকার ও তোমার মনোবাণীর অতীত নিরাকার। উভয় ভাবে অখণ্ডাকারে অনাদি তিনিই স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। তোমার অন্তরে বাহিরে তাঁহার যে প্রকাশ তাহারই নাম জ্যোতিঃ। ইহাঁতে নিষ্ঠাবান হইয়া সুখে জীবন ধারণ কর ও যথাকালে সুখে মৃত্যুকে আশ্রয় কর। পরমাত্মাতে বা পরমাত্মারূপে তোমার জন্ম মৃত্যু নাই। তুমি নিরাকার নির্গুণ ও তুমিই সাকার সগুণ। তুমিই অখণ্ডাকার

জ্যোতিঃস্বরূপ স্বতঃপ্রকাশ রহিয়াছ। বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলে আপনাকে এইরূপ ভাবে দেখিতে পাইবে। তোমার পক্ষে কিসের ত্যাগ বা গ্রহণ ঘটিবে? জগতের সমুদয় পদার্থ ভোগ কর, কিন্তু কোন পদার্থে আসক্ত হইও না। যে ভোগ গত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিও না, অনাগত ভোগের জন্য চিন্তা করিও না এবং উপস্থিত অভাব মোচনের জন্য যে ভোগ তাহাতে শঙ্কা, সন্দেহ বা দৈন্য না ঘটে—ইহাই পরমাত্মার আজ্ঞা।

যদি পরমার্থ প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে কেহ তোমাকে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিতে বলে, তাহাতে উদ্বিগ্ন হইও না। ধৈর্য্যের সহিত সে বিষয়ে পরমাত্মার কি আজ্ঞা তাহা বিচার পূর্ব্বক জানিতে চেষ্টা কর। তাঁহার আজ্ঞা পালনেই তোমার মঙ্গল, তাহার বিপরীত আচরণে তোমার অমঙ্গল। পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ কামিনী কাঞ্চনকে নিজের অন্তর্গত করিয়াই পূর্ণ। ইহাদিগকে ত্যাগ করিলে তিনি অপূর্ণ ও একদেশী। যদি কামিনী কাঞ্চনকে তাঁহা হইতে ভিন্ন জানিয়া গ্রহণ বাসনা কর তবে ইহাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়। আর যদি আপনাকে ও কামিনী কাঞ্চনকে পরমাত্মা রূপই দেখ তাহা হইলে তাহা ত্যাগ বাসনা ও পরমাত্মা না থাকেন—এই বাসনা—একই।

যে কামিনীকে ত্যাগ করিবে তাহা কি? তিনি জগতের জননী। কামিনী না থাকিলে সাধু মুনি, ঋষি অবতার, সন্ন্যাসী গৃহস্থ কাহারও জন্ম হইতে পারে না। কামিনী বিনা কাহারও অস্তিত্বই থাকিবে না যে, তাঁহাকে ত্যাগ করিবে। যে কামিনীকে ত্যাগ করিতে হইবে তাহা তোমার অন্তর্গত, তাহাকে কিরূপে ত্যাগ করিবে? আরও দেখ, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর একই পদার্থে গঠিত। যদি এই মাংস মলের পুত্তলিকে কামিনী বল তাহা হইলে পুরুষও কামিনী। সাকার নিরাকার অখণ্ডাকার জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে স্ত্রী পুরুষ সমভাবে গঠিত হইয়াছে। একই পৃথিবী হইতে স্ত্রী পুরুষের হাড় মাংস উৎপন্ন হইয়াছে। একই জল স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই রক্ত, রস, নাড়ী। একই অগ্নি স্ত্রী-পুরুষের ভিতর অন্ন পরিপাক ও বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। একই বায়ু উভয়েরই মধ্যে বহমান হইয়া দেহকে সজীব রাখিয়াছেন। একই আকাশ উভয়ের কর্ণ দ্বারে শব্দ গ্রহণ করিতেছেন। একই চন্দ্রমাজ্যোতিঃ

উভয়ের মধ্যে সঙ্কল্প বিকল্প ও আত্মপর বোধরূপে রহিয়াছেন। একই সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ উভয়ের মস্তকে থাকিয়া সদসতের বিচার করিতেছেন এবং জীব জ্যোতিঃসূর্য্যনারায়ণ জ্যোতি এক হইয়া কারণরূপে স্থিতি করিতেছেন।

প্রত্যক্ষ দেখ, স্ত্রী-পুরুষের দেহ মাটিতে পুঁতিলে সমানরূপে মাটি হইতেছে। জলে দিলে গলিয়া সমান ভাবে জল হইতেছে, অগ্নি সংযোগে অগ্নিরূপ হইয়া নিরাকার হইতেছে। জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পরমাত্মার পৃথিবী প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষের হাড় মাংস প্রভৃতি রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সমুদয় গুলিকে কিম্বা কোন একটীকে কামিনী বলিয়া ত্যাগ করিলে পরমাত্মকে ত্যাগ করা হয়।

যদি প্রচলিত অর্থে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিলে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তাহা হইলে নপুংসক ভিখারী মাত্রেরই পরমাত্মা-প্রাপ্তি ঘটিত। সার কথা এই, বাহ্য পদার্থের উপর জীবের বন্ধন বা মুক্তি নির্ভর করে না, আসক্তি ও অনাসক্তির উপর নির্ভর করে।

যদি কৌপীন বা ভিক্ষাপাত্রের উপর তোমার আসক্তি জন্মায় তাহা হইলেও তুমি বদ্ধ। কিন্তু যে পুরুষ অনাসক্ত চিত্তে ত্রিভুবনের সমস্ত ভোগ্য ভোগ করেন তিনি যথার্থ পক্ষে মুক্ত। তিনি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড পাইলেও "আমি লব্ধ হইয়াছি" এরূপ মনে করেন না এবং সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ক্ষয় হইলেও "আমি ক্ষয় হইয়াছি" এরূপ ভাবেন না। তিনি জানেন যে, সর্ব্বকালে তিনি যাহা তাহাই আছেন। তাঁহার পক্ষে লাভালাভ কিছুই নাই। কেননা, কারণ সূক্ষ্ম স্থূলরূপে পরমাত্মাই পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। তবে ত্যাগ বা গ্রহণের দ্রব্য কি আছে? এরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তি, স্ত্রী হউন বা পুরুষ হউন, তিনি যথার্থ পক্ষে মুক্ত ও পরমাত্মার স্বরূপ। পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ভাবিয়া কোন পদার্থ পাইবার ইচ্ছাই বন্ধন এবং সমুদয় পদার্থ পরমাত্মার শক্তি অতএব পরমাত্মার রূপই—এইভাবে সমুদায় পদার্থ গ্রহণ করার নামই ত্যাগ। ত্যাগের উদয় হইলে সমুদায় পদার্থ ই পূর্ব্ববৎ থাকিয়া যায়। কেবল অন্তর হইতে আসক্তি ত্যাগ রূপ ভাবান্তর ঘটে মাত্র। কিন্তু এইরূপ ত্যাগ মনুষ্যের ইচ্ছাধীন নহে, পরমাত্মার আয়ত্তাধীন এবং এইরূপ ত্যাগের ইচ্ছা পরমাত্মা'র কৃপা জানিবে।

অতএব জীব মাত্রই ত্যাগ গ্রহণের যথার্থ ভাব বুঝিয়া পরমাত্মার শরণাপন্ন হও। তাহাতে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যথার্থ সমাজ।

মনুষ্যগণ, আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয় ও সর্ব্ব প্রকার স্বার্থ-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, সকল বিষয়ে সার ভাব গ্রহণ কর। তাহাতে সকলের মঙ্গল।

জগতে কেহই পরমেশ্বরের নিয়ম বা বিধি অনুসারে চলিতে চাহেন না। এক একটা কল্পিত সমাজ গড়িয়া নিজের সমাজ শ্রেষ্ঠ ও পরের সমাজ নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ করেন এবং এইরূপ পক্ষপাতের বশবর্ত্তী হইয়া অপর সকলকে নিজের সমাজভুক্ত করিতে যত্নশীল হয়েন। সকলেই বলেন যে, "আমার সমাজে আসিলে পবিত্র ও মুক্ত হইবে। নচেৎ পরিত্রাণ নাই।" পরমেশ্বরের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিলে কোন বাহাদুরী নাই। এজন্য কল্পিত সমাজ সম্প্রদায় গড়িয়া খ্যাতি, প্রভুত্ব ইত্যাদি লাভ করিতে সকলেরই চেষ্টা।

যদি কেহ বলেন যে, "জীব মাত্রকে এই পৃথিবীতে থাকিয়া ইহার দ্বারা, ঘর বাটী প্রস্তুত করিতে হইবে ও ইহা হইতে অন্ন উৎপন্ন করিয়া তদ্দারা শরীর রক্ষা করিতে হইবে—শূন্য আকাশ হইতে এ সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে না।" তাহাতে জ্ঞানহীন স্বার্থপর ব্যক্তি বলিবে যে, "ইহা ত স্বাভাবিক। এ কথা যেসে বলিতে পারে। এরূপ বলিলে বা স্বীকার করিলে আমার নিজের কি বিশেষ বলা হইল? ইহাতে আমার কোন প্রাধান্য বা বাহাদুরী নাই।" সেইরূপ যদি কেহ বলেন, ঈশ্বর গড্ আল্লাহ খোদা অর্থাৎ পর-মাত্মা সাকার নিরাকার, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডা-কারে স্বতঃপ্রকাশ। তাহাতে অজ্ঞানাভিমানী স্বার্থপরতা বশতঃ বলিবে, "ইহা অসম্ভব। সাকারকে লইয়া নিরাকার বা নিরাকারকে লইয়া সাকার কখনও পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না। সাকার ও নিরাকার পরস্পর

পৃথক। অথবা সাকার নিরাকার কিছুই নহে, যাহা কোন কালে হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই—সেই মিথ্যা বা শূন্যই পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান। এরূপ না বলিলে বাহাদুরী কি? যাহা স্বাভাবিক বা সকলে যাহা স্বীকার করিবে তাহা প্রতিপন্ন করিলে নিজের ত কোন প্রাধান্য থাকে না।" এই রূপ অভিমান জনিত দুষ্ট বুদ্ধির ফলে সমাজ, সম্প্রদায় ও মতামতের বাহুল্য এবং তাহা হইতে জগতের অমঙ্গল। অতএব হে সম্প্রদায় ও সমাজ অভিমানী মনুষ্যগণ, তোমরা বিচার করিয়া দেখ যে, সে বস্তু কি যাহাতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ঘটে আর শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্ব গুণ কি ও কাহাতে বর্ত্তায় এবং কাহার আয়ত্তাধীন।

স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেরই ইন্দ্রিয়াদি সংযুক্ত স্থূল সূক্ষ্ম শরীর পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবান হইতে গঠিত হইয়া সমান ভাবে রহিয়াছে। সমস্ত দেহই ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট হাড় মাংসের পুত্তলি এবং সকলেরই মধ্যে পরমাত্মার অংশ জীবাত্মা রহিয়াছেন। জল ছিটাইয়া ও ত্বকচ্ছেদ করিয়া হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান হয়। কিন্তু বাপ্তিসম্ ও সুন্নতে শরীরের মধ্যে কোন্ গুণের পরিবর্ত্তন ঘটে? হিন্দুধর্ম্মে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়াদি ছিল, মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান নাম স্বীকার করাতেও তাহা যেমন তেমনি থাকে। স্থূল শরীরের কাল হইতে লাল বা অন্য কোন প্রকার বর্ণ পরিবর্ত্তন হয় না। ইন্দ্রিয়াদির যাহার যে গুণ ছিল, তাহাই থাকিয়া যায়। চক্ষুর দ্বারাই দেখে, কর্ণের দ্বারাই শুনে, অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হয় না। চেতন জীবাত্মাও পূর্ব্বের ন্যায় সুখ দুঃখাদি অনুভব করিতে থাকেন, কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। এখন বুঝিয়া দেখ, কোন্ বস্তুটি হিন্দু ছিল যে তাহা বাহির করিয়া ফেলিয়া কি বস্তু খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান যাহা খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান আপন শরীর হইতে ধর্ম্মান্তরগ্রাহী হিন্দুর দেহে স্থাপিত করেন। তাঁহারা কি আপন আপন শরীর হইতে নূতন হাড় মাংস বা দশ ইন্দ্রিয় বা নূতন জীবাত্মা হিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া তাহাকে খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমনান করেন?

জলের ছিটায় বা ত্বকচ্ছেদের দ্বারা বালকের গুণ যুবা বা বৃদ্ধে আসে না ও যুবার গুণ বালক বৃদ্ধে বর্ত্তায় না এবং বৃদ্ধের গুণও যুবা বা বালককে

আশ্রয় করে না। যে অবস্থার যে গুণ পরমাত্মা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন মনুষ্যে তাহার কোন প্রকারে অন্যথা ঘটাইতে পারে না।

যদি বল, নিকৃষ্ট গুণ লয় করিয়া ও উত্তম গুণের সংস্কার লইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ হয় তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে যে, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট গুণ কাহার আয়ত্তাধীন। নিজের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখ যে, তোমাদের মন ও ইন্দ্রিয়াদির নিম্ন বা ঊর্দ্ধগতি তোমরা ইচ্ছানুসারে পরিবর্ত্তন করিতে পার না। তবে অপরের গুণের ব্যতিক্রম কিরূপে ঘটাইবে? জগতে পরমেশ্বরের যেরূপ নিয়ম আছে, যথার্থপক্ষে কেহ তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা অন্যথা করিবার চেষ্টা করে তাহাদিগের নানা কষ্ট ভোগ হয় মাত্র। দিবসে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রকাশ গুণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের রূপ দেখিতে পাও এবং রাত্রে ঐ গুণের সঙ্কোচবশতঃ সকলেরই চক্ষে অন্ধকার ভাসে। তোমরা সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহার বিপরীত করিতে পারিবে না। যদি এ বিষয়ে তোমাদের সামর্থ্য থাকিত তাহা হইলে তোমরা ইচ্ছামত ক্ষুধা পিপাসা, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতির উদয় ও লয় করিতে পারিতে। পরমেশ্বর সমুদয় মনুষ্যকে এক সাধারণভাবে গড়িয়াছেন। সকল মনুষ্যই এক সমাজভুক্ত। পশু, পক্ষী, সরীসৃপের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ। যদি অন্যকে নিজের সমাজভুক্ত করিবার শক্তি তোমাদিগের থাকে, তাহা হইলে তোমরা গোক্ষুরা কেউটিয়া প্রভৃতি বিষাক্ত সর্প ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুকে নিজের সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কর না কেন? তোমাদের কল্পিত হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান সমাজ যদি যথার্থ অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইত তাহা হইলে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের শরীর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গড়িতেন। এমন কোন চিহ্ন রাখিয়া দিতেন যাহাতে স্বভাবতঃ সম্প্রদায়ের ভেদ থাকিত। কষ্ট করিয়া কাহাকেও কোন সমাজে রাখিতে বা প্রবিষ্ট করাইতে হইত না।

গুণের নিকৃষ্টতা ও উৎকৃষ্টতা কিসে হয়? বাহ্য পদার্থে আকৃষ্ট হইয়া বাহিরের দিকে বহু ধারায় গুণের প্রকাশ হইলে তাহাকে প্রবৃত্তি বা নিকৃষ্ট গুণ বলা হয়। আর সেই গুণই সঙ্কুচিত হইয়া অন্তরদিকে এক ধারায় বহমান হইলে নিবৃত্তি বা উৎকৃষ্ট গুণ বলে। ইহা ছাড়া গুণের

ভাল মন্দ নাই। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মনুষ্যের আয়ত্তাধীন নহে, সমস্তই পরমাত্মার হাত। তাঁহার শরণাগত হইয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে তিনি নিজগুণে গুণ প্রবাহের নিবৃত্তি করিয়া সৎপথে লইয়া যাইবেন এবং জ্ঞানের দ্বারা মন পবিত্র করিয়া জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন। কাহারও সহিত কাহার বিরোধ থাকিবে না।

যদি বল আহারের ভেদে সম্প্রদায়ের বিভেদ হয় তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ যে, শরীরকে নীরোগ ও প্রকৃতিস্থ রাখা আহারের একমাত্র প্রয়োজন। মনুষ্য প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যে কোন লোকের দ্বারা প্রস্তুত মনুষ্যের আহারীয় যে কোন দ্রব্য ভক্ষণ করুক তাহাতে কোনও দোষ হয় না। যেমন অগ্নি পবিত্র অপবিত্র বিষ্ঠা চন্দনাদি সর্ব্বপ্রকার স্থূল পদার্থ ভস্মসাৎ করেন তথাপি নিজে যেমন পবিত্র তেমনই থাকেন। জীবাত্মার সম্বন্ধেও ঐরূপ। জীবাত্মা যদি আদিতে অপবিত্র থাকিতেন তাহা হইলে এখনও অপবিত্র আছেন ও পরেও থাকিবেন। জীবাত্মা ভাত খাইলে ভাত, রুটী খাইলে রুটী ও গরু শূকর খাইলে গরু শূকর হন না। জীবাত্মা নিত্যকাল যাহা তাহাই থাকেন। ভোগ্য পদার্থের সংস্পর্শে জীবাত্মার কোন বিকার ঘটে না।

সমুদ্র পার হইয়া দেশ বিদেশে যাইলে জীবাত্মার বা স্থূল শরীর ইন্দ্রিয়াদির কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রকাশ শক্তি বিষ্ঠা চন্দন প্রভৃতি সর্ব্বত্র আছেন ও উত্তম অধম সকল পদার্থের রস আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কি আসে যায়? নর্দ্দামায় ও বিষ্ঠায় তাঁহার প্রকাশ কোটী যুগ থাকিলেও তাঁহার পবিত্রতার কিছুমাত্রও হানি হয় না। বরঞ্চ সর্ব্বকালে অপবিত্রকে পবিত্র করিতে পারেন।

অতএব মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, হিন্দু বা আর্য্য ও মনুষ্যমাত্রেরই বিচারপূর্ব্বক উত্তমরূপে বুঝিয়া পরমেশ্বরের নিয়ম পালন করা উচিৎ। তিনি যাহাকে যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়াছেন তাহাই থাকিবে এবং যেরূপ আহার ব্যবহারে সকলে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে তাহাই তাঁহার নিয়ম। স্থান বা ব্যক্তি বিশেষে প্রকাশ বা অপ্রকাশ থাকিতে তাঁহার ইচ্ছানিচ্ছা নাই। তনি সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রকাশমান। তাঁহার প্রিয় জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ এইরূপ সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া জীবমাত্রকে আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া

সৎপথে লইয়া যান। পুরাকালে মনুষ্যের মধ্যে আর্য্যগণ শ্রেষ্ঠ গুণ দ্বারা নিজে চলিতেন ও অপরকে চালাইতেন। মনুষ্য বা ইতর জীব কূপে বা কৰ্দ্দমে পড়িলে তাহাদিগকে আপন আত্মা জানিয়া পরিশ্রম দ্বারা উদ্ধার করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে রাখিতেন। এখনকার লোক উদ্ধার না করিয়া বিপন্ন জীবের উপর কৰ্দ্দম ও ইষ্টক বর্ষণ করেন। চেষ্টা যাহাতে আরও বিপন্ন হয়। সত্যনিষ্ঠা ও সদ্‌গুণের অভাবে এ প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

সমাজের নেতৃগণ আরও বুঝিয়া দেখুন যে, তাহাদের সমাজভুক্ত কোন লোক যদি কোন কারণ বশতঃ সামাজিক নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য করে তাহাকে শাস্তি দিতে সকলে তীক্ষ্ণভাবে সর্ব্বদা উদ্যোগী রহিয়াছেন। কিন্তু সমাজের মধ্যে লোকে ঘরে ঘরে যে কত দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে তাহার কি কোন খবর তাঁহারা রাখেন বা সেই দুঃখ যন্ত্রণা মোচনের জন্য কোন চেষ্টা করেন? পরমেশ্বর কি তাঁহাদিগকে কেবল শাস্তি দিবার শক্তি দিয়াছেন, শান্তি দিবার ক্ষমতা দেন নাই?

হে মনুষ্যগণ, তোমরা সমগ্র মনুষ্যজাতিকে পরমেশ্বরের কৃত এক বিপুল সমাজ ও সম্প্রদায় জানিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টি কর এবং হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি কল্পিত সমাজ সম্প্রদায়ের অভিমান ত্যাগ কর। সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া সৎস্বরূপ পরমাত্মার শরণাপন্ন হও ও বিচার পূর্ব্বক তাঁহার অনুগত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা পালন কর। তাহাতে জীব মাত্র পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারিবে। যেমন এক বৃক্ষের একটী পাতারও নিন্দা করিলে সমগ্র বৃক্ষের নিন্দা করা হয় সেইরূপ কোন এক সমাজ বা ব্যক্তির নিন্দা করিলে পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাট পুরুষের নিন্দা করা হয়। এবং পরমাত্মার নিন্দায় ধ্রুব অধঃপতন। অতএব অপরের সৎগুণ দ্বারা আপনার নীচ গুণ সংশোধন পূর্ব্বক এই সকল কথার সারভাব বুঝিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সম্পন্ন কর। এখন পর্য্যন্ত মনুষ্যের কিছুই নষ্ট হয় নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

ভোজনে বিধি নিষেধ।

ঈশ্বরের এমন নিয়ম নাই এবং জ্ঞানবান ব্যক্তিরাও এমন বলেন না যে, কাহার হাতে খাইতে হয় কাহার হাতে খাইতে নাই। যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠ, যাহার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন পবিত্র, যে নীরোগী ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখে—এরূপ ব্যক্তি, স্ত্রী বা পুরুষ হউক, তাহার হাতে আহার করিলে স্থূল শরীরের কোন বিকৃতি হয় না। তাহার জাতি কুল ও পাণ্ডিত্য বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আর যে ব্যক্তি পরমাত্মা হইতে বিমুখ, যাহার শরীরাদি অপবিত্র বা কুষ্ঠাদি ব্যাধিগ্রস্থ ও যে ব্যবহার্য্য সামগ্রী সর্ব্বদা অপরিষ্কার রাখে সে ব্যক্তি, জাতি কুলে সম্ভ্রান্ত হইলেও, তাহার হাতে আহারে স্থূল শরীরের অপকার ও মনের মালিন্য ঘটিবে।

মনুষ্য রুচি অনুসারে যাহার যে ভোজ্য জুটিয়া যায় তাহা খাইয়া প্রাণ রক্ষা করিবে। দেখিবে যাহাতে স্থূল শরীর সুস্থ থাকে ও মনের বিক্ষেপ না হয়। যাহা আহার করিলে শরীরে ব্যাধি ও মনে বিক্ষেপ জন্মায় তাহা বিচার পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে।

দিবা বা রাত্রে যখন যাহার ঈশ্বরের নিয়মানুসারে ক্ষুধা পিপাসার উদ্রেক হয় তৎক্ষণাৎ পরমাত্মার নাম লইয়া পান ভোজন করিবে। বলিবে, "হে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, আপনি এই সকল ভোজ্য ও পেয় পান আহার করুন।" এবং এই ভাব অন্তরে রাখিবে। তাঁহার নাম লইয়া তোমরা জীব মাত্র চেতন আহার করিলে বা অগ্নিব্রহ্মে আহুতি দিলে সমস্ত দেব দেবী অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের ভোগ ও পূজা হয়। ইহা ব্যতীত অন্য কোন আড়ম্বরের বা নানা মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভোগ দিবার প্রয়োজন নাই। দিলে নিষ্ফল। প্রত্যক্ষ দেখ, দেবতার নামে সমস্ত শাস্ত্রের শ্লোক পড়িয়া এক তোলা বা কোটী মণ নৈবেদ্য দাও তাহা যেমন তেমনি থাকিবে—কেহই আহার করিবে না।

কাহার সহিত পান ভোজন করিবে তাহাতে কোন বিধি নিষেধ নাই। এ বিষয়ে যাহার যেরূপ রুচি তিনি সেইরূপ করিবেন। কিন্তু জীব মাত্রই

যে আপনার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ এ জ্ঞান উপার্জ্জন করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যাহার সহিত রুচি না হইবে তাহার সহিত আহার না করিতে পার কিন্তু কাহাকেও পর মনে করিও না। একই চেতন সর্ব্ব দেহে থাকিয়া সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছেন। ইহাতে কোন সংশয় করিও না। কাহারও স্পৃষ্ট অন্ন জল পান ভোজনে যদি জাতি যাইত তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ, ফলমূল ডালরুটী প্রভৃতি কত জাতীয় আহার প্রত্যহ তোমাদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে। তাহাতে কি তোমাদের জাতি যাইতেছে কিম্বা অন্য কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে? তোমার পান ভোজনের সামগ্রী অন্যে স্পর্শ করিলে যে জাতি চলিয়া যাইবার আশঙ্কা কর তাহা কি বস্তু—সত্য, না, মিথ্যা? যদি মিথ্যা হয় তবে সকলেরই নিকট মিথ্যা। কোন প্রকারই মিথ্যা ভিন্ন সত্য হইবে না। তবে সে মিথ্যা জাতি যাইবার জন্য ভয় কর কেন? জাতি যদি সত্য হয় তাহা হইলে সর্ব্বকালে সকলের নিকট সত্য থাকিবে। সত্য কখন মিথ্যা হইতে পারে না। একই সত্য কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া নিত্য স্বতঃপ্রকাশ। সত্যের রূপান্তর ঘটে মাত্র এবং তাহাতেই বৈচিত্র্য উৎপন্ন হইয়া লক্ষিত হয় ও পুনর্ব্বার কারণ স্বরূপ সত্যেই সমস্ত বৈচিত্র্যের লয় হয়। অতএব তোমরা সংশয় শূন্য হইয়া ধারণা কর যে, যেমন অগ্নি বিষ্ঠা চন্দনাদি তাবৎ পদার্থ আপনরূপ করিয়া ভস্মীভূত করেন ও তথাপি যে পবিত্র সেই পবিত্রই থাকেন সেইরূপ জীবাত্মা ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ ভোজ্য ভোজন করিয়াও জীব যে পবিত্র পরমাত্মার স্বরূপ সর্ব্বকালে তাহাই থাকেন। কোন প্রকারে বিকৃত হন না। ইহা ধ্রুব সত্য।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কলিযুগে যজ্ঞাহুতি।

কোন কোন আত্মতত্ত্ব বোধ শূন্য অজ্ঞানাবস্থাপন্ন ব্যক্তি বলেন যে, কলিযুগে যজ্ঞাহুতি নিষিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিৎ যে, পরমেশ্বরের নিয়ম সর্ব্বকালে একই রূপ থাকে, তাহার

কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না। যে পদার্থের দ্বারা যে কার্য্য আদিতে হইত তাহার দ্বারা সেই কার্য্য এখনও হইতেছে এবং পরেও হইবে। যাহা মনুষ্যের কল্পিত অতএব মিথ্যা তাহা কাল ও অবস্থানুসারে মনুষ্যে গড়ে ও ভাঙ্গে। যথা—তীর্থ, ব্রত, গির্জ্জাঘর, মস্‌জিদ, ঠাকুরবাটী, প্রতিমা ইত্যাদি। তাহার গঠনে বা বিনাশে কোন হানি লাভ নাই। কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়মের কেহ কখন অন্যথা করিতে পারে না। অন্যথা করিবার চেষ্টা করিলে কেবল কষ্ট ভোগ হয় মাত্র। তিনিই প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছা করিলে যে গুণ বা শক্তি বিস্তারিত করিয়াছেন তাহা সঙ্কুচিত করিতে পারেন।

তিনি মনুষ্যের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির যাহাতে যেরূপ গুণ ও ক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সেইরূপ ঘটে—তাহার কেহই কোন ব্যতিক্রম করিতে পারে না। যেমন চক্ষুর দ্বারা দেখিতে হয়, কর্ণের দ্বারা হয় না ইত্যাদি। বিরাটপুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা হইতে চরাচর স্ত্রীপুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়াছে। তাঁহার যে অঙ্গের দ্বারা যে কার্য্য হয় তাহা সর্ব্বকালেই হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। তাঁহার চরণ পৃথিবী হইতে অন্নাদির উৎপত্তি ও তাঁহার নাড়ী জল দ্বারা পিপাসা নিবৃত্তি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। তাঁহার মুখ অগ্নির দ্বারা যাবতীয় স্থূল পদার্থ ভস্ম, আলোক এবং ক্ষুধা, পরিপাক ও বাক্য স্ফূরণ প্রভৃতি কার্য্য অনাদি কাল হইয়া আসিতেছে এবং পরেও হইবে। তাঁহার প্রাণ বায়ু দ্বারা সমুদয় জীবের শ্বাস প্রবাহ ও স্পর্শক্রিয়া হইতেছে ও হইবে। তাঁহার মস্তক আকাশ দ্বারা সমস্ত জীব কর্ণদ্বারে শব্দ গ্রহণ করিতেছে ও করিবে। তাঁহার মন চন্দ্রমা জ্যোতিঃ দ্বারা সমস্ত জীব আত্মপর জ্ঞান ও সঙ্কল্প বিকল্প করিতেছে ও করিবে। তাঁহার জ্ঞাননেত্র জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ জীব মাত্রের মস্তকে সৎ অসতের বিচার করিয়া জ্ঞানরূপে জীবাত্মা পরমাত্মার অভিন্ন ভাব প্রকাশ, নাসিকা-দ্বারে বায়ুরূপে শ্বাস প্রশ্বাস সহ গন্ধ গ্রহণ, জিহ্বাদ্বারে অগ্নিরূপে রসা-স্বাদন, কর্ণদ্বারে আকাশরূপে শব্দ শ্রবণ, নেত্রদ্বারে প্রকাশরূপে রূপ দর্শন করিতেছেন ও করিবেন। সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে এইরূপ ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে। কোন কালে কোন স্থানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

এই বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ যতক্ষণ চরাচরের মধ্যে তেজোরূপে বিরাজমান থাকেন ততক্ষণ জগতের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইনি তেজোরূপ পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ভাব ধারণ করিলে জগতের সমস্ত কার্য্য বন্ধ হইয়া নিরাকার নির্গুণ নিষ্ক্রিয় কারণ স্বরূপে স্থিতি হয়। যতক্ষণ ইনি জীবদেহের মস্তকে তেজোরূপে নেত্রদ্বারে বর্ত্তমান থাকেন ততক্ষণ জীবাত্মা চেতনভাবে দেহের সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করেন। সেই তেজ সঙ্কুচিত হইলে জীবাত্মা নাম রূপ রহিত নির্গুণ কারণ স্বরূপে স্থিত হন এবং সুষুপ্তির উদয় হয়। এই তেজ জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহেন, কেবল নামান্তর মাত্র। অজ্ঞান অবস্থায় এই তেজকে লোকে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন ঈশ্বর বলিয়া থাকে এবং জীবাত্মাকেও ইহাঁ হইতে ভিন্ন বলে। কিন্তু জ্ঞান হইলে বস্তু ও তেজ, জীবাত্মা ও ঈশ্বর একই অভিন্নভাবে ভাসেন।

এইরূপ সকল বিষয়ে বিচার করিলে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিবে যে, যে উপায়ের দ্বারা যে কার্য্য সিদ্ধ হয় তাহা সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে সমান থাকে, কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যজ্ঞাহুতি জীবের পালন জন্য এবং জীবের পালন সকল যুগেই প্রয়োজন। যদি কলিযুগে জীবের পালনের প্রয়োজন না থাকে তবে যজ্ঞাহুতিরও প্রয়োজন নাই। অগ্নির কার্য্য যে জীবের ক্ষুধা পিপাসা, তাহা অনাদিকাল ঘটিয়া আসিতেছে ও পরেও ঘটিবে। যুগ ও কাল অনুসারে তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সর্ব্ব জীবের ক্ষুধা পিপাসার যাহাতে সুখে নিবারণ হয় তাহারই জন্য যজ্ঞাহুতি। অতএব এ অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বিচার পূর্ব্বক করিতে হইবে।

যজ্ঞাহুতি কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিবার যথার্থ অর্থ এই যে, বহু আড়ম্বরযুক্ত অশ্বমেধ প্রভৃতি কার্য্য নিষ্প্রয়োজন বলিয়া নিষিদ্ধ। নতুবা সর্ব্বলোক হিতকর যজ্ঞাহুতির কোন কালেই নিষেধ নাই। বরঞ্চ শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে সর্ব্ব লোকেরই অবশ্য অনুষ্ঠান যোগ্য।

মূল কথা এই যে, যাহার দ্বারা যে কার্য্য হয় তাহার দ্বারা সেই কার্য্য জ্ঞানী পুরুষ বিচার পূর্ব্বক সম্পন্ন করেন এবং সকলেরই সেইরূপ কার্য্য করা উচিৎ। জ্ঞানী পুরুষ মান্যকে পশ্চাৎ ও অপমানকে সন্মুখে রাখিয়া কার্য্য

উদ্ধার করেন। কার্য্য উদ্ধার না করার নাম মূর্খতা। পদার্থের ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট বলাবলের বিচার না করিয়া অজ্ঞানান্ধ লোকে বলে, এখন বহু সংখ্যক কল কারখানা থাকায় যজ্ঞাহুতি করিবার প্রয়োজন নাই। যখন বহু পরিমাণ আহুতি নিত্য অগ্নিতে পড়িতেছে, তখন আর বিশেষ করিয়া যজ্ঞাহুতির প্রয়োজন কি? কিন্তু বুঝিয়া দেখ, অগ্নিতে বিষ্ঠা ও চন্দন উভয়ই আহুতি দেওয়া সম্ভব হইলেও কি বিষ্ঠার দুর্গন্ধ ও চন্দনের সুগন্ধ তোমার পক্ষে একই রূপ উপাদেয়? এইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে বিচার করিলে দেখিবে যে, পাথুরিয়া কয়লা, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি পদার্থ অগ্নিসংযুক্ত করিলে রোগ কষ্ট প্রভৃতি কুফল ও চন্দন ঘৃতাদি আহুতি দিলে নীরোগিতা প্রভৃতি সুফল লাভ হয়। প্রত্যক্ষ দেখ, যে ক্ষেত্রে ধান্য চাষ করিলে ধান্য উৎপন্ন হয় সেই ক্ষেত্রেই কাঁটা রোপণ করিলে কাঁটাই প্রচুর জন্মে। যেরূপ বীজ সেইরূপ ফল। অতএব তোমরা একবার জ্ঞাননেত্র মেলিয়া দেখ। পরমেশ্বর যে পদার্থের দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদনের নিয়ম স্থাপনা করিয়াছেন কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। তোমরা সেই নিয়ম অনুসারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মঙ্গলকারী অগ্নি।

শরীর ও মনের সুস্থতা সকলেই প্রার্থনা করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য লাভের পরমাত্মা নির্দ্দিষ্ট উপায় যে কি তাহা অনেকেই জানেন না কিম্বা জানিয়াও অবহেলা করেন। সর্ব্ব প্রকার স্বাস্থ্যের মূল পরিষ্কার থাকা। শুদ্ধি অশুদ্ধি—শুচি অশুচি এবং পরিষ্কার থাকা এক নহে। পরিষ্কার থাকা যথার্থতঃ মলের বর্জ্জন। ইহা ঈশ্বরের নিয়মানুগত, স্বাভাবিক, শুদ্ধি অশুদ্ধি লোকাচার সম্মত, মনুষ্যের কল্পিত।

মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ ও সঞ্চিত সংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধীর ও গম্ভীর ভাবে বিচার করিলে দেখিবে প্লেগ প্রভৃতি উৎকট

ব্যাধি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেরূপ প্রবল ইংরেজের মধ্যে তত নয়। ইহার কারণ কি? ঈশ্বরের নিয়মানুসারে সর্ব্ব বিষয়ে পরিষ্কার থাকে বলিয়া ইংরেজ দীর্ঘায়ু ও সুস্থশরীর। হিন্দু মুসলমানের নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে শুদ্ধি অশুদ্ধির উপর দৃষ্টি। ইংরেজ শরীর বস্ত্র ঘর ব্যবহার সামগ্রী যথার্থপক্ষে সর্ব্বদা নির্ম্মল রাখিতে যত্নশীল। কিন্তু ইংরেজেরও জ্ঞান এ বিষয়ে অখণ্ডিত নহে। সহস্র চেষ্টা করিয়াও অদ্যাবধি ইংরেজ প্লেগ নিবারণে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। গত কয়েক বৎসরের ঘটনায় বোধ হয় যে, ইংরেজের চেষ্টায় প্লেগের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় নাই। তথাপি বলিতে হইবে যে, যথার্থ পক্ষে পরিষ্কার থাকাই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনের আকর। পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি নির্ম্মল থাকিলে রোগ হয় না ও মনুষ্য পবিত্র হইয়া ঈশ্বরের কৃপায় ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারে।

যথার্থ পক্ষে অগ্নির স্বভাব না বুঝিলে জগৎ বা আপনাকে পরিষ্কার রাখা যায় না। পূর্ণ পরব্রহ্মই অগ্নিরূপ। যাঁহাতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয় তিনিই অগ্নি। কারণ সূক্ষ্ম স্থূলরূপে অগ্নি সর্ব্বত্র বিরাজমান ও সর্ব্ব কার্য্যের কর্ত্তা। সূক্ষ্ম অগ্নি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ তারকা ও বিদ্যুৎরূপে ও অদৃশ্য তেজোরূপে সর্ব্ব পদার্থে রহিয়াছেন। কাষ্ঠে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে বা দেসলাই জ্বালাইলে বা লৌহের দ্বারা পাথরে আঘাত করিলে সেই অগ্নি ভৌতিক অগ্নিরূপে প্রকাশমান হন। অগ্নি সূর্য্যনারায়ণরূপে পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করেন এবং চন্দ্রমারূপে শীতল শক্তি দ্বারা মেঘ বৃষ্টি ও শিশির উৎপন্ন করেন। বিদ্যুৎরূপে মেঘে সঞ্চারিত হইয়া তিনি সমুদ্রের লবণাক্ত বাষ্প, পাথুরিয়া কয়লা ও কেরাসিন তৈলের ধূম এবং অগ্নিদগ্ধ মৃত দেহ ও বিষ্ঠাদির বিষময় বায়ুকে নির্ম্মল দোষবিহীন করিয়া জীবনের আশ্রয় বৃষ্টি ও শিশির বর্ষণ করেন। যতক্ষণ মেঘে অণুমাত্র দুষ্ট পদার্থ থাকে ততক্ষণ এক বিন্দুও জল ছাড়েন না। বিদ্যুতগ্নি নিষ্ক্রিয় হইলে বিষাক্ত জলের দোষে জীব মাত্রই নানা প্রকারে পীড়িত হইবে। অগ্নি, তারকা রাশি ও তোমরা জীব মাত্রই সেই অগ্নি। সেই একই অগ্নি বাহিরে মারাত্মক গোলাগুলি বহন করিতেছেন ও ঘরে

ঘরে অন্ন প্রস্তুত করিতেছেন। চন্দ্রমারূপে মৃদু শক্তি সহযোগে তিনি তোমাদের শরীরে অন্ন পরিপাক করিতেছেন ও বাম নাসায় প্রাণবায়ু চালাইতেছেন এবং সূর্য্যনারায়ণরূপে মস্তকে থাকিয়া সত্যাসত্যের বিচার ও দক্ষিণ নাসায় প্রাণবায়ুর সঞ্চার করিতেছেন। অগ্নি তোমার জীবন এবং বাহিরে অগ্নি তোমাকে উত্তাপ দিতেছেন। যতক্ষণ অগ্নি তোমার চক্ষে ও মস্তকে তেজোরূপে রহিয়াছেন ততক্ষণ তুমি চেতনভাবে কার্য্য করিতেছ। সেই তেজ সঙ্কুচিত হইলে তুমি নিদ্রায় অচেতন হও। অগ্নি জগতের সমস্ত কার্য্য করিতেছেন এবং অগ্নি জ্ঞান দিয়া তোমাকে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিতেছেন। পরব্রহ্মই অগ্নি, অগ্নিই পরব্রহ্ম—ইহা জানিয়া কোন মন্দ পদার্থ অগ্নি সংযুক্ত করিবে না। ঐরূপ পদার্থ পৃথিবীর উপরে পচিতে না দিয়া পুতিয়া ফেলিবে।

এদেশে পুরাকালে ঋষি মুনিদিগের দৃষ্টান্ত ও উপদেশে রাজা প্রজা প্রভৃতি সকলেই দুই সন্ধ্যা সুগন্ধ, সুস্বাদু পদার্থ অগ্নিতে আহুতি দিতেন। তাহার ফলে সুবৃষ্টি হইয়া প্রচুর পরিমাণে সাত্ত্বিক অন্ন উৎপন্ন হইত। সেই অন্ন ভক্ষণে জীব সুস্থশরীর ও দীর্ঘায়ু হইত; বিশুদ্ধ বায়ু ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু নিবারণ করিত। এখন সেই প্রথা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দুর্ভিক্ষ ব্যাধি ও কষ্টকর মৃত্যু দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইংরেজ রাজা তাহার প্রতিকার করিতে অক্ষম। কেননা ইংরেজ জানেন বটে যে, অগ্নি পরিষ্কারক। কিন্তু শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক পরমাত্মা জ্ঞানে অগ্নিতে সুস্বাদু ও সুগন্ধ পদার্থ আহুতি দিলেই যে জীবের মঙ্গল ইহা তিনি জানেন না। পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ মৃত সৎকারের সময় ঘৃত চন্দনাদি উত্তম পদার্থ অগ্নিতে দিতেন। তাহাতে পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নির বিশুদ্ধতায় জীব সুখে থাকিত। বর্ত্তমান কালে হিন্দুরা পূর্ব্বপুরুষের অভিমান করেন বটে কিন্তু লোকালয়ে শব দাহ করেন এবং ঘৃত চন্দনাদির খরচ বাঁচাইয়া মৃত ও জীবিতের উপকার শূন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া বহু ব্যয়ে সম্পন্ন করেন। এদিকে পাথুরিয়া কয়লা, কেরাসিন তৈল, বিষ্ঠা প্রভৃতি অগ্নি সংযোগে বিষময় বাষ্প উৎপন্ন করিয়া অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, শস্যহানি প্রভৃতি অমঙ্গল ও রোগ মৃত্যুর উপদ্রব বৃদ্ধি করিতেছে। বিষ্ঠাদির সারে যে সকল শস্য ফলাদি উৎপন্ন হয় তাহা পুষ্ট ও সুদৃশ্য হইলেও বিষাক্ত। এজন্য বিষ্ঠা ও গলিত জীবদেহ

সংযুক্ত মৃত্তিকা হইতে পাঁচ বৎসর অন্ততঃ এক বৎসর কাল কোন প্রকার আহারীয় সামগ্রী উৎপন্ন করিবে না। তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট জানিবে। এই সকল কথা শান্তচিত্তে ধারণ পূর্ব্বক সুখে ব্যবহার ও পরমার্থ সিদ্ধি করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে কালযাপন কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ওঁকারের অধিকারী।

হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, ওঁকার মন্ত্র জপ করিতে সকলের অধিকার নাই। যে জীবের সম্বন্ধে সামাজিক সংস্কার অনুসারে স্ত্রী বা শূদ্র নাম কল্পিত হইয়াছে ওঁকার উচ্চারণ করিলে তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট—এইরূপ বিশ্বাস অনেকের মনে বদ্ধমূল। ইহার ফলে নানা কষ্ট ও অশান্তি ক্লেশ ঘটিতেছে। অতএব বিচার পূর্ব্বক দেখ যে, একই স্বতঃপ্রকাশ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিত্য বিরাজমান। ইহাঁরই দেশ কাল ও ভাষা ভেদে নানা নাম বা মন্ত্র কল্পিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটী নাম বা মন্ত্র ওঁকার। যেমন তোমাদের মধ্যে কাহারও নাম হরি, যদু বা রাম তেমনি জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষের নাম ওঁকার। যাঁহার নাম ওঁকার তাঁহা হইতে সমুদয় চরাচরের উৎপত্তি হইয়া তাঁহাতেই তাহার লয় ও পুনরুদয় ঘটিতেছে অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃ জীবের জন্ম মৃত্যু বোধ হইতেছে। সমস্ত জীবই ওঁকারের রূপ স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্র আপনার বা বিরাট পুরুষ মাতা পিতার নাম যে ওঁকার তাহা উচ্চারণ করে বা না করে তাহাতে স্বরূপতঃ জীবের কি আসে যায়? যেমন হরি যদু বা রামের সহিত যে প্রয়োজন তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য সেই সেই নাম ধরিয়া ডাকিতে হয় তেমনই ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য সিদ্ধির জন্য ওঁকার নাম ধরিয়া পূর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতাকে ডাকিতে হয়। যখন তিনি দয়া করিয়া জ্ঞান দিবেন তখন তুমি দেখিবে যে তোমারই নাম ওঁকার। এই ওঁকার বিরাট পুরুষ অ, উ, ম, অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ বা অগ্নি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ এক ওঁকার হইতে এই তিন এবং এই তিনই এক ওঁকার

এই এক ওঁকার বিরাট পুরুষ দৃশ্যমান সাত অঙ্গ ধাতু বা তত্ত্ব লইয়া এক। এই ভাবে তাঁহার নাম সপ্ত ব্যাহৃতি বলিয়া শাস্ত্রে কল্পিত। যথা—ওঁ ভূঃ, অর্থাৎ পৃথিবী, ওঁ ভুবঃ অর্থাৎ জল, ওঁ স্বঃ অর্থাৎ অগ্নি, ওঁ মহঃ অর্থাৎ বায়ু, ওঁ জনঃ অর্থাৎ আকাশ, ওঁ তপঃ অর্থাৎ চন্দ্রমা, ওঁ সত্যং অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ। এই সপ্ত ব্যাহৃতিকেই শাস্ত্রে দেবতা বলে। এতদ্ভিন্ন দেবতা হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই।

শাস্ত্রে বলে, তোমার দেহেই সমস্ত দেবতা রহিয়াছেন। এক এক ইন্দ্রিয়ের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা তত্ত্ব কল্পিত হইয়াছেন। যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি তাহাই তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মল নিঃসারক ইন্দ্রিয়ের পৃথিবী তত্ত্ব বা দেবতা। মূত্র নিঃসারক ইন্দ্রিয়ের জল তত্ত্ব বা দেবতা। অন্ন পরিপাচক ইন্দ্রিয়ের অগ্নি তত্ত্ব বা দেবতা। শ্বাসবাহী ইন্দ্রিয়ের বায়ু তত্ত্ব বা দেবতা। শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের আকাশ তত্ত্ব বা দেবতা। মনের চন্দ্রমা তত্ত্ব বা দেবতা। জীববুদ্ধি বা জ্ঞানের অর্থাৎ অন্তর ও বহির্দৃষ্টির অথবা জ্ঞাননেত্রের তত্ত্ব বা দেবতা সূর্য্যনারায়ণ। এই সকল তত্ত্ব বা দেবতা সূক্ষ্মতার পরিমাণ অনুসারে দেহের নিম্ন স্থান হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে রহিয়াছেন—ইহারই নাম ষট্‌চক্র, যাহাকে জ্ঞানের দ্বারা ভেদ করিলে অর্থাৎ যথার্থরূপে চিনিলে অখণ্ড জ্যোতীরূপে সহস্রসার পদ্মে জীব আপনাকে ও পরমাত্মাকে অভেদে চিনিয়া কারণে স্থিত হন। যাহা ভিতরে তাহাই বাহিরে। ভিতর বাহিরকে লইয়া একই ওঁকার সাকার নিরাকার পরমাত্মা বিরাট পুরুষ অসীম অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে নিত্য বিরাজমান। ইহাঁকে ত্যাগ করিয়া পবিত্র অপবিত্র, উত্তমাধম কোন জীবই ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না এবং কোন জীবকে ক্ষণমাত্র ত্যাগ করিয়া ইনি নাই। অতএব ইহাঁর কল্পিত নাম যে ওঁকার শব্দ তাহা উচ্চারণ করিতে কিরূপে কোনও জীবের পক্ষে অনধিকার হইতে পারে? যথার্থতঃ জীবেরই নাম ওঁকার। আপনার নাম আপনি উচ্চারণ করিতে বিধি নিষেধ অসম্ভব। গড্ আল্লাহ খোদা ঈশ্বর ব্রহ্ম পরমাত্মা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ গণেশ, সাবিত্রী গায়ত্রী, মাতা পিতা ইহাঁরই নাম। অথচ ইনি সকল নামের অতীত যাহা তাহাই। অতএব ইহাঁর যে নাম ব্রহ্মগায়ত্রী তাহার জপ বা ওঁকার ও স্বাহা বলিয়া অগ্নিতে

আহুতি দিবার যে মন্ত্র তাহাতে স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে। মনুষ্য মাত্রেই তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক ওঁকার বা ব্রহ্মগায়ত্রী নামে ডাকিবে অর্থাৎ ঐ মন্ত্র জপিবে। এবং "ওঁ বরদে দেবি পরম জ্যোতির্ব্রহ্মণে স্বাহা," "ওঁ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপায় স্বাহা," "ওঁ চরাচর ব্রহ্মণে স্বাহা" এই তিন বা ইহার মধ্যে কোন এক অথবা তদধিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কিম্বা বিনা মন্ত্রে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার নামে অগ্নিতে আহুতি দিবে। ইহাতে কোন ভয় বা সংশয় নাই। বরঞ্চ সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলই আছে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গুরুকরণ।

হিন্দুদিগের মধ্যে সাধারণতঃ সংস্কার এই যে, গুরুর নিকট কাণ ফুঁকাইয়া মন্ত্র না লইলে তাহা নিষ্ফল হয়। কিন্তু সকলেরই ধীর ও গম্ভীরভাবে বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিৎ যে, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন এ আকাশে দ্বিতীয় জ্ঞান মুক্তিদাতা আছেন কি নাই। পরমাত্মা স্বয়ং জ্ঞানময় ও জ্ঞানস্বরূপ। তিনি স্বয়ং মুক্ত ও মুক্তিস্বরূপ। যিনি স্বয়ং মুক্ত নহেন তিনি কিরূপে অপরকে মুক্তি দিবেন? যে শ্রদ্ধালু ভক্তিমান মনুষ্য পূর্ণ পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাকে চিনেন যে, ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ জ্ঞানদাতা গুরু নাই এবং ব্রহ্মগায়ত্রী ও ওঁকার মন্ত্র ইহাঁরই নাম জানিয়া জপ করেন তাঁহার গুরুর নিকট কাণ ফুঁকাইয়া মন্ত্র গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন—ইহা সত্য সত্য জানিবে। বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ ইনি জীবকে জ্ঞান দিয়া অভেদে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন। যাহার এরূপ জ্ঞান নাই সে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানী মনুষ্য গুরুর নিকট সদুপদেশ বা মন্ত্র গ্রহণ করিবে। যাহার নিজের বোধ নাই যে, গুরু বা জ্ঞান কাহাকে বলে ও কে কাহাকে জ্ঞান দানে অজ্ঞান ঘুচাইয়া মুক্ত করেন অথচ যে ব্যবহারের

জন্য লোক ঠকাইয়া মন্ত্র দিতে অগ্রসর সেরূপ স্বার্থপর প্রপঞ্চী গুরুর নিকট মন্ত্র লইলে গুরু শিষ্য উভয়েরই অধঃপাত—ইহা নিশ্চিত জানিবে। স্বরূপ পক্ষে পূর্ণ পরব্রহ্ম কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে স্বতঃপ্রকাশ। তাঁহাতে গুরু শিষ্য ভাব নাই। উপাধি ভেদে গুরু শিষ্য, পিতা পুত্র প্রভৃতি ভাব অবলম্বনে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া পরমানন্দে অবস্থিতি কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মন্ত্র কি ?

কোন সমাজে মন্ত্র মানে কোন সমাজে মানে না এবং লোকে মন্ত্রের নানা প্রকার অর্থ করে। তোমরা স্বার্থচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া একটী স্থূল দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহার সার ভাব গ্রহণ কর। মাতা পিতা যথার্থ বস্তু। "মাতা পিতা" এই যে শব্দ বা কল্পিত নাম ইহা মন্ত্র। মাতা পিতাকে ডাকিবার প্রয়োজন হইলে "মাতা পিতা" নামক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক ডাকিলে মাতা পিতা উত্তর দেন ও ডাকিবার কারণ বুঝিয়া পুত্র কন্যার অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। কল্পিত নাম ধরিয়া না ডাকিলে উত্তর পাওয়া যায় না, ব্যবহার বন্ধ থাকে। নিরাকার সাকার ঈশ্বর, পরমেশ্বর, গড্, আল্লাহ্ খোদা, দেব দেবী অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাই মূল বস্তু। তাঁহার নাম "ওঁ সৎগুরু" এই মন্ত্র। এই নাম বা মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, পরমাত্মাই পূর্ণ ও সত্য। যিনি সত্য তিনি সকলের গুরু আত্মা মাতা পিতা। তাঁহা হইতে সমস্ত স্ত্রী পুরুষ চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে ও তাঁহারই রূপ মাত্র রহিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে তাঁহার কল্পিত ওঁকার নাম লোকে প্রচলিত। সেই ওঁকার হইতে পণ্ডিতগণ ক্লীং শ্রীং হ্রীং প্রভৃতি নানা মন্ত্র কল্পনা করিয়াছেন। নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই এই সকল নাম বা মন্ত্রের মূল বস্তু। তাঁহার পুত্র কন্যারূপী তোমরা স্ত্রী পুরুষ শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার নাম যে "ওঁ সৎগুরু" মন্ত্র তাহা উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে

ডাকিলে অর্থাৎ ঐ মন্ত্র জপ করিলে তিনি দয়াময় দয়া করিয়া উত্তর দিবেন অর্থাৎ অন্তরে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণা করিয়া তোমাদিগের ইষ্ট সিদ্ধি করিবেন —তাহা তোমরা নিজেই অন্তরে বুঝিবে। যেমন, পিপাসা বোধ হইলে জলপান করিবার প্রয়োজন এবং পান করিয়া পিপাসার নিবৃত্তি হইলে নিজেই বুঝিতে পার যে, জল পানের আর প্রয়োজন নাই সেইরূপ অন্তর্যামী পরমাত্মা তোমাদের ব্যবহার ও পরমার্থ সিদ্ধ করিলে তাঁহার নিকট যাচ্ঞা বা তাঁহার নাম জপ করিবার আর প্রয়োজন থাকিবে না—তখন তুমি নিজে বুঝিয়া মন্ত্র ত্যাগ করিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

করমালা ও মন্ত্র জপের সংখ্যা।

বিচারবান মনুষ্য মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতি ও সর্ব্বদা লক্ষ্য তাহাই মনুষ্যের ইষ্ট গুরু। যাহার যেরূপ ইষ্ট গুরু সেও ক্রমশঃ সেইরূপ হইয়া যায়। যেমন কাষ্ঠ অগ্নির সহবাসে অগ্নি, মৃত্তিকার সহবাসে মৃত্তিকা হয় সেইরূপ জ্ঞানময় পরমাত্মাতে প্রীতি ও ভক্তিপূর্ব্বক লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা করিলে সাধক জ্ঞানের আবির্ভাবে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে অবস্থিতি করেন।

একই সময়ে দুই বিষয়ে প্রীতি বা লক্ষ্য সমানভাবে থাকে না। যাহার মন্ত্র জপের সংখ্যা, কর ও মালার প্রতি লক্ষ্য ও প্রীতি যে, "এত সংখ্যা জপ হইল, এত সংখ্যা বাকি আছে" তাহার পরমাত্মাতে লক্ষ্য বা প্রীতি থাকিতেই পারে না। এ অবস্থাতে অচেতন কর, মালা সংখ্যারূপ গুরুর উপাসনায় সাধকও তদ্রূপ জড় হইয়া পড়ে। উপাসনার জন্য পরমাত্মার প্রিয় ভক্তগণের এ সমস্ত বিষয়ের কোন প্রয়োজন নাই। সংখ্যা অল্প হউক বা অধিক হউক আন্তরিক ভক্তির সহিত জপ ও উপাসনা করিবে। অন্তর্যামী অন্তরের সকল ভাব বুঝিতেছেন। তিনি দয়াময় দয়া করিয়া ইষ্ট সিদ্ধ করিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিনা মন্ত্রে কার্য্য।

অনেক হিন্দুর ধারণা বিনা মন্ত্রে উপাসনাদি ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না। বরঞ্চ মন্ত্রহীন ক্রিয়া অনুষ্ঠাতার অমঙ্গলের হেতু। কিন্তু সকলেরই বুঝা উচিৎ যে, সুষুপ্তির অবস্থায় যেরূপ জীব জড় বা অচেতন থাকেন পরমাত্মা কি সেইরূপ বা তিনি জ্ঞানময়, সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন ও সর্ব্বত্র বিরাজমান। যাঁহার চেতনায় বা জ্ঞানে চেতিত হইয়া জাগ্রতে তোমরা জ্ঞানরূপে বিনামন্ত্রে সমস্ত কার্য্য করিতেছ ও সমস্ত ভাব বুঝিতেছ তিনি কি বিনা মন্ত্রে বুঝিতে বা গ্রহণাদি কার্য্য করিতে অপারগ? যেমন লোকে মাতা পিতার সম্মুখে কিছু না বলিয়া প্রীতিপূর্ব্বক আহারীয় ধরিয়া দিলে তাঁহারা পুত্র কন্যার ভাব বুঝিয়া প্রসন্ন চিত্তে আহার করেন সেইরূপ বিনামন্ত্রে অগ্নি ব্রহ্মে আহুতি দিলে বা অন্ন জলের দ্বারা জীবকে পালন করিলে জগতের মাতাপিতা পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ প্রসন্ন হইয়া তাহা গ্রহণ করেন। আর লৌকিক মাতা পিতাকে আহার না দিয়া কেবল বাক্যের বহ্বাড়ম্বরে আমন্ত্রণ করিলে তাঁ[illegible]বিরক্ত ভিন্ন প্রসন্ন হন না। সেইরূপ জগতের যাবতীয় মন্ত্র উচ্চার[illegible] ও যদি জীবকে পালন ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান না কর তাহা হইলে [illegible]াত্মা মাতাপিতার অপ্রসাদে সর্ব্ব বিষয়ে অবশ্যই অনিষ্ট ঘটিবে। যাহার যেরূপ কল্পিত মন্ত্রের সংস্কার তদনুসারে কার্য্যারম্ভে তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে পরমাত্মা মঙ্গলময় তোমাদের ভাব বুঝিয়া সর্ব্বত্র মঙ্গল বিধান করিবেন।

সকলেই প্রার্থনা করিবে যে, "হে পরমাত্মা, তুমি সর্ব্বকালে নিরাকার সাকার, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচরের সহিত আমাকে লইয়া স্বতঃপ্রকাশ। কিন্তু ভেদদৃষ্টি বশতঃ এই সমস্ত পদার্থ আমি আপন বোধে প্রীতিপূর্ব্বক তোমাকে দিতেছি। তুমি দয়া করিয়া গ্রহণ কর। তুমিত সকলই দিতেছ— তুমি জগতকে পালন করিতেছ। আমি তোমাকে কি দিব? তোমার বস্তু তোমাকে দিতেছি। দয়া করিয়া গ্রহণ কর।" এইরূপ প্রার্থনা করিলে তিনি প্রীতিপূর্ব্বক তোমার দান গ্রহণ করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। মিথ্যা স্বার্থের জন্য তাঁহার সম্মুখে মনুষ্য কল্পিত মন্ত্রের আড়ম্বর করিয়া

অমঙ্গলের হেতু হইও না ও প্রতারণা করিয়া জগতকে কষ্ট দিও না। যাহা জান তাহাই বলিও এবং হিংসা দ্বেষ শূন্য হইয়া সকলে জগতের মঙ্গল অনুষ্ঠান কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আহুতির মন্ত্র।

নিরাকার সাকার, অসীম অখণ্ডাকার, সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মা স্বতঃ প্রকাশ, নিত্য বিরাজমান। তাঁহার অনন্ত শক্তি বা অসংখ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শাস্ত্রাদিতে অসংখ্য নাম বা মন্ত্র কল্পিত হইয়াছে। যাঁহাদের যেরূপ মন্ত্রের সংস্কার পড়িয়াছে তাঁহারা সেইরূপ মন্ত্র জপ করিয়া আসিতেছেন এবং অন্যরূপ মন্ত্রকে নিকৃষ্ট, হেয় জ্ঞানে নিন্দা করিতেছেন। ইহার ফলে মন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্ব লইয়া বিবাদ বশতঃ সকলেরই পক্ষে অশান্তি ও কষ্ট ভোগ। কিন্তু এ বোধ নাই যে সকল মন্ত্রই যাঁহার নাম তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। জ্ঞানবান ব্যক্তি নানা শাস্ত্রের নামরূপ ও উপাধি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব শাস্ত্রের সার যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ চৈতন্যকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ বা ধারণ করেন অর্থাৎ তাঁহার নিয়মানুসারে বিচার পূর্ব্বক ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সম্পন্ন করেন। মন্ত্র যে শব্দ মাত্র তাহার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া মন্ত্র যাঁহার কল্পিত নাম সেই জ্ঞানময় পরমাত্মার উপর লক্ষ্য রাখিয়া তিনি সকল কার্য্য সিদ্ধ করেন।

লোকের সংস্কার আছে বলিয়া আহুতি দিবার তিনটী মন্ত্র লিখিত হইয়াছে। নতুবা মন্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই। পরমাত্মা চরাচরকে লইয়া নিত্য পূর্ণ। তাঁহারই নাম ওঁকার মন্ত্র অতি পুরাকাল হইতে প্রচলিত। ওঁকারকেই শাস্ত্রে মন্ত্রের রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে মন্ত্রে ওঁকার নাই তাহা অসিদ্ধ—মন্ত্রই নহে। যাঁহার নাম ওঁকার তিনিই অনন্ত শক্তি দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রচনা ও পালন সংহার করিতেছেন। সেই অনন্ত অসীম শক্তির নাম মায়া, প্রকৃতি, সাবিত্রী, গায়ত্রী

কালী দুর্গা স্বরস্বতী বরদা দেবীমাতা পরম জ্যোতিঃ স্বাহা প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে। এজন্ত "ওঁ বরদে দেবি পরম জ্যোতির্ব্রহ্মণে স্বাহা" মন্ত্র হইয়াছে। তিনি চরাচরকে লইয়া এক অখণ্ডাকারে বিরাজমান ইহা বুঝাইবার জন্ত "ওঁ চরাচর ব্রহ্মণে স্বাহা" মন্ত্র। তিনি নিরাকার সাকার পরিপূর্ণ স্বতঃ প্রকাশ। তাঁহার অতিরিক্ত কেহ বা কিছুই নাই। এই নিমিত্ত তাঁহার কল্পিত নাম বা মন্ত্র "ওঁ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপায় স্বাহা"। আর ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ দেব দেবী, নানা নাম বা মন্ত্র কল্পনা করিয়া আহুতি দিবার বা জপ করিবার প্রয়োজন নাই। এই তিন মন্ত্রে যে কয়েকটী শব্দ আছে তাহারা সকলে এবং প্রত্যেকেই তাঁহার নাম। অথচ তিনি যাহা তাহাই তোমাদিগকে লইয়া পূর্ণ স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। মিথ্যা শব্দার্থ লইয়া বিবাদ করিও না। মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব বিষয়ে সার ভাব গ্রহণ কর। যাহাতে সকলে মিলিয়া পরমানন্দে থাকিতে পার তাহাই তোমাদের কর্ত্তব্য।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মন্ত্র সিদ্ধি।

মন্ত্রসিদ্ধি কাহাকে বলে না বুঝিয়া লোকে পরমাত্মাকে ছাড়িয়া কল্পিত শব্দ মাত্র মন্ত্রে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক বিশ্বাস স্থাপন করে। স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া মন্ত্রের উপর লক্ষ্য রাখে যে, ইহার দ্বারা আমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে। অথচ, মন্ত্র যাঁহার নাম সেই মাতা পিতা পরমাত্মার প্রতি দৃষ্টিশূন্য। কিন্তু তিনি ইচ্ছা না করিলে কোন কার্য্যই হয় না এবং তিনি ইচ্ছা করিলে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয়। তিনি ত আপনার কল্পিত নাম যে মন্ত্র তাহার অধীন নহেন। মনুষ্য তাঁহাকে ডাকিবার জন্য মন্ত্র বা নাম কল্পনা করে মাত্র। তাঁহার যদি এ বোধ থাকে যে, "আমি বস্তু, নাম বা মন্ত্র ত নহি" তবে তিনি কেন মন্ত্রের বশীভূত হইবেন? তিনি যাহা তাহাই নিত্য বিরাজমান। তাঁহার নাম বা মন্ত্র ধরিয়া ভাল মন্দ যাহা বল না কেন তাহাতে তাঁহার কি

আসে যায়? জগতের মাতা পিতা পরমাত্মা সর্ব্বেশ্বর, সকলের প্রভু। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। সামান্য শব্দ মাত্র যে মন্ত্র তাহা কিরূপে তাঁহাকে বশীভূত করিবে? যে ব্যক্তি তাঁহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার নিয়ম পালন করে পরমাত্মা দয়া করিয়া তাঁহার ইষ্ট সিদ্ধ করেন। কিন্তু যাহারা কোন কালে তাঁহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি করে না ও সর্ব্বদা তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করে দয়া করিয়া তাহাদেরও তিনি অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরমাত্মা কেন অপ্রকাশ।

পরমাত্মা সাকার নিরাকার, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচরকে লইয়া পূর্ণরূপে স্বতঃপ্রকাশ। তাঁহাতে কোন অভাব নাই তথাপি জীবের নিকট তিনি কেন অপ্রকাশ—জীবের কেন অভাব বোধ হয়? যদি পরমাত্মা জীবকে লইয়া পূর্ণ স্বতঃপ্রকাশ তবে বিনা চেষ্টায় জীব মাত্রেই মুক্তি স্বরূপ পরমানন্দে স্থিত নহে কেন?

একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে। বাস্তব রাজা থাকিতেও তিনি সকলের সহিত সহজ ভাবে মিলিত হন না কেন? ইহার কারণ এই যে, অধিকাংশ লোকই সহজ ভাবে রাজার দেখা পাইলে অর্থ মান পদ প্রভৃতি যাচ্ঞা করে। সে যাচ্ঞা পূর্ণ করা প্রায়শঃ রাজার পক্ষে ন্যায়বিরুদ্ধ। কিন্তু নিঃস্বার্থ প্রেম বশতঃ যাঁহার রাজার সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা তাঁহার অক্লেশেই রাজার সহিত মিলন হইতে পারে। সেইরূপ, জগতের রাজা পরমাত্মাকে স্বার্থশূন্য হইয়া প্রেম ভক্তি পূর্ব্বক কেহ চাহে না। তাহাই তিনি অপ্রকাশ। তিনি জীবের আত্মা মাতা পিতা গুরু, তাঁহাকে পাইলে আর কোন অভাব থাকে না—জীবের এ বোধ নাই। গৃহস্থগণ রাজ্য ধন, কৈলাস বৈকুণ্ঠ, পুত্র কন্যা, আয়ু যশ ইত্যাদির জন্য তাঁহাকে চাহে —প্রেম বশতঃ তাঁহার জন্য তাঁহাকে চাহে না। ভেখধারী সাধু সন্ন্যাসীগণেরও

বাসনা যে, "সিদ্ধ হইব, আকাশে উড়িব, কৈলাস বৈকুণ্ঠ ভোগ করিব। শিব হইয়া পার্ব্বতীর সহিত বিবাহ করিব অথবা জগতের রাজা হইব। সোণা রূপা প্রস্তুত করিব। তাহাতে সকলে বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে মানিবে।" এইরূপে ছলনাময় নানা আড়ম্বর হেতু পরমাত্মাতে প্রেম ভক্তি দূরে পড়িয়া থাকে। গার্হস্থ্য আশ্রমে নানা প্রকার অহঙ্কারে মত্ত ছিলেন তাহার উপর ভেখ লইয়া "শিবোঽহং সচ্চিদানন্দোঽহং" বলিয়া আরও অহঙ্কার। ব্রহ্মাণ্ডময় আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া নিঃস্বার্থভাবে নিরভিমানে অপক্ষপাতে সকলকে সৎপথ দেখাইবার প্রবৃত্তি কাহারও নাই। সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লইয়া পরস্পর দ্বেষ হিংসা বশতঃ সকলে সত্য ভ্রষ্ট হইয়া অশান্তি ভোগ করিতেছেন। সৎপথে কাহারও মতি গতি নাই।

এ বোধ কাহারও হইতেছে না যে, পরমাত্মার নিকট যাচ্ঞা কর আর না কর তিনি বিচার পূর্ব্বক সুখ দুঃখ বিধান করিবেন। যদি পরমাত্মাকে নাহিও চাহ, তাঁহার নিকট কোনরূপ প্রার্থনাও না কর কেবল বিচার পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর তাহা হইলেও তিনি অযাচিত সকল প্রকার অভাব মোচন করিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে রাখিবেন। যথাশক্তি জীবের পালন, অগ্নিতে আহুতি ও সমুদয় পদার্থ পরিষ্কার রাখা ও আপনার ও অপর সকলের কষ্ট নিবারণ করাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য।

জগতের এই দুঃখ যে, কি গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী কোটী লোকের মধ্যে এক আধ জন মাত্র পরমাত্মাকে চাহে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের প্রাধান্য লইয়া মনুষ্যগণ সর্ব্বদা দ্বন্দ্ব বিদ্বেষে নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করেন। কেহ বলেন, জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না, জ্ঞানই প্রধান। কেহ বলেন ভক্তি, কেহ বলেন কর্ম্ম একমাত্র মুক্তির

উপায়। এস্থলে গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে মনুষ্য মাত্রেই বিচার পূর্ব্বক সার ভাব গ্রহণ কর।

প্রত্যক্ষ দেখ, অগ্নির প্রকাশ হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ গুণ, উষ্ণতা, দাহিকাশক্তি দাহক্রিয়া ও শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ প্রকাশিত হয় এবং অগ্নির নির্ব্বাণে ঐ সকল গুণ, ক্রিয়া অগ্নির সঙ্গে সঙ্গেই নিরাকার হয়। আরও দেখ, জাগ্রত অবস্থায় তুমি প্রকাশমান হইলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মনোবুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি শক্তি গুণ ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। পুনরায় তোমার সুষুপ্তি ঘটিলে ঐ সমস্ত শক্তি গুণ ক্রিয়া তোমার সহিত অভিন্ন ভাবে কারণে স্থিতি করে। সেইরূপ কোন ব্যক্তিতে বিবেকের উদয় হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বিচার বা জ্ঞান, ভক্তি বা প্রীতি, কর্ম্ম বা সাধন অনুষ্ঠান আপনা হইতেই উদিত হয়।

বিবেকী জীবের যে পরমাত্মাকে পাইবার ইচ্ছা, তাহাই প্রীতি বা ভক্তি জানিবে। এবং বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে ও তাঁহাকে পাইবার উপায় অনুসন্ধানের নাম বিচার বা জ্ঞান এবং যতক্ষণ তাঁহাকে ও আপনাকে অভিন্ন না দেখিতেছ ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে ভক্তিভাবে বুদ্ধি পূর্ব্বক তাঁহাকে অনুসন্ধান ও অন্য অনুষ্ঠান তাহাই কর্ম্ম জানিবে। এই তিনের মধ্যে একটি না থাকিলে কেহই থাকে না। একটি থাকিলে তিনটিই থাকিবে। যেমন, জ্ঞান না থাকিলে সুষুপ্তির অবস্থায় ভক্তি ও কর্ম্ম উভয়ই থাকে না, জাগ্রতে তিনটিই থাকে।

যাহার জ্ঞান আছে তাহার ভক্তি ও কর্ম্ম উভয়ই আছে। যাহার ভক্তি আছে, তাহার জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই আছে। যাহার কর্ম্ম আছে, তাহার ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ই আছে। জ্ঞান ও ভক্তি বিনা যে শরীর ও মনের পরিশ্রম তাহা কর্ম্মই নহে।

অতএব নিঃসংশয়ে জগতের হিত সাধনে রত হইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিবিধ প্রকার যোগ।

মনুষ্যগণ অজ্ঞান বশতঃ রাজযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি নানা প্রকার যোগানুষ্ঠানের দ্বারা আপনার ও অপরের কষ্টের হেতু হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্য মাত্রেরই বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা ও সত্য সকলেরই নিকট সত্য। সত্য কখনও মিথ্যা হইতে পারে না এবং এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। ইহা না বুঝিয়া লোকের ধারণা হয় যে, যোগ তপস্যা সাধন প্রভৃতি পরস্পর ও পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ধ্যান ধারণা উপাসনা ভক্তি যোগ তপস্যা জ্ঞান পরমাত্মার রূপই। ইহাঁ হইতে ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ইনি ইহাদিগের সহিত চরাচরকে লইয়া অখণ্ডাকারে এক, নিত্য স্বতঃপ্রকাশ। জ্ঞানবানের নিকট পরমাত্মা নিত্য যোগস্বরূপ, তাঁহাতে কোন কালে বিয়োগ নাই।

যেমন অগ্নির দ্বারা অন্ধকার নিবারণ, জলের দ্বারা পিপাসা শান্তি সেইরূপ পরমাত্মার নিয়মানুসারে যাহার দ্বারা যে কার্য্য হয় তাহার দ্বারা সেই কার্য্য করিয়া আপনার ও অপর সকলের হিত সাধনই জ্ঞান বা রাজযোগ। সাকার নিরাকার, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, চরাচর স্ত্রীপুরুষ জীব মাত্রকে লইয়া পূর্ণরূপে পরমাত্মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক উপাসনা ও জীবমাত্রকে আপনার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া নিরভিমানে প্রতিপালন—ইহাই প্রকৃত প্রেম বা ভক্তিযোগ।

দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া যাহাতে পরমার্থ সিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান মুক্তি লাভ ও যাহাতে ব্যবহার সিদ্ধি অর্থাৎ কেহ কোন বিষয়ে কষ্ট না পায় বিচার পূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠানের নাম কর্ম্মযোগ।

মন শরীর, ঘর বাড়ী, বস্ত্রাদি ব্যবহার সামগ্রী, রাস্তা ঘাট, সহর বাজার সর্ব্ব প্রকারে পরিষ্কার রাখা ও যথা পরিমাণ আহার বিহার চেষ্টা শ্রম করার নাম হঠযোগ। নতুবা জল দিয়া অগ্নির কার্য্য বা অগ্নির দ্বারা জলের কার্য্য করিবার প্রয়াসের ন্যায় পরমাত্মার নিয়ম বিরুদ্ধ অস্বাভাবিক কর্ম্ম অনুষ্ঠানকে হঠযোগ বলে না।

মূল কথা এই যে, বিচার পূর্ব্বক সানন্দচিত্তে নিরলস ভাবে পরমাত্মার প্রিয় কার্য্য সাধনের নাম যোগ। তোমরা সর্ব্ব প্রকার কল্পিত অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে চিন এবং প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা পালনে নিয়ত যত্ন কর। তিনি মঙ্গলময় মঙ্গল করিবেন। স্বতন্ত্র যোগ তপস্যার প্রয়োজন নাই। তিনিই যোগ, তিনিই তপস্যা। তিনি দয়া করিলে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য সুখে সম্পন্ন হইবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মূর্ত্তিপূজা।

মনুষ্যগণ যেরূপেই ভগবানে প্রেম ভক্তি স্থাপন বা তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করুক না কেন তাহা আনন্দের বিষয়। না করা অপেক্ষা করা ভাল। কিন্তু মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিৎ যে, লোকে ভগবানের যেরূপ মূর্ত্তি বা প্রতিমা নির্ম্মাণ বা ভাবনা করিয়া পূজা বা প্রেম ভক্তি করেন ভগবান তাঁহাদিগের সেইরূপ অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া সেইরূপ অধীন বা স্বাধীন রাখেন। কেননা তিনি সাকার নিরাকার অসীন অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। নিরাকারে তাঁহার নাম রূপ বা মূর্ত্তি নাই; তিনি জ্ঞানাতীত। সাকারে চিন্ময় মঙ্গলকারী জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর। হস্ত পদ বিশিষ্ট জীব মাত্র, হিন্দু মুসলমান ইংরেজ, স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির শরীর তাঁহার স্থূল মূর্ত্তি। যে কেহ মূর্ত্তি বা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন তাঁহাদিগকে ভগবান আপনার মনুষ্য মূর্ত্তির চরণে রাখেন ও যাঁহারা পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ণ মঙ্গলকারী গুরু মাতা পিতা আত্মাকে প্রেম ভক্তি পূর্ব্বক পূজা উপাসনা করিবেন তাঁহারা জ্ঞানোদয়ে স্বাধীন হইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকারে অজ্ঞান থাকিবে না—ইহাই পরমাত্মার নিয়ম। সকল শক্তি পরমাত্মার হইলেও যে শক্তি দ্বারা যে কার্য্য হওয়া পরমাত্মার নিয়ম তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। জল ও অগ্নি উভয়ই পর-মাত্মার রূপ বা শক্তি। কিন্তু তাহা বলিয়া জলের শৈত্য অগ্নিতে বা অগ্নির

উত্তাপ জলে বর্ত্তায় না। জলের দ্বারা জলের ও অগ্নির দ্বারা অগ্নির কার্য্য হয়। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে বুঝিয়া দেখ পরমাত্মার যে শক্তি বা রূপের ধারণা বা ভাবনা করিবে তদনুযায়ী ফল প্রাপ্তি হইবে। কোন মতে ইহার অন্যথা হইবে না। প্রত্যক্ষ দেখ, যাঁহারা জগতের মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের সম্মুখে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিতে চাহেন না কিন্তু মাটি, কাট, পাথরাদির মূর্ত্তি গড়িয়া নানাপ্রকার পূজা ও সদা ভক্তি পূর্ব্বক প্রণামাদি করিতেছেন তাঁহারা ভগবানের মনুষ্যমূর্ত্তির চরণতলে অধীন ভাবে বদ্ধ রহিয়াছেন। এরূপ লোক ভগবানের চেতনমূর্ত্তি স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য ও পরস্পরকে প্রেম ভক্তি সহকারে পূজা করিলে ভগবান প্রসন্ন হইয়া জ্ঞান মুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু হে হিন্দুগণ! তোমরা চেতন জ্ঞানময় জ্যোতিঃস্বরূপকে বা জীব চেতনকে পূজা না করিয়া কাহার পূজা করিতেছ, একবার বিচার করিয়া দেখ। যদি বল পরমাত্মারই পূজা হইতেছে কেননা সমস্তই তিনি— সে কথা ঠিক। কিন্তু তোমরা যাহার অধীন রহিয়াছ সে ব্যক্তি বা পদার্থও ত তিনি, তবে স্বাধীনতা অপেক্ষা অধীনতাকে নিকৃষ্ট ও কষ্টকর বল কেন?

মূল কথা এই যে, কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক উভয় বিষয়ে পরমাত্মার নিয়মানুসারে যাহার দ্বারা যে কার্য্য হইতে পারে তাহার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন কর। কাট পাথর প্রভৃতি প্রতিমার মুখ ইন্দ্রিয়াদি নাই। তাহারা কিরূপে আহার করিবে যে সেই আহারের দ্বারা পরমাত্মার আহার হইবে? যদি তাঁহাকে আহার দিবার ইচ্ছা হয় তবে জীব মাত্রকে পালন কর ও তাঁহার অগ্নিমুখে আহুতি দাও। এইরূপ বিচার পূর্ব্বক তাঁহাতে নিষ্ঠা রাখিয়া তাঁহার নিয়মানুসারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন কর। তিনি মঙ্গলময় সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল করিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—oo—

অবতারাদির উপাসনা।

সম্প্রদায় বিশেষে অবতারাদিকে তাঁহাদের জীবদ্দশায় ও জীবানান্তে বিরাট পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন না জানিয়া ভক্তি পূর্ব্বক ধ্যান উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক পরমাত্মার উপাসনা ও জগতের মঙ্গল চেষ্টারূপ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু পরমাত্মাকে যথার্থরূপে চিনিয়া ও তাঁহার প্রিয় কর্ম্ম কি উত্তমরূপে জানিয়া উপাসনাদি করিলেই পরম কল্যাণ লাভ হয়। তাহাতে উপাসকের ও সমগ্র জগতের মঙ্গল। অজ্ঞান বশতঃ উপাস্যকে পরব্রহ্ম বিরাট পুরুষ হইতে পৃথক জানিয়া তাঁহার উপাসনা বা তাঁহার অপ্রিয় কার্য্যকে তাঁহার প্রিয় ভাবিয়া অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে অমঙ্গলের হেতু। একই পূর্ণপরব্রহ্ম নিরাকার সাকার। তিনি চরাচরকে লইয়া বিরাট রূপে বিদ্যমান আছেন। এই মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, অবতার, ঋষিগণ উৎপন্ন হইয়া ইহাঁতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছেন। ইনি অনাদি স্বতঃপ্রকাশ নিত্য একইরূপ বিরাজমান। ইহাঁ হইতে যিনি আপনাকে পৃথক বোধ করিতেছেন তাঁহাকে লোকে ঋষি মুনি অবতার প্রভৃতি যাহাই বলুক না কেন নিশ্চয় জানিও তাঁহার জ্ঞান বা মুক্তি হয় নাই। এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির অন্য অজ্ঞানাপন্ন জীবের সহিত কোন প্রভেদ নাই। যথার্থ পক্ষে যাঁহার জ্ঞান বা মুক্তি হইয়াছে তিনি পূর্ণপরব্রহ্ম হইতে অনুমাত্র ভিন্ন নহেন ও কথন তাঁহা হইতে আপনাকে ভিন্ন বোধ করেন না। তিনি যথার্থতঃ পূর্ণপরব্রহ্মে অভিন্ন ভাবে অবস্থিত। মঙ্গলকারী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ হইতে পৃথক ভাবিয়া ঋষি মুনি অবতারাদির পূজা বা উপাসনা ভ্রান্তিমূলক ও জীবের অকল্যাণের আকর। পরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ ইচ্ছা করিলে এইরূপ উপাসকদিগকে মুক্তি দিতে পারেন—সে তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু ইহাঁ হইতে পৃথক ঋষি মুনি অবতারাদি কেহ নাই। ইনিই সেই, সেইরূপে প্রকাশমান।

বিচার করিয়া দেখ, মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্মের যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে জীব সাধারণের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর বা ইন্দ্রিয়াদি গঠিত সেই সেই অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ হইতে ঋষি মুনি অবতারেরও শরীর গঠিত এবং তাঁহার যে অঙ্গ হইতে জীবের যে অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি অন্তে তাহাতেই তাহার লয় হয়—ইহাঁ হইতে কোন মতে কেহ বা কিছু পৃথক থাকিতে পারে না। তাঁহার চরণ পৃথিবী হইতে অবতারাদির ও অন্যান্য জীবের হাড় মাংস উৎপন্ন হইতেছে এবং অন্নাদি জন্মিয়া অবতারাদি জীব মাত্রেরই শরীর রক্ষা করিতেছে। তাঁহার নাড়ী জল হইতে অবতারাদি জীব মাত্রেরই রক্ত রস নাড়ী জন্মিতেছে ও জলের দ্বারা একইরূপে সকলের স্নান পাণ সম্পন্ন হইতেছে। তাঁহার মুখ অগ্নি হইতে জীব মাত্রেরই ক্ষুধা পিপাসা আহার পরিপাক ও বাক্য উচ্চারণ হইতেছে। তাঁহার প্রাণরূপী বায়ু হইতে সমস্ত জীবেরই শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে। তাঁহার মস্তক আকাশ হইতে জীব মাত্রই কর্ণদ্বারে শুনিতেছ। তাঁহার মন চন্দ্রমা জ্যোতিঃ দ্বারা সমুদায় জীবই সঙ্কল্প বিকল্প ও আত্মপর বোধ করিতেছ এবং তাঁহার জ্ঞাননেত্র সূর্য্যনারায়ণ চেতন রূপে বিচারাদি সমস্ত কার্য্য করিতেছ। পুনরায় যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি তাহাতেই তাহার লয় হইতেছে। মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ যাহা তাহাই সর্ব্বকালে একই পূর্ণরূপে রহিয়াছেন। ইহাঁতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব নাই।

যে জীবের সমদৃষ্টি বা জ্ঞান হয় নাই সেই কেবল বিরাট পরব্রহ্ম হইতে সাধারণ জীবগণকে ও অবতারাদিকে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান করে। যাঁহার সমদৃষ্টি বা জ্ঞান হইয়াছে বা অবতারাদি নিজে আপনাকে ও সাধারণ জীবকে বিরাট পরব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে পূর্ণরূপে দর্শন করেন। জ্ঞানবান ব্যক্তি বা অবতারাদি জীব মাত্রকেই আপনার আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া নিয়ত জগতের মঙ্গল চেষ্টা করেন। সাকার নিরাকার মঙ্গলকারী অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগতের একমাত্র গুরু, মাতা,পিতা,আত্মা। ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কে আছে যে মঙ্গল করিবে? আবাল বৃদ্ধ বণিতা ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীব মাত্রেই শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক ইহাঁর উপাসনা ও ইহাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে। যজ্ঞাহুতি, পৃথিব্যাদি পরিষ্কার রাখা এবং সাধারণতঃ জীব মাত্রকে পালন করা ইহাঁর প্রিয় কার্য্য। স্ত্রী পুরুষ মনুষ্যমাত্রেই এই মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে আপনার রূপ, অবতারাদির রূপ ও পরমাত্মার রূপ জানিয়া শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ণরূপে

ধারণা ও উপাসনা করিবে ও ক্ষমা চাহিবে। তাহাতেই সমস্ত অবতার দেব দেবীর উপাসনা হইয়া যাইবে। ইনি মঙ্গলকারী সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল বিধান করিবেন। ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়া উপাসনা বা ধারণার প্রয়োজন নাই—করিলে নিষ্ফল। ইনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই। শাস্ত্রাদিতে যত প্রকার নাম কল্পিত হইয়াছে তাহা ইহাঁরই নাম। ইহা ধ্রুব সত্য। ইহাঁ হইতে বিমুখ হইলে অমঙ্গল ও কষ্টের সীমা থাকে না এবং ইনিই একমাত্র জগতের কল্যাণ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——00——

দানের বিষয়।

আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, মিথ্যা সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সার ভাব গ্রহণ করিয়া নির্বিঘ্নে কালযাপন কর। জগতের ইহাতেই মঙ্গল।

অজ্ঞান বশতঃ লোকে বোধ করেন যে, এই ধন বা দ্রব্য আমার, আমি অমুক ব্যক্তিকে উপকারার্থে বা অমুক উদ্দেশ্যে দান করিতেছি। যিনি দান গ্রহণ করেন তিনিও অহঙ্কার যুক্ত হইয়া মনে করেন যে, অমুক ব্যক্তির নিকট কৌশলে বা প্রতারণা করিয়া ধন বা দ্রব্য দান লইয়াছি। কিন্তু এস্থলে সকলেরই বিচার করিয়া দেখা উচিৎ যে, যিনি দান করিলেন তিনি নিজে কে, ও কাহার দ্রব্য কাহার নামে দান করিলেন এবং যিনি দান গ্রহণ করিলেন তিনিই বা নিজে কে ও কাহার নিকট হইতে কাহার দ্রব্য আপনার নামে দান গ্রহণ করিলেন। আপনারা বুঝেন না যে কাহার দ্রব্য কাহাকে দান করেন ও কে তাহা গ্রহণ করে। আপনাদিগের একটী তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা নাই। পৃথিবী, জল, অন্ন ও তোমাদিগের শরীর ইন্দ্রিয়াদি যাহা কিছু পরমাত্মাই উৎপন্ন করিয়াছেন। জীব মাত্রের উপকার ও পালনের জন্যই পরমাত্মার সৃষ্টি। কোন দ্রব্যই আপনাদিগের নহে যে, আপনার বলিয়া

দান বা গ্রহণ করিবেন। গরীব ধনী, রাজা, জমিদার প্রভৃতি লোকের যতদিন পর্য্যন্ত জীবন, ততদিন সকলেরই প্রাণ রাক্ষার জন্য এক মুষ্টি অন্ন, পিপাসা নিবৃত্তির জন্য এক গেলাস জল ও লজ্জা নিবারণের জন্য একখণ্ড বস্ত্রের প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত তোমাদের আর কোন প্রয়োজন নাই। মৃত্যুর পর রাজ্য ধনাদি যাহা কিছু থাকিয়া যাইবে তাহার সহিত তোমাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই এমন কি নিজের স্থূল শরীর পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইবে না। ঈশ্বর পরমাত্মার ধন পরমাত্মার নিকট থাকিবে। পরমাত্মার ইচ্ছায় যদি বা যখন তোমাদের পুনরায় জন্ম হয় বা হইবে তখন তোমরা যেরূপ জগতের অমঙ্গল বা ইষ্ট করিয়া যাইবে তদনুসারে তিনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠন করিয়া সেইরূপ ঘরে জন্ম দিবেন। পরমাত্মার আজ্ঞা বা উদ্দেশ্য বুঝিয়া যাঁহারা ধনাদি দান বা অন্য প্রকারে জগতের উপকার করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে সেইরূপ ধনীর ঘরে জন্ম দিবেন ও যিনি ধন থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বা আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ধনাদির দ্বারা জগতের কোন উপকার করেন নাই তাঁহাকে এরূপ নীচ দরিদ্রের ঘরে জন্ম দিবেন যে সর্ব্বদাই দরিদ্র হইয়া পরের দাসত্ব করিতে হইবে। একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত ভাবে বেড়াইতে হইবে; কষ্টের সীমা থাকিবে না। পরমাত্মা দয়া করিয়া স্বাধীন ভাবে রাজ্য ধন দিয়াছিলেন। নিজের আমোদ প্রমোদের জন্যই তাহার ব্যবহার করিলে, পরমাত্মার নিয়মানুযায়ী জগতের উপকারার্থ তাহার এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিলে না—ইহাতে কি পরমাত্মা প্রসন্ন হইবেন? তিনি একজনের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেন নাই। একজন সমস্ত পৃথিবী কিম্বা দশবিঘা জমীতে বাড়ী করিয়া অহঙ্কারে মত্ত থাকিবে ও অন্য ব্যক্তি মাথা গুঁজিবার জন্য একটি ঘরও করিতে পারিবে না—ইহা ঈশ্বরের নিয়ম নহে। ঈশ্বর মনুষ্য মাত্রকেই পৃথিবীতে সমান ভাবে থাকিবার ও বাড়ী ঘর করিবার অধিকার দিয়াছেন। প্রয়োজন মত জমী লইয়া সকলেই থাকিবে। ইহার অন্যথা করিলে, পরমাত্মার নিকট দোষী হইতে হয়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——০০——

প্রায়শ্চিত্ত।

সামাজিক সংস্কার অনুসারে মনুষ্যের মধ্যে নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের বিধি প্রচলিত। অর্থাভাবে কিম্বা অন্য কারণে সেই বিধি রক্ষায় অসমর্থ হইয়া লোকে নানারূপ কষ্ট ভোগ করে। স্বার্থপর লোকের উপদেশে সংস্কার পড়িয়াছে যে, ব্যয় সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত না করিলে জীবের পবিত্রতা বা জ্ঞান মুক্তি হয় না। কিন্তু এরূপ উপদেষ্টার নিজের জ্ঞান নাই যে প্রায়শ্চিত্ত বা জীব কাহাকে বলে এবং যিনি জীবকে জ্ঞান দিয়া সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন তিনি কে। যদি ব্যয়সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিলে জ্ঞান মুক্তি হইত তাহা হইলে কেবল রাজা জমীদার মহাজনগণই শুদ্ধ বা জ্ঞান মুক্তির অধিকারী হইতেন। নিঃসম্বল দরিদ্র বা ঋষি মুনির পবিত্রতা বা মুক্তি হইত না।

তোমরা সকলে বুঝিয়া দেখ যে, তোমরা একটা তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিতে পার না। রাজ্য ধন টাকা কড়ি যাহা কিছু আছে ও তোমরা নিজেই বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্রমা স্থর্যনারায়ণের। তিনি যাহা কিছু দিয়াছেন তাহা জীব মাত্রেরই হিতের জন্য। তোমাদের কিছুই নাই যে অপরকে দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে ও তৎদ্বারা পবিত্র হইবে।

প্রায়শ্চিত্তের যথার্থ ভাব বুঝিয়া দেখ, যদি দেহে বা বস্ত্রে ময়লা লাগে তাহা হইলে জল বা সাবানের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহাকে শুদ্ধ বা পরিস্কৃত করিতে হয়। অন্য কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহা পরিস্কৃত হয় না। ক্ষুধা পিপাসায় অন্ন জল গ্রহণ না করিয়া লক্ষ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহার নিবৃত্তি হয় না। ক্ষুধা পিপাসার প্রায়শ্চিত্ত অন্ন জল। রোগের প্রায়শ্চিত্ত ঔষধ সেবন। অন্ধকার নিবারণের আলোক। সেইরূপ জীব ভাব বা অজ্ঞানের প্রায়শ্চিত্ত জীবত্মা পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান। বিনা মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিঃ স্বরূপ জ্ঞান অসম্ভব। ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনের চেষ্টা, বিফল শ্রম মাত্র।

যদি কোন জীব লৌকিক সংস্কারে যাহাকে অখাদ্য বলে তাহাকে ভক্ষণ করে বা যে দেশকে অগম্য বলে সেখানে যায় বা ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি কোটী যুগের কোটী প্রকারের পাপ করে এবং শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক উদয় অস্তে বিরাট

পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে নমস্কার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সাধ্যমত অগ্নিতে আহুতি ও ক্ষুধিত জীবকে আহার দেয় তাহা হইলে ইনি সকল প্রকারের পাপ ভস্ম করিয়া তাহাকে পবিত্র করিবেন অর্থাৎ জ্ঞান দিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে রাখিবেন। যাহার জীব পালনের ও আহুতি দিবার ক্ষমতা নাই তিনি একদিবস প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভক্তিপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলে ইনি মঙ্গলময় দয়া করিয়া সকল প্রকার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ইহা নিশ্চিৎ ধ্রুব সত্য জানিবে। কোন প্রকার আড়ম্বরযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিওনা ও করাইও না। ইহার বিপরীতকারী পরমাত্মার নিকট দোষী ও রাজার দণ্ডার্হ। জীবমাত্রকে সুখ স্বচ্ছন্দে পালন করা পরমাত্মার উদ্দেশ্য। ধনের দ্বারা জীব পবিত্র বা অপবিত্র হয় না। যথার্থ পক্ষে জীবমাত্রই পবিত্র পরমাত্মার স্বরূপ। একই চেতন অজ্ঞানাবস্থায় জীব ও জ্ঞানাবস্থায় শিব বা পরব্রহ্ম।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

একাদশী।

মনুষ্যগণ! আপনাপন মিথ্যা মান অপমান, জয় পরাজয় এবং সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্তচিত্তে সারভাব গ্রহণ কর, যাহাতে জীবের সকল প্রকার কষ্ট দূর হইয়া জগতে মঙ্গল স্থাপনা হইতে পারে।

হিন্দুগণের মধ্যে একটী সর্ব্বত্র প্রচলিত কথা আছে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" কথাটী বড়ই মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। যাঁহার জীবের প্রতি অহিংসা ও দয়া আছে তাঁহারই পূর্ণরূপে পরামাত্মার উপর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। নচেৎ ভক্তিশ্রদ্ধা কেবল মৌখিক মাত্র। অনর্থক জীবাত্মাকে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়াই অহিংসা এবং জীবের কষ্ট মোচনের চেষ্টাকে দয়া জানিবে।

হিন্দু বা আর্য্যধর্ম্ম অহিংসা ও দয়ারূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত বলিয়া পরিচিত। কিন্তু শাক্ত দেবালয়ে নিরাশ্রয় ছাগ, মেষ ও মহিষ বলিদান, এবং গৃহে

গৃহে স্ত্রী পীড়ন দেখিলে কার্য্যতঃ ইহার বিপরীত পরিচয় পাওয়া যায়। দয়ার্দ্র হইয়া ইহার নিবারণের জন্য কেহই যত্নশীল নহেন। পশুগণ ও স্ত্রীগণ উভয়েই নিজ নিজ কষ্ট অনুভব করে। দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া উহাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। নিষ্প্রয়োজনে হিন্দু স্ত্রীগণকে বহু প্রকারে কষ্ট দেওয়া হইতেছে। তাহার ফলে হিন্দুগণের সকল প্রকারে বল, তেজ, বুদ্ধি ও ধর্ম্মলোপ পাইয়া অধঃপতন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। হিন্দুগণের চক্ষে দুর্ব্বল পশুগণ বলিদানের পাত্র এবং অসহায়া বিধবা স্ত্রীগণ যন্ত্রণাভোগের পাত্রী। যে পতিবিয়োগে মর্ম্মাহত, তাহারই উপর অনাহারাদি ব্রত করিবার বিধি। ইহাই এখন পরম দয়া ও অহিংসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবলা বিধবাগণ আর কি করিবে? কোন প্রকারে কষ্ট সহ্য করিয়া মৃত্যুর পর পাষণ্ড রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। হিন্দু বিধবাদিগের যন্ত্রণা পরমাত্মা এবং জ্ঞানবান ব্যক্তিই জানেন। পরমাত্মা বিমুখ স্বার্থপর নিষ্ঠুর তাহা কি প্রকারে বুঝিবে?

অনেক স্থলে একাদশী তিথিতে বিধবাদিগের একবিন্দু জলপানও নিষিদ্ধ। ইহা কি নিষ্ঠুরতা নহে? যে পিপাসায় জলপান করিতে মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব ঘটিলে বুক ফাটিয়া যায়, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, বিধবাগণ নিদারুণ গ্রীষ্মের মহা পিপাসাতে সেই জল হইতে অষ্টপ্রহর বঞ্চিত! ইহা কোন্ ন্যায়বানের ন্যায্য বিধি? এপ্রকার বিধির সহিত বিধাতৃদিগকে শত শত ধিক্কার! ইহা যদি ধর্ম্ম হয়, তবে অধর্ম্ম কোথায়? এ ধর্ম্ম অপেক্ষা কসাইয়ের ধর্ম্ম সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। তাহারা অল্প সময়ের জন্য যন্ত্রণা দিয়া জীবকে জগতের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দেয়। হে হিন্দুগণ, তোমরা মনুষ্য এবং চেতন; তোমাদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধি আছে। একবার বিচার করিয়া দেখ. যে নিষ্ঠুরতায় অবলা বিধবাগণ জীবনে মৃত, ক্ষুধার অন্নে এবং পিপাসার জলে বঞ্চিত, তাহা কি কখনও ঘোর অধর্ম্ম না হইয়া সনাতন ধর্ম্ম হইতে পারে!

যৌবনাবস্থায় তেজস্কর পদার্থ আহারে স্থূল শরীর বলিষ্ট, ইন্দ্রিয় চঞ্চল, ও মনোবৃত্তি বহির্ম্মুখী হয়, এবং পূর্ণিমা, একাদশী ও অমাবস্যা তিথিতে স্থূল শরীরে স্বভাবতঃ রস বৃদ্ধি হয়। এই বুঝিয়া পণ্ডিতগণ যুবতী বিধবার তেজস্কর বস্তু আহার নিষেধ ও একাদশী তিথিতে অল্প রসবিশিষ্ট দ্রব্য আহারের

বিধি করিয়াছিলেন। এখন সেই বিধি চণ্ডালের কার্য্য করিতেছে। যদি স্ত্রীগণকে সৎপথে রাখিবার জন্য এই বিধি মনে কর, তাহা হইলে উহাদিগের প্রতি এ অত্যাচার নিষ্ফল। পুরুষদিগকে অনাহারে নিস্তেজ রাখিতে পারিলে সহজেই সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে, কিম্বা ন্যায়ানুসারে উভয়ের পক্ষে একই বিধি থাকা উচিত।

পরমাত্মার নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। যদি বিধবাদিগকে তিনি একাদশী তিথিতে পানাহার হইতে বঞ্চিত করিতেন, তাহা হইলে ঐ দিবস কোন বিধবাই ক্ষুধা পিপাসা অনুভব করিত না, বরং পানাহারে অসমর্থ হইত। কিন্তু ইহা যে পরমাত্মার নিয়ম নহে তাহা ফলে প্রত্যক্ষ হইতেছে,—একাদশীতে বিধবাদিগের অন্যদিগের ন্যায় সমভাবে ক্ষুধা ও পিপাসা বোধ হইতেছে। তাহারা কেবল জোর করিয়া অন্নজল গ্রহণে বিরত রহিয়াছে। ক্ষুধার সময় আহার ও পিপাসায় জলপান পরমাত্মার আজ্ঞা। ইহা লঙ্ঘন করিয়া যাহারা মনুষ্যের কল্পিত ফলের প্রলোভনে পানাহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মাকে কষ্ট দিতেছে, তাহারা তেজ, বল, ও বুদ্ধি হারাইয়া শান্তিময় পরমাত্মা হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে। যাহাদিগের প্রেরণায় বিধবাগণ পরামাত্মার নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন, তাহাদিগের ফলও পরমাত্মার নিকট রহিয়াছে।

দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মনই একাদশী দেবী। এই একাদশী দেবীকে পরমাত্মাতে লয় করা বা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ সমস্ত জগৎ পরমাত্মারই স্বরূপ জানিয়া বিচারপূর্ব্বক কার্য্যনিষ্পন্ন করাকে একাদশী ব্রতপালন জানিবে। নচেৎ উপবাসে একাদশীর ব্রত পূর্ণ হইলে জগতের দরিদ্র ও রোগীগণ পূর্ণমাত্রায় একাদশীর ফলের অধিকারী। এবং সময়ে সময়ে অনাহারে থাকায় বনের পশুরও একাদশীর ফলপ্রাপ্তি হইবে।

লোকপ্রচলিত একাদশী প্রভৃতি ব্রত সকল পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে স্থাপিত নহে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি সধবা, কি বিধবা, একাদশী বা অন্য যে কোন দিবস ক্ষুধার উদয় হইলেই উপস্থিত খাদ্যদ্রব্য যথাপরিমাণে আহার করিয়া সন্তুষ্ট মনে পরমাত্মার আজ্ঞা পালন করিবেন। ইহাতে কোন নিষেধ, বিধি অথবা পাপ পুণ্য নাই। ক্ষুধা পিপাসার উদয় হইলেই তাহার শান্তি করিবে; ইহাইপরমাত্মার নিয়ম। এবং এই নিয়মমত চলিলে পরমাত্মাও অসন্তুষ্ট

না হইয়া বরং প্রসন্ন হয়েন। ইহার বিপরীত আচরণে কষ্টভোগ অনিবার্য্য। ইহা শঙ্কাশূন্য পরম সত্য বলিয়া জানিবে। একাদশী তিথিতে পানাহারে পাপ হয়, ইহা একেবারেই মিথ্যা কল্পিত কুসংস্কার মাত্র। অনাহারে কোন প্রকার ব্যবহারিক বা পারমার্থিক ফল নাই। ইহাতে ইন্দ্রিয় বা মন পবিত্র হইবার সম্ভাবনা মনে করা ভ্রম। বরং সর্ব্বদা আহারের বিষয় চিন্তায় মন বিকৃত হইয়া থাকে। ইহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। প্রত্যক্ষ দেখিয়া বুঝুন, যাঁহারা একাদশী আদি ব্রত করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আজ পর্য্যন্ত কি সুফল পাইতে দেখিয়াছেন? ফলের মধ্যে ত এই দেখা যায় যে, পৈত্তিক বিকার বশতঃ রোগ ও দ্বেষ হিংসা বাড়ে।

ফলের বিষয় তোমাদিগের বিচারপূর্ব্বক এরূপ বুঝা উচিত, এক সত্য বিনা দ্বিতীয় সত্য নাই। যিনি সত্য তিনিই নিরাকার ও সাকার, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচরকে লইয়া স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান আছেন। যদি ব্রতাদি করিয়া সত্য ফলের ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তাঁহা ব্যতীত আর কি সত্য আছে যে তাহা ফলরূপে তুমি পাইবে? মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা কোন কালেই ফল হইতে পারে না। অতএব তাঁহাকে পূর্ণভাবে পাইলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না যাহাকে কেহ ফল বা অফলরূপে ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে পারে।

এখনও বার ব্রত তীর্থাদি মনুষ্যের কল্পিত প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণভাবে সেই বিরাটপুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের আত্মার শরণাগত হও। তিনি মঙ্গলময়; তোমাদিগের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন, তোমরাও পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে। তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তিত হইও না। তোমাদিগের গুরু, মাতা, পিতা, আত্মা, নিরাকার ও সাকার, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। তাঁহা হইতে বিমুখ হইলে ভয়, চিন্তা বা অভাব। আর তাঁহার শরণাগত হইলেই সর্ব্ব অভাব মোচন হয়। ইহা সত্য—সত্য—সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——00——

পাতিব্রত্য।

মনুষ্যগণ আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, কল্পিত সমাজের মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া সারভাব গ্রহণ কর। যাহাতে স্ত্রী পুরুষ জীবমাত্রের মঙ্গল হয় নিঃস্বার্থভাবে তাহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। তাহাতে পরমাত্মার প্রসাদে সর্ব্ব অশান্তি দূর হইয়া জগতে মঙ্গল স্থাপিত হইবে।

যথার্থ পাতিব্রত্যের ভাব না বুঝিয়া লোকে নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছে। কেহ কেহ বলেন, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পূর্ণপরব্রহ্ম পতিকে প্রীতিভক্তি করা একমাত্র জ্ঞান মুক্তির পথ। আর কেহ কেহ বলেন লৌকিক পতিকে সেবা ভক্তি করিলে স্ত্রীগণের জ্ঞান মুক্তি হয়, পতিব্রতা স্ত্রী পাতিব্রত্যের তেজে পতিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন।

এস্থলে মনুষ্যমাত্রেই বুঝিয়া দেখ যে, যাহার পক্ষে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত হয় সে স্ত্রী কি বস্তু এবং যে পতির সেবা পতিব্রতার ধর্ম্ম সে পতিই বা কি বস্তু। সত্যের নাম স্ত্রী, না, মিথ্যার নাম স্ত্রী? সত্যের নাম পুরুষ, না, মিথ্যার নাম পুরুষ? যদি বল মিথ্যা তবে দেখ যে, মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা কখন সত্য বা স্ত্রী পুরুষ হয় না। যদি বল সত্য তবে সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য কখনও মিথ্যা বা স্ত্রী পুরুষ হন না। সত্য সকলের নিকট সত্য, নিত্য স্বতঃপ্রকাশ একভাব। সত্যেতে স্ত্রী বা পুরুষ, পতিব্রতা অপতিব্রতা কিছুই হইতে পারে না—হওয়া অসম্ভব। এবং মিথ্যাতেও স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না। তবে পতিব্রতা স্ত্রী ও পতি কি?

একই সত্য পরমাত্মা নিরাকার সাকার চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া পূর্ণরূপে নিত্য বিরাজমান। স্ত্রী, পুরুষ ও পাতিব্রত্য নিরাকার কি সাকার ব্রহ্মের নাম? নিরাকার ব্রহ্মে স্ত্রী পুরুষ সংজ্ঞা হইতেই পারে না। যেহেতু যিনি নিরাকার তিনি নির্গুণ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, মনোবাণীর অতীত। তাঁহাতে কিরূপে পতি পত্নী, পতিসেবা, পতিভক্তি থাকিবে? প্রত্যক্ষ দেখ, যখন সুষুপ্তির অবস্থায় জ্ঞানের লয় হয় তখন এ জ্ঞান থাকে না যে, আমি স্ত্রী বা

পুরুষ ছিলাম, সৃষ্টি ছিল কি না। জাগরিত হইলে পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে আপনাকে স্ত্রী বা পুরুষ বোধ হয়। সুষুপ্তিতে যদি জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে সুষুপ্তির অবস্থা বলিবার প্রয়োজন থাকিত না। ঐরূপ স্বপ্নাবস্থাতে যদি বোধ থাকিত যে মিথ্যা স্বপ্ন দেখিতেছি তাহা হইলে স্বপ্নাবস্থা বলিবার প্রয়োজন থাকিত না। পতি পত্নী ভাব যখন নিরাকার ব্রহ্মে হইতেই পারে না তখন অবশ্যই সাকার ব্রহ্মের অন্তর্গত। ইতিপূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ এই সপ্ত ধাতু বা অঙ্গ লইয়া সাকার বিরাটব্রহ্ম নিত্য প্রকাশমান। বিরাট ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ আকাশের মধ্যে হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইনি স্ত্রী বা পুরুষ হইতে অতীত। ইহাঁ হইতে চরাচর স্ত্রী পুরুষের স্থুল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়াছে। অতএব বিচার করিয়া দেখ যে, স্থূল শরীর হাড় মাংস, সূক্ষ্ম দশ ইন্দ্রিয় ও চেতন জীবাত্মা—ইহার মধ্যে কোন্‌টী স্ত্রী বা পুরুষ অথবা দশ ইন্দ্রিয় বা চেতন জীবের কোন্ গুণের নাম স্ত্রী বা পুরুষ। যদি বল হাড় মাংস মল মূত্রের পুত্তলি স্ত্রী আপন পতি নামা সেইরূপ অন্য পুত্তলিকে সেবা করিবে তাহা হইলে বিরাট ব্রহ্মের চরণ পৃথিবী হইতে উৎপন্ন স্ত্রী পুরুষ উভয় পুত্তলিই হয় স্ত্রী, না হয় পুরুষ একই হইবে; উভয়ের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া ভেদ থাকিবে না। এস্থলে কিরূপ স্ত্রী কিরূপ পতিকে সেবা করিবে? যদি দশ ইন্দ্রিয়কে স্ত্রী বল তাহা হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই দশ ইন্দ্রিয় একই পদার্থে গঠিত। এরূপ দৃষ্টিতে উভয়কে স্ত্রী বা পুরুষ বলিতে হয়—কোন ভেদ দেখা যায় না। যদি ইন্দ্রিয়ের গুণের নাম স্ত্রী হয় তাহা হইলে যে ইন্দ্রিয়ের যে গুণ তাহা স্ত্রী পুরুষে সমান ভাবে বর্ত্তাইতেছে। আসক্তি অনাসক্তি, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি, জ্ঞান অজ্ঞান বিজ্ঞান, ক্ষুধা পিপাসা, লজ্জা ভয়াদি উভয়ের মধ্যে সমানভাবে বোধ হইতেছে তবে উভয়ের গুণ স্ত্রী বা পুরুষ হইবে, কোন ভেদ থাকিবে না। এস্থলে কে কাহাকে পতি বলিয়া সেবা করিবে? যদি জীবকে স্ত্রী বা পুরুষ বল তাহা হইলে সকল জীবই এক। তবে কোন্ জীব পতি হইবেন আর কোন্ জীব স্ত্রী হইয়া কোন্ জীব পতির সেবা রূপ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালনে মুক্তস্বরূপ হইয়া পতিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবেন? যাহার পতি বা

স্বামী হইতে বাসনা প্রথমে তাহার নিজে বুঝা উচিত যে, স্ত্রী বা পুরুষ, পতি বা পত্নী কোন বস্তু বা অবস্থার নাম। আগে এইটী বুঝিয়া তবে পতি বা স্বামীর পদ লওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা মুখে চুণ কালীর প্রলেপ দিয়া অজ্ঞান অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। পতি বা স্বামী বলিয়া অহঙ্কার করিতে হয় না। যখন নিজের ইন্দ্রিয় বশীভূত নহে তখন কাহার পতি বা স্বামী হইতে চাহ? তুমি নিজে কাহার বশীভূত ও কে তোমার স্বামী—আগে তাহা বুঝ তবে স্ত্রীর স্বামী হইতে ইচ্ছা করিও। বিরাট ব্রহ্মের সপ্ত অঙ্গ হইতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়াছে। ইহা পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছ। তাঁহার জ্ঞাননেত্র সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্ত্রী পুরুষের মস্তকে তোমরা চেতন হইয়া নেত্রদ্বারে রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিতেছ ও সৎ অসতের বিচার করিয়া স্ত্রী পুরুষ নামক জীব জ্যোতিঃ ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ অভেদে এক হইয়া নিরাকার নির্গুণ কারণে স্থিত হইতেছ। সে ভাবে ক্লীবলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ, সংজ্ঞা নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চেতন তেজোময় সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্ত্রী পুরুষ জীবের মস্তকে নেত্র দ্বারে প্রকাশমান থাকেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষ জীব জ্যোতিঃ চেতন হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য সমাধা করেন। যখন মস্তক হইতে সেই জ্যোতিঃ সঙ্কুচিত হইয়া নিরাকার কারণরূপে স্থিত হন তখন স্ত্রী পুরুষ জীব জ্যোতির নিদ্রাবস্থা ঘটে। সেই জ্যোতিঃ পুনরায় মস্তকে প্রকাশমান হইলে পুনরায় চেতন হইয়া স্ত্রী পুরুষ জীব জ্যোতিঃ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যখন এই বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে স্ত্রী পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়াছে তখন বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে ইহার কোন অঙ্গটী স্ত্রীলিঙ্গ যে তৎদ্বারা স্ত্রীলোকের শরীর এবং কোন অঙ্গ পুংলিঙ্গ যে তৎদ্বারা পুরুষের শরীর পৃথক ভাবে গঠিত হইবে? বিরাট ব্রহ্ম স্বরূপ পক্ষে না স্ত্রীলিঙ্গ না পুংলিঙ্গ না ক্লীবলিঙ্গ। তিনি এ তিন শব্দের অতীত যাহা তাহাই। অথচ এ তিনটী অজ্ঞান নামক তাঁহার শক্তির বলে তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতে ভাসিতেছে। তত্রাচ স্বরূপ পক্ষে তিনি যাহা তাহাই আছেন। এ প্রকার পূর্ণভাবে পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ যাঁহাতে প্রকাশমান তিনি স্ত্রী হউন বা পুরুষ হউন তাঁহাকে সকলে পতিব্রতা সতী জানিয়া মান্য করিবে।

যে স্ত্রী লৌকিক পতিকে লইয়া চরাচরের সহিত অভিন্নরূপে সাকার নিরাকার একই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ স্বতঃপ্রকাশ পতিকে ভক্তিপূর্ব্বক সেবা ও উপাসনা করেন এবং লৌকিক পতিকে কোন প্রকার অবহেলা করেন না, তাঁহার দৃষ্টিতে পরমাত্মা ছাড়া দ্বিতীয় পতি বা পত্নী কোন কালে ভাসে না এবং সেই স্ত্রী যথার্থ পতি সেবারূপ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষা করেন। সাবিত্রী দেবী এইরূপেই নিজ পতি সত্যবানকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে মৃত্যু অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সত্যবান পরমাত্মা পতির কোন কালে মৃত্যু নাই। সাবিত্রী সত্যবান অর্থাৎ জ্ঞানসম্পন্ন স্ত্রী ও পুরুষ জ্ঞানমুক্তি স্বরূপ অভেদে পূর্ণভাবে থাকেন। লোকে যাহাকে বেশ্যা বোধ করে তাঁহার যদি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পতিতে অভিন্ন ভাবে নিষ্ঠা থাকে তাহা হইলে ঐ লৌকিক বেশ্যাও প্রকৃত পতিব্রতা। আর যদি কোন কুলবধূ দিবারাত্র লৌকিক পতির সেবা করে কিন্তু নিরাকার সাকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পতির সহিত আপনাকে ও লৌকিক পতিকে অভেদে দর্শন করিয়া সেবা না করে তাহা হইলেও সেই স্ত্রী ব্যভিচারিণী ও অপতিব্রতা বলিয়া আপন পতিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেন না। এইরূপ অভেদ দৃষ্টি বিনা পুরুষও স্ত্রীকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হন।

এই সকল কারণে অহল্যা দ্রৌপদী প্রভৃতির ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয়া নারীগণ একাধিক পতি সত্ত্বেও পতিব্রতা ছিলেন ও আছেন। অজ্ঞানাপন্ন লোকে বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁহাদের একাধিক পতি দেখে কিন্তু তাঁহাদের নিজের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা নিরাকার সাকারকে লইয়া একই অখণ্ডাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ পতিতে অভিন্ন ভাবে নিষ্ঠা ভক্তি ছিল। আদিতে, মধ্যে বা অন্তে তাঁহারা এক স্বতঃ-প্রকাশ পরমাত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় পতি দেখেন নাই। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কে আছেন যে স্ত্রী বা পতি হইবেন? পরমাত্মা-বিমুখ অজ্ঞানাপন্ন লোকেরই দৃষ্টিতে তাঁহা হইতে ভিন্ন স্ত্রী পুরুষ ভাসে।

পতি পত্নী উভয়ে জ্ঞান সম্পন্ন হইলে বিনা উপদেশে, বিনা অনুরোধে, আপন ইচ্ছায় শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক পরস্পরের সেবাত করিবেনই। তাঁহাদের বিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সাধারণ স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই পতি পত্নীকে ও পত্নী পতিকে বিচারপূর্ব্বক উত্তমরূপে সেবা ভক্তি করিবে ও

মঙ্গলকারী পূর্ণপরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ বিরাট পুরুষ জগৎ পতিকে শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার, উপাসনা ও প্রার্থনা করিবে। তিনি দয়াময় দয়া করিয়া জ্ঞান দিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে রাখিবেন। এইরূপ নিষ্ঠাবদ্ধ হইয়া তীক্ষ্নভাবে ব্যবহার ও পরমার্থ সিদ্ধ করা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কর্ত্তব্য। যদি পতি ভক্তিপূর্ব্বক পত্নীর সেবা ও আজ্ঞা পালন করেন ও সেইরূপ পত্নী পতির করেন তাহা হইলে উভয়েরই ইহলোকে পরলোকে মঙ্গল হয়; পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ প্রসন্ন হইয়া উভয়কে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখেন—ইহাই জীবের চরম মঙ্গল।

পরমাত্মার নিকট স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই সমান অর্থাৎ উভয়ই পরমাত্মার স্বরূপ। স্ত্রী পুরুষের অধীন নহেন, পুরুষ স্ত্রীর অধীন নহেন। স্ত্রী নীচ কার্য্য করিলে নিজেই দুঃখ ভোগ করেন। পুরুষকে তাহার জন্য কষ্ট পাইতে হয় না সেইরূপ পুরুষ দুষ্কার্য্য করিলে নিজেই তাহার জন্য দুঃখ ভোগ করেন, স্ত্রীকে তাহার অংশ লইতে হয় না। পুরুষ ঔষধ সেবন করিলে স্ত্রী রোগ মুক্ত হন না, বা অন্ন জল গ্রহণ করিলে স্ত্রীর ক্ষুধা পিপাসার শান্তি হয় না। যাহার ব্যাধি, ক্ষুধা বা পিপাসা তাহাকেই ঔষধ, অন্ন বা জল সেবন করিতে হয়। এ কথাটী উত্তমরূপে বুঝিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন করা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কর্ত্তব্য। স্ত্রী জ্ঞান দিয়া পতিকে মুক্তি দিতে পারিবেন না; পতিও স্ত্রীকে পারিবেন না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই জ্ঞান মুক্তির পতি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ বিরাট পুরুষ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই যে জীবকে জ্ঞান দিয়া মুক্তি দিতে পারেন। ইহা ধ্রুব সত্য।

যিনি স্বয়ং জ্ঞান বা জ্ঞান যাঁহার আয়ত্তাধীন তিনি জ্ঞান দিয়া মুক্ত করেন। তিনি স্ত্রীর দ্বারা জ্ঞান দিয়া পতি জীবকে ও পতির দ্বারা জ্ঞান দিয়া স্ত্রী জীবকে মুক্ত করিতে পারেন। কেন না তিনি অর্থাৎ পরমাত্মা মুক্তির কর্ত্তা, মুক্তি তাঁহার আয়ত্তাধীন।

স্ত্রী পুরুষের সমান ভাব না বুঝিয়া তোমরা পুরুষ মাত্রেই ইচ্ছা কর যে তোমাদের নিজ নিজ স্ত্রী পতিব্রতা হউক। কিন্তু বুঝিয়া দেখ, তোমাদেরও পত্নীব্রত হওয়া উচিত। স্ত্রী পতিব্রতা হইলেও পুরুষ অপত্নীব্রত হইলে

যথার্থ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। পক্ষপাত বশতঃ তোমাদের বিচার শক্তির লোপ হইয়াছে তাহাই তোমরা মনে কর, পুরুষ লক্ষ দোষ করিলেও স্ত্রী সহ্য ও ক্ষমা করিবে ও পুরুষ লোকসমাজে পবিত্র থাকিবেন। কিন্তু স্ত্রীর যৎকিঞ্চিৎ দোষ ঘটিলে ঘৃণার পাত্রী অপবিত্রতা বলিয়া পরিত্যজ্যা এবং তাহার কত যে কষ্ট ভোগ তাহার শেষ নাই। পতির সমস্ত দোষ ক্ষমা করিবার শক্তি স্ত্রীর আছে কিন্তু পুরুষ এমনই কাপুরুষ যে স্ত্রীর সামান্ত দোষ ক্ষমা করিতে পারেন না! অথচ পরমাত্মার নিকট আপনার দোষের জন্ম ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বিচরাভাবে বুঝিতেছ না যে, যখন নিজ স্ত্রীর কোন প্রকার দোষ ক্ষমা করিতে পার না তখন তোমার সহস্র দোষ ভগবান পরমাত্ম কিরূপে ক্ষমা করিবেন?

বস্তু বা বিশেষ্য পতি সংজ্ঞা। তাঁহার সৃষ্টি পালন সংহারকারিণী শক্তি বা বিশেষণ স্ত্রী সংজ্ঞা। আপনাকে ও পরমাত্মাকে অভেদে দর্শনের অবস্থা বা শক্তিকে পতিব্রতা সংজ্ঞা জানিবে। সেই পূর্ণভাব পরিত্যাগ করিয়া নানা নাম রূপ পরস্পর ও তাঁহা হইতে ভিন্ন ভাবনাকে অপতিব্রতা সংজ্ঞা জানিবে। ইহা ব্যতীত যথার্থ পক্ষে পতিব্রতা অপতিব্রতা নাই—ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

অবিচারে উপাসনা।

দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি বহু ব্যাপক বিপদে লোকে হরি, গড, আল্লা, ঈশ্বর প্রভৃতি নাম লইয়া উপাসনা স্তুতি ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকেন কিন্তু ঐ সকল যাঁহার নাম তাঁহাকে চিনিবার চেষ্টা করেন না। তাঁহাকে যথার্থ-রূপে চিনিয়া তাঁহার যথার্থ প্রিয় কার্য্য সাধন করিলে জগতের দুঃখ বিপদ ভয় অন্তর্হিত হইয়া অবশ্যই কল্যাণের আবির্ভাব হইবে—ইহা ধ্রুব সত্য।

তাঁহাকে না চিনিয়াও তাঁহার নামে প্রীতি ও তাঁহার প্রসাদ উদ্দেশে ক্রিয়ানুষ্ঠান আনন্দের বিষয়। কেননা কিছু না করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অপেক্ষা ইহা ভাল। অতএব আস্তিক্য বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্য মাত্রেরই মান অপমান, জয় পরাজয়, মিথ্যা সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক মিলিত হইয়া গম্ভীর ও শান্তচিত্তে সত্যস্বরূপ সকলের মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। যিনি সকলের ইষ্টদেবতা তিনি কে ও কোথায় আছেন, তিনি সাকার কি নিরাকার, তিনি সত্য কি মিথ্যা তাহা বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে যথার্থরূপে চিনিয়া তাঁহাতে শরণ গ্রহণ ও তাঁহার যথার্থ প্রিয় কার্য্য সাধন মনুষ্য মাত্রেরই উচিত। তাঁহাকে না চিনিয়া উপাসনায় ও তাঁহার কি প্রিয় না জানিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল স্থাপনা হয় না। ইহা ধ্রুব সত্য।

পরমাত্মা যে কার্য্য সিদ্ধির জন্য যে উপায় সৃষ্টি করিয়াছেন সেই কার্য্যের জন্য সেই উপায় অবলম্বন না করিলে কখনও কার্য্য সিদ্ধি হয় না—কেবল কষ্ট ভোগ ঘটে। স্থূল পদার্থ ভস্ম বা অন্ধকার নিবারণ করিবার জন্য অগ্নির প্রয়োজন। পৃথিবী, জল, বায়ু বা আকাশের দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হয় না—ইহাই পরমাত্মার নিয়ম বা আজ্ঞা। যে পদার্থকে তিনি যে কার্য্য করিবার শক্তি দিয়াছেন তাহার দ্বারা সেই কার্য্য হইবে, অন্য কার্য্য হইবে না। ইহার বিপরীত ঘটাইবার চেষ্টা নিষ্ফল ও কষ্টের হেতু। ব্রহ্মশক্তির বশবর্ত্তী হইয়া যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিলে সুখে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। অতএব তোমাদের প্রথমতঃ বুঝা আবশ্যক, তোমরা নিজে কে ও তোমাদের কি রূপ এবং যিনি তোমাদের মঙ্গল করিবেন তিনি কে ও তাঁহার কি রূপ—নিরাকার বা সাকার সত্য বা মিথ্যা? যদি বল মিথ্যা তবে বুঝিয়া দেখ, মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখন সত্য হয় না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা হইতে সৃষ্টি বা মঙ্গলামঙ্গল হইতেই পারে না—হওয়া অসম্ভব। যদি অজ্ঞান বশতঃ মনে কর হইতে পারে তাহা হইলে তোমরাও মিথ্যা এবং তোমাদের বিশ্বাস, ধর্ম্ম কর্ম্ম, মঙ্গলামঙ্গলও মিথ্যা। মিথ্যা দৃশ্যেও নাই অদৃশ্যেও নাই।

যদি বল সত্য তাহা হইলে এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য সর্ব্বকালে সকলের নিকট সত্য। সত্য কখনও মিথ্যা হন না। সত্য দৃশ্যেও

সত্য, অদৃশ্যেও সত্য। সত্যের কেবল রূপান্তর ভাসে মাত্র। যিনি সত্য তিনি স্বয়ং স্বতঃপ্রকাশ আপন ইচ্ছায় সাকার নিরাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে প্রত্যক্ষ বিরাট পুরুষ জ্যোতিরূপে বিরাজমান।

একই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমানের মধ্যে দুইটী প্রতিযোগী শব্দ ব্যবহার হয়—সাকার ও নিরাকার। নিরাকার, নির্গুণ, গুণাতীত, শব্দাতীত, জ্ঞানাতীত। নিরাকারে জ্ঞানের সঞ্চার নাই, যেমন সুষুপ্তির অবস্থায় তুমি জ্ঞানাতীত। সুষুপ্তিতে কোন প্রকার শক্তি বা ক্রিয়া নাই। নিরাকার বা সুষুপ্তির সহিত সৃষ্টি বা মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কশূন্য। জাগরিত অবস্থায় জীবের কার্য্য করিবার সামর্থ্য থাকে ও মঙ্গলামঙ্গল বোধ হয়। পুনশ্চ সুষুপ্তি ঘটিলে সে সব কিছুই থাকে না। সেইরূপ সাকার মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম জগতের মাতা পিতা, আত্মা গুরু অনন্ত শক্তি সহযোগে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত প্রকার কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। ইনি জগতের ও সর্ব্ব মঙ্গলামঙ্গলের হর্ত্তা কর্ত্তা, বিধাতা। ইহাঁ হইতে সমস্ত চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, ঔলিয়া পীর প্যাগম্বর, যিশুখ্রীষ্ট, ঋষি মুনি অবতারগণের উৎপত্তি স্থিতি লয়। ইনি ছাড়া অনন্ত আকাশে দ্বিতীয় কেহ নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

বেদাদি শাস্ত্রে এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্মের সপ্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাঁর জ্ঞাননেত্রে সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা জ্যোতিঃ মন, আকাশ মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ। বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরই শক্তি, গ্রহ, মায়া, দেব দেবী, (অহঙ্কার লইয়া) শিবের অষ্ট মূর্ত্তি প্রভৃতি নানা নাম কল্পিত হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত দেবতা দেবী হন নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই। পৃথীব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ও জ্যোতির দ্বারা অসংখ্য স্ত্রী পুরুষ জীবের ইন্দ্রিয়াদি যুক্ত শরীর গঠিত হইয়াছে বলিয়া পুরাণাদি শাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতার উল্লেখ আছে। এক এক ইন্দ্রিয়ের এক এক আধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথা—কর্ণের দেবতা দিকপাল অর্থাৎ আকাশ ইত্যাদি। এক এক দেবতা বা শক্তি অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মাণ্ডের এক এক প্রকার কার্য্য বা মঙ্গলামঙ্গল করিতেছেন। বিরাট ব্রহ্মের শক্তি বা দেবতা পৃথিবী হইতে জীব মাত্রের

রক্ত মাংস গঠিত ও অন্নাদি উৎপন্ন হইয়া জীবের পালন হইতেছে। অন্যান্য তত্ত্ব ও জ্যোতির সম্বন্ধে যেরূপ অন্যত্র বলা হইয়াছে সেইরূপ বুঝিয়া লইবে। কোন এক দেবতা বা শক্তি বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গের ক্ষণমাত্র অভাব হইলে সৃষ্টিলোপ ঘটে। এই মঙ্গলকারী অনাদি স্বতঃপ্রকাশ বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু শিশু যেমন মাতৃস্তন্যে প্রতিপালিত হইয়াও অজ্ঞানবশতঃ মাতার স্নেহ বুঝিতে অক্ষম সেইরূপ জগৎপিতা জগৎজননী বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে উৎপন্ন ও তদ্দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াও লোকে ইঁহার স্নেহ বুঝিতেছে না। রাজ্য ধনাদিতে আসক্তি বশতঃ হিন্দু মুসলমান ইংরেজ মনুষ্য মাত্রেই ইঁহা হইতে বিমুখ হইয়া মিথ্যা ধর্ম্ম কল্পনা ও পরস্পর হিংসা দ্বেষ করিয়া অশান্তি ভোগ করিতেছেন। ইহা বুঝিতেছে না যে, ইনি ছাড়া দ্বিতীয় মাতা পিতা কে আছেন যে অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন।

হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক মনুষ্যগণ নানা ইষ্ট নাম কল্পনা করিয়া সংকীর্ত্তন নমাজ ও গির্জ্জা ঘরে প্রার্থনা প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা ইষ্ট দেবতাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তথাপি জগতের অমঙ্গল দূর না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে কেন? মনুষ্যের এত অশান্তি ও দুর্দ্দশার কারণ কি? রাজার আজ্ঞাবহ ও স্তুতিকারক মালীদ্বয়ের ভিন্ন ফলপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত অনুসারে ইহার যথার্থ ভাব বুঝিতে পারিবে। পরমাত্মা রাজার এই জগৎ ও জীব শরীর রূপী বাগানের তোমরা মনুষ্য মাত্রেই মালী। ঘর বাটী, বিছানা, খাদ্য ও ব্যবহার সামগ্রী, রাস্তা ঘাট, হাট বাজার, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার রাখিবে। সুস্বাদু সুগন্ধ পদার্থ অগ্নিতে আহুতি দিবে, জীব মাত্রের অভাব পূরাইয়া তাহাদিগকে প্রীতি পূর্ব্বক পালন করিবে—তোমাদের প্রতি ইহাই পরমাত্মার আজ্ঞা। ইহা পালন করিলে জগতের সকল প্রকার অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল স্থাপনা হইবে। এখন পর্য্যন্ত কিছুই নষ্ট হয় নাই।

তোমরা মনুষ্য মাত্রেই এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতার সম্মুখে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে প্রণাম ও কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক সকলে একভাবে শরণ এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁহার আজ্ঞা

বা প্রিয় কার্য্য সাধনে যত্নশীল হও। প্রীতিপূর্ব্বক জীব মাত্রকে বিশেষতঃ অসহায়া স্ত্রীলোকদিগকে উত্তমরূপে পালন কর। দেশে প্রদেশে, জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে "পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের জয়" বা "চরাচর ব্রহ্মের জয়"—এই বলিয়া সকলে একত্রে পরমাত্মার জয় ঘোষণা কর। দ্বিতীয় কাহারও নাম কল্পনা করিয়া জয়ধ্বনি করিও না। করিলে দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। প্রত্যক্ষ দেখিতেছ অনাদি মঙ্গলকারীকে ত্যাগ ও মিথ্যা নানা নাম কল্পনা করিয়া তোমরা কত প্রীতি ও আদর পূর্ব্বক প্রার্থনা ও উপাসনা করিতেছ তথাপি অশান্তির শেষ নাই। যিনি অনাদি স্বতঃপ্রকাশ তিনি সর্ব্বকালে প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ বিরাজমান রহিয়াছেন। যাহার সহিত নিত্য একত্র বাস তাহাকে সকলে অনাদর করে। নূতনকে আদর করিতে সকলের প্রবৃত্তি। সেইরূপ নিত্য যে জ্যোতিঃস্বরূপ তাঁহার অনাদর তোমরা সকলে একত্র হইয়া জগতের মাতা পিতা আত্মা গুরু পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক প্রার্থনা কর যে, "হে জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা, আপনি নিরাকার নির্গুণ, আপনি সাকার সগুণ—অসীম অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে বিরাজমান। আমরা আপনাকে চিনিতে পারি না। যখন আমরা নিজেকেই সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে পাইয়াও চিনিতে পারি না তখন আপনাকে কিরূপে চিনিব? আপনি নিজগুণে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা ও মন পবিত্র করিয়া জ্ঞান দিয়া যদি চিনিতে দেন তবেই আপনাকে চিনিতে পারি—তবেই আপনার প্রিয় কার্য্য কি তাহা জানিয়া প্রতিপালন করিতে সক্ষম হই। হে অন্তর্যামি, আপনি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান। আপনি নিজগুণে জগতের সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করুণ!" সকলে একত্রে তাঁহার শরণাগত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তীক্ষ্ণভাবে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর। যদি অন্য সম্প্রদায়ের লোকে ইহাতে বিরত হয় তবে হে হিন্দু আর্য্যগণ, তোমরা কেন আপন সনাতন ধর্ম্ম প্রতিপালনে বিরত হইবে? তোমরা দেশে প্রদেশে জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে প্রীতিপূর্ব্বক মিলিত হইয়া তীক্ষ্ণভাবে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে যত্নশীল হও। কোন বিষয়ে আলস্য করিও না। লোকে যে কার্য্যে আলস্য করে সে কার্য্য কখন উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয় না। জগতের এই সকল কল্যাণকর কার্য্য সাধন করা হিন্দু রাজা জমীদার মহাজন প্রভৃতি ধনী ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির

পক্ষে বিশেষ কর্ত্তব্য। লৌকিক মান্যের জন্য পরমাত্মার আজ্ঞা পালনে বিমুখ হওয়া মূর্খের কার্য্য। জ্ঞানবান ব্যক্তি মান্যকে পদদলিত ও অপমানকে মস্তকে করিয়া কার্য্য উদ্ধার করেন। মনুষ্য হইয়া যদি পূর্ব্বোক্তরূপে মনুষ্যের কার্য্য না কর তবে মান্য দূরে যাউক তোমাদের মনুষ্যত্ব কোথায়? মনুষ্যত্বহীন মনুষ্য অপেক্ষা পশুও ভাল; তাহাদের হিতাহিত জ্ঞান নাই। মনুষ্য মাত্রেই সুখ চাহে কিন্তু কিসে সুখ হয় জানে না। সকলেই মান্য চাহে কিন্তু যাহাতে যথার্থ মান্য হয় সে কার্য্য কেহ করিতে চাহেনা। অপরকে সুখ দিলে সুখ হয়, মান্য দিলে মান্য পাওয়া যায় না। কিন্তু তোমরা ভীরু জাতি। প্লেগ দুর্ভিক্ষের তাড়নায় তোমরা হরি সংকীর্ত্তনে যোগ দাও। সুখের সময় যিনি একমাত্র সুখ দাতা তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন দূরে থাকুক তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত একবার মনেও কর না। এখনও তোমরা আলস্য ও জড়তা ত্যাগ করিয়া আপন যথার্থ ইষ্টদেবকে চেন ও শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার যথার্থ প্রিয় কার্য্য সাধনে তৎপর হও।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——00——

ধর্ম্ম প্রচার।

যাহাতে জীবমাত্রের মঙ্গল তাহাই পরমাত্মার আজ্ঞা, সেই মঙ্গল সাধনই তাঁহার প্রিয় কার্য্য। জ্ঞান বিনা শান্তি নাই, বিনা বিচারে জ্ঞান নাই, অশান্তিতে মঙ্গল কোথায়? যাহাতে পরমাত্মার অভিপ্রায় মত জীবমাত্রই জ্ঞান লাভ করিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে চিনিয়া তিনি জীবের যে অভাব পূরণের জন্য যে উপায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন তদনুসারে কার্য্য করিতে পারে সে বিষয়ে সকলের যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। জগৎ, জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে তিনি যাঁহাকে যেরূপ বুঝাইয়াছেন তাহা অকপটভাবে প্রীতিপূর্ব্বক সকলের নিকট প্রকাশ

করিলে সকলেরই বিচার শক্তি চালনার দ্বারা ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়া সত্যের অভিমুখী হয় এবং তাহাতে পরমাত্মার ইচ্ছায় তাঁহারই নিয়মানুসারে সকলের সত্য লাভ হইতে পারে। কিন্তু নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জয় কামনায় আপন আপন মত প্রচারের দ্বারা অপর সকলকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করিলে সত্য বহুদূরে থাকিয়া যায়।

অতএব পণ্ডিত মৌলভি পাদরি প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নেতাগণ আপন আপন মান অপমান জয় পরাজয় সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধীর ও গম্ভীরভাবে বিচারপূর্ব্বক সার ভাব গ্রহণ কর। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল দূর হইয়া শান্তি স্থাপনা হইবে। যাহাতে জগতের কল্যাণ শান্ত চিত্তে ও স্থির বুদ্ধিতে হয় তাহার অনুষ্ঠান মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তোমরা সকলে নিত্য স্বতঃপ্রকাশ ইষ্ট দেবতাকে চিনিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে যত্নশীল হও এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইয়া সকলে এক অন্তঃকরণে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি সদয় হইয়া সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল অপসৃত করিয়া কল্যাণ স্থাপনা করিবেন। সাম্প্রদায়িক নেতাগণ জগতের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া বিচারপূর্ব্বক যথার্থ ইষ্ট-দেবতাতে নিষ্ঠাবান হইলে তৎক্ষণাৎ জগতের দুঃখ লয় ও পরমানন্দের আবির্ভাব হইবে—ইহা ধ্রুব সত্য।

তোমরা না জানিয়াও সংস্কার অনুসারে আপন ধর্ম্ম সত্য অপর ধর্ম্ম মিথ্যা বোধ কর। এবং সত্য কি বস্তু, যথার্থপক্ষে জগতের মঙ্গলকারী কে, কি করিলে জগতের মঙ্গল হয়—ইহা না বুঝিয়া নিজ সম্প্রদায়ে প্রচলিত বাক্যে স্তুতি ও অন্যত্র প্রচলিত বাক্যের নিন্দা নিয়ত করিতেছে। প্রীতিপূর্ণভাবে সত্যাসত্যের বিচার করিয়া জগতের যথার্থ মঙ্গলকারীকে চেন। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা; মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখন সত্য হয় না। মিথ্যা হইতে কিছুই হইতে পারে না। সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সত্য সর্ব্বকালে সকলের নিকট সত্য, সত্য কখনও মিথ্যা হয় না। একই সত্য স্বয়ং আপনার ইচ্ছায় সাকার নিরাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। ইহাতে দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নেতাগণ শান্ত চিত্তে বুঝিয়া দেখুন

আপনাদিগের নিজ নিজ মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা সত্য কি মিথ্যা। তাহা হইলেও মনুষ্য মাত্রেরই ধর্ম্ম যদি বল মিথ্যা ইষ্টদেবতা মিথ্যা। অতএব একই। তবে তোমাদের পরস্পরের বিবাদের কারণ কি? যদি বল সত্য তাহা হইলে সত্য কখনই দুই হইতে পারে না। যখন একই সত্য নানা নাম রূপ ভাবে প্রকাশমান তখন কিসের জন্য পরস্পর দ্বেষ হিংসা ও নিন্দা? সংস্কার ও কল্পনা বশতঃ তোমরা পরস্পর বিবাদ বিষম্বাদ করিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছ। যিনি সত্য অর্থাৎ যিনি আছেন তিনি জগতের মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা মাতা পিতা। সেই একই মঙ্গলকারী পূর্ণব্রহ্ম হইতে জগৎ ও জীবের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়। যাঁহা হইতে উৎপত্তি তাঁহাকে মঙ্গলকারী গুরু মাতা পিতা আত্মা বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া মিথ্যা মাতা পিতা কল্পনার দ্বারা গড়িয়া মান্য ভক্তি করিবার চেষ্টা করা কি মনুষ্যের কার্য্য? যিনি পূর্ণপরব্রহ্ম তিনি নিরাকার নির্গুণ সাকার সগুণ। নিরাকার অতীত না, ইন্দ্রিয়ের অগোচর। সাকার পরিদৃশ্যমান নামরূপ জগৎ। প্রত্যক্ষ দেখ, জীব মাত্রেরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর বিরাট পরব্রহ্মের পৃথিব্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে ইন্দ্রিয়ের যে কার্য্য তাহা প্রত্যেক জীবেই সমানভাবে ঘটিতেছে। বিরাটব্রহ্মের অংশ জীব চেতন সকল ঘটে চেতনরূপে সুখ দুঃখ, জন্মমৃত্যু, নিদ্রাজাগরণ ও ক্ষুধা পিপাসা সমভাবে বোধ বা ভোগ করিতেছেন। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় একই। পরমাত্মা হইতে কোন পদার্থ ভিন্ন যে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সমাজ বা ধর্ম্মের ভেদ কল্পনা করিবে? মিথ্যা মানের জন্য সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর দ্বেষ হিংসা বশতঃ দুঃখ অশান্তি ভোগ করিতেছ! না বুঝিয়া তোমরা বল "আমরা সব বুঝিয়াছি, আমাদের বুঝিবার আর কিছুই নাই।" কিন্তু বিচার করিয়া দেখ, যখন তোমাদের জন্ম হয় নাই তখন তোমরা কে ছিলে, তোমাদের ধর্ম্ম, মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা কে ছিলেন—সত্য কি মিথ্যা? এমন সৃষ্টি তখন দেখিয়াছিলে কি? এখনও এ জ্ঞান নাই যে কবে মৃত্যু হইবে বা পুনরায় জন্ম হইবে কি না? যখন মাতৃগর্ভে জন্ম হয় তখন সকলেই মূর্খ থাক—কেহই সংস্কৃত ফার্ষি ইংরাজী পড়িয়া জন্ম লও না। পরে এক অক্ষর ক খ গ ঘ মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত মৌলভি পাদরি প্রভৃতি পদ পাও

ও আপনাকে বিদ্বান মনে কর। আপন আপন সম্প্রদায়িক শাস্ত্রের বা প্রচলিত বাক্যের সংস্কার অনুসারে ইহা সত্য ইহা মিথ্যা বলিয়া বিবাদ বিসম্বাদে অশান্তি ভোগ করিতেছ। সত্য গ্রহণের কাহারও ইচ্ছা নাই অথচ জগতকে সত্যের নামে মিথ্যা বলিয়া কষ্ট দিতেছ। আর অজ্ঞান নিদ্রায় অভিভূত থাকিওনা, জ্ঞানরূপে জাগরিত হও। হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ প্রভৃতির মধ্যে যত ধর্ম্মনেতা আছ সকলে মিলিত হইয়া স্নিগ্ধভাবে দেশে প্রদেশে গ্রামে সহরে সভা করিয়া বিচার পূর্ব্বক মিথ্যাকে ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ কর। তাহাতে অমঙ্গলের লয় ও কল্যাণের উদয় হইবে। যাহাতে জীব কালযাপন করিতে পারে তাহাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। তোমরা পরস্পরের কল্যাণ চেষ্টা কর—আর কিছুই করিতে হইবে না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——00——

ভেদে বন্ধন অভেদে মুক্তি।

শাস্ত্র সংস্কারবশতঃ অনেকে শিরোলিখিত কথাগুলি মুখে বলেন কিন্তু বিচারাভাবে ইহার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। কেহ বা এই কথা-গুলির বিপরীত অর্থ ধারণা করিয়া পরমাত্মা হইতে বিমুখ ও নানা কষ্ট ভোগ করেন। অতএব সকলে আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্তচিত্তে বিচার পূর্ব্বক সারভাব গ্রহণ কর। তাহাতে জগতের মঙ্গল।

যিনি সত্য মিথ্যা শব্দের অতীত তাঁহাতে সত্য ও মিথ্যা এই দুই শব্দ প্রচলিত আছে। এখন বিচার করিয়া দেখ যাহাকে ভেদ বা অভেদ বলিতেছ তাহা সত্য কি মিথ্যা। যদি বল মিথ্যা তাহা হইলে মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা কখন সত্য হয় না। মিথ্যা হইতে কিছুই হইতেই পারেনা। অতএব যে ভেদ অভেদ, মুক্তি বন্ধন, উপাস্য উপাসনা, সাধ্য সাধন প্রভৃতি যাহা বলিতে তাহা সকলই মিথ্যা।

যদি বল সত্য, তবে এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্যই নিজ ইচ্ছায় সাকার নিরাকার, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, নাম রূপকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে স্বতঃপ্রকাশ নিত্য বিরাজমান। সত্য কখনও মিথ্যা হন না, তাঁহারই ইচ্ছায় রূপান্তর মাত্র ঘটে। অতএব ভেদাভেদ কল্পনা বশতঃ পরস্পর হিংসা দ্বেষ করিয়া কেন বৃথা কষ্টভোগ করিতেছ? পূর্ণপর-ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের গুরু মাতা পিতা আত্মা সত্যতে নিষ্ঠাবান হইয়া যাহার দ্বারা যে কার্য্য হয় তাহার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক পরমানন্দে কালযাপন কর।

বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে ভেদ প্রত্যক্ষ দেখিতেছ সহস্র চেষ্টা করিলেও তোমরা তাহার লয় করিতে পার না। যাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তিনি মনে করিলেই পারেন। পৃথিবীকে কর্পূর বা কেরোসীন তৈল রূপে পরিণত করিয়া তিনি ইচ্ছামাত্র নিরাকার করিতে সমর্থ। সেই একই তিনি আপন ইচ্ছায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া এক এক রূপে এক এক কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন ও করাইতেছেন। এ প্রকার না হইলে সর্ব্ব ব্যবহার লুপ্ত হয়। এইরূপ বিচার করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাইবে যে, যিনি এক তিনিই বহু। তাঁহাতে ভেদ আছে অথচ নাই। তিনি ভিন্ন ভিন্ন হইয়াও এক। তিনি যখন ভিন্ন তখনও তিনি অভিন্ন, তিনি ভেদাভেদের অতীত হইয়াও ভিন্ন অভিন্ন ভাবে বিরাজমান। মূল কথা, এই ভিন্নতা অভিন্নতা ভাব মাত্র, বস্তু নহে। যে বস্তু অর্থাৎ পরমাত্মা ভিন্ন, সেই বস্তু অর্থাৎ তিনিই অভিন্ন। বিরাট পরব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গকে বিনা চেষ্টায় লোকে ভিন্ন বলিয়া বোধ করে। বিচারের অভাবে অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃ এ জ্ঞান নাই যে, এ সকল যাঁহার অঙ্গ তিনি একই পুরুষ। সেই জ্ঞান লাভের জন্য অর্থাৎ সেই একই পুরুষের অভিমুখী করিবার জন্য বলা হয়, "ভেদে বন্ধন, অভেদে মুক্তি।" নতুবা ভেদ জ্ঞান লুপ্ত হইলেই যদ্যপি মুক্তি হইত তাহা হইলে পরমাত্মার ইচ্ছায় প্রত্যেকেরই সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছার অবস্থায় ভেদ জ্ঞানের লয় হইতেছে। তাহাতেই কি তাহারা মুক্তিলাভ করিতেছে? তাহা হইলে মস্তকে ইষ্টক আঘাত বা মাদক সেবনে জ্ঞান লয় হইলেই ত মুক্তি। মুক্তির জন্য অন্য সাধনের

প্রয়োজন কি? কিন্তু যথার্থ পক্ষে যিনি আপনাকে লইয়া সমগ্র বৈচিত্র্যময় জগতকে বৈচিত্র্যসহ একই পরমাত্মার রূপ দেখিতেছেন অর্থাৎ যাঁহাতে ভেদ অভেদ জ্ঞান সমভাবাপন্ন হইয়াছে তিনিই মুক্ত। তিনি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে অভিন্নভাবে অবস্থিতি করিয়া যে ইন্দ্রিয় ও যে পদার্থের দ্বারা যে কার্য্য পরমাত্মার নিয়মানুসারে সুখে সম্পন্ন হয় তাহার দ্বারা সেই কার্য্য করেন ও করান। পরমাত্মার নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিলেই সুখ। যাহাতে সকলেরই সুখ তাহাই পরমাত্মার নিয়ম। নতুবা যাহাতে একজনের সুখ অপরের কষ্ট তাহা পরমাত্মার নিয়ম নহে। এই কথাটী ধরিয়া বিচার পূর্ব্বক দেখিবে যে কোন্ কার্য্য পরমাত্মার নিয়মানুগত অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞা অনুযায়ী। এবং তাঁহার নিয়ম বা আজ্ঞা কি উত্তমরূপে বুঝিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্যসম্পন্ন করিবে। এইরূপ আচরণে প্রসন্ন হইয়া তিনি মুক্তি-স্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন—ইহা ধ্রুব সত্য।

যে ভেদ পরমাত্মার নির্দ্দিষ্ট, সহস্র চেষ্টাতে যাহার কেহ অন্যথা করিতে পারেন না সেই ভেদ বুঝিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সম্পন্ন করিবে। ইহাতেই জীবের শ্রেয়ঃ লাভ। পরমাত্মার নিয়মের বিরুদ্ধে জেদ করিয়া কোন কার্য্য করিতে চেষ্টা করিবে না, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল—ইহা নিঃসংশয়। কিন্তু লোকের ব্যবহারে অপর এক প্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। পূর্ব্বে পরমাত্মার নির্দ্দিষ্ট যে ভেদের কথা বলা হইয়াছে তাহার সহিত এখন যে ভেদের কথা বলা হইল তাহার একটী গুরুতর বিষয়ে অমিল। মনুষ্য ইচ্ছা করিলে এই ভেদ রাখিতেও পারে, নাও রাখিতে পারে। এক কথায় ইহা প্রতি ব্যক্তির ইচ্ছাধীন, প্রতি ব্যক্তির ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া ইহা পরমাত্মার ইচ্ছায় স্থাপিত নহে। যথা—ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, শাস্ত্র, অধিকার, নাম ও জাতি ভেদ। সংক্ষেপে এই কয়েকটী বিষয়ের বিচার হইতেছে, তোমরা সকলে গম্ভীর ও শান্তচিত্তে পূর্ব্বে যাহা এবিষয়ে বলা হইয়াছে তাহার ও ইহার সারভাব গ্রহণ কর। পুনঃ পুনঃ বস্তু বিচার করিলে মনের অজ্ঞান লয় হইয়া পরম শান্তিময় জ্ঞানের উদয় হয়। যতক্ষণ জ্ঞানের দৃঢ়তা না হয় ততক্ষণ বারম্বার বস্তু বিচার করিবে। কথা শিখিবার জন্য বস্তু বিচার নহে। এজন্য একই কথা অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ বস্তু বিচারে পুনরুক্তি দোষ নাই। বস্তু বিচার

উপাসনার অঙ্গ। সমস্ত জীবন, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মুহূর্ত্তে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা জগতের একমাত্র ইষ্টদেবের উপাসনায় অথবা প্রয়োজন মত দিন দিন ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি অভাব মোচনে কি কৃতকরণ রূপ দোষ ঘটিতে পারে? যতক্ষণ অভাব বোধ হয় ততক্ষণ তাহার মোচনের চেষ্টা করিতে হইবে—ইহাই জ্ঞানীর লক্ষণ। "একবার করিয়াছি আবার করিলে প্রথম কার্য্যের নিষ্ফলতা স্বীকার হয়"—এরূপ অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া অভাব মোচনে বিরতি মূঢ়তা ও কষ্টের হেতু। অতএব প্রথমে বিচার কর ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, নাম, জাতি, অধিকার, ইষ্টদেবতা, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রভৃতি যাহা লইয়া জগতে পরম অনিষ্টকর বিবাদ তাহা কি বস্তু—সত্য কি মিথ্যা। যদি বল মিথ্যা তাহা হইলে মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা হইতে কিছুই হইতেই পারে না। আর তুমি বিচার কর্ত্তা যদি মিথ্যা হও তাহা হইলে তোমার বিশ্বাস ধর্ম্ম কর্ম্ম, জাতি সম্প্রদায় প্রভৃতি মিথ্যা। মিথ্যা দ্বারা কখন সত্য উপলব্ধি হয় না। যদি বল তুমি ও এই সকল সত্য তবে বুঝিয়া দেখ এক সত্য বিনা দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য এক, অদ্বিতীয়, বিকার ও পরিবর্ত্তন শূন্য। সত্যে সৃষ্টি বা জন্ম, লয় বা মৃত্যু, জাতি ধর্ম্ম উপাস্য উপাসক প্রভৃতি ভেদ অসম্ভব। তবে কেন তোমরা নানারূপ ভেদ ধরিয়া পরস্পর হিংসা দ্বেষ বশতঃ অশান্তি ভোগ করিতেছ? তবে এই যে সৃষ্টি ধর্ম্ম জাতি প্রভৃতি তোমার প্রতীয়মান হইতেছে তাহা কি? যিনি সত্য মিথ্যা শব্দের অতীত, নিত্য স্বতঃপ্রকাশ তিনি স্বয়ং আপন ইচ্ছায় কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, নানা নামরূপ, লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে বিরাজমান। এই রূপান্তর হওয়ার নাম সৃষ্টি; এই ভিন্ন ভিন্ন রূপের নাম ভিন্ন ভিন্ন জাতি সম্প্রদায় প্রভৃতি। ইনি স্বতঃপ্রকাশ জাতি প্রভৃতি সমস্ত ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া ইহাঁর নাম ধর্ম্ম। ইনি আপন ইচ্ছায় নানা নাম রূপ জগতকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম করিয়া কারণে স্থিত হন ইহাঁর নাম প্রলয়; যেমন তোমার সুষুপ্তি। সেই সুষুপ্তির কারণ অবস্থা হইতে সূক্ষ্ম স্বপ্নরূপ হইয়া তুমি স্থূল জাগরণে ক্রমশঃ নানা শক্তি দ্বারা নানা কার্য্য কর ও পুনরায় সুষুপ্তি বা কারণ অবস্থায় সর্ব্ব শক্তির সহিত লীন হও। ক্রিয়া ও বিশ্রামের যে পর্য্যায় তাহারই নাম সৃষ্টি ও লয়। মূল কথা এইরূপ বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া লও;—স্বতঃপ্রকাশ পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান পরব্রহ্মে দুইটি শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—এক নিরাকার

এক সাকার। নিরাকার নির্গুণ, গুণাতীত, জ্ঞানাতীত। তাঁহাতে ধর্ম্ম জাতি প্রভৃতি কিছুই নাই ও সৃষ্টির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। যেমন তোমার জ্ঞানাতীত সুষুপ্তি অবস্থার সহিত জাগ্রত ব্যবহারের কোন সংস্রব নাই। সাকার ব্রহ্মের মধ্যে কারণ বিন্দু অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ হইতে অর্দ্ধমাত্রা চন্দ্রমা ও আকাশাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত পঞ্চতত্ব সূক্ষ্ম হইতে স্থূলরূপে প্রকাশিত। এই প্রকার সূক্ষ্ম হইতে স্থূল প্রকাশের নাম শাস্ত্রে অনুলোম বলিয়া কল্পিত। ইহার বিপরীত অর্থাৎ স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মে পৃথিব্যাদির লয়ের নাম বিলোম। এই অনুলোম বিলোমের আধার ও সমষ্টির নাম ওঁকার বা বিরাট ব্রহ্ম। ইহাঁরই মস্তকাদি সপ্তাঙ্গরূপে কল্পিত পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব এবং শীতল ও উষ্ণ দুই ভাবে প্রকাশমান জ্যোতিঃ। চরাচর স্ত্রী পুরুষ এই সপ্তাঙ্গের অন্তর্গত। স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয় এই সপ্তাঙ্গের এক এক হইতে গঠিত। এই সপ্তাঙ্গের এক একটীকে এক একটী ধাতু, জাতি, সম্প্রদায়, শাস্ত্র, নাম, অধিকার, ঋষি, দেবতা প্রভৃতি যতপ্রকার ভেদ প্রচলিত আছে তাহা বলা যাইতে পারে। ইহার অতিরিক্ত কিছুই নাই। নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে জাতি, ধর্ম্ম, ইষ্ট-দেব প্রভৃতি যে কোন ভেদ ধরিয়া তুমি অন্যের সহিত আপনাকে ভিন্ন বুঝিতেছ ও তাহার জন্য দ্বেষহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া কষ্ট ভুগিতেছ তাহার কোনও একটী বা সকলই যদি মিথ্যা না হইয়া সত্য হয় তাহা হইলে অবশ্যই এই সপ্তাঙ্গের মধ্যে কোন একটী হইবে—ইহার অন্যথা সম্ভবে না। কিন্তু তাহা হইলে মনুষ্য মাত্রেরই জাতি ধর্ম্ম শাস্ত্র ইষ্টদেবাদি অবশ্য অভিন্ন একই হইবে—ইহারও অন্যথা সম্ভবে না।

বিবাহ আহারাদি সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া অনেকে ভয় প্রযুক্ত সত্যপথ গ্রহণে অসমর্থ। কিন্তু ভাবিয়া দেখ জীবনের চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সহস্র অনিষ্ট ভোগও আনন্দের বিষয়। কিন্তু যথার্থপক্ষে সত্য অনুসরণ করিবার জন্য সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয় না। জীব মাত্রকে আপন আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া প্রীতি পূর্ব্বক সকলেরই কষ্ট নিবারণে যত্নশীল হইবে, কাহাকেও পর ভাবিবে না। পূর্ব্ব প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বিবাহাদি ব্যবহার সম্পন্ন করিলে বা না করিলে ইষ্টানিষ্ট কিছুই নাই। বিচার পূর্ব্বক পরমাত্মার প্রেরণা অনুসারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সুখে

নিষ্পন্ন করিবে। যাহাতে জীব মাত্র সুখে থাকে তাহাই পরমাত্মার আজ্ঞা। যাহাতে ইহার বিপরীত ঘটে তাহাই তাঁহার আজ্ঞা বিরুদ্ধ।

অতএব একবার শান্ত চিত্তে বিচার করিয়া দেখ, নানা ধর্ম্ম, নানা সমাজ প্রভৃতি ভেদ থাকা জীবের মঙ্গল কি অমঙ্গলের জন্য? যদি অমঙ্গলের জন্য হয় তাহা হইলে এরূপ বিভেদের প্রয়োজন নাই। কেন না অজ্ঞান বশতঃ জীবগণ আপনা হইতে, অযত্নে, কষ্ট ভোগ করিতেছে। যদি বল মঙ্গলের জন্য তাহা হইলে জীব মাত্রেরই যাহাতে কষ্ট নিবারণ ও সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হয় তাহা বিচার পূর্ব্বক সকলেরই কর্ত্তব্য। নতুবা আপন মান্য বা তুচ্ছ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মানুষে মানুষে বিভেদ ঘটাইয়া দ্বেষ হিংসার বৃদ্ধি করা পরমাত্মার আজ্ঞা বিরুদ্ধ, গর্হিত। এরূপ আচরণে সর্ব্বদা পরমাত্মার নিকট দণ্ডনীয় হইতে হয়।

জগতে এরূপ ভেদ কেন প্রচলিত হইয়াছে? প্রথমে সমদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানবান ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ জন্য পরমাত্মার অভিপ্রায় মত শাস্ত্র, ধর্ম্ম, ইষ্টদেবতা প্রভৃতি বিষয়ে সত্য উপদেশ দিয়া যান। পরবর্ত্তী জ্ঞানশূন্য স্বার্থপর ব্যক্তিগণ অভিমান বশতঃ মনে করেন, "আমরা যদি পূর্ব্ব উপদেষ্টার কথা শুনিয়া চলি তাহা হইলে আমাদের গুরুগিরি বা মাহাত্ম্য কি হইল? ভিন্ন-রূপ নাম কল্পনা করিলেও যাহা সহজ ভাবে লোকের না ঘটে সেইরূপ ব্যবস্থা না করিলে জগতে আমাদের মাহাত্ম্য বিস্তার হইবে না।" আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির প্রতিই ইহাদের দৃষ্টি, জগতের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি ইহারা একেবারে অন্ধ।

যিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় একই রহিয়াছেন, যাঁহাতে কোন বিকার বা পরিবর্ত্তন নাই, যিনি সকলের গুরু মাতা পিতা আত্মা, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কল্পিত ঈশ্বর অনুসন্ধানে যেমন একই ব্যক্তির কখন ব্রহ্মচারী, কখন গৃহস্থ, কখন বানপ্রস্থ, কখন সন্ন্যাসী, কখন পরমহংস নাম সংজ্ঞা উপাধি সম্প্রদায় জাতি বা ধর্ম্ম হয় সেইরূপ হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান, শাক্ত শৈব বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি নানা নাম জাতি সম্প্রদায় এক মনুষ্যেরই হইয়াছে। এইরূপ ভেদ কল্পনার ফলে সকলেরই পরস্পর হিংসা দ্বেষ বশতঃ কষ্টের সীমা নাই। কেহই বিচার করিয়া দেখিতেছেন না, "জীব মাত্রেই আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ বা অংশ। কেন আমরা অকারণ হিংসা দ্বেষ করিয়া কষ্ট পাই?"

যদি উপাধি ভেদে জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম্ম প্রভৃতির ভেদ মান তবে বিচার করিয়া দেখ, মনুষ্যের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ এই জাতি বা ভেদ থাকাসত্ত্বেও স্ত্রী পুরুষ একই। এইরূপ মনুষ্য ও ইতর জীবের মধ্যে জ্ঞান প্রকাশের তারতম্য অনুসারে বা অন্য প্রকারে ভেদ দৃষ্ট হইলেও সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানবান পুরুষ সকলকেই আপন সন্তানতুল্য বা আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া সকলের মঙ্গল সাধনে যত্নশীল হন অর্থাৎ পরমাত্মা বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ সমভাবে প্রকাশমান থাকিয়া জীব মাত্রকে প্রতিপালন করেন।

এইরূপ সকল বিষয়ে সার ভাগ গ্রহণ করিয়া মনুষ্য মাত্রেই বিচার পূর্ব্বক জগতের কল্যাণ সাধন কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

কাহার নাম সূর্য্যনারায়ণ।

সত্তার সহিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, দৃশ্য অদৃশ্য, সমস্ত শক্তি রূপ গুণ ক্রিয়া লইয়া যিনি নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে নিত্য স্বতঃপ্রকাশ; যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই—যিনি অদ্বিতীয়; যাঁহাতে অনন্ত শক্তি নাম রূপ গুণ ক্রিয়া, অজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান, চেতন অচেতন ভাব থাকিতেও যিনি সর্ব্ব শক্তি নাম রূপ গুণ ক্রিয়া ও ভাবের অতীত, যাহা তাহাই;—তাঁহারই এক নাম রাখা হইয়াছে, সূর্য্যনারায়ণ। এক কথায় যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু আমরা অনুভব করিতে পারি বা পারি না, আমাদিগকে লইয়া সেই সকল ও সকলের সমষ্টির নাম পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ। তিনি পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ এবং উষ্ণ ও শীতল জ্যোতীরূপে প্রকাশমান। এই প্রত্যক্ষ রূপ বা ভাব ধরিয়া তাঁহারই নাম জগৎ। তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। তিনি জলরূপে জলের কার্য্য করেন, অগ্নিরূপে করেন না। রূপ, ভাব ও কার্য্যের মধ্যে এপ্রকার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন থাকায় জগতে নিয়মরক্ষা হইতেছে নতুবা বিশৃঙ্খলতা বশতঃ জগৎ ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারিত না। তাঁহার জ্যোতীরূপ বা ভাব তাঁহার

প্রকাশ। অন্যত্র তাঁহার প্রকাশ নাই। অন্য পদার্থের যে প্রকাশ তাহাও জ্যোতিঃ। তিনি যদি জ্যোতিঃ বা প্রকাশ ভাব সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হৃত করেন তাহা হইলে পৃথিব্যাদিরূপ ও চেতনাদি ভাব তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হৃত হইবে। কিন্তু পৃথিব্যাদি ভাব অন্তর্হৃত হইলেও জ্যোতিঃ বা চেতন ভাব অন্তর্হৃত হয় না, যেমন স্বপ্নে। আর একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তিনি পৃথিব্যাদি যে ভাবেই কার্য্য করুণ না কেন তিনিই করিতেছেন অর্থাৎ যে পদার্থের দ্বারা যে কার্য্য হউক না কেন তাহা পূর্ণ সূর্য্যনারায়ণই করিতেছেন। অতএব প্রকাশ বা জ্যোতীরূপে তিনিই সমস্ত কার্য্য করিতেছেন। যখন দৃশ্য অদৃশ্য উভয় ভাবেই তিান রহিয়াছেন "তখন প্রকাশ রূপ" বলিবার কারণ কি? বুঝিয়া দেখ, যাঁহার দ্বারা কার্য্য হইতেছে তাঁহাকে যদি গ্রহণ বা ধারণা করিতে চাহ তাহা হইলে তাঁহার প্রকাশ ভাব ছাড়িয়া কিরূপে তাঁহাকে গ্রহণ বা ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত ব্যবহার স্থাপন করিবে? যে ভাবকে গ্রহণ করা যায় না তাহারই নাম অপ্রকাশ ভাব। অপ্রকাশ ভাবের গ্রহণ করিতে যাইলে তাহার যে প্রকাশিত নাম অর্থাৎ "অপ্রকাশ" এই যে শব্দ তাহারই গ্রহণ হইতে পারে, যাঁহার নাম অপ্রকাশ তাঁহাকে গ্রহণ হইবে না। অথচ যে বস্তুর ভাব বিশেষের নাম অপ্রকাশ তাঁহারই অন্যভাব প্রকাশ। একই বস্তুর, দুই ভাব—(১) অপ্রকাশ (২) প্রকাশ। ভাব বস্তু হইতে ভিন্ন নহে অতএব যখন প্রকাশ ভাবেই তাহার প্রকাশ সম্ভবে অপ্রকাশ ভাবে সম্ভবে না তখন প্রকাশ ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিলে অপ্রকাশ ভাবেও গ্রহণ করা হইল; তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু জানিয়া প্রকাশকে গ্রহণ করিতে যাইলে প্রকাশও গৃহীত হইবে না তিনিও গৃহীত হইবেন না। কেন না প্রকাশত যথার্থতঃ ভিন্ন বস্তু নহে। প্রকাশই তিনি বা বস্তু ইত্যাকার ধারণাই তাঁহাকে প্রকাশ ভাবে গ্রহণ। প্রকাশ ভাবে তাঁহাকে ধারণ বা গ্রহণ করিলে তাহাতেই অপ্রকাশ ভাবেও ধারণ বা গ্রহণ হইয়া যায়। অপ্রকাশ ভাব গ্রহণের জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন থাকে না। সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে যে, যিনিই প্রকাশ তিনিই অপ্রকাশ, তাঁহাকে ধারণ করা প্রয়োজন—তাহাতেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি। কিন্তু জ্যোতিঃ বা প্রকাশ ভাবেই তাঁহাকে ধারণ করা যায়, নতুবা যায় না। ইহা ধ্রুব সত্য।

লোকে যাহাকে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ বলে সেইরূপে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণই জাগতিক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য করিতেছেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ জানেন যে, চন্দ্রমা সূর্য্য ইত্যাদিরূপে জ্যোতিঃ বা তেজ জগতের তাবৎ কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু ইহা জানেন না যে, যিনি পূর্ণ তিনিই এইরূপে সমস্ত কার্য্য করিতেছেন। তত্ত্বজ্ঞানী এই জ্যোতিকেই জ্ঞানময় পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করেন। ইহাঁকে জড় ও ব্যষ্টি ভাবনা বশতঃ লোকে সত্য ভ্রষ্ট হইয়া ইহাঁ হইতে বিমুখ ও প্রপঞ্চে রত হয় এবং তাহার ফলে নানা দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করে। শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক পূর্ণভাবে ইহাঁর ধ্যান ধারণা উপাসনার দ্বারা জীব মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করে।

ইহাঁ হইতে অতিরিক্ত স্থান নাই যেখানে ইনি যাইবেন বা যেখান হইতে ইনি আসিবেন। ইনি সদা পূর্ণভাবে বিরাজমান। জগতের প্রয়োজন অনুসারে প্রকাশ অপ্রকাশ ভাব জীবের অনুভব হয়। কিন্তু যথার্থপক্ষে ইহাঁতে প্রকাশ অপ্রকাশ ভাব নাই, ইনি যাহা তাহাই। পরমাত্মা অমাবস্যার রাত্রে চন্দ্রমা বা সূর্য্যনারায়ণরূপে প্রকাশমান থাকেন না—ইহা তাঁহারই ইচ্ছা। যিনি দিবসে সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ ও শুক্লপক্ষে চন্দ্রমা জ্যোতীরূপে প্রকাশমান তিনিই অমাবস্যায় ঘোর অন্ধকার রূপে অনুভূত হন। আলোক ও অন্ধকার তাঁহারই রূপ। আলোক না থাকিলে তিনি বা তাঁহার অস্তিত্বের লোপ হয় না তিনিই তখন অন্ধকাররূপে ভাসেন। যাহাঁর নিকট ভাসেন তিনি ও জ্যোতি অর্থাৎ পরমাত্মার প্রকাশ বা রূপ।

কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলেন, "আকাশে দৃশ্যমান গোলাকার জ্যোতির্ম্ময় তেজ যাহাকে লোকে সচরাচর সূর্য্য বলে তাঁহাকে জগতের মূল শক্তি জানিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করা ন্যায়-বিরুদ্ধ কেননা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য সূর্য্য প্রকাশমান।" কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, গোল আকৃতিকে ধারণ করিতে কেহ বলিতেছে না। যদি গোল আকৃতিকে ধারণ করিতে হয় তাহা হইলে থালা প্রভৃতিকে ধারণ করিলেও চলিত। কিন্তু চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ রূপে যে বস্তু অর্থাৎ যিনি প্রকাশমান তাঁহার অসংখ্য স্থানে অসংখ্য আকারে প্রকাশ থাকিলেও তিনি বহু নহেন, তিনি একই। যেমন, পিপাসা নিবারণের জন্য জলের প্রয়োজন। যে আকারের পানপাত্র হউক না কেন

তাহাতে কি আসে যায়? আর দেখ পিপাসা উপস্থিত হইলে অসংখ্য পাত্রে জল আছে ও সমুদ্র, নদী প্রভৃতি জলে পূর্ণ বলিয়া সম্মুখের পাত্রস্থ জলকে পরিত্যাগ করিবে, না, তাহা পান করিয়া শান্তি লাভ করিবে? সেইরূপ জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপী বা অসংখ্য স্থানে তাঁহার প্রকাশ বলিয়া তোমার গ্রহণোপ-যোগী সম্মুখস্থ জ্যোতিকে ত্যাগ করিয়া ইষ্ট ভ্রষ্ট হইও না। যদি ত্যাগ কর তাহা হইলে শান্তি লাভের উপায়ান্তর থাকিবে না।

শাস্ত্রে আছে যে, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতি এবং তারকা বিদ্যুৎ বা অগ্নি ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারেন না। এ কথার সার ভাব না বুঝিয়া ভ্রম বা সন্দেহ বশত অনেকের পক্ষে সত্য ত্যাগ ও কষ্ট ভোগ ঘটে। অতএব তোমরা সকলে শান্তচিত্তে বিচার পূর্ব্বক প্রকাশ ক্রিয়ার সারভাব বুঝ। তিনটী পদার্থ না থাকিলে প্রকাশ ক্রিয়া ঘটে না। যে পদার্থ প্রকাশিত হয়, যাহার নিকট প্রকাশিত হয় এবং যাহার দ্বারা প্রকাশিত হয় অর্থাৎ দৃশ্য দৃষ্টি দ্রষ্টা এ তিন না থাকিলে প্রকাশ ক্রিয়া অসম্ভব। এদিকে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চেতনা-চেতন, চরাচর, নামরূপ গুণ ক্রিয়া শক্তি লইয়া কারণ সূক্ষ্ম স্থূলরূপে এক অদ্বি-তীয় অখণ্ডাকারে নিত্য স্বতঃপ্রকাশ। স্বরূপ পক্ষে তাঁহাতে জ্ঞাতৃ জ্ঞান জ্ঞেয়, দ্রষ্টা দৃষ্টি দৃশ্য প্রভৃতি ভাব নাই, তিনি যাহা তাহাই। অগ্নি তারকাদি-রূপে বর্ত্তমান জোতিঃ ভিন্ন প্রকাশক দ্বিতীয় নাই। ইহাদিগকে প্রকাশ করিবার জন্য দ্বিতীয় প্রকাশ অনাবশ্যক এবং দ্বিতীয় প্রকাশের অস্তিত্বই নাই। ইহাঁদের সত্তাই প্রকাশ অর্থাৎ ইহাঁরা রহিয়াছেন অথচ প্রকাশ নাই অথবা প্রকাশ আছে ইহারা নাই—ইহা অঘটনীয়। যদি বল দীপ দীপকে প্রকাশ করিতে পারে না ইহার অর্থ নহে যে অগ্নির স্বভাব প্রকাশ নহে বা অগ্নি নাই। যথার্থরূপে বুঝিলে ইহার বিপরীত অর্থই উপলব্ধ হইবে যে, অগ্নির স্বভাবই প্রকাশ। পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশ, তিনি অগ্নি বিদ্যুৎ তারকাদি জ্যোতিঃ। তিনি যে জ্যোতীরূপ এই তাঁহার প্রকাশ, তাহার অন্যথা সম্ভবে না। তিনি যে জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত হইবেন তাহাও তিনি স্বয়ং। যাহাঁর নিকট প্রকাশিত হইবেন সে জীবও তিনি স্বয়ং। এরূপ স্থলে জ্যোতির দ্বারা জীবের নিকট তিনি কিরূপে প্রকাশ মান হইবেন। জ্যোতি ও জীব একই পদার্থ—তাঁহার প্রকাশ বা তিনি। অথচ তাঁহাতে প্রকাশ অপ্রকাশ ভাব নাই।

অনেক অবোধ লোকে বলে, দৃশ্যমান জ্যোতিকে মানিবার আবশ্যক নাই কেন না পরমাত্মার তেজ ইহাঁর কোটীগুণ অধিক। সেই অসীম তেজস্বী পরমাত্মাকে মানিতে হইবে, প্রত্যক্ষ অল্প তেজকে মানা অকর্ত্তব্য। এখানে সকলেই শান্তচিত্তে বিচার পূর্ব্বক দেখ, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ কল্পিত নাম মাত্র। কিন্তু সে বস্তু কি যাহার নাম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ? যে বস্তুর নাম পরমাত্মা তাঁহারই কি অন্য নাম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ, না, এক বস্তুর নাম পরমাত্মা ও অপর বস্তুর নাম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ? একই বস্তুর এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন নামের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু রহিয়াছে? গুণ ও ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইলে দেখিবে যে, বস্তু বা সত্তা কথনই এক ভিন্ন অনেক হইতে পারে না। সেই একই বস্তু, নাম রূপ গুণ ক্রিয়া লইয়া, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ ভাবে নিত্য স্বতঃপ্রকাশ। যদি প্রত্যক্ষ প্রকাশ তিনি না হন তাহা হইলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়? অথচ তাঁহাকে পূর্ণপ্রকাশ স্বরূপ বলিতেছ। প্রত্যক্ষ প্রকাশকে তাঁহা হইতে পৃথক জ্ঞানে ত্যাগ করিলে তাঁহাকে অপূর্ণ ও অপ্রকাশ স্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহা কাহারও অভিমত নহে। যাহাকে ক্ষুদ্র প্রকাশ বলিতেছ তাহাতেই তিন লোক প্রকাশিত, যাহাকে অল্প তেজ বলিতেছ তাহাতেই জগৎ অভিভূত। তবে পরমাত্মার যে কোটি গুণ অধিক তেজের কথা বলিতেছ তাহা কি জীব শরীরে বা আকাশে কোন স্থানে আছে? তোমরা কি কেহ তাহা দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক কিরূপে সহ্য করিলে? পুরাণে বর্ণিত আছে যে, দ্বাদশ আদিত্য বা সূর্য্যনারায়ণের উদয়ে সৃষ্টিনাশ হয়। যাহাঁর বারগুণ তেজে ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংশ তাঁহার কোটিগুণ তেজ কোথায় প্রকাশিত হইবে? পরমাত্মার কোটি গুণ তেজ বলিবার মর্ম্ম এই যে, তিনি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান সাকার নিরাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল অসীম অখণ্ডাকার। নিরাকার ভাবে তিনি সমস্তকে লইয়া সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ, ইন্দ্রিয় গোচর হন না। এক স্থানে সাকার ভাবে যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশমান, তাহাতেই তিনলোক প্রকাশিত ও উত্তপ্ত। তিনি সাকার তেজের বৃদ্ধি করিলে ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না। তোমাদের বোধ হইতেছে যে, তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশমান নহেন কেবল একই স্থানে রহিয়াছেন। যদি এই প্রকার তেজোরূপে তিনি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া প্রকাশমান হয় তবে সে তেজের কেহ পরিমাণ নির্দ্দেশ

করিতে সক্ষম হইবে না। আরও দেখ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণরূপে জ্যোতিঃ প্রকাশমান। অতএব তাঁহার তেজ সমষ্টি যাহাকে তোমরা ব্যষ্টি সূর্য্যনারায়ণ বলিয়া কল্পনা কর তাহার কোটি গুণ অধিক, ইহাতে ভুল নাই। কিন্তু পরিমাণ ও সংখ্যা কল্পনা মাত্র। বস্তুর তাহাতে কিছুই আসে যায় না। সমুদ্রের জল তোমার পাত্রস্থ জলের সহিত একই বস্তু হইলেও পরিমাণে কোটিগুণ অধিক এজন্য কি তুমি সমুদ্র না পাইলে জল পান করিয়া পিপাসা নিবারণ করিবে না? অজ্ঞান বশতঃ লোকে এই ভাব না বুঝিয়া আপনার মঙ্গলকারী বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে সামান্য জ্ঞানে ত্যাগ করিতেছে এবং সেই জন্যই সর্ব্বপ্রকারে জগৎ পীড়িত হইতেছে। অতএব তোমরা আপন ইষ্টকারী মাতা পিতা বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাপন্ন হইয়া হইয়া শান্তিলাভ কর।

পরমাত্মা বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপই কবি বা জ্ঞানীর মঙ্গলকারী গুরু মাতা পিতা আত্মা ও সর্ব্বফলদাতা। ইনি বামস্বর বা চন্দ্রমা জ্যোতীরূপে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, কৈলাশ, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি বাহ্য সুখের বিধান করেন। সূর্য্যনারায়ণ বা দক্ষিণস্বর রূপে জ্ঞান মুক্তি দেন। তাহাতে পাপ পুণ্য, ফলাফল নাই। এজন্য তৃষ্ণাতুর লোকে ইহঁাকে নিষ্ফল শূন্য জানিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজ্য ধন অভিমানকে গুরু বলে। এবং যাহাতে যাহার প্রীতি তাহার পক্ষে সেইরূপ ফলপ্রাপ্তিও ঘটে। চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ উভয়কে পূর্ণ একই জ্যোতিঃ জানিয়া আজ্ঞাপালন ও উপাসনা করিলে ইনি পূর্ণরূপে প্রসন্ন হইয়া সর্ব্ব মঙ্গল বিধান করেন। ইহা নিঃসংশয় ধ্রুব সত্য।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শন্তিঃ।

——oo——

পূর্ণভাবে উপাসনা।

হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, পণ্ডিত, মৌলবি, পাদ্রী আদি মনুষ্যমাত্রেই গম্ভীর ও শান্তভাবে আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া যথাশক্তি সকল বিষয়ে সার ভাব গ্রহণ কর। তাহাতেই জগতের অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল ও শান্তি স্থাপনা হয় ও হইবে।

যতদূর যাহার বুঝিবার শক্তি ততদূর তাহার বুঝিবার প্রয়োজন। যাহা বুঝিতে শক্তি নাই তাহা বুঝিবার প্রয়োজনও নাই।

আপন মাতা পিতাকে উত্তমরূপে চিনিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি সহকারে তাঁহাদিগের আজ্ঞা পালন করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সুপাত্র জ্ঞানবান পুত্র কন্যাগণের ইহাই লক্ষণ। নতুবা আপন সত্য মাতা পিতা থাকা সত্বেও পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা কল্পিত মাতা পিতার পূজা ও আজ্ঞা পালনের ইচ্ছা কত দূর অজ্ঞান, লজ্জা ও দুঃখের বিষয়! যে মাতা পিতা হইতে উৎপত্তি ও পালন তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলে ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখ ভোগের সীমা থাকে না।

মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা, সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সত্যই কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচরকে লইয়া নানা নাম রূপে বিস্তারমান আছেন। তাঁহাকেই সকলে ঈশ্বর বা পরমাত্মা বলেন। স্বরূপে তাঁহার নিরাকার সাকার, নির্গুণ সগুণ, দ্বৈত অদ্বৈত, জীব, ঈশ্বর, গড, আল্লাহ, খোদা, পরমেশ্বর, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, গুরু, মাতা, পিতা, আত্মা, পরমাত্মা, ব্যষ্টি, সমষ্টি, মিথ্যা, সত্য ইত্যাদি নাম শব্দ নাই, তিনি যাহা তাহাই। কিন্তু উপাধি ভেদে নিরাকার, সাকার, নির্গুণ, সগুণ, জীব, ঈশ্বর, দ্বৈত, অদ্বৈত, মাতা, পিতা, গুরু, আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম ইত্যাদি নাম শব্দ বলিতে ও মানিতেই হইবে। যাঁহারা মুখে বলেন যে, "ইহা মানি না" তাঁহাদিগের বুঝা উচিত যে, তাঁহারাও যাহা তাহাই আছেন। তবে তাঁহাদের নিজ নিজ প্রচলিত মান্যসূচক কল্পিত নাম ও উপাধি ধরিয়া না ডাকিলে মনে কষ্ট হয় কেন? ইহা ত সকলেই বুঝেন। মাতা পিতা পরমাত্মা ও জীবত্মা সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিয়া প্রীতি পূর্ব্বক সাদরে যোগ্য নাম ধরিয়া ডাকিতে হয়।

মাতা পিতারূপী স্বতঃপ্রকাশ পরমাত্মা নিরাকার সাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ নিত্য বিরাজমান। এই ওঁকার বিরাট পুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা হইতে সমস্ত চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, পীর পৈগম্বর, যিশুখৃষ্ট, ঋষি মুনি, অবতারগণ উৎপন্ন হইয়া ইহাঁতেই লয় হইতেছেন এবং পুনরায় ইহাঁ হইতে উৎপন্ন হন। ইনি সকল কালে যাহা তাহাই বিরাজমান আছেন। এই বিরাট পুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা নিরাকার, নির্গুণ, অদৃশ্য ভাবে থাকেন এবং ইনিই জগৎ চরাচরকে লইয়া সাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশমান

আছেন। বেদাদি শাস্ত্রে ইহাঁরই পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতীরূপ সপ্তাঙ্গ বর্ণিত আছে। এবং জ্ঞানী পুরুষ মাত্রেই স্পষ্ট দেখিতেছেন যে, বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মার পৃথিবী চরণ হইতে জীব মাত্রেরই হাড় মাংসাদি গঠিত ও অন্নাদি উৎপন্ন হইয়া জীবের প্রতিপালন হইতেছে। এইরূপে অন্যান্য অঙ্গের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মত অন্যান্য কার্য্য হইতেছে। যাঁহার জ্ঞান আছে তিনি ইহা কখনও অস্বীকার করিবেন না। বিরাট পুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি হইতে জীব মাত্রেরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইতেছে, হইয়াছে ও হইবে—ইহাই বলিবেন।

যদি ইহাঁ ছাড়া আর কেহ দ্বিতীয় মঙ্গলকারী হন ও তোমাদিগের বিশ্বাস হইয়া থাকে বা দেখিয়া থাক, তাহা হইলে তাঁহার দোহাই দাও। তিনি যদি থাকেন ও সত্য হন, তাহা হইলে জগতের অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিবেন। যদি না থাকেন, কখনই অমঙ্গল দূর হইবে না। যেমন রাজা যদি থাকেন বা সত্য হন তবে সেই সত্য রাজা অবশ্যই প্রজার দুঃখ নিবারণ করিতে সক্ষম হন; রাজা না থাকিলে বা সত্য না হইলে কে দুঃখ দূর করিবে?

এইরূপে সারভাব বুঝিয়া যিনি পূর্ণরূপে আছেন তাঁহার শরণাগত হও এবং জীব মাত্রকে আপনার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া সদয় ভাবে পরস্পরের উপকার কর। জ্ঞানবান ব্যক্তির ইহাই কর্ত্তব্য।

যাঁহার বিরাট পুরুষ পরমাত্মাতে নিষ্ঠা ভক্তি আছে তাঁহার জীব মাত্রেই সমদৃষ্টি ও দয়া আছে। যাঁহার জীবমাত্রেই দয়া বা সমদৃষ্টি আছে তাঁহার বিরাট পুরুষ পরমাত্মা মাতাপিতাতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। যাঁহার বিরাট পুরুষ পরমাত্মা মাতা পিতাতে শ্রদ্ধা ভক্তি বা নিষ্ঠা নাই, তাহার জীব মাত্রের উপর দয়া নাই—ইহা ধ্রুব নিশ্চিত জানিবে।

বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার সাকার চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাঁহার এই অসীম নানা নামরূপ জগৎ ভাবে বিস্তারমান হওয়াকে "মায়া" বলে। অনেকে যথার্থ ভাব না বুঝিয়া বলেন, মায়া ত্যাগ করিলে পরমাত্মাকে পাওয়া যায়। এস্থলে মনুষ্য মাত্রেই বুঝিয়া দেখ, মায়া কি বস্তু, কত পরিমাণ ও কোথায় যাইলে মায়া ত্যাগ হয়। পঞ্চতত্ত্বের পুত্তলি তুমি যেখানে যাইবে সেখানেই পঞ্চতত্ত্ব, মায়া বা জগৎ। তুমি

কোথায় যাইয়া কি ত্যাগ করিয়া কি গ্রহণ করিবে? বিচার করিয়া দেখ, মায়া বা জগৎ সত্য হইতে হইয়াছে, সত্যের স্বরূপ, না, মিথ্যা হইতে হইয়াছে মিথ্যার স্বরূপ? যদি মিথ্যা হইতে হইয়াছে বোধ কর তাহা হইলে মিথ্যা মিথ্যাই, মিথ্যা হইতে কিছুই অর্থাৎ সত্য হয় না, মিথ্যাতে ত্যাগ গ্রহণ নাই। যদি বল সত্য হইতে হইয়াছে তাহা হইলে এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য সর্ব্বকালে সত্য কখন মিথ্যা হন না, সত্যতেও ত্যাগ গ্রহণ নাই। সত্য স্বতঃপ্রকাশ কারণ সূক্ষ্ম, স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। কাহাকে ত্যাগ করিবে—সত্যকে না মিথ্যাকে?

মায়া বা জগৎ ত্যাগের যথার্থ ভাব এইরূপ; পরব্রহ্ম হইতে যে জগৎ বা মায়া নানা নাম রূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাসিতেছে এই ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ভাসা সত্ত্বেও সমস্তই পূর্ণ পরব্রহ্ম, তিনি ছাড়া মায়া বা বস্তু দ্বিতীয় কিছু নাই—এই বোধের নাম মায়া বা জগৎ ত্যাগ জানিবে। কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে না, কেবল এক বস্তু বা পরমাত্মা বোধ হওয়া প্রয়োজন। এজন্য শাস্ত্রাদিতে বলে ব্রহ্ম সত্য। জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ জগৎ বা মায়া যে ভাবনা তাহা মিথ্যা, পরব্রহ্মই জগৎ বা মায়া। ইনি ভিন্নভিন্ন রূপে প্রকাশমান। ইনি ছাড়া কোন পদার্থই নাই। যেরূপেই প্রকাশমান থাকুন ইনিইত আছেন। জঙ্গলে, আকাশে, পাতালে যেখানেই থাক না কেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত মায়া বা জগৎ, শরীর, ইন্দ্রিয়াদি তাঁহা হইতে ভিন্ন বোধ হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার মায়া ত্যাগ হয় নাই। যখন এই জগৎ বা মায়া, নানা নাম রূপ ইন্দ্রিয়াদির সহিত আপনাকে লইয়া পরমাত্মাকে অভেদে দর্শন করিবে অর্থাৎ যখন দেখিবে ইন্দ্রিয়াদি জগৎ বা মায়া থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়াদি জগৎ বা মায়া নাই, পরব্রহ্মই আছেন তখন জানিবে তোমার মায়া ত্যাগ হইয়াছে। কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে না। তোমরা শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক নিরহঙ্কার চিত্তে পূর্ণভাবে পরমাত্মার শরণাগত হইয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন রূপ প্রিয় কার্য্য সাধন কর। তিনি সহজে সকল ভ্রান্তি লয় করিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন—ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——০০——

সাধন সম্বন্ধে শেষ কথা।

হে মনুষ্যগণ, আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্তভাবে বিচারপূর্ব্বক স্বতঃপ্রকাশ, মঙ্গলকারী, জগতের মাতা, পিতা, গুরু, আত্মা পরমাত্মাকে চিনিয়া প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ কর এবং তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া পরমানন্দে কাল যাপন কর। আর অজ্ঞান নিদ্রায় অভিভূত থাকিও না, জ্ঞানরূপে জাগ্রত হও। কে যে জগতের মঙ্গলকারী মাতা পিতা, গুরু আত্মা এবং কাহা হইতে স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি ও পালন এবং জগতের স্থিতি ও লয় হয়, বিচার পূর্ব্বক এই সকল বিষয়ে সত্যানুসন্ধান কর। তোমরা চেতন। তোমাদিগের বিচারপূর্ব্বক এই সকল বিষয়ে সারভাব বুঝা উচিত। যদি কেহ কোন স্বার্থবশতঃ তোমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, তোমরা মরিয়া ভূত হইয়াছ বা তোমাদিগের মাতা পিতা অন্ধ কিম্বা জড় তাহা হইলে কি তোমরা তাহাদিগের কথা শুনিয়াই বলিবে বা বিশ্বাস করিবে যে, তোমরা ভূত বা তোমাদিগের মাতা পিতা অন্ধ বা জড়, না বিচার করিয়া দেখিবে যে, জীবন সত্ত্বেও কি তোমরা যথার্থই মরিয়া ভূত হইয়াছ অথবা দর্শনশক্তি বা চৈতন্য থাকিতেও তোমাদিগের মাতা পিতা অন্ধ বা জড়? সত্য মিথ্যা ঠিক না জানিয়া নিশ্চয় করিয়া কোন কথা বলা উচিত নহে। যে বিষয় তোমার অন্তরে নিশ্চয় করিয়া জান না, কেবল পরের মুখে শুনিয়া মান্য রক্ষার জন্য সে বিষয়ে মিথ্যা বলা উচিত নহে। সেই প্রকার তোমরা বা মাতা পিতারূপী পরমাত্মা নিরাকার কি সাকার, জড় কি চেতন, পূর্ণ কি অপূর্ণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র শুনিয়া বা পড়িয়া সে বিষয়ে কি সত্য, কি মিথ্যা কোন কথাই নিশ্চয় করিয়া ধারণ বা প্রকাশ করা উচিত নহে। ততক্ষণ পর্য্যন্ত সত্য রক্ষা করিয়া এই কথা বলা উচিত যে, "আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না, গ্রন্থ পড়িয়া বা লোকের মুখে শুনিয়াছি মাত্র।" ঐ প্রকার না বলিলে জগতের অমঙ্গলের কারণ ও ঈশ্বরের নিকট দোষী হইতে হয়।

বিচার করিয়া দেখ, মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা, মিথ্যা হইতে কিছুই হয় না। সত্য সকলের নিকট সত্য, সত্য কখন মিথ্যা হন না। সত্যতেই সত্য মিথ্যা এ দুই ভাব প্রকাশ পায়। সত্য এক ভিন্ন দুই নহে। সত্য হইতেই সমস্ত উৎপন্ন অর্থাৎ সত্যই কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, চরাচররূপে বিস্তারমান হইয়া অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে স্বতঃপ্রকাশ রহিয়াছেন। একই সত্য স্বরূপ পূর্ণপরব্রহ্মের প্রতি নিরাকার নির্গুণ ও সাকার সগুণ এই দুই শব্দ প্রয়োগ হয়। যাহা অদৃশ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও মনোবাণীর অতীত, তাহাই নিরাকার নির্গুণ। এই গুণাতীত অবস্থা হইতে সৃষ্টির কোন কার্য্যই হয় না। যেমন তোমার গুণাতীত সুষুপ্তির অবস্থায় গুণের অভাব বশতঃ কোন বোধাবোধ থাকে না বা অপর কোন কার্য্যই হয় না। এই অবস্থার সহিত সগুণ জাগ্রত অবস্থার বিষয়ের কার্য্যতঃ কোন সম্বন্ধ নাই এবং জাগ্রত অবস্থার গুণ ক্রিয়ার সহিত সুষুপ্তির অবস্থারও কার্য্যতঃ কোন সম্বন্ধ নাই, যদিও উভয় অবস্থায় একই পুরুষ বর্ত্তমান থাকেন।

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, তারাগণ, বিদ্যুৎ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ এই সাকার প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সাকার আর নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই দৃশ্যমান সমষ্টিকেই আর্য্য বা হিন্দু শাস্ত্রে বিরাটব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। সূর্য্যনারায়ণ তাঁহার নেত্র, চন্দ্রমা মন ইত্যাদি। এই সাকার হইতে জীবমাত্রেরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত ও প্রতিপালিত হইয়া ইহাঁতেই স্থিত আছে। এই মঙ্গলকারী বিরাটব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কেহ সাত ধাতু, কেহ সাত দ্রব্য, কেহ সাত বস্তু, কেহ সাত ব্যাহৃতি, কেহ গ্রহ বলে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ এবং অহঙ্কার এই অষ্ট ভাবকে শিবের অষ্ট মূর্ত্তি বা ঈশ্বরের অষ্ট প্রকৃতি বা অষ্ট সিদ্ধি জানিবে এবং ইহাঁকেই বেদ শাস্ত্রে বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, দেব দেবীমাতা বলে—যথা পৃথিবী দেবতা, জল দেবতা, আকাশ দেবতা, চন্দ্রমা দেবতা, সূর্য্যনারায়ণ দেবতা। ইহা ছাড়া দেব দেবীমাতা নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিবে। বিরাট ব্রহ্মই স্ত্রী পুরুষ জীবরূপে প্রকাশমান। এইজন্য জীবের সংখ্যা অনুসারে তেত্রিশ কোটি অর্থাৎ অসংখ্য দেব দেবী কল্পিত হইয়াছেন। বিরাট ব্রহ্মের

চরণ পৃথিবী দেবতা হইতে জীবমাত্রের অস্থি মাংস হইয়াছে এবং অন্নাদি উৎপন্ন হইয়া জীবের প্রতিপালন হইতেছে। ইহার অভাবে জীবগণ থাকিতে পারে না; এমন কি ইহার উর্ব্বরা শক্তির অভাব হইলে জীবগণ অনাহারে মৃত হয়। ইহাঁর নাড়ী জল দেবতা হইতে রক্ত, রস, নাড়ী হইয়াছে; এই জল মেঘরূপ হইয়া বৃষ্টি হইলে শস্যাদি উৎপন্ন হয় এবং জীব স্নান ও পান করিয়া জীবন রক্ষা করে; প্রয়োজনের সময় কিঞ্চিৎমাত্র জলের অভাব হইলে জীবের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় বা জড়াবস্থা প্রাপ্তি হয়। ইহাঁর মুখ অগ্নি দেবতা জীবের ক্ষুৎপিপাসা পরিপাক ও বাক্‌শক্তি হইয়াছে। অগ্নিই শরীরকে উত্তপ্ত রাখিয়া বিনাশ হইতে রক্ষা করিতেছেন। শরীরে অগ্নিমান্দ্য হইলে পরিপাকাদি শক্তির অভাবে জীব সমূহ বলহীন হইয়া ব্যাধিগ্রস্ত হয়। আরও মান্দ্য হইলে হিমাঙ্গ হয়, তখন চিকিৎসকগণ বলেন, "শরীরের উত্তাপ কমিয়া হাত পা ঠাণ্ডা হইতেছে, তাপ দিলে শরীর গরম ও চেতনার রক্ষা হইতে পারে।" এই অগ্নির গুণেই স্থূল শরীর কার্য্যক্ষম রহিয়াছে। জগতের মাতা-পিতার প্রাণরূপ বায়ু দেবতা জীবের নাসিকা দ্বারে প্রাণরূপে বহমান হইয়া জীবনী-শক্তিরূপে কার্য্য করিতেছেন; বায়ুর অভাবে মৃত্যু স্থির। ইহাঁর হৃদয় বা মস্তক রূপ আকাশ দেবতা জীবের শ্রবণশক্তিরূপে রহিয়াছেন; তাহার অভাবে জীব বধির হয়। বিরাটব্রহ্মের মনোরূপ চন্দ্রমা দেবতা জীবমাত্রে সংকল্প বিকল্প ও 'ইহা আমার, উহা তোমার' এইরূপ বোধ করিতেছেন ও করাইতেছেন। মন যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যে বিরত অর্থাৎ জীব অন্যমনস্ক হইলে বোধ থাকে না। এইজন্য সুযুপ্তির অবস্থায় মন কারণে স্থিত থাকায় জীবের সংজ্ঞা লুপ্ত হয়। মনই বাসনায় আসক্ত হওয়ায় জগৎ সুখে দুঃখে অভিভূত হইতেছে। এই মন জয় করিলে অর্থাৎ নিরাসক্ত হইয়া আত্মার বশীভূত হইলে সমস্তই জিত হয়। মন জয় না হইলে ইন্দ্রিয়াদির নিকট পরাজিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া অশেষ কষ্ট ভোগ ঘটে। জ্ঞাননেত্ররূপী সূর্য্যনারায়ণ দেবতা জীবমাত্রের মস্তকে থাকিয়া নেত্রদ্বারে রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও মস্তিষ্কে বুদ্ধিরূপে সত্যাসত্যের বিচার ও ধারণা করিতেছেন। জগতের মাতা পিতা প্রকাশ গুণ দ্বারা বাহিরে জীবমাত্রকে রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইতেছেন এবং অন্তরে চেতন-রূপে বোধ করিতেছেন ও করাইতেছেন যে, "আমি আছি।" বিরাটব্রহ্ম

জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা সূর্য্যনারায়ণ এই চেতনশক্তির সঙ্কোচ করিলে সুষুপ্তি বা জড়াবস্থা হয়।

এই বিরাটব্রহ্ম জগতের মাতা পিতা "সহস্রশির্ষাবৈ পুরুষঃ" ইত্যাদি বেদমন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন যে, বিরাট পুরুষ পরমাত্মার সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য মস্তক, নেত্র, হস্ত, পদ, ইত্যাদি আছে। ইহার সার ভাব এই যে, নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার পূর্ণপরব্রহ্ম জগতের মাতা পিতা বিরাট পুরুষের এক আকাশরূপ মস্তক অসংখ্য জীবের মস্তক ও শ্রবণশক্তিরূপে, তাঁহার জ্ঞান নেত্ররূপ সূর্য্যনারায়ণ অসংখ্য জীবের মস্তকে জ্ঞান ও নেত্রে দৃষ্টিশক্তিরূপে, প্রকাশমান। এক মনোরূপ চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ অসংখ্য জীবের মনোরূপে সঙ্কল্প বিকল্প করিতেছেন। একই প্রাণরূপ বায়ু অসংখ্য জীবের প্রাণরূপ। একই অগ্নিরূপ মুখ অসংখ্য জীবের ক্ষুৎপিপাসা পরিপাক ও আস্বাদন শক্তির সহিত মুখরূপ। জলরূপ একই নাড়ী অসংখ্য জীবের রক্ত, রস, নাড়ীরূপ এবং একই পৃথিবীরূপ চরণ অসংখ্য জীবের হস্ত পদ বিশিষ্ট স্থূল শরীররূপ। জগতের একই মাতা পিতা বিরাটব্রহ্ম অসংখ্য মস্তক, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ বিশিষ্ট অসংখ্য জীবকে স্বয়ং বস্তু রূপ আপনা হইতে উৎপন্ন ও আপনার অন্তর্গত একই স্বরূপ করিয়াছেন অর্থাৎ পূর্ণভাবে তিনি আপন আধারে আপনিই রহিয়াছেন। এইজন্য শাস্ত্রে বিরাটব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন তাঁহার অংশতুল্য ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট অসংখ্য জীবকে তেত্রিশ কোটি অর্থাৎ অসংখ্য দেব দেবী বলা হইয়াছে। এই বিরাটব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ব্যতীত এ অকাশে কেহ নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইনিই জগতের একমাত্র মাতা পিতা, গুরু, আত্মা, সৃষ্টি পালন লয়কর্ত্তা ও জ্ঞান মুক্তিদাতা। ইহাঁ হইতে বিমুখ হইলে জীবের কষ্টের সীমা থাকে না। ইহাঁকে পাইলেই পরম শান্তি সুখলাভ হয়।

এই স্বতঃপ্রকাশ বিরাট ভগবান অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। ইহাঁ হইতে পৃথক দেব দেবী, ঋষি মুনি অবতার কেহ নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই বিরাট ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন-ভাব সম্পন্ন মনুষ্যকে অবতার, ঋষি, মুনি বলা যায়। যিনি আপনাকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন জ্ঞান করেন তাহাকে জীব

বলা হয়। বিশেষ বিশেষ মনুষ্যকে অবতার, ঋষি, মুনি বলা ভ্রম মাত্র। যথার্থ জীব ও চরাচর দৃশ্যমান মাত্রেই অবতার অর্থাৎ পরমাত্মার সাকার প্রকাশমান ভাবকে অবতার বলিতে হয়। ঋষি মুনি, জ্ঞানী অজ্ঞান, অবতারাদি সকলেই একই বিরাট ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হন এবং মৃত্যুর পরে তাঁহাদিগের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর, বিরাট ব্রহ্মের যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে গঠিত, সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গে লয় পায়। কিন্তু বিরাট ব্রহ্ম জগতের মাতা পিতা আত্মা সর্ব্বকালে পূর্ণরূপে স্বপ্রকাশ বিদ্যমান ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। ইনিই একমাত্র মনুষ্যের উপাস্য। ঋষি, মুনি অবতারগণ আজ আছেন কাল নাই। পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ভাবিয়া ইহাঁদিগের পৃথক উপাসনাদি নিষ্ফল। যতক্ষণ ইহাঁরা জগতের হিতার্থে স্থূল শরীরে থাকিবেন ততক্ষণ ইহাঁদিগের নিকট হইতে সদুপদেশ গ্রহণ করিতে হয় এবং ইহাঁরা ও জগতের হিতৈষী পরোপকার-রত ব্যক্তি মাত্রেরই যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয় তাহা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। মনুষ্যের মধ্যে বাসনা ক্ষয় বশতঃ যাহাঁরা বিরাট ব্রহ্ম পরমাত্মার সহিত অভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়াছেন তাঁহারা জন্ম মৃত্যু রহিত হইয়া পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণে মিশিয়া সর্ব্বদা জ্ঞানস্বরূপ পরমানন্দে থাকেন। এবং বিরাট ব্রহ্মের ইচ্ছা বা জগতের প্রয়োজন মত পুনর্ব্বার প্রকাশিত হন। যাহাদিগের কৈলাশ, বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ভোগের বাসনা ক্ষয় হয় নাই তাহারা বিরাট ব্রহ্মের মনোরূপ চন্দ্রমা জ্যোতিতে অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন জ্ঞানে জীবরূপে জন্ম মৃত্যু বোধ করে।

জল এবং জ্যোতি এই দুই পদার্থের দ্বারা জীব মাত্রেরই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়াছে এবং মৃত্যুর পর স্থূল শরীর স্থূলে ও সূক্ষ্ম শরীর জ্যোতিঃস্বরূপে মিশিয়া যায়। এজন্য মাতা পিতার মৃত্যু হইলে হিন্দুগণ বলেন যে মাতা পিতার ঈশ্বর প্রাপ্তি হইয়াছে। এবং লিখিবার সময় ৺চন্দ্র বিন্দু ঈশ্বরের রূপ বলিয়া প্রকাশ করেন। ইহার সার ভাব এই যে, মাতা পিতা যে ঈশ্বর অর্থাৎ বিরাট ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন শরীর ত্যাগের পর তাঁহাতেই লয় পাইলেন। ৺চন্দ্র বিন্দু লিখিবার অর্থ চন্দ্রমা হইতে মন ও বিন্দু রূপ সূর্য্যনারায়ণ হইতে জীবাত্মা হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পর তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইলেন। এজন্যই হিন্দু

পণ্ডিতগণ পিণ্ড প্রদানের সময় মাতৃ পিতৃগণকে সূর্য্যনারায়ণে অহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের নামে পিণ্ড প্রদান করিতে ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির রূপকে মাতৃ পিতৃর রূপ বলিয়া ভাবিতে বলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে, বিরাট ভগবান চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতৃ পিতৃ হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়া প্রতিপালিত এবং অন্তে ইহাঁতেই লয় প্রাপ্ত হন। এই বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান ব্যতীত আর মাতৃ পিতৃ বা লোক নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই বিরাট ভগবান জ্যোতিঃ স্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মাকে পূর্ণরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা মান্য উপাসনা প্রণামাদি করিলে সমস্ত জীব, ঋষি, মুনি, অবতার, দেব দেবী প্রভৃতির সহিত নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে পরমাত্মার উপাসনা ভক্তি শ্রদ্ধা মান্য ও প্রণামাদি করা হয়। বিরাট ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বোধে দেব দেবী, অবতারাদির ভিন্ন রূপে উপাসনা করা নিষ্ফল। পূর্ণরূপে ইহাঁ মান্য উপাসনাদি করিলেই সকলকেই মান্য ও উপাসনা করা হয়, নচেৎ হয় না।

পুত্র কন্যাগণ আপন মাতা পিতার চক্ষের সম্মুখে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক প্রণামাদি করিলে মাতা পিতার স্থূল সূক্ষ্ম সমষ্টি শরীরের সহিত মাতা পিতাকে পূর্ণরূপে প্রণামাদি করা হয় এবং পুত্র কন্যা প্রণাম করিতেছে ইহা দেখিয়া মাতা পিতা স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া প্রসন্ন হন এবং পুত্র কন্যার মঙ্গলের চেষ্টা করেন। এমন নহে যে, মাতা পিতার কেবল চক্ষুমাত্র প্রসন্ন হয়, স্থূল সূক্ষ্মের সহিত মাতা পিতা পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন না। সেইরূপ মাতা পিতারূপী নিরাকার সাকার বিরাট ব্রহ্মের জ্ঞান বা নেত্ররূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলে তিনি নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে প্রসন্ন না হইয়া কেবল মাত্র প্রকাশমান জ্যোতিঃ মাত্রই প্রসন্ন হন—এমন নহে। তিনি যখন প্রসন্ন হন তখন নিরাকার সাকার চরাচর লইয়া পূর্ণরূপে প্রসন্ন হইয়া জীবমাত্রেরই মঙ্গল বিধান করেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

জাগ্রত মাতা পিতার নিকট প্রার্থনা বা তাঁহাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, মান্য করিলে সুষুপ্ত মাতা পিতার নিকটও প্রার্থনা বা তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি মান্য করা হয়।

যেহেতু মাতা পিতা একই। যিনি সুষুপ্তিতে নিষ্ক্রিয় থাকেন তিনিই জাগ্রতে সকল প্রকার কার্য্য সম্পন্ন করেন। জাগ্রত মাতা পিতাকে অপমান করিলে সুষুপ্ত মাতা পিতাকেও অপমান করা হয় এবং সুষুপ্ত মাতা পিতাকে অপমান করিলে জাগ্রত মাতা পিতাকেও অপমান করা হয়। মাতা পিতারূপী নিরকার সাকার পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁহার নিরাকার ভাবকে সুষুপ্ত এবং সাকার ভাবকে জাগ্রত অবস্থা জানিবে। এই জন্য সাকার বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতাকে অপমান বা শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক মান্য করিলে নিরাকার ব্রহ্মের অপমান বা মান্য করা হয় এবং নিরাকার ব্রহ্মকে অপমান বা মান্য করিলে সাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা গুরুকে অপমান বা মান্য করা হয়। যিনি নিরকার তিনিই সাকার, যিনি সাকার তিনিই নিরাকার। নিরাকার সাকার কোন বস্তু নহে, কেবল অবস্থার নাম মাত্র। তিনি যাহা তাহাই পূর্ণরূপে বিরাজমান।

যেমন মাতা পিতা সুষুপ্ত অবস্থায় নির্গুণ ভাবে থাকায়, তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করা বা তাঁহাদিগের সহিত অন্য কোন প্রকার ব্যবহার করা সম্ভবে না, জাগ্রত অবস্থাতেই শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন বা অন্য ব্যবহার করিতে হয়; সেইপ্রকার মাতা পিতারূপী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নিরাকার নির্গুণ ভাবে পূজা উপাসনাদি অনুষ্ঠান সম্ভবে না,সাকার সগুণ ভাবেই সম্ভবে। জাগ্রত মাতা পিতার সেবা সুশ্রূষা করিলে সকল অবস্থাতেই তাঁহাদিগের সেবা সুশ্রূষা করা হয়,যেহেতু জাগ্রত ও সুষুপ্ত মাতা পিতা একই—ভিন্ন নহেন। সেইপ্রকার পরমাত্মাকে পূর্ণ জানিয়া প্রকাশ ভাবে তাঁহার বিশেষ করিয়া উপাসনাদি করিলে নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে তাঁহার পূর্ণরূপে উপাসনাদি করা হয়। যেহেতু নিরাকার সাকার একই বস্তু। কিন্তু তাঁহার নিরাকার ভাব নাই এইরূপ মনে করিয়া উপাসনা করিলে তাঁহার উপাসনা হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবাত্মা অজ্ঞান জড়াবস্থাপন্ন থাকেন,ততক্ষণ জগৎ ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিকে জড়, ব্যষ্টি বোধ করেন। যখন বিচার বা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বক পূর্ণভাবে উপসনার দ্বারা আপনাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে পূর্ণ চেতনময় দেখেন তখন নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে

চেতনময় চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ ভাসেন। তখন জড় চেতন, সাকার নিরাকার প্রভৃতি উপাধি লয় হয়।

জগতের মাতা পিতা পরমাত্মা যখন চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতীরূপে প্রকাশমান থাকিবেন তখন উদয় অস্তে বা দর্শন মাত্রে তাঁহার সম্মুখে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক প্রার্থনা ও প্রণামাদি করিবে তাহা হইলে সমস্ত দেব দেবীর সহিত জগতের মাতা পিতা গুরুর নিকট প্রর্থনা ও তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রণামাদি করা হইবে। যখন পরমাত্মা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতীরূপে প্রকাশমান না থাকিবেন অথবা কোন কারণ বশতঃ তোমাদিগের দৃষ্টিগোচর না হইবেন, তখন তোমার ইচ্ছামত ঘরের বাহিরে ভিতরে, আপন অন্তরে বা প্রকাশ্যে, বিছানার উপর, পৃথিবীর উপর, যে অবস্থায় থাক, শুচি অশুচির চিন্তা ত্যাগ করিয়া উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা ও প্রণামাদি করিবে। তিনি সকলের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে থাকিয়া সমস্তই জানিতেছেন ও দেখিতেছেন। প্রত্যক্ষ ভাবিয়া দেখ, যিনি জানাইলে তবে তোমরা জানিতে পার এবং যাঁহার প্রকাশের দ্বারা তোমরা চারিদিকে সমস্ত জগতের রূপ দেখিতেছে ও বুঝিতেছে, তিনি কি তোমাদিগকে দেখিতেছেন না বা তোমাদিগের মনোভাব বুঝিতেছেন না? তিনি সমস্তই দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন।

নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে যে, "হে অন্তর্য্যামী গুরু মাতা পিতা, আপনি আমাকে নিদ্রাভিভূত করিতেছেন, আমি ঘুমাইয়া পড়িতেছি। এই দয়া ও অনুগ্রহ করিবেন যেন আপনাকে স্মরণ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ি। পরে যখন আবার জাগাইবেন তখন দয়া করিয়া এই করিবেন, যেন আপনাকেই স্মরণ করিতে করিতে জাগি।" জাগিয়া প্রার্থনা করিবে, "হে অন্তর্যামী আপনি জাগাইলেন, আমি জাগিলাম। এই দয়া রাখিবেন, যেন সকল বিষয়ে, সকল সময়ে, সকল কার্য্যে আপনাকেই স্মরণ রাখি। জগতে আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে, যেন কোন প্রকার দ্বেষ হিংসা না থাকে, যেন আমরা সকলে মিলিয়া প্রীতিপূর্ব্বক আপনার আজ্ঞা পালন দ্বারা পরমানন্দে কালযাপন করি, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা ও ভিক্ষা।"

আহারের পূর্ব্বে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নাম লইয়া আহার করিবে। বলিবে যে, "হে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, আপনি এই সকল আহারীয় দ্রব্য আহার করুণ"। এবং এইভাব অন্তরে রাখিয়া আহার করিবে। তোমরা আহার করিলে ও অগ্নিতে আহুতি দিলে সকল দেব দেবী অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপের আহার ও পূজা হয়। ইহা ব্যতীত অন্য কোন আড়ম্বর ও নানা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভোগ দিবার কোন প্রয়োজন নাই; দিলে নিষ্ফল। ইহা নিশ্চয় সত্য সত্য জানিবে।

পরমাত্মা সম্বন্ধে পাঠাভ্যাসের আদিতে ওঁকার এবং শেষে "ওঁশান্তিঃ" শব্দ উচ্চারণ করিবে। যাঁহাকে বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগতের মাতা পিতা আত্মা গুরু, ও উৎপত্তি পালন লয়কর্ত্তা বলা হইয়াছে তিনি নিরাকার সাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে বিরাজমান। তাঁহারই বেদাদিশাস্ত্রে একটী নাম ওঁকার কল্পিত হইয়াছে। যাবতীয় বেদ মন্ত্র সেই ওঁকার অর্থাৎ তাঁহারই নাম ও যাবতীয় পদার্থ তাঁহারই রূপ— এইটী সূচনা করিবার জন্য বেদ পাঠের আদিতে ওঁকার উচ্চারণ করিতে হয়। ইনি স্বতঃপ্রকাশ, মঙ্গলকারী, শান্তিস্বরূপ ওঁকার। ইনি স্বয়ং শান্তি স্বরূপ, জগতকে শান্তি দেন—শেষে ইনি জগতকে সকল প্রকারে শান্তি দিবেন। ইনি ব্যতীত কেহ নাই যে নিজে শান্ত হইবেন বা জগতকে শান্তি দিবেন। যাঁহাতে শান্তি আছে তিনিই শান্তি দিতে পারেন। এইটী বুঝাইবার জন্য বেদপাঠের অন্তে বিরাটপুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপকে কারণ সূক্ষ্ম স্থূলভাবে তিনবার "ওঁ শান্তিঃ" বলা হয়। এ প্রথার যিনি যেপ্রকার অর্থ করুণ না কেন যেরূপ বলা হইল তাহাকে প্রকৃত অর্থ বলিয়া জানিবে। যাঁহার নাম ওঁকার সেই জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ "ওঁ শান্তি" দয়াময়। ইনি নিজ দয়ায় জগতের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া শান্তি বিধান করিতে পারেন ও করিবেন। ইহাঁ হইতে বিমুখ অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকে স্বার্থ বশতঃ শাস্ত্রে, ধর্ম্মে, ব্রহ্মে ও ওঁকারে অধিকারী অনধিকারী কল্পনা করিয়া পরস্পর হিংসা দ্বেষবশতঃ কষ্ট ভোগ করিতেছেন।

যাহার নিজের বোধ নাই যে, অধিকারী অনধিকারী কে, কি বা কি কি স্বরূপ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধর্ম্ম বা ওঁকারও জীব কি বস্তু ইহা নিজে জানেন

না অথচ সকলকে সৎ হইতে বিমুখ করিতে তৎপর সেরূপ লোক রাজপুরুষদিগের নিকট সর্ব্বতোভাবে দণ্ডনীয়। এরূপ লোকের পায়ে বেড়ী দিয়া কঠিন পরিশ্রম করান উচিত। এরূপ না করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন হেতু রাজ্যের নাশ হয়—ইহা নিশ্চিত জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

(৩) সিদ্ধি বিষয়ক।

জীবের গতি।

শাস্ত্রীয় সংস্কারানুসারে লোকে জীবের নানা প্রকার গতি কল্পনা করে। যথা (১) দেবযান, (২) পিতৃযান (৩) জীবন্মুক্তি (৪) প্রকৃতিলয় (৫) প্রেতযোনিপ্রাপ্তি ইত্যাদি।

(১) সাকার সগুণভাবে পরমাত্মার উপাসকগণ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম হইয়া ক্রমশঃ সূর্য্যনারায়ণের সহিত এক হইয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে স্থিতি করেন—ইহা দেবযান। (২) যাঁহারা পরমাত্মার ও নিজের কি স্বরূপ ইহা না জানিয়া শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করিয়া যান তাঁহারা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া কাম্য ভোগ সকল ভোগ করিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন—ইহা পিতৃযান। (৩) যাঁহারা নিরাকার নির্গুণের উপাসনা বা জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া বাসনা ক্ষয় করেন তাঁহারা শরীর থাকিতেই মুক্তি বা ব্রহ্মভাব লাভ করেন। তাঁহাদের কোন লোক বা ভাব প্রাপ্তি নাই। ভিন্ন ভিন্ন ভূতে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়াদি স্থূল সূক্ষ্ম শরীর লয় হয়, তাঁহারা একই নিত্যভাবে পরমানন্দে থাকেন—ইহা জীবন্মুক্তি। (৪) যাঁহাদের পরমাত্মা বা আপন স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা নাই অথচ কর্ম্মেও প্রবৃত্তি নাই তাঁহাদের বাসনা না থাকিলে প্রকৃতিতে লয় হয়। তাঁহাদের পুনরায় জন্ম মৃত্যু ঘটে—ইহা প্রকৃতি লয় এবং (৫) যাঁহাদের জ্ঞান কর্ম্ম উভয়েপ্রবৃত্তি নাই কিন্তু নানা প্রকার বাসনার জন্য অশান্তি ভোগ হয় তাহারা নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে নানারূপ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে।

এখানে বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিত যে পরমাত্মা কাহারও বশীভূত নহেন। মুক্তি বা গতি সম্বন্ধে কেহ এমন নিয়ম রচিতে পারেন না যদ্দারা বাধ্য হইয়া পরমাত্মাকে মুক্তি বা গতি দিতে হয়। শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিলে মন পবিত্র হইয়া জ্ঞানের উদয়ে মুক্তিলাভ হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহাদের ও মুক্তি পরমাত্মার আয়ত্তাধীন। তাঁহার প্রসাদেই মুক্তি। যাহারা তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করেন না, যাহারা সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ কার্য্যে বিরত ও অসৎ কার্য্যে রত এবং পশু প্রভৃতি ইতর জীবের যে মুক্তি হইবে না, পরমাত্মা এরূপ কোন সংকল্প করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকেও মুক্তি দিতে পারেন। সমস্ত চরাচরকে মুহূর্ত্ত মধ্যে মুক্তি দিতে তিনি সক্ষম। যেহেতু তিনিই স্বয়ং কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান আছেন। তিনি ব্যতিরিক্ত কোথাও কিছু নাই। মুক্তি বা বন্ধন কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে। উপাধি ভেদে তাঁহারই কল্পিত নাম। যতক্ষণ জীব আপনাকে তাঁহা হইতে ভিন্ন ও অপূর্ণ এবং তাঁহাকে অপর ও পূর্ণ বোধ করিতেছে, ততক্ষণ জীবের বন্ধন ও দুর্গতি। এবং জীব যে অবস্থায় আপনাকে লইয়া পরমাত্মাকে একই পূর্ণরূপে দর্শন করেন সেই অবস্থার নাম মুক্তি কল্পিত হইয়াছে।

যাহাতে নিজের ও অপরের কষ্ট না হয় এবং সমস্ত জগতের মঙ্গলসাধিত হয় তোমরা এরূপ কার্য্যে রত থাক। তোমরা নিশ্চয় জানিও স্বরূপ পক্ষে তোমরা সদা মুক্ত রহিয়াছ। কেবল রূপান্তর উপাধি ভেদে অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও স্বরূপাবস্থা বলা হইতেছে—ইহা কল্পনা মাত্র। প্রত্যক্ষ দেখ, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিতে তুমি একই পুরুষ রহিয়াছ এবং তুমিই চতুর্থ অবস্থায় এই তিন অবস্থার বিচার করিতেছ—কেবল উপাধি ভেদে রূপান্তর ঘটিতেছে মাত্র। তোমার স্বপ্নে বন্ধন, জাগ্রতে মুক্তি ও সুষুপ্তিতে বন্ধন মুক্তি উভয়েরই অভাব। অজ্ঞানাবস্থায় বন্ধন, জ্ঞানে মুক্তি ও স্বরূপাবস্থা যাহা তাহাই। তুমি বা পরমাত্মা কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল হইতে নানা নামরূপ জগৎ ভাবে ভাসিতেছে। যাহা নানা নামরূপ স্থূল তাহা সূক্ষ্মে লয় হয় সূক্ষ্ম, কারণে স্থিত হন। তখন সমস্ত উপাধি লয় হয়। যেমন সুষুপ্তিতে তোমার সমস্ত

উপাধি লয় থাকে। তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাপন্ন হও তিনি তোমাদের সমস্ত উপাধি লয় করিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

স্বর্গ নরক।

সম্প্রদায় ভেদে লোকে জন্ম মৃত্যু, সৃষ্টি লয়, স্বর্গ নরক, সম্বন্ধে নানা কল্পিত মত প্রচলিত রহিয়াছে। এইরূপ মত ভেদের ফলে হিংসা দ্বেষ বশতঃ মনুষ্যগণ নানা কষ্টে পীড়িত। মনুষ্য মাত্রেই বুঝিয়া দেখ, জন্ম মৃত্যু, স্বর্গ নরক প্রভৃতি কাহার সম্বন্ধে ঘটিবে, সত্যের বা মিথ্যার?

মিথ্যা মিথ্যাই, মিথ্যা সকলের নিকট সর্ব্বকালে মিথ্যা। মিথ্যার জন্ম মৃত্যু, স্বর্গ নরক প্রভৃতি হইতেই পারে না—হওয়া অসম্ভব। সত্য এক বিনা দ্বিতীয় নাই। একই সত্য কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে নিত্য বিরাজমান। সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটিয়া থাকে—সত্য স্বয়ং নিত্য যাহা তাহাই। এই পূর্ণ সত্যে নিরাকার সাকার দুইটী শব্দের প্রয়োগ হয়। নিরাকার ব্রহ্ম শব্দাতীত, জ্ঞানাতীত—ইহার অধিক তাঁহাকে তোমরা চিনিতে পারিবে না। তবে কিরূপে তাঁহাতে স্বর্গ নরক কল্পনা করিবে? যদি সাকার ব্রহ্মে কল্পনা কর তাহা হইলে বিরাট ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ বিরাজমান। ইহাঁর পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ও জ্যোতীরূপ বর্ণিত সপ্তাঙ্গ হইতে চরাচর স্ত্রী পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর যথা ক্রমে গঠিত ও প্রতিপালিত হইতেছে। এই সপ্তাঙ্গ বা সপ্ত ধাতুর মধ্যে কোনটী স্বর্গ ও কোনটী নরক, কোনটি জন্ম, কোনটি মৃত্যু? পরমাত্মা বিমুখ অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোক যাহার স্থূল শরীরে দৃষ্টি ও নামরূপ জগতকে যে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন দেখিতেছে তাহারই জন্ম মৃত্যু, স্বর্গ নরক ভোগ হইতেছে। সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানবান পরমাত্মার প্রিয়ব্যক্তি সমস্ত নাম রূপ জগৎ বৈচিত্র্যকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে একই

দেখিতেছেন অর্থাৎ নিরাকার সাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল নাম রূপ সমস্তই পূর্ণপরব্রহ্ম ইহা জানিতেছেন। তাঁহাতে জন্ম মৃত্যু, সৃষ্টি লয় প্রভৃতি নাই। ইহা নিশ্চিত জানিবে, যাহাকে সুখ বল তাহাকেই স্বর্গ, যাহাকে দুঃখ বল তাহাই নরক। পরমাত্মা হইতে ভিন্ন স্বর্গ ও নরক কোন স্থান নাই—ইহা ধ্রুব সত্য। অজ্ঞানের বশবর্ত্তী লোক আপনার ও অপরের কষ্টকর কার্য্য করিয়া পরমাত্মার আজ্ঞায় যে কষ্ট ভোগ করে তাহাই নরক ও পরমাত্মার কৃপায় সদনুষ্ঠান করিয়া জীব যে অভেদে মুক্তি স্বরূপ পরমানন্দে থাকে তাহাই স্বর্গ। যাহা কিছু হয় বা আছে তাহা সত্য স্বরূপ পরমাত্মা। মিথ্যা নাই, মিথাতে কিছু হওয়া অসম্ভব।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি।

——oo——

সিদ্ধ ভাব।

শাস্ত্রে পড়িয়া ও লোকের মুখে শুনিয়া লোকে সিদ্ধ পুরুষে বিশ্বাস করে। কিন্তু গম্ভীর ও শান্তচিত্তে বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিত যে, সিদ্ধ কে হয় ও কে করে এবং সিদ্ধি কি বস্তু। মিথ্যা সিদ্ধ হয়, কি সত্য সিদ্ধ হন? মিথ্যাত সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা হইতে সিদ্ধ বা অসিদ্ধ কিছুই হইতে পারেনা এবং সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য কথন মিথ্যা বা সিদ্ধ অসিদ্ধ হইতে পারেন না। সত্য সত্যই থাকেন। তবে কে কাহাকে সিদ্ধ করে? স্বতঃপ্রকাশ সত্যই, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে বিরাজমান। জীবের এই ভাব অভেদে বোধ হওয়াকে সিদ্ধভাব জানিবে অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান হইলে জীব সিদ্ধ বা মুক্তস্বরূপ হন। পরব্রহ্ম হইতে নানা নামরূপ জগৎ বা জীব ভিন্ন ভিন্ন বোধ হওয়াকে জীবের অজ্ঞান-বন্ধন বা অসিদ্ধ ভাব জানিবে। বিরাট পর-ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ মঙ্গলকারী আত্মা মাতা পিতা গুরুর শরণাগত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে ইনি দয়াময় জীবকে অভিন্নভাবে দর্শন দেন অর্থাৎ জীবকে

মুক্ত করিয়া পরমানন্দে রাখেন। তখন নিরাকার সাকার নানা নামরূপ ভাসা সত্ত্বেও জীব আপনাকে বা জগৎ ও জীব মাত্রকে পরব্রহ্মের স্বরূপ বোধে পরমানন্দে থাকেন। এবং জগৎময় আপনার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া জগতের মঙ্গল চেষ্টা করেন। তখন কোন প্রকারের অহঙ্কার, অভিমান বা কাহারও সহিত ভিন্ন ভাব থাকে না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

মুক্তি।

মনুষ্যদিগের মধ্যে নানা কল্পিত সম্প্রদায় অনুসারে মুক্তি সম্বন্ধে নানা মত ও নানা নাম প্রচলিত আছে। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, মুক্তি কি বস্তু, কে মুক্তি দেন ও কাহার মুক্তি হয়। যাহা মিথ্যা তাহা সর্ব্বকালেই সকলের নিকট মিথ্যা। তাহার বন্ধন মুক্তি দুইই মিথ্যা। আর সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় হইতে পারেন না। সত্যের বন্ধন মুক্তি ঘটিতে পারে কিনা? যাহার বন্ধন সম্ভবে, তাহারই মুক্তি সম্ভবে। সত্যের বন্ধন মিথ্যার দ্বারা হইতেই পারে না এবং দ্বিতীয় সত্য নাই বলিয়া, সত্যের দ্বারাও তাহার বন্ধন সম্ভবে না। তবে কাহার বন্ধন ঘটিয়াছে যে, অপর কাহারও দ্বারা তাহার মুক্তি হইবে? এরূপ স্থলে মনুষ্য-দিগের মধ্যে যে কেন বন্ধন মুক্তির ভ্রান্তি হয়, একটী উদাহরণ লইলে তাহার যথার্থ ভাব অনুভূত হইবে।

সমুদ্রের অসীম জলে বায়ু সহযোগে ছোট বড় নানা ফেণ বুদ্‌বুদ ও তরঙ্গাদি উঠে। মনে কর, এসকল ফেণ বুদ্‌বুদাদির মধ্যে উপাধি ভেদে কেহ বড়, কেহ ছোট এবং সকলেই জন্মিতেছে ও লয় পাইতেছে ইত্যাদি নানা প্রকার ভাবনা উঠিতেছে। এইরূপ ভাবনাই বন্ধন। আর অসীম পরিপূর্ণ সমুদ্র যে ফেণ বুদ্‌বুদাদির জল জলে মিলাইয়া আপনার সহিত এক রাখিয়াছেন, ইহাকে ফেণ বুদ্‌বুদাদি মুক্তি বলিয়া ধারণা করে। সমুদ্ররূপী পূর্ণপরব্রহ্মে

জ্যোতিঃস্বরূপ কারণ সূক্ষ্ম, স্থূল, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, নাম রূপ প্রভৃতি বৈচিত্র্য তাঁহার ইচ্ছারূপী বায়ুর প্রকাশে ভাসিতেছে এবং জন্ম মৃত্যু ও বন্ধন মুক্তি অনুভূত হইতেছে। পরমাত্মা সমুদয় নাম রূপ প্রভৃতি বৈচিত্র্য লয় করিয়া কারণে স্থিত আছেন, এই ভাবকে জীবাত্মা মুক্তি বলিয়া অনুভব করেন। বাস্তবিক পক্ষে যিনি সৃষ্টি-লয়-পালন কর্ত্তা পূর্ণ-পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মুক্তি তাঁহারই আয়ত্তাধীন। তাঁহাকে ও আপনাকে অভেদে অনুভব না করায় বন্ধন বোধ হইতেছে। অভেদে বোধ হইলেই মুক্তি অনুভূত হইবে। স্বরূপতঃ সকলেই সর্ব্বকালে মুক্ত স্বরূপ। উপাধি ভেদে বন্ধন ভাসিতেছে। সেই বন্ধনের নিবৃত্তির জন্য বিচার পূর্ব্বক পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাগত হইয়া সকল কার্য্য নিষ্পন্ন কর। তিনি মঙ্গলময়, মঙ্গল করিবেন। তোমরা কোন বিষয়ে ভীত বা চিন্তিত হইও না। এই যে ভেদ ভাসিতেছে, ইহাকে নিবারণ করিয়া অভেদ দর্শনের জন্য যেরূপ সদুপদেশ, ভজন ও উপাসনার প্রয়োজন, তাহা ইতি পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এইরূপ সকল বিষয়ে বিচার পূর্ব্বক সারভাব গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে কাল যাপন কর। যে পদ মুক্তি বলিয়া বর্ণিত হইল, তাহাকেই বৌদ্ধগণ নির্ব্বাণ, খৃষ্টানগণ পরিত্রাণ, এবং সাংখ্যগণ কৈবল্য বলেন।

জ্ঞানবান মুক্ত পুরুষ জগতে অসীম কার্য্য করিয়াও নির্লিপ্ত থাকেন। তিনি সুখে, দুঃখে লাভালাভে সমভাবে থাকেন, বিচলিত হন না। প্রত্যক্ষ দেখেন যে, স্থূল শরীর থাকিলে সুখ দুঃখ অনুভব হইবেই এবং সেজন্য বিচার পূর্ব্বক দুঃখ নিবারণের চেষ্টা ও পরমাত্মার আজ্ঞা কি তাহা জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন। সাবানের দ্বারা স্থূল শরীর ও বস্ত্রাদি নির্ম্মল হয় ও পরিষ্কার থাকে, ইহা যেমন পরমাত্মার নিয়ম, সেইরূপে সর্ব্বত্র পরমাত্মার নিয়ম বা আজ্ঞা বুঝিয়া তিনি অজ্ঞান-মল জ্ঞান সাবানের দ্বারা নির্ম্মল করেন। তিনি দেখেন যে, "অল্প বা বহু লাভে আমি লব্ধ হই না এবং বহু বা অল্প অলাভে আমি অলব্ধ থাকি না। আমি সর্ব্বকালে যাহা তাহাই আছি। যতদিন স্থূল শরীর থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রাণ ধারণের জন্য অন্ন ও লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র মনুষ্য মাত্রেরই প্রয়োজন। প্রজ্জলিত অগ্নিতেই ঘৃতাহুতির প্রয়োজন। অগ্নি নির্ব্বাণে ভস্মে ঘৃতাহুতি যাহার পর নাই নিষ্প্রয়োজন।"

সমদৃষ্টি-সম্পন্ন জ্ঞানী মুক্ত পুরুষের স্বভাবিক আচরণ এই যে, তিনি সকলকে আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া সমভাবে সকলের উপকার করেন, ইচ্ছা যে সকলে সর্ব্ববিষয়ে সুখে থাকিতে পারে। মনুষ্য মাত্রেরই এইরূপ বৃত্তি হওয়া আনন্দের বিষয়। সকলেরই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ মাতা পিতার নিকট প্রার্থনা করা উচিত, যেন তিনি সদয় হইয়া সকলের ভিতর এইরূপ সদ্‌বৃত্তি প্রেরণ করেন।

পরমাত্মার বা ভগবানের ভক্তগণ তাঁহার নিকট মুক্তি যে কারণে চাহেন না তাহা এই যে ভগবান স্বতঃ প্রকাশ কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র মুক্তি, জ্ঞান বা ভক্তি কোন বস্তু নাই যে, তাহা চাহিবেন। তাঁহারা শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাকেই পূর্ণরূপে চাহেন। ভক্তগণের নিকট তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও বস্তু ভাসে না যে চাহিবেন। তাঁহারা সত্যই প্রেম চাহেন। প্রেমে প্রেম মিশাইয়া যায়। এই জন্য ভক্ত মুক্তি চাহেন না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

সমাধি।

মনুষ্যগণ সমাধি বিষয়ে নানা প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সমাধির অবস্থা পান নাই তাঁহারা না বুঝিয়া যে ব্যাখ্যা করেন, তাহা বৃথা। কেহ কেহ বলেন যে, সমাধি হইলে সমস্ত বাহ্য বস্তুর বিস্মৃতি হয়। কেহ বলেন, সমাধিতে জড়াবস্থা ঘটে, কোন বোধাবোধ থাকে না; যেমন পাথর ইত্যাদি। এস্থলে সকলের বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিৎ যে, ঈশ্বর পরমাত্মা সর্ব্বকালেই জ্ঞানস্বরূপ। তিনি যদি সর্ব্বকালে জ্ঞানস্বরূপ না থাকেন, তবে কিরূপে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ও সকলের অন্তরে চেতনরূপে প্রেরণা করিয়া অসীম কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন? তিনি যদি বিস্মৃত, জ্ঞানহীন জড় হন, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন, লয় কি প্রকারে হইবে ও

কে করিবে? এবং কে অজ্ঞান লয় ও জ্ঞান প্রকাশ করিয়া জীবকে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে রাখিবে? যিনি নিজে বিস্মৃত বা জ্ঞানশূন্য, তিনি কি কখনও জ্ঞান দিয়া জীবাত্মাকে মুক্তি দিতে পারেন? ঈশ্বর সর্ব্বকালে জ্ঞান-স্বরূপ। তাঁহাকে ভক্তি সহকারে ডাকিলে বা পূর্ণরূপে উপাসনা করিলে জীবাত্মা সর্ব্বকালে জ্ঞান মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবেন কি বিস্মৃত হইয়া জড় হইবেন? গাঢ় নিদ্রা বা মূর্চ্ছা হইলে মনুষ্য সহজে সমস্তই বিস্মৃত হইয়া যায়। তাহা হইলে উহা সমাধির মধ্যে উৎকৃষ্ট সমাধি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর পরমাত্মাকে পাইবার জন্য প্রাণায়াম, উপাসনা ভক্তি বিচারাদি করিবার প্রয়োজন থাকিবে না? সমাধিতে বাহ্য পদার্থ বিস্মৃত হইবার যথার্থভাব একটী স্থূল দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিয়া লও। এক মৃত্তিকা হইতে হাঁড়ী, কলসী, সরা, ইট, সুরকী, সহর, বাজার ইত্যাদি অসংখ্য বাহ্য নামরূপ পৃথক পৃথক বোধ হয়। যাহার ঘর বাড়ী, সহর, বাজার প্রভৃতি নামরূপের উপর দৃষ্টি আছে, তাহার বাহ্য পদার্থ অসংখ্য বোধ হওয়ায় মন স্থির হয় না, সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে। যাহার দৃষ্টি সহর, বাজার প্রভৃতি নাম রূপাদিতে নাই, কেবল মৃত্তিকার প্রতি আছে, তাহাকে বাহ্যজ্ঞান শূন্য জানিবে। তাঁহার মন জ্ঞানস্বরূপ শান্তিতে স্থিত হইয়াছে। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে মৃত্তিকারূপী জানিবে। হাঁড়ী, কলসী, বাজার, ঘর প্রভৃতি নানা নামরূপকে জগৎ চরাচর স্ত্রী পুরুষ বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি ঈশ্বর, জীব, মায়া, জগৎ, চরাচর, স্ত্রী পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে দেখিতেছে ও বোধ করিতেছে, সে বাহ্য পদার্থ দেখিতেছে এবং সর্ব্বদাই মনে অশান্তি ভোগ করিতেছে. কখনও শান্তি পাইতেছে না। যিনি মৃত্তিকারূপী জ্যোতিঃস্বরূকেই কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, নানা নামরূপ জগৎ স্ত্রী পুরুষকে পূর্ণপরব্রহ্মই দেখিতেছেন সমাধিস্থ সেই ব্যক্তি বাহ্য জগৎ বিস্মৃত হইয়া জ্ঞান মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দ ভোগ করিতেছেন। এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে কুম্ভক বা সমাধিস্থ, মুক্তিস্বরূপ অথবা জ্ঞানস্বরূপ বলে। যাহাকে জ্ঞানস্বরূপ তাহাকেই মুক্তিস্বরূপ, কুম্ভকস্থ ও সমাধিস্থ বলে। পরমাত্মার নাম জ্ঞানস্বরূপ। পরমাত্মার নাম মুক্তিস্বরূপ। পরমাত্মার নাম কুম্ভক ও সমাধি। জ্ঞান, মুক্তি, কুম্ভক ও সমাধি পরমাত্মা হইতে পৃথক কোন পদার্থ নহে। যাঁহার

এ বোধ হইয়াছে তিনি জানেন যে, অজ্ঞান অবস্থায় আমি ছিলাম ও জ্ঞানাবস্থায় আমি ছিলাম ও বিজ্ঞানাবস্থায় আমি ছিলাম, স্বরূপ অবস্থায় আমি সর্ব্বকালে আছি। সুষুপ্তি ও স্বপ্নে আমিই ছিলাম ও জাগ্রতবস্থায় আমিই আছি এবং আমিই চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থাপন্ন হইয়া তিন অবস্থার বোধ বা বিচার করিতেছি। স্বরূপে আমার কিছুই আইসে যায় নাই। সর্ব্বকালে আমি যাহা তাহাই আছি। এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি সকল সময় সমাধিস্থ আছেন এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অসীম কার্য্য ও ভোগাভোগ করিতেছেন তথাপি তিনি কিছুই করিতেছে না। সর্ব্বদা নির্লিপ্তভাবে মুক্তিস্বরূপ আছেন। আপনাকে ও পরমাত্মাকে অভিন্নরূপে সর্ব্বকালে দর্শন করিতেছেন। এই অবস্থারই নাম সমাধি জানিবে।

সমাধি অবস্থা প্রাপ্তি হওয়া না হওয়া পরমাত্মার আয়ত্তাধীন। নিজের সহস্র চেষ্টায় কিছুই হয় না। তোমার চেষ্টার দ্বারা যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তাহাও পরমাত্মার কৃপা ও নিয়মাধীন। ইহাঁর শরণাগত হও, সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইবে। ইহাঁর শরণাগত হইতে যে ইচ্ছা, তাহাও ইহাঁর কৃপা। ইহাঁর কৃপা ব্যতীত শরণাগত হইবার ইচ্ছাও জন্মে না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

জীবের সর্ব্বশক্তি।

মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিত যে, এক সত্য ওঁকার পরমাত্মা বিনা দ্বিতীয় সত্য নাই। তিনি স্বতঃপ্রকাশ কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচরকে লইয়া অসীম, অকণ্ডাকার পূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান; সর্ব্বাবস্থায় একইভাবে বিরাজমান। তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ পূর্ণ বা অপূর্ণ সর্ব্ব বা অল্প শক্তিমান হইতেই পারেন না—ইহা ধ্রুব সত্য জানিও। ইহা হইতে সমস্ত জগৎ চরাচর, স্ত্রী, পুরুষ, জ্ঞানী অজ্ঞান, ঋষি মুনি অবতারগণ পুনঃ পুনঃ উদয় হইয়া তাঁহারই পূর্ণভাবে স্থিত হইতেছেন। যখন বিচার ও পরমাত্মার উপাসনার দ্বারা কোন জীব

জ্ঞান লাভ করিয়া পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে স্থিতি করেন তখন তাঁহাতে এ বোধ থাকে না যে, পূর্ব্বে এক পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মা ছিলেন এখন অন্য একজন হইয়াছেন বা তিনি পূর্ব্বে অপূর্ণ ছিলেন এখন পূর্ণ হইয়াছেন বা তাঁহাতে কোন অভাব ছিল এখন পূরণ হইয়াছে বা তাঁহার কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি নিত্য পূর্ণভাবে যাহা তাহাই রহিয়াছেন। যে ঘটের দ্বারা ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কার্য্য করিতে তাঁহার ইচ্ছা সে ঘটে সেইরূপ বুদ্ধি জ্ঞান ও শক্তি সংযোগ করিয়া সেই কার্য্য সম্পন্ন করেন। একের কার্য্য অন্যের দ্বারা করেন না। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহাদের দৃষ্টিতে ইহার অন্যথা ভাসে না—এ কথা নিঃসন্দেহ। ইহার বিপরীতভাব অর্থাৎ এক ব্যক্তি পরমাত্মার স্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান ও অপর ব্যক্তি তাঁহা হইতে ভিন্ন এই ভাব কেবল অজ্ঞানবশতঃ উদিত হয়। যথার্থপক্ষে যে জীবে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হইয়াছে তিনি স্বয়ং দেখেন যে, নিরাকার সাকার পূর্ণসর্ব্বশক্তিমান জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ সর্ব্বকালে একই ভাবে স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। ইহাঁ ছাড়া জ্ঞানী বা অবতার হইতেই পারেন না। যাহাদের দৃষ্টিতে ইহাঁ হইতে পৃথক কিছু ভাসে তাঁহারা জ্ঞানী বা অবতার হইতে পারেন না। তাঁহারা অজ্ঞানাবস্থাপন্ন অর্থাৎ জীব।

এ বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত লইয়া ভাব গ্রহণ কর। সমুদ্র জলে পূর্ণ, তাহাতে বড় ছোট অসংখ্য তরঙ্গ ফেন বুদ্বুদাদি উত্থিত ও লয় হয়। এরূপ উত্থান ও লয় সত্ত্বেও সমুদ্র তরঙ্গ ফেন বুদ্বুদাদি লইয়া সর্ব্বকালে একই পূর্ণভাবে রহিয়াছেন। সমুদ্রের অর্থাৎ পূর্ণ জলের উৎপত্তি, লয় প্রভৃতি কোন ভাব, ভ্রান্তি বা সংস্কার নাই। তরঙ্গাদিকে উত্থিত বা লয় করিতে সমুদ্রের শক্তি আছে। কিন্তু ফেন বুদ্‌বুদের উপাধি ভেদে বড় ছোট, উৎপত্তি লয় প্রভৃতি রূপান্তর ও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এক বুদ্বুদ অপর বুদ্‌বুদকে উৎপত্তি বা লয় করিতে অক্ষম। অথচ তরঙ্গ ফেণ বুদ্বুদ প্রভৃতিও সমুদ্রের জলই—স্বরূপতঃ জল ভিন্ন কিছুই নহে। ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বুদ্‌বুদকে জল দৃষ্টিতে দেখিলে তাহাতে জলের সর্ব্বগুণ ও শক্তি দেখিতে পাইবে। কিন্তু ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদাদি সমুদ্রে লয় হইলে তাহার সমুদ্র হইতে ভিন্ন কোন নামরূপ, গুণ শক্তি, উপাধি থাকে না। যে বুদ্‌বুদের জল ভাবে লয় হয়

নাই তাহা যদি যে বুদ্‌বুদ লয় হইয়াছে তাহাকে সমুদ্র হইতে পৃথক জানিয়া, তাহার নিকট লয় হইবার আশা বা প্রার্থনা করে, তাহা নিষ্ফল। কিন্তু নিত্য যে পূর্ণ জল তাহা হইতে বুদ্‌বুদাদি উত্থিত হইয়া পুনরায় লয় পাইতেছে ও তাহার স্বরূপই আছে। সেই পূর্ণকে প্রার্থনা করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে নতুবা বৃথা চেষ্টা।

পূর্ণ সমুদ্ররূপী নিরাকার সাকার অসীম অখণ্ডাকার পরমাত্মা অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে তাঁহারই ইচ্ছারূপী বায়ু সহযোগে অসংখ্য ছোট বড় তরঙ্গ, ফেন বুদ্‌বুদরূপ চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, ঋষি মুনি অবতার-গণের তাঁহাতেই উদয়,অস্ত ও স্থিতি। জীবে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাব উদয় হইলে তাহাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক অথচ পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান কল্পনা করা অবোধের কার্য্য। অবোধ বা জ্ঞানীর দ্বারা আদি অন্তে বা মধ্যে, ক্ষুদ্র, বৃহৎ অদ্ভুত বা স্বাভাবিক যে কোন কার্য্য হইয়াছে, হইতেছে বা পরে হইবে, তাহা, সেই একই পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ কর্ত্তৃক হইতেছে, হইয়াছে ও হইবে। ইহাঁ হইতে অবতার প্রভৃতি সকলেরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হয় ও দেহান্ত হইলে ইহাঁতেই মিলিত হয় এবং জীবদ্দশাতেও ইহাঁরই স্বরূপ থাকে। ইহাঁকে ছাড়িয়া কোন অবতারাদির দ্বারা কোন কার্য্যই হইতে পারে না। যাহা হয় ইহাঁর দ্বারাই হয়। অজ্ঞানবশতঃ লোকে ইহাঁ হইতে পৃথক অবতারাদির কল্পনা করিয়া পূজা করে। যে, বোধ নাই ইহাঁকে পূজা করিলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অবতারাদি পিপীলিকা পর্য্যন্ত সকলকেই পূজা, মান্য করা হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে বুঝিয়া লইবে যে, বড় বুদ্‌বুদ্ অবতার, মাঝারি ঋষি মুনি ভক্ত জ্ঞানিগণ ও ছোট অজ্ঞানাবস্থাপন্ন জীব স্ত্রী পুরুষ। যে অবতার ঋষি মুনি ভক্ত জ্ঞানী শরীর ত্যাগ করিয়া পূর্ণ বিরাট পুরুষে লয় হইয়াছেন তাঁহাদিগকে সেই বিরাট ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও সর্ব্বশক্তি-মান জানিয়া উপাসনা করা অনিষ্টের কারণ। নিত্য মঙ্গলকারী উৎপত্তি স্থিতি লয়ের একমাত্র আধার, নিরাকার সাকার বিরাট পুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপ স্বতঃপ্রকাশ রহিয়াছেন। ইহাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি নমস্কার উপাসনা ও প্রার্থনা না করিয়া বৃথা নানা নাম উপাধি কল্পনা করিয়া উপাসনা করা মনুষ্যের অনুপযুক্ত এবং সর্ব্ব অমঙ্গলের হেতু। কেননা যে কোন নামরূপ উপাধি

কল্পিত হইয়াছে তাহা ইহাঁ হইতে উৎপন্ন হইয়া ইহাঁতেই লয় হইতেছে। অতএব সর্ব্বপ্রকার কল্পিত নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া ইহাঁকেই ধারণ কর। জীবমাত্রকে আপনার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া প্রীতিপূর্ব্বক সকলে সকলের হিতের এমন চেষ্টা কর যাহাতে জগতে কাহারও কোন বিষয়ে কষ্ট না থাকে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

অন্তর্দৃষ্টি।

শাস্ত্রীয় সংস্কারবদ্ধ হইয়া মনুষ্য অন্তর্দৃষ্টির যথার্থ ভাব বুঝিতে পারে না এবং নানারূপ কল্পনা বিস্তার করিয়া সত্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। অতএব সকলেরই বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথা কখনও সত্য হয় না ও মিথ্যা হইতে কিছুই হয় না। সত্য সকলেরই নিকট সত্য। সত্য কখনও মিথ্যা হন না। এক সত্য বিনা দ্বিতীয় সত্য নাই। রূপান্তর বা উপাধি ভেদে নানা নামরূপ ভাসে, কিন্তু তথাপি সত্য যাহা তাহাই নিত্য বিরাজমান। সত্যস্বরূপ পরমাত্মা স্বয়ং সাকার নিরাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে নিত্য স্বতঃপ্রকাশ। ইহাঁ হইতে অতিরিক্ত দ্বিতীয় কিছু নাই। ইনিই অসংখ্য নাম, রূপ, পদার্থভাবে ভাসিতে-ছেন। অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাসিতেছেন অথচ একই সত্য রহিয়াছেন। এই বোধই জীবের অন্তর্দৃষ্টি বা মুক্তি। অখণ্ড পূর্ণ একই সত্য বা পরমাত্মাতে দৃষ্টি শূন্য হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাসমান নামরূপ পদার্থকে ইহাঁ হইতে ও পরস্পর হইতে পৃথক পৃথক সত্য বা বস্তু বলিয়া ধারণা বা বোধের নাম বহি-র্দৃষ্টি অথবা বন্ধন। যেমন, মাটী হইতে হাঁড়ী কলসী, ঘর বাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। কিন্তু নানা নামরূপ সত্বেও ঐ সকল মাটীর পদার্থ এক মাটীই থাকে—ভিন্ন ভিন্ন অনেক বস্তু হয় না। যাহাঁর মাটীর প্রতি লক্ষ্য আছে

তিনি মাটীর দ্বারা নির্ম্মিত অসংখ্য পদার্থ থাকিলেও সে সকলকে মাটীই দেখিবেন। এবং সেই সকল পদার্থ নষ্ট হইয়া পূর্ব্ব নামরূপ ত্যাগ করিলেও দেখিবেন যে, তাহারা মাটী। ইহারই নাম অন্তদৃ‍ষ্টি। আর যাহারা দেখে হাঁড়ী এক বস্তু, কলসী অপর বস্তু—যাহাদের মাটীর প্রতি দৃষ্টি নাই তাহাদের দৃষ্টি বহিদৃ‍ষ্টি। জ্ঞানবান ব্যক্তি যখন বহিদৃ‍ষ্টিতে হাঁড়ী কলসী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ দেখিতেছেন তখনও তাঁহার মাটীর প্রতি দৃষ্টি আছে বলিয়া এক মাটীকেই হাঁড়ী কলসী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখিতেছেন এ বোধ আছে। সেইরূপ, স্বরূপ ভাবাপন্ন জ্ঞানী একই সময়ে এই বৈচিত্র্যময় নামরূপ জগৎ দেখেন ও যে বস্তু অর্থাৎ পরমাত্মা এই বিচিত্র্যরূপে প্রকাশমান তাঁহাকেও দেখেন। ইহারই নাম সমস্ত ব্রহ্মময় দেখা।

অতএব হে মনুষ্যগণ, তোমরা আপন আপন জয় পরাজয়, মান অপমান, সামাজিক স্বার্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া এক অদ্বিতীয় জ্যোতীরূপে প্রকাশমান পরমাত্মার শরণাপন্ন হও। ইনি সকলকেই জ্ঞান দিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে রাখিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

সমদৃষ্টি।

সমদৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষের নিকট বিষ্ঠা চন্দন সমান। এ কথার যথার্থ ভাব না বুঝিয়া অনেক অজ্ঞানাবস্থাপন্ন ব্যক্তি উপহাস করিয়া বলেন যে, বিষ্ঠার কার্য্য চন্দনের দ্বারা ও চন্দনের কার্য্য বিষ্ঠার দ্বারা কিম্বা উভয়ের দ্বারা একই কার্য্য সম্পন্ন করা জ্ঞানীর লক্ষণ। কিন্তু উপহাস ছাড়িয়া বিচার করিলে তাঁহারা দেখিবেন যে, জ্ঞানী পুরুষের দৃষ্টিতে চন্দন বৃক্ষ মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া মৃত্তিকারূপই আছে। সেই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ও তাহার রূপই যে অন্নাদি, তাহাই জীব শরীরে পরিপাক বশতঃ বিষ্ঠারূপে পরিণত হইয়াছে এবং বিষ্ঠা চন্দনকে মাটীতে পুঁতিলে উভয়ই পুনরায় মাটী হইয়া যায়।

এ নিমিত্ত জ্ঞানী দেখেন যে, বিষ্ঠা ও চন্দন স্বরূপে একই। তিনি আরও দেখেন যে, বিষ্ঠা চন্দন ও অন্নের গুণ বিষ্ঠা চন্দন ও অন্নেই আছে, একের গুণ অপরে নাই। স্বরূপে এক থাকা সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তিসম্পন্ন। ব্যবহার হয় গুণ শক্তি অনুসারে, বস্তু অনুসারে হয় না। জ্ঞানী পুরুষ ইহা উত্তমরূপে জানিয়া বিষ্ঠা, চন্দন ও অন্নের মধ্যে যাহার দ্বারা যেরূপ ব্যবহার হয়, তাহার দ্বারা সেইরূপ ব্যবহারই করেন, একের ব্যবহার অপরের দ্বারা করেন না।

অন্নের এরূপ গুণ বা শক্তি আছে যে, তাহার দ্বারা মনুষ্য শরীরের উপকার হয়। এনিমিত্ত অন্ন খাদ্য। এবং সেই গুণ ও শক্তি লয় হইলে তবে অন্ন বিষ্ঠায় পরিণত হয়। বিষ্ঠা আহার করিলে সেই গুণ ও শক্তির অভাবে মনুষ্য শরীরের উপকার হয় না, এনিমিত্ত বিষ্ঠা অখাদ্য।

কোন কোন লোক অজ্ঞান বশতঃ মনে করে যে, বিষ্ঠা আহার না করিলে সমদৃষ্টি রূপ ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। তাহাদের বুঝা উচিত যে, যদি বিষ্ঠা খাইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহা হইলে শূকরের তুল্য ব্রহ্মজ্ঞানী দ্বিতীয় নাই। যদি মনে করেন যে, বিকারহীন চিত্তে উচ্ছিষ্ট আহার করিলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তবে কুক্কুর বিড়ালের ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয় না কেন?

জ্ঞানী ও অজ্ঞের মধ্যে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানী সমস্ত পদার্থকে একই কারণ হইতে উৎপন্ন এবং সর্ব্বাবস্থাতে একই বস্তু দেখেন এবং জানেন যে, কেবল গুণ, ক্রিয়া, উপাধি ভেদে সেই একই বস্তুর রূপান্তর ঘটায় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ভাসিতেছে। এ নিমিত্ত তিনি যাহার দ্বারা যে কার্য্য হয়, তাহার দ্বারা সেই কার্য্য করেন ও করান; কাহাকেও ঘৃণা বা অপমান করেন না।

তুমি নিজে ভাবিয়া দেখ যে, পবিত্র অন্নাদি তোমার স্থূল শরীরের সম্পর্ক পাইয়া বিষ্ঠাদিরূপে পরিণত হয়। তবে কাহাকে অধিক ঘৃণা করিবে, শরীরকে না বিষ্ঠাকে? যাহার সংসর্গে পবিত্রও অপবিত্র হয় তাহাই কি অধিকতর ঘৃণার পাত্র নহে? কিন্তু সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী পুরুষ সকল পদার্থকে আপনার স্বরূপ জানিয়া কাহাকেও ঘৃণা করেন না। বিচারপূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে এইরূপ বুঝিয়া লইবে।

শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মৃত্তিকা স্থানীয় এবং স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ বিষ্ঠা চন্দন স্থানীয়। জ্ঞানী পুরুষ দেখেন যে, পূর্ণপরব্রহ্ম হইতে চরাচর স্ত্রী পুরুষের ইন্দ্রিয়াদি স্থূল সূক্ষ্ম শরীর, উৎপন্ন হইয়া তাঁহারই স্বরূপ আছে, কেবল রূপান্তর হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তি ঘটিতেছে এবং তদনুসারে ব্যবহার চলিতেছে। সকলকেই আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া জ্ঞানী সমদৃষ্টি সম্পন্ন হন; কাহাকেও ঘৃণা বা ত্যাগ করেন না, সকলেরই হিত-সাধনে তৎপর থাকেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরোপকার।

জ্ঞানময় ব্যক্তি জগৎময় আপনার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বকালে জগতের উপকার বা মঙ্গলের চেষ্টা করেন। মান অপমানের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। জগতের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখেন। কোন মনুষ্য বা পশু কাদায় পড়িলে আপনার গায়ে কাদা লাগিবার ভয়ে তিনি কাতর বা ভীত না হইয়া নিঃসন্দেহে নির্ভয়ে সেই মনুষ্য বা পশুকে কাদা হইতে উদ্ধার করেন। এই অজ্ঞান মায়াময় জগতে জীব সমূহ নানা দুঃখ সুখ, জন্ম মৃত্যু, নিন্দা গ্লানি, দ্বেষ হিংসারূপ কাদায় পড়িয়া কষ্ট পাইতেছে। জ্ঞানবান ব্যক্তি নানা কৌশলে ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হন। যাহাতে উহাদের উদ্ধার হইয়া উহারা সৎপথে গিয়া পরমানন্দে থাকিতে পারে সেইরূপ যত্ন করেন। এইরূপ পরোপকারী ব্যক্তিকে প্রশংসা করা দূরে থাকুক অজ্ঞানাবস্থাপন্ন নরকবাসিগণ তাঁহাকে নিন্দারূপী ফল প্রদান করে। জ্ঞানবান ব্যক্তি এইরূপ জানেন যে, ঐ প্রকার লোকদিগের দোষ নাই উহাদিগের ঐ প্রকার স্বভাব। যেরূপ বিষ্ঠা হইতে স্বভাবতঃ দুর্গন্ধ জন্মে ও শূকর সুগন্ধ সুখাদ্য ত্যাগ করিয়া স্বভাবতই বিষ্ঠা ভক্ষণ করে। যে মনুষ্যের

অন্তঃকরণ শুদ্ধ পবিত্র তিনি সৎস্বরূপ পরমাত্মাকে ও লোকের উত্তম গুণকে গ্রহণ করেন। যে মনুষ্যদিগের স্বভাবতঃ নীচ প্রবৃত্তি বা শূকরের মত গুণ তাহারা উত্তম গুণ গ্রহণ করিতে পারে না। যেরূপ তাহাদিগের নীচ প্রবৃত্তি তাহারা সেইরূপ গুণ গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করে। জ্ঞানবান ব্যক্তির নিকট তাহারা মান্য পায় না, লজ্জিত, অপমানিত হইয়া সর্ব্বথা মনে অশান্তি ও দুঃখ ভোগ করে। স্বপ্নেও সুখ পায় না। এরূপ অবস্থাপন্ন লোককে রাজাগণ আপনাপন রাজ্যে উত্তমরূপে সৎশিক্ষা ও প্রয়োজন মত দণ্ড দিবেন। যাহাতে লোকের বা পরমাত্মার কোন প্রকারে নিন্দা বা গ্লানি কেহ করিতে না পারে সে বিষয়ে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখা সকলেরই উচিত। নচেৎ জগতে অমঙ্গল ও অশান্তি ভোগ করিতে হয়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——00——

ভগবানে ভক্তি।

লোকে প্রচলিত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কাহাকেও ভগবানের ভক্ত সৎ ও কাহাকেও অভক্ত অসৎ মনে করে এবং তদনুসারে কাহারও স্তুতি, কাহারও নিন্দা করিয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, মিথ্যা কল্পিত স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার করিয়া বুঝ যে ভক্ত বা অভক্ত কাহাকে বলে ও কে কাহাকে ভক্তি করে। মিথ্যা ভক্ত মিথ্যাকে ভক্তি করে, না,সত্যকে সত্য ভক্তি করে? মিথ্যা মিথ্যাই-মিথ্যা হইতে ভক্ত অভক্ত হইতেই পারে না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য কখন মিথ্যা হন না। এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য স্বতঃপ্রকাশ আপন ইচ্ছায় কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, চরাচর, স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। স্বরূপ পক্ষে তাঁহাতে ভক্ত অভক্ত, পূজ্য পূজক, সেব্য সেবক, মাতা পিতা পুত্র কন্যা ভাব

সজ্ঞা নাই। তিনি যাহা তাহাই বিদ্যমান। রূপান্তর বা উপাধি ভেদে পরমেশ্বর ও জীব, উপাস্য বা উপাসক, পূজ্য বা পূজক, কিম্বা মাতা পিতা বা পুত্র কন্যা, হন ও সেইরূপ মানা উচিত। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান উপাস্য, জীব উপাসক বা সেবক। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান মাতা পিতা গুরু, জীবাত্মা পুত্র কন্যা শিষ্য। যে জীব নিষ্কামভাবে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপের প্রিয় কার্য্য প্রীতিপূর্ব্বক তীক্ষ্ণভাবে সমাধা করেন তিনিই প্রকৃত ভক্ত বা তাঁহার প্রিয়। যিনি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের ভক্ত তিনি জীবমাত্রকে ভক্তি ও জগতের মঙ্গলসাধন করেন। এরূপ ভক্ত কোটিতে একজন হন। যে জীবের পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানে প্রেম ভক্তি নাই তাহার জীব মাত্রেও ভক্তি বা দয়া নাই—সেই অভক্ত। যে জীব বাসনাযুক্ত ভক্তি করে, যাহার মনে হয় যে, "আমি এই ভক্তি করিয়াছি ভগবান আমাকে রাজ্য বাদ্‌সাহি, কৈলাস সিদ্ধি প্রভৃতি দিবেন। যদি না দেন তাহা হইলে তিনি ভগবান নহেন, তাঁহাকে কেন শ্রদ্ধা ভক্তি করিব"? এরূপ ভক্তকে মিথ্যাকারী জানিবে। পুত্র কন্যা মাতাপিতাকে আপনার উৎপত্তির কারণ, আপনার মাতা পিতা বলিয়া ভক্তি করে, জানে যে, "ইনি আমার কারণ স্বরূপ, আমি ইহাঁর কার্য্য স্বরূপ। ইহাঁর আজ্ঞা পালন ও প্রিয় কার্য্য সাধন করা আমার কর্ত্তব্য। মাতা পিতা আমাকে সুখে বা দুঃখে রাখুন, কিছু দেন বা না দেন সে তাঁহার ইচ্ছা।" এরূপ সুপাত্র পুত্র কন্যাকে মহাত্মা বা প্রিয় ভক্ত বলে। আর যে পুত্র কন্যা আপন লাভ বিনা মাতা পিতার আজ্ঞা পালন বা প্রিয় কার্য্য করে না সেই কুপাত্র পুত্র কন্যা অভক্ত পরমাত্মা-বিমুখ জানিবে। সে যাহা হউক, নিষ্কাম বা সকাম ভাবে পরমাত্মা মাতাপিতার আজ্ঞা পালন করিলেই হইল। তিনি নিজ পুত্র কন্যারূপী জীবাত্মার সকল প্রকারের অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।
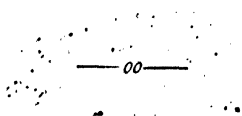
নির্লিপ্ত ভাব।

পরমাত্মা নির্লিপ্ত ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ নাই যে, তাহাতে তিনি লিপ্ত বা নির্লিপ্ত হইবেন। তিনি স্বতঃপ্রকাশ, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষ সমস্ত নাম রূপ তাঁহা হইতে প্রকাশমান হইয়া তাঁহার রূপ মাত্র রহিয়াছে।

পরমাত্মার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ নাই যে তাঁহার কোন অনিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া তিনি পাপী বা কলঙ্কী হইবেন। তিনি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান স্বতঃ প্রকাশ সর্ব্বকালে বিদ্যমান আছেন। পরমাত্মাকে নির্গুণ, গুণাতীত বলে কেন? তাঁহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই যে তাঁহাকে ছাড়া গুণ আর একটী পৃথক কিছু হইবে। নানা নামরূপ গুণ ক্রিয়া শক্তি তাঁহাহইতে অতিরিক্ত ভাসা সত্ত্বেও স্বরূপ পক্ষে তিনি সমস্তকে লইয়া সর্ব্বকালে পূর্ণ স্বতঃ প্রকাশ নির্গুণই আছেন।

সমদৃষ্টি-সম্পন্ন জ্ঞানবান ব্যক্তি পাপ পুণ্য হইতে নির্লিপ্ত থাকেন কেন? তিনি কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ সমূহকে অভেদে আপনার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া সকলের হিত সাধন করেন। নিজেকে কোন প্রকারে দোষী করেন না অপরাপরকে কোন প্রকার কষ্ট দেন না। এ নিমিত্ত তিনি পাপ পুণ্য হইতে নির্লিপ্ত।

অজ্ঞানাবস্থাপন্ন লোক পাপ পুণ্যে লিপ্ত হয় কেন? তাহারা নিজেকে ও অপরাপরকে পৃথক জ্ঞান করিয়া কষ্ট দিতে গিয়া নিজে কষ্ট পায় ও অপরাপরকেও কষ্ট দেয়। এই জন্য ইহারা পাপ পুণ্যে লিপ্ত থাকে ও মনে কষ্ট ভোগ করে। এইরূপ পরের অনিষ্টকারী লোককে ঈশ্বর পরমাত্মা পৃথকভাবে দণ্ড দেন। ইহা সমদৃষ্টসম্পন্ন জ্ঞানবানব্যক্তি জানেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।
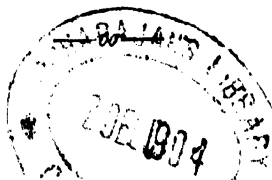
অশরীরী ভাব।

পরব্রহ্মের শরীর ইন্দ্রিয়াদি নাই, তিনি অশরীরী, পূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান জীবেরই শরীর ইন্দ্রিয়াদি আছে। কেহ বলেন, জ্ঞানী অশরীরী এবং জ্ঞানহীন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট। এইরূপ নানা বিভিন্ন মত লইয়া বাদ বিষম্বাদ বশতঃ লোকে নানা প্রকার অশান্তি ভোগ করিতেছে। এস্থলে মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্তচিত্তে সার ভাব গ্রহণ করিয়া সকলে এক মনে জগতের মঙ্গল চেষ্টা কর।

বুঝিয়া দেখ, মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা হইতে কিছুই হয় না। সত্য সত্যই, সত্য কখন মিথ্যা হন না। সত্য সকলের নিকট সত্য। এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। মিথ্যা কখন সত্য হইতে পারেনা। যে জগৎ বা শরীর ইন্দ্রিয়াদি সকলের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে তাহা কি? ইহা সত্য কি মিথ্যা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে অর্থাৎ যে বস্তু জগৎ বা শরীর ইন্দ্রিয়াদি রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন সে বস্তুর নাম সত্য বা মিথ্যা? মিথ্যা মিথ্যাই অর্থাৎ নিঃসত্তা। মূলের বস্তু মিথ্যা হইলে তাহা সত্য বা মিথ্যা কোন রূপেই প্রতীয়মান হইতে পারে না। সত্য বস্তুতে মিথ্যা এই এক ভাব কল্পিত হইতে পারে। যাহা প্রতীয়মান হয় তাহা সত্য হইতে সত্যই প্রতীয়মান হয়। সত্য নানা ভাবে রূপান্তর হওয়ায় সত্য মিথ্যা দুইটী ভাব রহিয়াছে। সত্য যে এক ও অদ্বিতীয় তাহার প্রতি দৃষ্টি শূন্য ও বিভিন্ন রূপের প্রতি কেবল দৃষ্টিবদ্ধ হইয়া সেই বিভিন্ন রূপের প্রত্যেককে বিভিন্ন ভাবেই সত্য এপ্রকার ধারণাকে মিথ্যা বলা যায়। কিন্তু ধারণা পদার্থ মিথ্যা নহে, সত্য, পরমাত্মার শক্তি। এবং যাঁহার সম্বন্ধে ধারণা সে বস্তু অর্থাৎ পরমাত্মাও মিথ্যা নহেন, সত্য। যাহা কেবল কল্পনা বা ভাব মাত্র, যাহার অনুরূপ বস্তু নাই তাহাই মিথ্যা। যিনি আছেন অর্থাৎ সত্য তাঁহাকে যাহা নাই তাহা বলিয়া বোধ করার নাম মিথ্যা অর্থাৎ যাহা কেবল কল্পনায় সত্য তাহা মিথ্যা। এক অদ্বিতীয় সত্যই কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নামরূপকে

লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে বিরাজমান। মিথ্যা কখনই পূর্ণ বা সর্ব্বশক্তিমান বা অপর কিছু হইতেই পারে না।

পরব্রহ্মের শরীর বা ইন্দ্রিয়াদি নাই ইহার যথার্থ অর্থ এই যে, তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ বা কিছুই নাই। জীবের যে শরীর ইন্দ্রিয়াদি প্রতীয়মান হইতেছে ইহা সত্য, না, মিথ্যা হইতে? একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহার সার ভাব বুঝিয়া পরমানন্দে অবস্থিতি কর। জল হইতে মেঘ বরফাদি জমিয়া ছোট বড় স্ত্রী পুরুষ নানা প্রকার প্রতিমা প্রস্তুত হইলে শরীর ইন্দ্রিয়াদি নানা নাম রূপ জন্মে। কিন্তু যাঁহার জলের উপর দৃষ্টি তিনি দেখেন যে, জল হইতে বরফ ও বরফের প্রতিমাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশমান হওয়া সত্ত্বেও সকলই অশরীরী জল। যখন জল ছিল তখনও জল। যখন জমিয়া বরফের শরীর ইন্দ্রিয়াদি আকারে ভাসিতেছে তখনও জল। তাহাতে শরীর ইন্দ্রিয়াদি ভাসা সত্ত্বেও নাই। তাহাতে মেঘ বা বরফের শরীর ইন্দ্রিয়াদি হয় নাই। আবার বরফের শরীর ইন্দ্রিয়াদি গলিয়া যে জলে জল মিশাইয়া যায় তাহাই শরীর ইন্দ্রিয়াদির লয়। জল বস্তু সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় মেঘ বরফ প্রভৃতিরূপ শরীর ইন্দ্রিয়াদি রহিত অশরীর রহিয়াছে। অশরীর জলরূপী পরমাত্মাতে মেঘ বরফ প্রভৃতিরূপী জগৎ চরাচর স্ত্রী পুরুষ ইন্দ্রিয়াদি ভিন্ন ভিন্ন ভাসা সত্ত্বেও তাঁহাতে শরীর-ইন্দ্রিয়াদি কোন কালে নাই। সমষ্টি পূর্ণ পরব্রহ্মই স্বয়ং নিত্য স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান রহিয়াছেন। যিনি এইরূপ দেখেন তিনি মুক্তস্বরূপ। তাঁহার শরীর ইন্দ্রিয়াদি থাকা সত্ত্বেও নাই।

যে ব্যক্তির জলের উপর দৃষ্টি নাই, কেবল মেঘ, বরফ ও বরফের ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট প্রতিমার উপর যাহার লক্ষ্য—যে ব্যক্তি জগৎ, জীব, শরীর ইন্দ্রিয়াদিকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ও পরস্পর পৃথক দেখিতেছে—সে ব্যক্তি বেদ বাইবেল প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডস্থ যাবতীয় শাস্ত্রের পঠয়িতা ও রচয়িতা হইলেও অজ্ঞান বন্ধনে রহিয়াছে।

সর্ব্ব বিষয়ে এইরূপ সারভাব বুঝিয়া পরমানন্দে অবস্থান পূর্ব্বক জগতের মঙ্গল সাধন কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

জ্ঞানী ও অজ্ঞের ভেদ।

পরমাত্মার প্রিয় জ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন যে মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা; মিথ্যা হইতে কিছুই হইতে পারে না। সত্য সকলের নিকট সর্ব্বকালে সত্য। এক সত্য ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্যই কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে স্বতঃপ্রকাশ। তাঁহার মঙ্গলকারী যে শক্তি বা অঙ্গের দ্বারা যে কার্য্য হয় বিচারপূর্ব্বক তিনি তাহার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করেন। কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক কোন বিষয়ে অহঙ্কার, অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া বা মান্যের লোভে পরমাত্মার নিয়ম বা স্বভাবের বিপরীত আচরণ করেন না। যাহাতে নিজের বা অন্যের কষ্ট বা অনিষ্ট না হয় ও জগতের অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল হয় তাহা নিজে করেন ও অপরের দ্বারা করান। তিনি জীবের প্রতিপালনার্থ পৃথিবী হইতে অন্নের উৎপত্তি করেন ও করান। শূন্য আকাশে চাষ করিবার চেষ্টাও করেন না, উপদেশও দেন না। পরমাত্মার নিয়মানুসারে যাহার দ্বারা যে কার্য্য হয় তাহার দ্বারা সেই কার্য্য করেন ও করান। বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পূর্ণজ্যোতিঃস্বরূপই জীবের অজ্ঞান লয় ও মুক্তিলাভের বিধাতা ইহাই জানেন ও তদ্রূপ উপদেশ দেন। এরূপ বলেন না যে, ইঁহাকে ছাড়িয়া অন্য এক বৃহৎ পূর্ণব্রহ্ম আছেন তাঁহার দ্বারা জ্ঞান, মুক্তি হয়।

পরমাত্মা-বিমুখ অজ্ঞ ব্যক্তি অহঙ্কার, অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া মান্যের লোভে যাহার দ্বারা যে কার্য্য না হয় তাহার দ্বারা সেই কার্য্য করিতে ও করাইতে চাহেন।। বলেন যে, "প্রত্যক্ষ অগ্নির দ্বারা গৃহের অন্ধকার দূর হয় না। একটী নূতন শূন্যাকার অগ্নির দ্বারা আলো করিতে হইবে—সে অগ্নিকে কেহই জানেন না, কেবল আমি জানি। জীবের অজ্ঞান পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ দ্বারা লয় হইবে না। ইহাঁ হইতে ভিন্ন বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, যাঁহাকে কেহই দেখিতে পায় না, কেবল আমিই দেখি, তাঁহার দ্বারা হইবে"। ধর্ম্ম ইষ্টদেবতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই অজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ ভাব। জ্ঞানী জানেন যে, অবতার জ্ঞানী ও সাধারণ জীবমাত্রেরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর থাকিতে ন্যূনাধিকরূপে সুখ দুঃখ ঘটিবেই। পরমাত্মার নিয়মানু-

স্মারে দুঃখের যতকাল স্থিতি ততকাল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। আহারের দোষে বা অন্য কোন প্রকার অত্যাচারে স্থূল শরীরে রোগ উৎপন্ন হইয়া কষ্ট দেয়—ইহা পরমাত্মার নিয়ম। এইজন্য জ্ঞানী সর্ব্বদা বিচারপূর্ব্বক এরূপ ব্যবস্থা করেন যাহাতে আপনার ও পরের কোন প্রকারে ব্যাধি বা কষ্ট না হয়। পরমাত্মার ইচ্ছায় রোগ বা অন্য কষ্ট উৎপন্ন হইলে তাহা সহ্য করেন। অজ্ঞ লোকের সহ্য শক্তি নাই, অল্প কষ্টে ভাবে ও দেখায় যে অধিক কষ্ট হইয়াছে। আহারাদির বিষয়ে বিচার ও সংযমের অভাবে ব্যাধি প্রভৃতির সূত্রপাত হইলে জ্ঞানী তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করেন, অজ্ঞ করে না। অজ্ঞ বিচারাভাবে নিজের ও অপরের কষ্টের হেতু হয়। জ্ঞানী বিচারপূর্ব্বক আপনার ও অপরের কষ্ট নিবারণের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। এক কথায় জ্ঞানীর অসীম বিচার শক্তি আছে—ইহাতেই অজ্ঞের সহিত প্রভেদ।

অজ্ঞানাপন্ন লোকে, আপন আপন কল্পিত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণ রজোবীর্য্য হইতে উৎপন্ন হন নাই, মনে করেন এবং অপরাপর সকলকে রজোবীর্য্য হইতে উৎপন্ন মনে করিয়া তাহাদিগের নীচত্ব ও আপন আপন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণের মহত্ব প্রতিপাদন করেন। এইরূপ নীচত্ব মহত্ব কল্পনাবশতঃ লোকে অশান্তি ভোগ করিতেছে। অতএব মনুষ্য মাত্রেই শান্ত ও গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া দেখ যে, স্বরূপতঃ অবতার ঋষি মুনি বা সাধারণ জীব মাত্রের কেহই রজোবীর্য্য হইতে উৎপন্ন হন নাই। সকলেই পরব্রহ্মের স্বরূপ, যাহা তাহাই আছেন। উপাধি ভেদে জীব অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে রজোবীর্য্য হইতে উৎপন্ন ও ঋষি মুনি অবতার প্রভৃতি অপরকে অন্যরূপে উৎপন্ন মনে করেন। অজ্ঞানবশতঃ সংস্কার জন্মায় যে, যাহারা রজোবীর্য্য হইতে উৎপন্ন তাহাদের জ্ঞান হইলেও ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয় না, তাহারা নীচ, অপবিত্র। কিন্তু সেইরূপ সংস্কারবিশিষ্ট জীবেরই যখন অজ্ঞান লয় হইয়া জ্ঞান হয় তিনি দেখেন যে একই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে সত্য মিথ্যা দুইটী ভাব বা শব্দ কল্পিত হইয়াছে। সেই সত্যমিথ্যার মধ্যে মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা হইতে রজোবীর্য্য প্রভৃতি কিছুই হয় না। এবং সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সত্য পবিত্র একই পরমাত্মা মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম হইতে জীব মাত্রেই উৎপন্ন ও জীব মাত্রেই তাঁহার স্বরূপ। উপাধি ভেদে ইনি জগৎ ও জীবের মাতাপিতা

শুক্র আত্মা, স্বরূপে ইনি যাহা তাহাই। ইনি ভিন্ন সমগ্র আকাশে দ্বিতীয় কেহ নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। জ্ঞানী আপনাকে ও তাঁহাকে অভিন্ন জানিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করেন ও করান। জীব মাত্রকে পালন, অগ্নিতে আহুতি, সকল বিষয়ে পরিস্কার থাকা ও রাখা—ইহাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য। প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার এই প্রিয়-কার্য্য সাধন করিলে নিত্য সর্ব্বত্র মঙ্গল। জ্ঞানী দেখেন, পরমাত্মা পূর্ণ—সকল স্থানেই পূর্ণ। এমন স্থান নাই যেখানে তিনি পূর্ণ নহেন। সকল স্থানই তাঁহা হইতে হইয়াছে—তাঁহারই রূপ মাত্র। তিনি কোন স্থানে আছেন ও কোন স্থানে নাই, কোন বস্তু হন ও কোন বস্তু নহেন? তিনি নিরাকার সাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডা-কারে স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। খোসামুদি করিয়া তাঁহাকে রজোবীর্য্য হইতে অনুৎপন্ন বলিলে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হয় না ও উৎপন্ন বলিলে তাঁহার গৌরব হানি হয় না। কেন না তিনি সমস্তকে লইয়া পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান। যখন তাঁহা হইতে অতিরিক্ত কেহ বা কিছুই নাই তখন তাঁহাতে গৌরবের হানি বৃদ্ধি কি প্রকারে হইতে পারে? অজ্ঞানাপন্নপরমাত্মাবিমুখ ব্যক্তি-দিগেরই এ সমস্ত ভাব ঘটিয়া থাকে।

তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। রজোবীর্য্য হইতে উৎপন্ন বলিলে তোমারা যে অপবিত্র হইয়া যাইবে তাহা নহে। জ্ঞান হইলে তোমরা প্রত্যেকেই পবিত্রতাময় জগতের মাতা পিতাকে পূর্ণরূপে দর্শন করিবে। সকল বিষয়ে এইরূপ ভাব বুঝিয়া সকলে এক হৃদয় হইয়া জগতের মঙ্গল চেষ্টা কর।

পরমাত্মা-বিমুখ অজ্ঞানাপন্ন লোকে বলিয়া থাকেন যে; পরমহংস সন্ন্যাসী প্রভৃতি জ্ঞানিগণ অগ্নিতে পুড়েন না ও সুখ দুঃখ বোধ করেন না; অজ্ঞানা-চ্ছন্ন গৃহস্থগণ অগ্নিতে পুড়ে ও সুখ দুঃখ বোধ করে। এবং এইরূপ সংস্কার অনুসারে যাহার স্থূল দেহ মৃত্যুর পর অগ্নিতে ভস্ম হয় তাহাকে মহাত্মা বলিয়া মানিতে চাহে না। অথচ অগ্নিকে অগ্নি পোড়াইতে পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও অগ্নিকে মহাত্মা বলিয়া স্বীকার করেন না।

জ্ঞানবান ব্যক্তি দেখেন মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কি বস্তু আছে যে পুড়িবে

এবং মিথ্যা কে আছে যে পোড়াইবে? সত্য সত্যই। এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। তখন কোন সত্য পদার্থকে কে সত্য পোড়াইবে? পোড়া ও পোড়ান যে প্রতীয়মান হইতেছে তাহা বস্তুর রূপ পরিবর্ত্তন মাত্র। যিনি স্বতঃপ্রকাশ সত্য তিনিই আপন ইচ্ছায় সাকার নিরাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নানা নামরূপ লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে স্বয়ং বিরাজমান। ইনি ব্যতীত সত্য মিথ্যা দ্বিতীয় কেহ বা কিছুই নাই। কি গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী পরমহংস, কি এক খণ্ড তৃণ, কিছুই ভস্ম হয় না, যাহা তাহাই রহিয়াছে। কেবল রূপান্তর মাত্র ঘটিতেছে। পরমাত্মার অসংখ্য শক্তি। এক এক শক্তির দ্বারা এক এক কার্য্য হয়। যাহার দ্বারা যে কার্য্য হয় তাহার দ্বারা সেই কার্য্য হয়, অপর কার্য্য হয় না—এইরূপ তাঁহার ইচ্ছা বা নিয়ম। তিনি অগ্নির দ্বারা অগ্নির কার্য্য করেন বা করান, জলের দ্বারা অগ্নির কার্য্য করেন না বা করান না। তিনি চন্দ্রমা বা জলরূপে এই নানা নাম রূপ স্থূলাকার জগৎ বিস্তারমান করেন ও অগ্নি বা সূর্য্যনারায়ণ তেজোরূপে স্থূলাকার নানা নামরূপ ভস্ম বা আপনার রূপ করিয়া কারণে স্থিত হন। জল বা স্থূল শরীর অগ্নিতে পুড়িয়া অগ্নিরূপ ও ক্রমশঃ বায়ু ও আকাশাদিরূপ হইয়া কারণ ভাব প্রাপ্ত হয়। আবার জল যখন অগ্নিকে নির্ব্বাণ করেন তখন অগ্নি সূক্ষ্ম অদৃশ্য হইয়া যান। কিন্তু সে জন্য অগ্নি বা জলের মান বা অপমান হয় না। অগ্নি পরব্রহ্মের শক্তি, পরব্রহ্মের রূপ। অগ্নির দ্বারা যে কার্য্য হইবার সেই কার্য্য হইবে। স্থূল শরীর বা জলও পরব্রহ্মের শক্তি বা রূপ। ইহাঁর দ্বারা যে কার্য্য হইবার সেই কার্য্য হইবেই।

পরব্রহ্মের বা পরমহংস সন্ন্যাসী গৃহস্থ জ্ঞানবান জ্ঞানহীন মনুষ্যমাত্রেরই স্থূল শরীর অগ্নি সংযোগে পুড়িয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া নিরাকারে স্থিত হইবে। অগ্নির তেজের অল্পতা হইলে উত্তমরূপে না পুড়িয়া ক্রমশঃ ধূম ও মেঘ হইয়া জলরূপে বৃষ্টি হইবে ও ক্রমশঃ স্থূলভাবে নানা নামরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে। বস্তু পুড়িলে নষ্ট হয় না। কেবল রূপান্তরিত হয়। ইহা বুঝিয়া জ্ঞানী পুড়িবার, মরিবার বা সুখ দুঃখ ভোগের শঙ্কা করেন না। এসকল বোধ হওয়া সত্ত্বেও বোধ হয় না। সুখ দুঃখ, পোড়া না পোড়া সকলই তিনি পূর্ণপরমাত্মাতে অভেদে দর্শন করেন। তিনি আরও জানেন যে, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ

বিরাট পরব্রহ্মের ইচ্ছা না হইলে সহস্র বৎসরেও শরীরাদি তৃণ পর্য্যন্ত কোন পদার্থই অগ্নিতে ভস্ম হইবে না। আবার তাঁহার ইচ্ছা হইলে সকল পদার্থই মুহূর্ত্তে ভস্ম হইয়া যাইবে, কেহই তাঁহার অন্যথা করিতে পারিবে না। সকলই তাঁহার ইচ্ছা। যেমন আপনার শরীর কেহই খাইয়া ফেলে না সেইরূপ তিনিও নিজের কোন অঙ্গ সমগ্রভাবে ভস্ম বা নষ্ট করেন না। এই যে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ স্বরূপ হইতে ভিন্ন ভাসিতেছে তাহাকেই ভস্ম বা অভেদে আপন রূপ করিয়া তিনি স্বরূপে বা কারণে স্থিত হন। সর্ব্ব বিষয়ে এইরূপ বুঝিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শোক মুক্তি।

মৃত্যুবশতঃ প্রিয়বিচ্ছেদ ঘটিলে মনুষ্যগণ যৎপরোনাস্তি শোক পায়। এই শোক নিবারণের জন্য মৃত্যুর পর কি হয় সে বিষয়ে নানা প্রকার মত লোকে প্রচলিত রহিয়াছে। এই সকল মতে বিশ্বাস করিয়া লোকের কিছু কিছু সান্ত্বনা হয় বটে কিন্তু সম্পূর্ণ শান্তিলাভ ঘটে না। পরমাত্মা কৃপা করিয়া জন্ম মৃত্যু বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান দিয়া সমস্ত সংশয় মোচন না করিলে মৃত্যু-ভয় ও মৃত্যুশোক হইতে উদ্ধার নাই। তিনি দয়া করিলে যথার্থ জ্ঞান পাইয়া জীব জন্ম মৃত্যুতে অবিচলিত থাকে, কিছুতেই আনন্দ ভঙ্গ হয় না।

পরমাত্মা যখন সন্তানাদি দেন ও যখন তাহাদের মৃত্যু ঘটান উভয় অবস্থাতেই তাঁহাতে সমান ভাবে প্রীতি রক্ষা করিলে মনুষ্য পরমাত্মার নিকট নির্দ্দোষী ও তাঁহার প্রিয় হয়। ইহার বিপরীত আচরণ করিলে তাঁহার নিকট অপরাধী হইতে হয়। কেননা যাহা কিছু আছে তাহা পরমাত্মার সৃষ্টি, পরমাত্মার সামগ্রী; পরমাত্মা হইতে হইয়াছে, পরমাত্মার স্বরূপ মাত্র। পরমাত্মা আপনাকে আপনি নানা ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে বিস্তার করিয়া পুনরায়

আপনাতে সঙ্কোচ বা লয় করিয়া লইতেছেন। তাঁহার জিনিস তিনি দিতে-ছেন ও সঙ্কোচ করিয়া লইতেছেন তাহাতে তোমাদের কি যে তোমরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া কষ্ট ও অশান্তি ভোগ কর? এইরূপ পরমাত্মার অপ্রিয় কার্য্য করিয়া কি তাঁহা হইতে বিমুখ হইতে চাহ? তাঁহা হইতে তোমরা কোন পৃথক বস্তু নহ। তোমাদের আত্মা বা ঘর তিনি। তোমরা অনাদি কাল তাঁহাতে ছিলে। আজ দুদিনের জন্য স্থূল শরীর ধারণ করিয়া জন্ম লইয়াছ। স্থূল শরীরে তোমরা চিরকাল থাকিবে না। পুনরায় সেই অনাদি ঘর পরমাত্মা মাতা পিতার নিকট যাইতেই হইবে। কেহ দশ দিন আগে, কেহ দশ দিন পরে—এই পর্য্যন্ত। কি জ্ঞানী কি অজ্ঞান, কি গৃহস্থ কি ঋষি মুনি অবতার, সকলকেই, পরমাত্মারূপী ঘরে যাইতে হইবে—ইহা নিঃসংশয়, ধ্রুব সত্য। তবে কি জন্য তোমরা মৃত্যুতে শোক করিয়া কাঁদ? যদি এমন হইতে যে, যাঁহারা মরিয়া গিয়াছেন তাঁহারাই মরিয়া গিয়াছেন, তোমরা মরিবে না, চিরকাল এই স্থূল শরীর লইয়া থাকিবে, তাহা হইলে কাঁদিবার কারণ থাকিত।

গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বুঝিয়া দেখ, যে প্রিয় ব্যক্তি মরিয়াছেন তিনি যদি পরমাত্মার না হইয়া তোমার হইতেন তাহা হইলে তোমাকে ছাড়িয়া পরমা-ত্মার নিকট যাইতেন না। তুমিও তাঁহাকে মরিতে দিতে না। সর্ব্বদা আপনার নিকটে রাখিতে। কিন্তু তিনিও থাকিতে পারেন না আর তুমিও রাখিতে পার না। তুমি, তিনি ও সকলেই পরমাত্মার সামগ্রী। পরমাত্মা আপনি আপনাতে সঙ্কোচ ও প্রকাশ করিতেছেন।

বুঝিয়া দেখ জন্ম মৃত্যু কাহাকে বলে। নিরাকার ব্রহ্ম হইতে সাকার নাম রূপ বিস্তার হওয়াকে জন্ম বলে। সাকার হইতে নিরাকার মনোবাণী বা জ্ঞানের অতীত হওয়াকে মৃত্যু বলে। সুষুপ্তির অবস্থা হইতে স্বপ্ন ও জাগরণ হইলে জন্ম বলে। পুনরায় সুষুপ্তি বা জ্ঞানাতীত অবস্থা ঘটিলে মৃত্যু বলে। যেমন সকল স্থানে, সকল পদার্থে, অগ্নি নিরাকার ভাবে আছেন কিন্তু তাহার দ্বারা স্থূল পদার্থ ভস্ম বা আলোক হয় না। ঘর্ষণ আদির দ্বারা অগ্নি সাকার, চেতন বা প্রজ্জলিত হইলে স্থূল পদার্থ ভস্ম বা আলোক করেন। মনুষ্যের সুষুপ্তির অবস্থায় কোন জ্ঞান বা ক্রিয়া থাকে না। পরে কোন উপায়ের

দ্বারা তাহাকে চেতন করিলে উঠিয়া সকল কার্য্য করে। জন্ম মৃত্যুও এইরূপ। সুষুপ্ত ব্যক্তিকে ডাকিয়া বা ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া দিলে তাহাকে জন্ম বলে না। অথচ পূর্ব্বে দেখা যাইতেছিল না এরূপ শরীরে চেতনার প্রকাশকে জন্ম বলে। জন্ম জাগরণের প্রভেদ এই যে, জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী শরীর দেখা যায় না, জাগরণে পূর্ব্ববর্ত্তী শরীর দেখা যায়। এদিকে জাগ্রত ব্যক্তি সুষুপ্ত হইলে তাহার মৃত্যু হয় না অথচ সুষুপ্তি ক্ষণিক মৃত্যু ও মৃত্যু স্থায়ী সুষুপ্তি মাত্র। সুষুপ্তির অবস্থায় প্রাণ শক্তি থাকে বলিয়া সেই দেহ পুনরায় চেতন ব্যবহারের উপযুক্ত থাকে এবং প্রাণ শক্তির অভাবেই অব্যবহার্য্য হয়।

যখন তুমি শরীর ধারণ কর নাই তখন যে অবস্থাতে জ্ঞানাতীত পরমাত্মা ছিলে লোকের মৃত্যুর পর সেই অবস্থা ঘটে। তখন কোন প্রকার সুখ দুঃখ থাকে না। যাহার অজ্ঞান অবস্থায় মৃত্যু হয় সে আপনাকে মৃত বোধ করে ও সে অবস্থাপন্ন অপর লোকে তাহার মৃত্যু দেখে। পরমাত্মার প্রিয় জ্ঞানবান ব্যক্তি জীবনে মৃত হন, তিনি স্থূল শরীরে থাকিয়াও জ্ঞানস্বরূপ মুক্ত। তিনি কোন কালে আপনার বা অপরের মৃত্যু দেখেন না। তিনি দেখেন মিথ্যা বস্তুর জন্ম মৃত্যু নাই। মিথ্যা সর্ব্বকালে মিথ্যা। সত্য এক ও অদ্বিতীয় সর্ব্ব কালে সত্য। সত্যের কখনও উৎপত্তি লয়, জীবন মরণ নাই। সত্যের উপাধি পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর মাত্র ঘটে। সত্য নিরাকার হইতে সাকার ও সাকার হইতে নিরাকার হন। সত্য ক্রমশঃ কারণ হইতে সূক্ষ্ম স্থূল নানা নাম রূপে বিস্তার হন ও নানা নামরূপ স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া কারণে' স্থিতি করেন। সুষুপ্তি হইতে স্বপ্ন বা জাগরণ ও স্বপ্ন বা জাগরণ হইতে সুষুপ্তি এই প্রকার রূপান্তর ঘটিতেছে মাত্র। ইহাতে অজ্ঞানাপন্ন জীবের জন্ম মৃত্যু বোধ হইতেছে। পরমাত্মা বা জীবাত্মার স্বরূপে জন্ম মৃত্যু হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তিনি ভেদ রহিত যাহা তাহাই নিত্য স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। অজ্ঞের ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তিরও সুখ দুঃখ অনুভব হয়। কিন্তু সহ্য শক্তি আছে বলিয়া জ্ঞানী সুখে দুঃখে বিচলিত হন না। তিনি আপনাকে বা সুখ দুঃখ প্রভৃতি কোন পদার্থকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ করেন না। যাহা কিছু, নাম রূপ, ভিন্ন ভিন্ন অনুভব করেন, ভিন্ন ভিন্ন বোধ করা সত্বেও সেই সেই ভাবে পরমাত্মাকেই পূর্ণরূপে দর্শন

করেন। কি জন্য অজ্ঞানাপন্ন লোকের জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি নানা ভাব বোধ হয়? অজ্ঞানাবস্থায় রূপান্তর ভেদে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা ভাব ভাসে। পরব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে জমাট পৃথিবী প্রকাশ হওয়ায় নামরূপ, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ভ্রান্তি ভাসে। অগ্নির বোধ হয় যে, জল ও পৃথিবী আমার স্থূল শরীর, আমা হইতে ভিন্ন। বায়ুর বোধ হয় যে, পৃথিবী, অগ্নি, জল আমার স্থূল শরীর, আমা হইতে ভিন্ন এবং আকাশ বোধ করেন যে, অপর চারি তত্ত্ব আমার স্থূল শরীর, উহাদের সহিত আমি ভিন্ন। এইরূপে ভেদজ্ঞান বা ভ্রান্তি জন্মে। বায়ু আকাশ হইতে স্থূল তাহার মধ্যে যেরূপ ভ্রান্তি থাকে তাহা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম আকাশে থাকে না। এইরূপে জীবাত্মার স্থূল সূক্ষ্ম শরীর লইয়া ভ্রান্তির ধারা চলিতেছে। পরে যখন পৃথিবী গলিয়া জলরূপ (যথা কেরোসিন তৈল), জল অগ্নিরূপ অগ্নি বায়ুরূপ, বায়ু আকাশরূপ, আকাশ কারণরূপে স্থিত হন তখন কাহার সম্বন্ধে কে ভেদাভেদ, সৃষ্টি লয়, জন্ম মৃত্যু বোধ করিবে? তখন এরূপ কোন সন্দেহ বা ভ্রান্তি থাকে না যে, আমি সূক্ষ্ম, উনি স্থূল, তিনি আমা হইতে ভিন্ন বা আমি উহা হইতে ভিন্ন। তখন সর্ব্বপ্রকার শঙ্কা ভ্রম, হিংসা দ্বেষ লুপ্ত হয়। তখন যাহা তাহাই পরিপূর্ণরূপে থাকেন অর্থাৎ পূর্ণরূপে স্বতঃপ্রকাশ পরমাত্মাই ভাসেন, পরমাত্মার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন বস্তু ভাসে না। নাম-রূপ জগৎ যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থরূপে ভাসিতেছে সে একই পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাসিতেছেন, নামরূপ জগৎ পরমাত্মারই রূপ বা ভাব। পরমাত্মা ভিন্ন কেহ বা কিছু নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই—ইহা ধ্রুব সত্য।

তোমরা কোন বিষয়ে শোক বা চিন্তা করিও না। তোমরা সকলে এক হৃদয় হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন কর, দেখিও যেন পরমাত্মা হইতে বিমুখ না হও ও কোন বিষয়ে কষ্ট না পাও। জন্মে হর্ষ ও মৃত্যুতে দুঃখ বা অনর্থক ব্যয় আড়ম্বর করিও না। একজনের মৃত্যুতে সকলে চেতন আত্মাকে অনাহারে কষ্ট দিলে পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইতে হয়। একটী প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে সকল প্রদীপে তৈল না দেওয়া জ্ঞানীর কার্য্য নহে। যতক্ষণ অগ্নি আছেন ততক্ষণ তৈলের প্রয়োজন, অগ্নির নির্ব্বাণে তৈলের প্রয়োজন থাকে না। সেইরূপ যতক্ষণ জীবাত্মা আছেন ততক্ষণ অন্ন জলের প্রয়োজন বলিয়া

অন্ন জল দিতে হইবে। জীবাত্মার নির্ব্বাণে অন্ন জলের প্রয়োজন নাই। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিয়া লইবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——০০——

জ্ঞানী ও পণ্ডিতের প্রভেদ।

মনুষ্যগণ আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক কল্পিত সংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে সারভাব গ্রহণ করিয়া সকলে একমনে জগতের মঙ্গল চেষ্টা কর যাহাতে সকল অমঙ্গল দূর হইয়া জগৎ মঙ্গলময় হয়। লোকের ধারণা যে শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম এবং আপনার ও পরমাত্মার স্বরূপ উত্তমরূপে জানেন এবং তাঁহারা অপরকে জানান যে, আমাদের অবিদিত কিছুই নাই। আর যাঁহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই তাঁহাদিগকে মূর্খ ও ধর্ম্ম, পরমাত্মা এবং নিজে কি বস্তু সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ মনে করেন। যাঁহার যে বিষয়ে সংস্কার আছে ও যে পদার্থের গুণ যাঁহার বোধ হইয়াছে সে বিষয়ে বা সে পদার্থ সম্বন্ধে তিনি পণ্ডিত। কিন্তু যে বিষয়ে বা যে পদার্থের গুণসংক্রান্ত সংস্কার বা বোধ নাই সে সম্বন্ধে তিনি মূর্খ। সকল বিষয়ে ও সকল পদার্থের সম্বন্ধে একমাত্র পরমাত্মাই পণ্ডিত—সমস্ত কেবল তিনিই জানেন। মনুষ্য মাত্রেরই যখন জন্ম হয় নাই তখন এ জ্ঞান ছিল না যে ধর্ম্ম পরমাত্মা বা নিজে কি বস্তু—এক কি দুই, পূর্ণ বা অপূর্ণ, সবিশেষ বা নির্ব্বিশেষ, শূন্য বা স্বভাব হইতে উৎপন্ন। পরে অক্ষর পরিচয় হইয়া ক্রমশঃ মৌলভী পাদ্রী পণ্ডিত প্রভৃতি পদ লাভ হয় এবং সামাজিক ও শাস্ত্রীয় সংস্কার অনুসারে দ্বৈত অদ্বৈত, শূন্য স্বভাব প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিপাদন করেন ও নিজের সংস্কার সত্য ও অপরের সংস্কার মিথ্যা বোধে বাদ বিসম্বাদ করিয়া আপনার ও অপরের অশান্তির হেতু হন। যদি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সত্য মিথ্যা এ জ্ঞান বা সমদৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে

শাস্ত্র লইয়া বিরোধ বশতঃ এত অশান্তি ঘটিত না, জগতের মধ্যে এত প্রকার ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা কল্পিত হইতনা। এইরূপ ভেদ কল্পনাই অমঙ্গলের আকর। শাস্ত্রজ্ঞ মৌলভী পাদ্রী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এখন নিজে বুঝিয়া দেখুন তাঁহারা মূর্খ, পণ্ডিত বা জ্ঞানী। আরও বুঝিয়া দেখুন, যখন দিবা প্রকাশ হয় তখন মূর্খ পণ্ডিত ও জ্ঞানী সকলেই চক্ষের দ্বারা রূপব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন। যখন অপ্রকাশ অন্ধকার রত্রি হয় তখন মূর্খ পণ্ডিত জ্ঞানী সকলেরই চক্ষে সমান ভাবে অন্ধকার ভাসে এবং আলোকের সাহয্যে সকলেই দেখিতে পান। মূর্খ আলোকের সাহার্য্যে দেখিতে পায় ও পণ্ডিত মৌলভী পাদ্রী বা জ্ঞানী আলোকের সাহায্য বিনা দেখিতে পান—এমত নহে। গাঢ় নিদ্রায় মূর্খ পণ্ডিত ও জ্ঞানী সমভাবে জ্ঞানাতীত থাকেন। তখন এ বোধ থাকে না যে, আমি আমি আছি বা তিনি আছেন, আমি পণ্ডিত বা জ্ঞানী, সে মূর্খ, কিম্বা অমুক সময় জাগিব, এখন সুখে নিদ্রা যাইতেছি। পরে জাগ্রত হইলে জ্ঞান হয় যে, আমি আছি বা তিনি আছেন এবং আমি সুখে শুইয়াছিলাম। কিন্তু সুষুপ্তির অবস্থায় এ জ্ঞান থাকে না। সুষুপ্তিতে জ্ঞান থাকিলে তাহার সুষুপ্তি বলিয়া নাম কল্পনার প্রয়োজন হইত না। রাত্রে দিবালোকের প্রকাশ হইলে তাহার নাম রাত্র না হইয়া দিবাই থাকে। সুষুপ্তিতে জ্ঞানের লেশ মাত্র থাকিলে তাহার সুষুপ্তি নাম না হইয়া স্বপ্ন বা জাগরণ নাম হইত। এসকল পক্ষে জ্ঞানী পণ্ডিত ও মূর্খের মধ্যে কোন ভেদ নাই।

মূর্খ পণ্ডিত ও জ্ঞানীর ভেদ কি? জ্ঞানী দেখেন যে, পরমাত্মা যিনি প্রকাশ ও অপ্রকাশ ভাব বা শব্দের অতীত তিনিই স্বয়ং প্রকাশ ও অপ্রকাশ। দিবা প্রকাশ ও রাত্রি অন্ধকার, অপ্রকাশ। যিনি দিবা বা প্রকাশ তিনিই অন্ধকার বা রাত্রি। অন্ধকার অভাবে প্রকাশ, প্রকাশ অভাবে অন্ধকার অর্থাৎ প্রকাশ ও অন্ধকার পরস্পরের রূপান্তর মাত্র। প্রকাশ ও অন্ধকার একই বস্তু। দুই স্বতন্ত্র বস্তু হইলে প্রকাশ অপ্রকাশ একত্রে থাকিতে পারিত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটী থাকিলে অপরটী কখনই থাকে না। প্রকাশ নিরাকার হইলে যে ব্যক্তি প্রকাশ তিনিই অন্ধকাররূপে ভাসেন। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে অগ্নিই অন্ধকার হন। যতক্ষণ জীব জাগরণে প্রকাশরূপে থাকেন ততক্ষণ সুষুপ্তি অন্ধকাররূপ থাকেন না এবং সুষুপ্তিতে জাগ্রত প্রকাশরূপ

থাকেন না। অথচ দুই অবস্থাতে একই ব্যক্তি রহিয়াছেন, একই ব্যক্তির দুইটী অবস্থা বা নাম মাত্র। তিনি সকল অবস্থায় যাহা তাহাই। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে যিনি পরব্রহ্ম অপ্রকাশ নিরাকার নির্গুণ গুণাতীত অন্ধকার আবার তিনিই স্বয়ং স্বতঃপ্রকাশ সগুণ সাকাররূপ। একই পরমাত্মা নিরাকার সাকার চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে স্বতঃ-প্রকাশ। ইহাঁর অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ বা কিছু হয় নাই, হইবে না হইবার সম্ভাবনাও নাই। এ বোধই জ্ঞানীর লক্ষণ। প্রকাশ অপ্রকাশ, নিদ্রা জাগরণ, দিবারাত্রি, নিরাকার সাকার প্রভৃতি শুধু ভাব বা অবস্থা পক্ষে পরস্পর ভিন্ন নহে, বস্তু-পক্ষেই ভিন্ন, বিদ্যাভিমানী পণ্ডিত এইরূপ বোধ করেন এবং তদনুসারে বিবাদ বিসম্বাদ বশতঃ পরস্পরের অশান্তির হেতু হয়েন। এ বোধ নাই যে, ব্রহ্ম বা সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সেই একই মঙ্গলকারী সত্য নিরাকার সাকার কারণ স্বক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নামরূপ লইয়া, স্বতঃপ্রকাশ পূর্ণ। বিদ্যাভিমানী ও জ্ঞানীর এই প্রভেদ বুঝিয়া মনুষ্যমাত্রেই নিরভিমানে আপন মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতাকে চিনিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর। তিনি দয়াময় দয়া করিয়া তোমাদিগকে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন।

অসংখ্য ঋষি মুনি অবতার শিবোঽহং সচ্চিদানন্দোঽহং বলিয়া বলিয়া ও কত প্রকারের শাস্ত্র রচনা করিয়া যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের দ্বারা নূতন সৃষ্টি বা প্রলয় অথবা জগতের অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল স্থাপনা হইল না কেন? কেবল মুখে শিবোঽহং সচ্চিদানন্দোঽহং বলাই সার হইয়াছে। শিব অর্থে কল্যাণ স্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময়। সচ্চিদানন্দ অর্থে সৎ স্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, এইরূপ লোকে নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এস্থলে সকলে বুঝিয়া দেখ যে, শিবোঽহং সচ্চিদানন্দোঽহং, ব্রহ্ম বা পূর্ণ কাহার নাম—এসকল সত্যের নাম না, মিথ্যার নাম। মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা কখন সত্য হয় না। শিবোঽহং প্রভৃতি নাম মিথ্যার হইলে তাহার আলোচনাও মিথ্যা। আবার, সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য কখনও মিথ্যা হয় না। যখন সত্যের

অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই, যখন সত্য নিত্য পূর্ণ অর্থাৎ কোন কালে সত্যের অভাব বা ক্ষয় বৃদ্ধি নাই, তখন তাঁহাতে এরূপ ভ্রান্তি হইবে কেন যে শিবোঽহং সচ্চিদানন্দোঽহং—কাহার নিকট তিনি শ্লাঘা করিয়া বলিবেন যে আমি শিব বা সচ্চিদানন্দ? তিনি কি দেখিতেছে না যে, সুষুপ্তিতে শিবের জ্ঞান নাই, কেবল জাগরিতে শিবোঽহং সচ্চিদানন্দোঽহং প্রভৃতি জ্ঞান হয়? তাঁহার কি এবোধ নাই যে যাঁহার নিকট পরিচয় দিবেন সে ব্যক্তিও আমি? তিনি কি জানেন না যে, নাম আমার কল্পনা মাত্র, আমি যাহা তাহাই। আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কে আছে যে একটী নাম কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রকাশ করিব? যতক্ষণ রূপান্তর উপাধি ভেদে পুত্র কন্যা না হয় ততক্ষণ মাতা পিতা নাম শব্দ কল্পনা হইতেই পারে না। পুত্র কন্যা উৎপন্ন হইলে পর তখন পুত্র কন্যাই মাতা পিতা ও পুত্র কন্যা নাম কল্পনা করে। তাহার পূর্ব্বে কে মাতা পিতা, পুত্র কন্যা নাম কল্পনা করিবে? কিন্তু মাতা পিতা বস্তু পূর্ব্ব হইতেই আছেন। সেইরূপ ঈশ্বর গড, আল্লা খোদা, শিবোঽহং সচ্চিদানন্দোঽহং, ব্রহ্ম পরব্রহ্ম প্রভৃতি নাম কে কল্পনা করিয়াছে? ইহাঁদের অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের পূর্ব্বোবর্ত্তী কে ছিল যে, এই সকল নাম কল্পনা করিবে? অথচ তাঁহারা মুখে বলেন যে, আমি শরীর নহি, ইন্দ্রিয় নহি, মন, বুদ্ধি চিত্ত, অহঙ্কার, জীব বা পৃথিবী, জল, অগ্নি বায়ু আকাশ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ কিছুই নহি, সচ্চিদানন্দঃ শিবোঽহং। কিন্তু বুঝিতেছেন না যে, এরূপ বলিলে কি দাঁড়ায়। ইহাতে দাঁড়ায় এই যে, আমি নাই, কেবল মন ও বাক্যের দ্বারা একটা ভ্রান্তি বা শূন্য প্রকাশ করিতেছি মাত্র। যথার্থ পক্ষে বুঝিতেছেন না যে, যাহা কিছু প্রতীয়মান হইতেছে অর্থাৎ জগৎ সমস্তই সচ্চিদানন্দ শিবস্বরূপ। যদি তাহা না হয় তবে শিব সচ্চিদানন্দঃ কি বস্তু? তিনি যে পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান তাঁহার পূর্ণত্ব ও সর্ব্বশক্তি কোথায়? এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ছাড়িয়া তাঁহার কোন বা শক্তিরূপ প্রকাশ করিতে পারেন এমন কেহ কি দ্বিতীয় আছেন? এই যে জগৎ প্রকাশমান ইহা সত্য বা মিথ্যা—কি বস্তু? মিথ্যা বা মিথ্যা হইতে কিছুই হইতে পারে না, আর সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। তখন সত্য ব্যতীত আর কি প্রকাশমান হইবে? সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশমান না হইয়া রূপান্তর উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বোধ

হইতেছেন। কিন্তু তিনিইত বোধ হইতেছেন। জ্ঞানী অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপ বোধ হইয়াছে তিনি যখন যাহা কিছু দেখিতেছেন তাহাকে সত্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম বলিয়াই দেখিতেছেন। যাঁহার মধ্যে সত্য অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে প্রকাশমান তাঁহাতে এভাব বা ভ্রান্তি নাই যে,শিবোঽহং সচ্চিদানন্দোঽহং এবং আমি ছাড়া অপর অপর সকলে ভিন্ন ভিন্ন ও সচ্চিদানন্দ শিবস্বরূপ নহে। যে জীবে এভাব বা ভ্রান্তি আছে তিনি ব্রহ্মাণ্ডস্থ যাবতীয় শাস্ত্রের রচয়িতা হইলেও তাঁহার স্বরূপ অবস্থা প্রাপ্তি বা স্বরূপ বোধ হয় নাই। তাঁহার কেবল মুখেই শিবোঽহং সচ্চিদানন্দোঽহং বলা সার হয়। এরূপ ভাবাপন্ন লোকের দ্বারা জগতের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হয় না। যিনি স্বতঃপ্রকাশ সত্য অসত্য হইতে অতীত, যিনি জীব ও সচ্চিদানন্দ শব্দের অতীত তিনিই স্বয়ং সাকার নিরাকার, স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপ। তিনিই কেবল একমাত্র জগতের মঙ্গলকারী। ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই যে জগতের মঙ্গল করিতে পারে। এই মঙ্গল কারী বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে কোটী কোটী ওলিয়া, পীর, প্যাগম্বর যিশুখ্রীষ্ট, ঋষি মুনি অবতারগণ সচ্চিদানন্দোঽহং শিবোঽহং প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া ইহাঁতেই লয় পাইতেছেন। ইনি সর্ব্বকালে যাহা তাহাই আছেন। আপন ইচ্ছাতেই ইনি নিরাকার, সাকার ইনি জগতের গুরু মাতা পিতা আত্মা। ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় মঙ্গলকারী হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহা ধ্রুব সত্য।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——00——

অবস্থা বা পদ।

মনুষ্যগণ নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে সাধু সন্ন্যাসী পরমহংস প্রভৃতি নানা অবস্থা বা পদ কল্পনা করিয়া তাহা নিজে লইতেছেন ও অপরকে দিতেছেন। যিনি যে পদের প্রার্থী তিনি সে পদ না পাইলে বা অপরে সেই কল্পিত পদের মান্য না রাখিলে কষ্ট ভোগ করেন এবং সেই পদ পাইলে বা লোকে সেই পদ স্বীকার করিলে অভিমানবশতঃ নিজের আধিপত্য প্রকাশের অভিপ্রায়ে লোকের কষ্টের হেতু হয়েন। অতএব মনুষ্যমাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, তুচ্ছ স্বার্থ চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার করিয়া দেখ, এই সকল অবস্থা বা পদ কাহার আয়ত্তাধীন— যাঁহারা দান গ্রহণ করেন তাঁহাদের কিম্বা পরমাত্মার। প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির যে পরিবর্ত্তন তাহা তোমাদের ইচ্ছামত হইতেছে না। তোমাদের সহস্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরমাত্মার নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই তিন অবস্থার পর্য্যায়ক্রমে উদয় ও অস্ত হইতেছে। অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও স্বরূপ অবস্থা বা পদ তোমাদের ইচ্ছামত ঘটিতেছে না—পরমাত্মার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ হইতেছে। চক্ষের দ্বারা দেখা, কর্ণের দ্বারা শুনা এইরূপ যে ইন্দ্রিয়ের যে গুণ বা ধর্ম্ম তাহা পরমাত্মার নিয়ম অনুসারে বর্ত্তাইতেছে। সহস্র চেষ্টা করিলেও তোমরা তাহার অন্যথা করিতে পার না।

মনুষ্যগণ যদি সরলভাবে পূর্ণপরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ বিরাট জ্যোতিঃ-স্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মার শরণাপন্ন হইয়া জগতের হিতসাধনরূপ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করে তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় সহজেই মন পবিত্র হয় ও তিনি জ্ঞান দিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে রাখেন। তখন কোন পদ বা অবস্থার প্রয়োজন থাকে না অথচ তখন সমস্ত অবস্থা বা পদের ফলপ্রাপ্তি হয়। মৌলভী পাদ্রী পণ্ডিত সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতি পদের প্রার্থিগণ এইরূপ বুঝিয়া নিজ নিজ ভ্রান্তি লয় করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

উপাধির সম্মান।

মনুষ্যগণ অজ্ঞানবশতঃ বুঝিতে পারে না যে, দেহ, আত্মা বা পরমাত্মা স্বরূপতঃ নিরুপাধি—ইহাঁতে নানা উপাধি ভাসিতেছে তথাপি নিরুপাধি। ইনি যাহা তাহাই ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। এইরূপ বুঝিবার দোষে মনুষ্যগণ নিজের সম্বন্ধে নানা প্রকার শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট উপাধি কল্পনা করিয়াছেন। যাঁহার সংস্কারে যে উপাধি শ্রেষ্ঠ তাহা গ্রহণ করিতে তিনি লালায়িত, অথচ সেই উপাধির যোগ্য শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিতে অক্ষম, কেবল মান্তের জন্য আগ্রহ। জ্ঞানবান ব্যক্তি কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উপাধি দেন বা গ্রহণ করেন। তিনি জানেন যে, উত্তমরূপে কার্য্য নির্ব্বাহের জন্যই উচ্চ বা নীচ উপাধি নতুবা অসার মান্তের জন্য উপাধি দান বা গ্রহণ করিলে তাহা প্রকৃত পক্ষে অপমানের হেতু হয়। দৃষ্টান্তস্থলে দেখ যে, মেথরের কার্য্য ময়লা পরিষ্কার করা, সেই কার্য্য যাহাতে উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় ও যাহাতে মেথরের আলস্যে সাধারণের কোনরূপ কষ্ট না হয় এজন্য চাপরাসী পদ বা উপাধির সৃষ্টি বা কল্পনা হইয়াছে। মেথর ও চাপরাসী উভয়ই মনুষ্য পদবাচ্য কেবল কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একজনের মেথর ও অপরের চাপরাসী পদ বা উপাধি।

যিনি পদোপযোগী কার্য্য করিতে অসমর্থ তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই পদ পরিত্যাগ না করিলে তাহাকে পদচ্যুত করা ন্যায় সঙ্গত। মূল কথা জগতের হিতানুষ্ঠানের জন্য পদ, অহঙ্কারতৃপ্তির জন্য নহে। জগতের মঙ্গলে আপনার মঙ্গল ও আপনার মঙ্গলে জগতের মঙ্গল জানিয়া শ্রেষ্ঠ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য। পরমাত্মার প্রিয় জ্ঞানবান ব্যক্তি মান্য ও পদের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া জগতের হিতসাধন করেন। তিনি জানেন যে, লোকের অজ্ঞান মোচনের জন্য তাঁহার জ্ঞানী উপাধি। এ উপাধি তাঁহার প্রশংসার জন্য নহে। এবং সেই জ্ঞানানুসারে তিনি কার্য্য করেন। কিন্তু পরমাত্মাবিমুখ ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ কার্য্যে বিরত অথচ পদ ও মান্যের প্রত্যাশী।

মঙ্গলময় বিরাটপুরুষের পদ বা উপাধি ওঁকার বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। তাঁহা হইতে স্ত্রী পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ও সমগ্র জগৎ চরাচর তাঁহারই স্বরূপ। অন্তরে বাহিরে পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতীরূপ সাত উপাধি বা পদ ভিন্ন জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অন্য পদ বা উপাধি নাই। এজন্য সকলকে আপনার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া জ্ঞানী সকলের প্রতি সমভাবে প্রেমময় ব্যবহার করেন। তিনি জানেন যে, পদ গ্রহণের পূর্ব্বে ও পরে সত্তা বা বস্তুর কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। তিনি পূর্ব্বে যাহা ছিলেন পরে তাহাই আছেন। এই বোধবশতঃ জ্ঞানী পুরুষে পদাভিমান নাই। অস্থি-মাংস মলমূত্রের পুত্তলি ও দশ ইন্দ্রিয়যুক্ত স্থূল শরীর জীবমাত্রেরই আছে। যদি ইহাদিগের মধ্যে কোনটীর নাম পদ বা উপাধি হয় তাহা হইলে জীবমাত্রেরই একই পদ বা উপাধি। যদি চেতন আত্মার নাম পদ বা উপাধি হয় তাহা হইলে যখন একই চেতন পরমাত্মা সকল ঘটে জীবাত্মারূপে বিদ্যমান তখন সকলেরই পদ বা উপাধি সমান। ফলতঃ কল্পিত পদ বা উপাধির অভিমান অজ্ঞানের পরিচয় মাত্র। যদি উত্তম বা অধম গুণের নাম উচ্চ নীচ পদ বা উপাধি হয় হয় তাহা হইলে নূন্যাধিক উত্তম অধম গুণ সকলেরই মধ্যে আছে। কিন্তু এভাবে পদ বা উপাধি গ্রহণ করা না করা দুই সমান। কেন না যে ঘটে যেরূপ গুণ থাকে সেই ঘটে স্বভাবতঃ সেইরূপ কার্য্য হয়। পদ বা উপাধি গ্রহণাগ্রহণে তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না। যেমন মুখের কোন নাম বা উপাধি না থাকিলেও তাহা দ্বারা আহার ও বাক্য উচ্চারণ হয় এবং সেইরূপ পায়ু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মলাদি নিঃসরণ হয় ইহা স্বাভাবিক অর্থাৎ পরমাত্মার নিয়মানুগত।

শ্রেষ্ঠ ও জগতের হিতকর কার্য্যে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া মান্যের জন্য নানা সংস্কার বশতঃ পদ বা উপাধি লাভের বাসনা গৃহস্থগণের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু যাঁহারা গৃহস্থ উপাধি ত্যাগ করেন তাঁহারা কিসের জন্য সন্ন্যাসী, স্বামী, পরম-হংস প্রভৃতি পদের অভিলাষে বহু সাধুর সেবা, স্তুতি ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন? গৃহস্থাশ্রমে লোকের ঘর বাড়ী স্ত্রী প্রভৃতির স্বামিত্বপদ থাকে। কিন্তু গৃহস্থা-শ্রমের প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা পদাপদের অতীত নিরুপাধি ভাব লাভের জন্য নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করেন তাঁহারাই যদি পুনরায় প্রীতি-

পূর্ব্বক স্বামীপদের লোলুপ হন তাহা হইলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির আর কি প্রভেদ? পরমাত্মা স্বরূপতঃ উপাধিশূন্য। তিনি কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে যাহা তাহাই বিরাজমান। দ্বিতীয়ের অভাবে অদ্বিতীয় পরমাত্মার উপাধি ও পদ নাই। দ্বিতীয় কিছু থাকিলেত তিনি তাহার স্বামী হইবেন।

অজ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য জ্ঞানীগণ পরমাত্মাকে জগৎ হইতে ভিন্ন কল্পনা করিয়া তাঁহাকে জগতের পতি বা স্বামী পদে মনোনীত করিয়াছেন। কিন্তু পরমাত্মাতে এভাব নাই যে জগৎ আমা হইতে পৃথক ও আমি জগতের স্বামী। অজ্ঞান বিনা এ ভাব হয় না যে, আমি অমুক পদার্থ বা ব্যক্তির স্বামী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত লোকে ভাবে যে, আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বা আমি জগতের স্বামী এবং তদনুসারে পদ বা উপাধির অভিমান করে। কিন্তু জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা ঘটিলে এরূপ ভাব ও অভিমানের লয় হয়। যাঁহারা সন্ন্যাসী হইয়া স্বামী পদের জন্য লোলুপ তাঁহারা বুঝিয়া দেখুন যে, জগতের স্বামী পরমাত্মার কৃপা পাইয়া নিরুপাধি হইবার জন্য তাঁহাদের সন্ন্যাস, না, পরমাত্মার জগৎস্বামিত্বপদ আপনাতে আরোপ করিবার জন্য সন্ন্যাসের আড়ম্বর। বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে জগতের স্বামী রহিয়াছেন। তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া কি ক্ষণস্থায়ী আপনারা কোটীজন জগতের স্বামী হইতে চাহেন? যাহারা আপন মন ও ইন্দ্রিয়াদির স্বামী হইতে অক্ষম তাহারা কোন্ বলে জগতের স্বামী হইতে ইচ্ছুক? যথার্থতঃ যিনি একমাত্র জগতের স্বামী সেই বিরাট পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে বিমুখ ও তাঁহার মান্য না রাখিয়া জগৎবাসী জীবগণের কি যে দুর্দ্দশা ও অমঙ্গল তাহা সকলেই চক্ষে দেখিতেছেন। মস্তক মুণ্ডন করিয়া কত শত ঋষিমুনি অবতারগণ "শিবোঽহং সচ্চিদানন্দোঽহং" বলিয়া বলিয়া লোকের নিকট মান্য ও পূজা লইয়া গিয়াছেন, যাইতেছেন ও যাইবেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সৃষ্টির কোন অমঙ্গল নিবারণ হইল না। মুখে সচ্চিদানন্দ শিবোঽহং, কাজে কিছুই নাই। সকলেই আপন আপন পদ, উপাধি ও মান্য লইয়া ব্যাকুল। মঙ্গলকারী বিরাট পুরুষ পরমাত্মা যাঁহার কৃপায় জগতের সমস্ত অমঙ্গল দূর

হইয়া মঙ্গল স্থাপিত হইবে তাঁহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। যিনি অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান কেহই তাঁহাকে আদর বা সম্মান করে না। কিন্তু তাঁহা হইতে উৎপন্ন অসংখ্য ঋষি মুনি অবতার প্রভৃতিকে নূতন বোধে ভ্রমান্ধ জীবগণ পরমাত্মা বলিয়া সম্মান দিতেছেন এবং তাঁহারাও জগতের যথার্থ মাতা পিতা গুরু আত্মা মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে উপাসনা ও সম্মান করিতে শিক্ষা না দিয়া সেই সম্মান নিজেরা গ্রহণ করিতেছেন ইহাই জগতের প্রধান অমঙ্গলের হেতু। অজ্ঞের নিকট নশ্বর নূতনের আদর। নিত্য অবিনাশী মঙ্গলকারীর আদর নাই। জ্ঞানীর ভাগ জগতে অল্প এজন্য জগতের মাতা পিতা পরমাত্মার আদর বিরল। জহরের আদর জহরীর নিকট। ঘাসোয়ারা তাহার মর্ম্ম কি বুঝিবে? স্বরূপ অবস্থাপন্ন জ্ঞানীর নিকট বিরাট পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের আদর। জ্ঞানহীন তাহার কি বুঝিবে?

হে জগৎবাসিগণ, উপাধি বা পদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সত্যচ্যুত হইও না। পরমাত্মাতে নিষ্ঠাবান হইয়া জগতের হিতানুষ্ঠানে ব্রতী হও যাহাতে সকলে দ্বেষহিংসাশূন্য হইয়া মঙ্গলময় পরমাত্মাকে লাভ করিতে পার এবং সমগ্র লোক পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে পারে তাহাতে যত্নশীল হও। অভিমান বশতঃ আপনার যথার্থ মাতা পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার ও অপরের অমঙ্গল ঘটাইও না। উপাধি ও মান্য ক্ষণভঙ্গুর, পরমানন্দ চিরস্থায়ী, নিত্য। ক্ষণিক সুখের জন্য চিরস্থায়ী আনন্দ হারাইও না। পরমাত্মার শরণাপন্ন হও, অনন্তকাল আনন্দের অধিকারী থাকিবে।

মূল কথা। পূর্ণপরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ, উপাস্য ও পূজ্য। তিনি জগতের একমাত্র মঙ্গলকারী মাতা পিতা আত্মা। জীবের মধ্যে যিনি পরমাত্মার প্রিয়, সমদর্শী, জ্ঞানী, যিনি সমগ্র জগতকে সমভাবে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া সকলের মঙ্গল চেষ্টা করেন তিনি—স্ত্রী হউন পুরুষ হউন ও যে কুলে শরীর ধারণ করুণ না কেন—তিনিই জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়।

ওঁ শান্তি শান্তিঃ শান্তিঃ।

——০০——

অমৃতসাগর।

তৃতীয় খণ্ড।

ব্যবহার।

ব্যবহার ও পরমার্থ।

অজ্ঞানবশতঃ মনুষ্যের সংস্কার যে, ব্যবহার কার্য্য এক ও পরমার্থ কার্য্য তাহা হইতে ভিন্ন, অপর। যাঁহারা ব্যবহার কার্য্যে রত তাঁহারা ভাবেন, আমরা ব্যবহার কার্য্য করিতেছি বলিয়া আমাদের কোন কালে উদ্ধার বা নিস্তার নাই। পরমার্থ কার্য্য ব্যবহার হইতে পৃথক ও বড় কঠিন আমাদের দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান সম্ভবে না। সাধুরাই পরমার্থ সাধনে সমর্থ, তাঁহারাই নিস্তার পাইবেন। যাঁহারা ভেখধারী সাধুনামে পরিচিত তাঁহারও গৃহস্থদিগকে পরমার্থ কার্য্যে অনধিকারী ও অক্ষম জানিয়া আপনাদিগের সহিত বিভেদ কল্পনা করেন এবং অহঙ্কারবশতঃ আপনাদিগের পৃথক ধর্ম্ম ও পরমার্থে অধিকার কল্পনা করিয়া সম্প্রদায়াদির প্রবর্ত্তক হয়েন। ফলে গৃহস্থ সন্ন্যাসী উভয়েরই দ্বেষ হিংসাবশতঃ অশান্তি ঘটে। এস্থলে মনুষ্য মাত্রেই ধীর ও গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখ, ব্যবহার ও পরমার্থ এই যে দুইটা ভাব বা অবস্থা শব্দের দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে ইহা মিথ্যা হইতে মিথ্যারূপ বা সত্য হইতে সত্যরূপ। মিথ্যা হইতে মিথ্যারূপ হইতেই পারে না। কেন না মিথ্যা কোন বস্তু নহে। সত্যেরই রূপান্তর ভেদে ব্যবহার ও পরমার্থ দুইটী কল্পিত নাম মাত্র। অজ্ঞান অবস্থায় ব্যবহার ও পরমার্থ দুইটী ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় কিন্তু জ্ঞান অবস্থায়, বা স্বরূপ অবস্থায় ব্যবহার ও পরমার্থ উভয়

রূপেই একই সত্য অর্থাৎ স্বতঃপ্রকাশ পূর্ণপরব্রহ্মই ভাসমান থাকেন। ব্যবহার ও পরমার্থ তাঁহাতেই দুইটী কল্পিত ভাব বা নাম মাত্র। যিনি সত্য তিনি স্বয়ং আপন ইচ্ছায় কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে স্বতঃপ্রকাশ। ইনি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ বা কিছু কোনকালে হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। জীব মাত্রেই তাঁহার রূপ। জীব জ্ঞানে থাকুন বা অজ্ঞানে থাকুন স্বরূপে অবিনাশী অব্যয় যাহা তাহাই আছেন—কোন প্রকারে তাহার ছেদ হয় না। কেবল রূপান্তর ভেদে দ্বৈত অদ্বৈত, ব্যবহার পরমার্থ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ভাবে অর্থাৎ কারণ হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল এবং পুনশ্চ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম হইয়া কারণে স্থিত হন। স্বরূপ হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে জ্ঞান ও জ্ঞান হইতে অজ্ঞান অবস্থা ও পুনরায় অজ্ঞান হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতে স্বরূপ অবস্থায় সকল ভ্রান্তির সমাপ্তি—এইরূপ বোধ হয়। যেমন সুষুপ্তি হইতে স্বপ্নাবস্থার নানা ভ্রান্তি বা স্বপ্ন এবং স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগরিত অবস্থার জ্ঞান ও চতুর্থ বা তুরীয় হইয়া তিন অবস্থার বিচার যে, সুষুপ্তিতে আমি এবং স্বপ্নেও আমি জাগরিতেও আমিই এবং চতুর্থ অবস্থায় এই তিন অবস্থার বিচার করিতেছি,—এই চারিটী আমার নাম মাত্র। স্বরূপে আমি যাহা এ চারি অবস্থাতেও আমি তাহাই আছি। এই শেষোক্ত অবস্থাকে, তুরীয়াতীত অবস্থা জানিবে—স্বরূপ পক্ষে সর্ব্বকালেই তুরীয়াতীত।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব জানেন যে, এই সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন আমারই কর্ত্তৃত্বে ঘটিতেছে—আমি শুইতেছি, আমি জাগিতেছি, আমি জ্ঞান অভ্যাসের দ্বারা অজ্ঞান হইতে জ্ঞান অবস্থা ঘটাইতেছি। এবোধ নাই যে, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন আমি বা আমার শক্তি কিছুই নাই যদ্দ্বারা আমি নিজে কিছু করিব, যাহা কিছু হইতেছে ভগবান পরমাত্মাই করিতেছেন, দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই যে তাহার দ্বারা কিছু হইবে।

দিবালোকে জীব দেখিতে সক্ষম হয় এবং মনে করে আপনার চক্ষের শক্তিতে দেখিতেছি। এ জ্ঞান নাই যে, মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের প্রকাশ গুণ দিবারূপে বর্ত্তমান থাকিলে

তাহারই দ্বারা জীব জ্যোতিঃ দেখিতে পায়। তিনি রাত্রিরূপে নিরাকার বা অদৃশ্য হইলে অন্ধকারে আর দেখিতে পায় না। বিদ্যুৎ বা চন্দ্রমারূপে প্রকাশ হইলে বা তাঁহার অংশ অগ্নির প্রকাশ গুণের সাহায্য পাইলে জীব দেখিতে পায় ও বেদাদি শাস্ত্রপাঠ করে। অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া অদৃশ্য হইলে আর দেখিতে পায় না। কিন্তু তখনও বোধ থাকে যে, "আমি আছি"। যখন পরমাত্মা "আমি আছি" এই শক্তির সঙ্কোচ করেন তখন জীবের নিদ্রা হয় এবং জীব তাহাতেই অভিন্নভাবে অবস্থিতি করে। আমি আছি বা তিনি আছেন এরূপ জ্ঞান থাকে না। তিনি জাগাইলে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ সৃষ্টি বোধ হয়। অতএব তোমরা মনুষ্য মাত্রেই বিচার পূর্ব্বক পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট মঙ্গলকারীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন বা প্রিয়কার্য্য সাধনে যত্নশীল হও। ইনি সকল অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। অজ্ঞান বশতঃ এই যে ব্যবহার ও পরমার্থ দুইটা ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে তিনি জ্ঞানময় জ্ঞান দিয়া উভয় ভাবে একই ভাবিবেন। তোমাদের কোন প্রকার ভ্রান্তি থাকিবে না ও বৃথা কল্পনা করিয়া সাধুর ভেখ ধারণ করিতে হইবে না। ইহা ধ্রুব সত্য।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

কর্ত্তব্যোপদেশ।

মনুষ্যের শক্তি অনুসারে কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা। যে কার্য্য করিতে যাহার শক্তি নাই, সে কার্য্য সম্বন্ধে তাহার কর্ত্তব্যও নাই। পরমাত্মা যাহাকে যাহা দেন নাই, তাহার নিকট তাহা প্রত্যাশা করেন না। তিনি যে পুরুষে যে শক্তি দিয়াছেন, জগতের হিতার্থে সেই শক্তির সঞ্চালন করিলেই তাঁহার আজ্ঞপালন ও পুরুষার্থসিদ্ধি হয়। রাজা অর্থাৎ যাঁহার বা যাহাঁদিগের হস্তে রাজ্য শাসনের ভার, ধনী, প্রভুত্বশালী ও জ্ঞানবান পুরুষে তিনি অসাধারণ শক্তিসংযোগ করিয়াছেন। এনিমিত্ত ইহাঁদের কর্ত্তব্যের ভারও গুরুতর। ইহাঁরা পরমাত্মার আজ্ঞামত নিজ নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিলে জগৎ মঙ্গলময় হয়।

মনুষ্যের কার্য্য-প্রবৃত্তির হেতু তিন প্রকার, প্রীতি, লোভ ও ভয়। যাঁহারা জ্ঞানী, আত্মদর্শী পরমাত্মার প্রিয়, তাঁহারা সকলকে আত্মা, পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া প্রীতিতে বিচার পূর্ব্বক লোক হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন ও অপরকে করেন। ইহাঁদের পক্ষে মনুষ্যের শাসন নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু জগতে এরূপ লোক বিরল। অধিকাংশ লোকের পক্ষে লোভ ও ভয়ই কার্য্যের প্রবর্ত্তক। রাজা, ধনী, জ্ঞানী, প্রভৃতি শক্তিশালী পুরুষ কর্ত্তৃক দণ্ড ও পুরস্কারের বিধি প্রতিষ্ঠিত না হইলে এ শ্রেণীর লোকের কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা জন্মে না। পরমাত্মা কি উদ্দেশ্যে রাজ্য, ধন ও জ্ঞান দিয়াছেন তাহা বিচার পূর্ব্বক না বুঝিলে এই সকল শক্তির সদ্ব্যবহার অসম্ভব। বিচার অভাবে জগতে কত অমঙ্গল উৎপন্ন হইতেছে তাহার সীমা নাই। সাধারণতঃ ধারণা হইয়াছে যে, পরমাত্মা অপরকে অধীন করিবার জন্য রাজ্য, দরিদ্র করিবার জন্য ধন ও মূঢ় করিবার জন্য জ্ঞান দিয়াছেন। এরূপ অসৎ ধারণার ফল যে কিরূপ অনিষ্টকর তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। ভাবিয়া দেখ, যদি এই সকল ঐশ্বর্য্য তোমাদের নিজ নিজ ভোগের জন্য হইত তাহা হইলে তোমরা ইহ জীবনে সমস্ত নিঃশেষ করিতে, অবশিষ্ট থাকিলে মৃত্যুকালে সঙ্গে লইয়া যাইতে। কিন্তু এই স্থূল শরীরই মৃত্যুকালে সঙ্গে যায় না। সকলেই শূন্য হাতে আসিয়াছে সকলকেই শূন্য হাতে যাইতে হইবে। যতদিন জীবন ততদিন প্রাণরক্ষার জন্য একমুষ্টি অন্ন ও লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত এক খণ্ড বস্ত্রের প্রয়োজন। কেহই হীরা, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্যাদি আহার করিতে পারে না ও এই সকল প্রিয় পদার্থ কাহারও দেহ হইতে নির্গত হয় না। আরও দেখ, যদি তোমাদেরই ভোগের জন্য যাবতীয় ভোগ্য পদার্থ উৎপন্ন হইত তাহা হইলে পরমাত্মা তোমাদের ইন্দ্রিয়াদি অসাধারণ রূপে গঠন করিতেন এবং তোমাদিগকে অনন্তকাল জীবিত রাখিতেন। পরমাত্মার মূল উদ্দেশ্য যে, জীব মাত্রেরই জীবন যাত্রা সুখে নিষ্পন্ন হয়। তোমরা যদি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল শক্তি সম্পন্ন হইয়াও তাহার বিপরীত আচরণ কর তাহা হইলে জগতের অধিপতি জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার ন্যায়-বিচারে অবশ্যই দণ্ডনীয় হইবে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এখনও অজ্ঞান নিদ্রা ছাড়িয়া নিজ নিজ হিত চিন্তা কর। তিনি মঙ্গলময় মঙ্গল করিবেন।

রাজা বাদসাহ, ধনী নির্ধন, স্ত্রী পুরুষ মাত্রেরই বিচার পূর্ব্বক ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সকল বিষয় সর্ব্বদা অনালস্যে, তীক্ষ্ণভাবে সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যের যখন যাহা প্রয়োজন তখনই তাহার পূরণ করা উচিত। অর্থাৎ যখন পরমাত্মার নিয়মানুসারে ক্ষুধা পিপাসা, দিবা বা রাত্রে, উদয় হইবে তৎ-কালেই পানাহার করিবে ও করাইবে। নিদ্রা ও মল মূত্রের বেগ উদয় হইলেই তাহা নিবারণ করিবে ও আত্মাধীন ব্যক্তিদিগকে করাইবে। নিজে পরিষ্কার থাকিবে ও অপরকে রাখিবে।

যাহাকে দেওয়ান হইতে চাকর চাকরাণী কুলী মজুর মেথর পর্য্যন্ত বড় বা ছোট কোন পদে নিযুক্ত করিবে, দিন দিন, সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে তাহাকে যথাসময়ে বেতন বা পারিশ্রমিক দিবে, যেন কোন বিষয়ে তাহাদের কষ্ট না হয়।

কাহারও নিকট কেহ কোন প্রকারের প্রার্থনা করিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাঁ বা না বলিয়া দিবে। তাহাকে অকারণ ঘুরাইবে না।

কেহ পথ জিজ্ঞাসা করিলে স্থির না জানিয়া পথ নির্দ্দেশ করিবে না। জানিলে তৎক্ষণাৎ পথ দেখাইয়া দিবে, যাহাতে পথিক নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা সম্পন্ন করিতে পারে।

মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, লোকের মধ্যে বিবাদ স্থাপনকারী, নিন্দুক ও পর-পীড়কগণকে উপযুক্তরূপে শাসন করিবে যাহাতে তাহারা দুর্বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সদ্বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে। কোন অপরাধীকে এরূপ শাস্তি দিবে না যাহাতে তাহার আশ্রিত ব্যক্তিগণের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট হয়। তাহাদের জীবিকার সুব্যবস্থা করিয়া অপরাধীকে এরূপ শাস্তি দিবে যাহাতে তাহার চরিত্র সংশোধন হয়। ইহাতেই জগতের হিত।

কোন বিষয়ে পক্ষপাত করিবে না, ন্যায়পরায়ণ হইবে। আপন পুত্র কন্যা ও অপর প্রিয় ব্যক্তি দোষী হইলে ন্যায় অনুসারে দণ্ডিত করিয়া সৎ-শিক্ষা দিবে। আত্মীয় ও অনাত্মীয় ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ স্থলে পক্ষপাত করিয়া আত্মীয়ের ইষ্ট ও অনাত্মীয়ের অনিষ্ট করিবে না। আত্মীয় হউক অনাত্মীয় হউক যে দোষী তাহাকে অবশ্য শাসন করিবে।

কি বড় কি ছোট যাহার যেরূপ অধিকার বা ক্ষমতা তদনুসারে ধনী নির্ধন

স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ সকলকেই সভ্যতা ও সৎশিক্ষা দিবে এবং যাহাতে সকলেরই বিদ্যা উপার্জ্জনের সুবিধা হয় তাহার সুব্যবস্থা করিবে।

এইরূপ সকল বিষয়ে বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিলে পরমাত্মার আজ্ঞা-পালন ও জগতের মঙ্গল সাধন হয়। ইহার বিপরীত আচরণে পরমাত্মার আজ্ঞা লঙ্ঘন ও জগতের অমঙ্গল ঘটে—ইহাতে রাজ্য নাশ হয়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——(০)——

সাধারণ কর্ত্তব্য বিষয়ক।

রাজা প্রজা, বাদসাহ জমিদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টীয়ান, ঋষি মুনি, মৌলবী পাদরি পণ্ডিত প্রভৃতি মনুষ্যগণ আপনারা আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়া গম্ভীর ও শান্তচিত্তে বিচার পূর্ব্বক যথার্থ, অনাদি, মঙ্গলকারী ইষ্টদেব পরমাত্মাকে চিনিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ও আজ্ঞা উত্তম রূপে বুঝুন এবং তাহা প্রতিপালনে তৎপর হউন। যাহাতে তিনি জগতের সকল প্রকার অমঙ্গল দূর করিয়া শান্তি ও মঙ্গল স্থাপনা করেন এবং সমগ্র জগৎবাসী স্ত্রী পুরুষ দ্বেষ হিংসা-রহিত হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে পারে এ বিষয়ে চেষ্টা সকলেরই বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। শুভ কার্য্যে আলস্য করিতে নাই, করিলে কার্য্য হানি ও দুঃখ ভোগ ঘটে।

মিথ্যা, প্রপঞ্চ, সম্প্রদায়, ধর্ম্ম, ব্রত, তীর্থ, প্রতিমাপূজা ও বিপর্য্যয় কারক বহু শাস্ত্র, পরস্পর দ্বেষ হিংসা কলহ, জীব ও স্ত্রী পীড়ন, ব্যভিচার ভ্রূণহত্যা, সত্যপরাঙ্মুখতা, অসত্যে প্রীতি প্রভৃতি নানা কারণে জগতে অমঙ্গল ও অশান্তি হইয়াছে। বিচার পূর্ব্বক সর্ব্ব সাধারণে মিলিত হইয়া ইহার নিবারণে যত্নশীল হউন। যে কার্য্যে জগতের মঙ্গল হয় তাহাতে প্রীতি পূর্ব্বক রত ও অমঙ্গলকর কার্য্যে সকলেই বিরত হউন এবং অজ্ঞানাবস্থাপন্ন ব্যক্তি-দিগকে বিরত রাখিতে সর্ব্বদা যত্ন করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——(০)——

শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে।

বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, উপনিষদাদি সমস্ত শাস্ত্র হইতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্যোপযোগী সত্য ভাব ও উপদেশ সঙ্কলন করিয়া সাধারণের শিক্ষার্থ একখানি ধর্ম্মপুস্তক প্রস্তুত করুন, যাহার উপদেশ মত চলিয়া প্রত্যেকে প্রত্যেককে আপন আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া সৎ-কর্ম্মনিষ্ঠ, অসৎ কর্ম্মে বিরত ও দ্বেষ হিংসা শূন্য সমদর্শী হইতে পারে এবং ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিষয়ে পরমাত্মার আজ্ঞা বুঝিয়া সকলের সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ নিবারণে যত্নশীল হয়। এরূপ হইলে তাহার ফলে জগৎ মিথ্যা-প্রপঞ্চ রহিত হইয়া আনন্দময় হইবে। এই এক সত্য, মঙ্গলকর ধর্ম্ম পুস্তক রাখিয়া অবশিষ্ট কল্পিত ধর্ম্ম পুস্তক পরমাত্মার নামে অগ্নিসাৎ করিবে এবং যাহাতে ভবিষ্যতে কেহ অপর ধর্ম্ম পুস্তক প্রস্তুত বা প্রচার করিয়া জগতের অমঙ্গল সাধনে সক্ষম না হয়, সে বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে মিলিয়া বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। কেননা, পৃথক পুস্তক সত্যের অনুকূল হইলেও বৃথা আড়ম্বর, অতি-রিক্ত হইলে নিষ্প্রয়োজন এবং বিরোধী হইলে অমঙ্গলকর। অতএব সর্ব্বপ্রকারে নিষিদ্ধ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——(০)——

তীর্থাদি সম্বন্ধে।

পৃথিবীতে মনুষ্য-কল্পিত কাশী, বদরিকাশ্রম, দ্বারকা, বৃন্দাবন, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, জগন্নাথ, কালীঘাট, তারকেশ্বর, গঙ্গা, কামাখ্যা, গয়া, মক্কা, মদিনা, জেরুজেলেম ও রোম প্রভৃতি তীর্থ সকল, দেবালয়, গির্জ্জা, মসজিদ ও প্রতিমা এবং শিবরাত্র, পঞ্চমী, একাদশী, অনন্ত চতুর্দ্দশী, রমজান, লেণ্ট প্রভৃতি ব্রত প্রপঞ্চ বিচার পূর্ব্বক উঠাইয়া দিবে। ইহা জগতে নিষ্প্রয়োজন ও অমঙ্গল-কর। আকাশ ও স্থূল শরীররূপ মন্দির, মসজিদ বা গির্জ্জা রহিয়াছে। যেখানে ইচ্ছা সেই খানে একমাত্র পরমেশ্বর, গড, আল্লাহ অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম,

জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা, নমাজ বা প্রেয়ার কর। অন্তর্যামী অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণ আছেন এবং তোমাদের অন্তরের ভাব জানিতেছেন। তাঁহার শরণাগত হও, তিনি পরমানন্দে রাখিবেন। মিথ্যা কল্পিত প্রপঞ্চে নিজেও পড়িও না এবং অপরকেও ফেলিও না; তাহাতে পরমাত্মার নিকট দোষী হইয়া কষ্ট পাইবে। কাহারও প্রতি বলপ্রয়োগ করিও না। যাহাতে প্রীতি পূর্ব্বক এই কার্য্যে সকলেই রত হয়, তাহাতে যত্নবান হও। কল্পিত প্রপঞ্চ এখন বহু লোকের উপজীবিকা। উঁহাদিগের অন্য কোন প্রকার জীবিকার উপায় করিয়া দিয়া তবে এই সমস্ত প্রপঞ্চ রহিত করিবে।

মন্দির, মসজিদ, গির্জ্জা, দেবালয়, তীর্থ, প্রতিমা, ব্রতাদি মনুষ্য-কল্পিত। এ সকল উঠাইয়া দিতে কোন ভয় নাই। ইহাতে পরমাত্মা অসন্তুষ্ট হইবেন না, বরং তিনি প্রসন্ন হইয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। একথা নিঃসংকোচে সত্য বলিয়া দৃঢ়রূপে ধারণ কর। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি হইতে স্থূল শরীর রক্ষার জন্য ঘর জীবের প্রয়োজন। পরমাত্মার ঘরে প্রয়োজন নাই। জীব অনর্থক এই সকল আড়ম্বর করিয়া কষ্ট পায়, ইহা পরমাত্মার ইচ্ছা নহে। এই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা মনুষ্যগণ স্বার্থবশতঃ পরস্পরকে কষ্ট দেয়,—ইহা জ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——(০)——

অপক্ক ফল ও পুষ্প সম্বন্ধে।

মনুষ্যের বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কেহ বৃক্ষ হইতে ফুল ও অপক্ক ফল তুলিবে না। চেতন মনুষ্যের আবশ্যক হইলে বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মার নিকট প্রার্থনা করিয়া ফল ফুল তুলিবে। কিন্তু কেহ ফুল তুলিয়া কাঠ পাথর প্রতিমাদির উপর পূজার্থে দিবে না। বৃক্ষে ফুল থাকা প্রয়োজন। কেননা ফুলের সুগন্ধে দিবারাত্র বায়ু পরিষ্কার হয়, ইহাই পরমাত্মার উদ্দেশ্য। এমন অনেক ফুল আছে যাহা অনেকদিন পর্য্যন্ত বৃক্ষের শোভা সম্পাদন ও

সুগন্ধ বিস্তার করিতে পারে, কিন্তু তুলিলে তাহা অল্প সময়ের মধ্যে পচিয়া দুর্গন্ধময় হয়।

পরমাত্মার নিয়মানুযায়ী পরিপক্কাবস্থায় ফল তুলিয়া ব্যবহার করা উচিত। পরমাত্মার নিয়মের বিরুদ্ধে কাঁচা ফল তুলিলে তাহা সুস্বাদু হয় না, শরীরের পক্ষে অপকার করে। আরও দেখ, সমস্তই পরমাত্মার। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোন কিছু গ্রহণে চুরি করা হয়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——(০)——

যজ্ঞাহুতি সম্বন্ধে।

মনুষ্য মাত্রেরই প্রতিদিন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অগ্নিতে উত্তম হবনীয় দ্রব্য স্বতঃপরতঃ আহুতি দেওয়া কর্ত্তব্য। বিচারপূর্ব্বক অতিথি ও ধর্ম্মশালা এবং আহুতিকুণ্ড প্রস্তুত করাইয়া দিবে। যাহাতে সকলে নিত্য আহুতি দিতে এবং সদুপদেশ পাইয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য বুঝিয়া উত্তমরূপে নিষ্পন্ন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আহুতি প্রভৃতি পরমার্থ কার্য্যে সকলেরই সমান অধিকার। যখন হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, উত্তম অধম, স্ত্রী পুরুষ সকলেরই কেরোসিন তৈল, কয়লাদি অগ্নিতে দিবার অধিকার রহিয়াছে, তখন উত্তম পদার্থ সম্বন্ধে অনধিকার হইবে কেন?

অতি পুরাকালে পরমাত্মার উপাসনা বলিয়া অগ্নিতে সুস্বাদু ও সুগন্ধ দ্রব্য আহুতি দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। বেদশাস্ত্রে নানা ভাবে ঋষিগণ যজ্ঞাহুতির বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন কিন্তু আধুনিক লোকে তাহার সারভাব গ্রহণে অসমর্থ। যজ্ঞাহুতির মর্ম্ম বুঝিবার জন্য ধীর ও গম্ভীরভাবে বিচার করা কর্ত্তব্য যে, অগ্নি কি বস্তু এবং অগ্নিরূপে পরমাত্মা কি কার্য্য সম্পন্ন করেন। যদি কেহ বলে তোমার জীবিত মাতা পিতা অচেতন, জড় অথবা তুমি জীবন সত্ত্বেও মরিয়া ভূত হইয়াছ তাহা হইলে কি একথা শুনিবামাত্র বিশ্বাস করিবে, না, বিচার করিয়া দেখিবে যে, উহা সত্য কি মিথ্যা? অতএব

বিচারপূর্ব্বক দেখ যে, অগ্নি ব্রহ্ম চেতন কি জড়, মঙ্গলকারী কি অমঙ্গলকারী। বিনা বিচারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া মনুষ্যের অযোগ্য। এই যজ্ঞাহুতির যে প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত এবং হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, বৌদ্ধগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানকালে অগ্নিতে গন্ধ দ্রব্য সংযুক্ত করিয়া অদ্যাপি যে প্রথার চিহ্ন রক্ষা করিতেছেন সে প্রথা পরিত্যাগ বা তাহার নিন্দা করিবার পূর্ব্বে বিচারের দ্বারা তাহার ফলাফল সম্যক্‌রূপে বুঝা উচিত।

এই জগৎ নামরূপের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিবে যে, নামরূপ উপাধির অতীত পরমাত্মারই একটী নামরূপ বা উপাধি অগ্নি ব্রহ্ম। বুঝিয়া দেখ মিথ্যা মিথ্যাই। সত্য এক এবং অদ্বিতীয়। একই সত্য সাকার নিরাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে স্বয়ংপ্রকাশ। নিরাকারে তিনি মনোবাণীর অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এবং তিনিই সাকারভাবে অসীম জ্ঞান সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দ্বারা ভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। ইঁহারই নানা নাম কল্পিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে এক নাম অগ্নি। সেই অগ্নিই অবস্থা, গুণ ও ক্রিয়া অনুসারে। কারণ অগ্নি, সূক্ষ্ম অগ্নি ও ভৌতিক অগ্নি নামে পরিচিত। কারণ অগ্নি, সর্ব্বত্র সর্ব্বপদার্থে পূর্ণ সমষ্টিভাবে রহিয়াছেন। সেই একই অগ্নি সূক্ষ্মভাবে চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ ও জীবরূপে প্রকাশমান। আবার গুণ ও ক্রিয়াভেদে সেই একই অগ্নির নাম হইয়াছে ভৌতিক অগ্নি। কারণ অগ্নির দ্বারা জগৎ প্রকাশ বা অন্য কার্য্য হয় না। কিন্তু যেমন তুমি গুণ ক্রিয়ার অতীত সুষুপ্তির অবস্থা হইতে জাগরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সহযোগে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন কর সেইরূপ কারণ অগ্নি সূক্ষ্ম অগ্নিরূপে তোমার ভিতরে বাহিরে জগতের তাবৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। অগ্নি ব্রহ্ম সমগ্র মহাকাশ ব্যাপন করিয়া স্থিত। প্রত্যক্ষ দেখ অসীম নীলাকাশে অসংখ্য তারকা ও বিদ্যুৎরূপে অগ্নিব্রহ্ম বিরাজমান। জীবরূপে, সূর্য্যনারায়ণরূপে, চন্দ্রমারূপে একই অগ্নি ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতেছেন। সূর্য্যনারায়ণরূপে অগ্নি ব্রহ্ম পৃথিবী হইতে রস, সমুদ্র হইতে লবণাক্ত জল, কয়লা ও কেরোসিনের ধূঁয়া ও উদ্ভিজ্জ ও জীব দেহের বাষ্প আকর্ষণ করিতেছেন। চন্দ্রমারূপে এই সকল পদার্থ জমাইয়া মেঘ গড়িতেছেন, বিদ্যুতাগ্নি রূপে মেঘকে নির্ম্মল

করিয়া বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করিতেছেন। বৃষ্টিজলে পৃথিবী অন্নজলে এবং জীব দেহ বল ও স্বাস্থ্যে পূর্ণ হইতেছে। সূর্য্যাগ্নির তেজে শুষ্ক গুল্ম বৃক্ষ তৃণাদিতে চন্দ্রমারূপে সেই একই অগ্নি অমৃতরস সঞ্চার করিতেছেন। অগ্নিব্রহ্ম নারী দেহে গর্ভ উৎপন্ন করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা ও পালন করিতেছেন। জীব দেহে অগ্নির তেজ মন্দ হইলে শরীর শীতল হইয়া মৃতপ্রায় হয়। এবং দেহস্থ অগ্নির নির্ব্বাণে মৃত্যু ঘটে। সেই একই অগ্নি ব্রহ্ম স্থূল বা ভৌতিক অগ্নিরূপে ঘরেঘরে রন্ধনাদি কার্য্য করিতেছেন এবং নানারূপ যন্ত্র চালাইয়া যুদ্ধ ও শান্তিতে মনুষ্যের সহায় হইতেছেন। সেই একই অগ্নি তারকা বিদ্যুৎ চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ণ ও জীবরূপে পূর্ণ জ্ঞানের সহিত জগতের ব্যবহারিক পারমার্থিক যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। অগ্নি ব্রহ্ম যতক্ষণ দিবসের আলোকরূপে প্রকাশমান ততক্ষণ জীবের চক্ষে তেজ বা চেতনা থাকে এবং জীব ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য রূপ দেখিয়া বিচার করিতে সক্ষম হন। চক্ষু হইতে এই তেজ বা চেতনা অন্তর্হিত হইলে জীব গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হন, কোন বোধাবোধ থাকে না। যতক্ষণ অগ্নি ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ও ভৌতিক অগ্নিরূপে প্রকাশমান তত-ক্ষণই জীবগণ স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। অন্ধকার রাত্রে অগ্নির বিনা সাহায্যে শাস্ত্রপাঠাদি কোন কার্য্য করিতে জীবের শক্তি থাকে না। দয়াময় অগ্নি ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম অগ্নিরূপে তোমার ভিতরে বাহিরে জগ-তের কার্য্য করিতেছেন। তিনি এক এক রূপে এক এক কার্য্য করেন এবং বহুরূপেও এক কার্য্য করেন। স্থূল পদার্থ ভস্ম করিতে স্থূলাগ্নি সক্ষম। কিন্তু চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ বিদ্যুৎ তারকা ও ভৌতিক অগ্নি প্রকাশ করিতে সমর্থ।

সচরাচর মনুষ্যের নিকট স্থূল পদার্থের প্রাধান্য। এজন্য স্থূল অগ্নি মনুষ্যের প্রধান উপকারী। স্থূল পদার্থ বিনা মানুষ মানুষরূপে থাকিতে পারে না। এবং স্থূল অগ্নিই মানুষের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রধান বিধায়ক। মানুষ স্থূল অগ্নির সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন জগতে তাদৃরূপ সুখ দুঃখ ভোগ হয়। ধান বুনিলে ধান লাভ হয়, কাঁটা বুনিলে কাঁটা। যদি দুর্গন্ধময় পচা জিনিস, বিষ্ঠা, পাথুরিয়া কয়লা, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি অগ্নিতে ভস্ম কর তাহা হইলে শরীর ও মনের কষ্টরূপ ফল লাভ হইবে। যদি সুগন্ধ সুস্বাদু দ্রব্য অগ্নিতে আহুতি দাও তাহা হইলে পাথুরিয়া কয়লা কেরোসিন তৈল প্রভৃতি মন্দ দ্রব্য

অগ্নি সংযোগ করা সত্বেও জল, জ্যোতিঃ ও বায়ুর প্রসন্নতায় জগৎবাসীগণ সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে।

অতএব মনুষ্যমাত্রেই শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর ও বিচারপূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কার্য্য বা আজ্ঞা কি স্থির বুঝিয়া তীক্ষ্ণভাবে তাহার প্রতিপালনে যত্নশীল হও। ধর্ম্ম ধ্বা পরমাত্মার নামে সর্ব্বপ্রকার প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া সকলে মিলিয়া জগতের হিতানুষ্ঠান কর। স্বতঃ পরতঃ ভক্তিপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দেও ও দেয়াও।

এরূপ মনে করিও না যে, এই সকল পদার্থ আমার, আমি পরমাত্মার নামে অগ্নিতে আহুতি দিতেছি, তাহাতে তিনি সুবৃষ্টি করিতেছেন নতুবা করিতেন না। পরমাত্মা ব্যবসাদার নহেন যে. তিনি কেনা বেচা করিবেন। তোমাদের কি আছে যে, পরমাত্মা অগ্নি ব্রহ্মে দিবে? অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মুখের মধ্যে রহিয়াছে। তোমরা যে যাহা পাইতেছ সে তিনিই দিতেছেন। তোমরা তাঁহাকে কি দিবে? তিনি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহারই এক অংশ অগ্নি ব্রহ্মে সমর্পণ কর। স্বপ্নেও এরূপ চিন্তা করিও না যে, কেহ কোন প্রকারে তাঁহাকে বাধ্য করিতে পারে। দ্বিতীয় কেহ নাই যে, তাঁহার উপর হুকুম জারী করিবে। তিনি অসীম দয়াবান। যাহাতে জীবের মঙ্গল তাহাতে তাঁহার প্রীতি। জীবের মঙ্গল-উদ্দেশে যে কার্য্য করা হয় কৃপাপূর্ব্বক তিনি তাহা সফল করেন। তিনি জানেন, জীবমাত্রই আমার আত্মা এবং আমার স্বরূপ। তিনি যাহা জানেন তাহা ধ্রুব সত্য। অতএব তুচ্ছ মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিতে সুস্বাদু সুগন্ধ দ্রব্য আহুতি দেও ও দেয়াও এবং জীবমাত্রের অভাব মোচনে যত্নশীল হও। ইহাতে কৃপণতা করিও না। স্বার্থপরতা ও কৃপণতা করিয়া কি ফল? জগতের যাহা কিছু খাদ্য তাহা কি তোমার আহারের জন্য উৎপন্ন হইয়াছে? চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ, অগ্নি ও জীবরূপে প্রকাশমান মহাকালরূপী পরমাত্মাই সর্ব্ব ভক্ষ্যের ভক্ষক। এই নামরূপাত্মক জগৎ পূর্ব্বোক্ত চারিরূপে গ্রাস করিয়া তিনি যাহা তাহাই থাকিবেন ও এখনও আছেন। সূর্য্যনারায়ণরূপে তিনি নিয়ত স্থূলকে সূক্ষ্ম করিতেছেন। ভৌতিক অগ্নিরূপে তিনি সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন

করিতেছেন ও পৃথিবীকে পাথুরিয়া কয়লা ও কেরোসিন রূপে পরিণত করিয়া ভস্মীভূত, অদৃশ্য করিতেছেন। এই যে সুগন্ধ চর্চ্চিত ও অলঙ্কার ভূষিত দেহ ইহাও তিনি শ্মশানে প্রত্যক্ষরূপে বা সেই দেহ কবরে উৎপন্ন উদ্ভিজ্জরূপে পরিণত হইলে অপ্রত্যক্ষরূপে ভস্ম করিয়া নিরাকার করিতেছেন। ইহাতে কৃপণতা বা স্বার্থপরতার স্থল কোথায়? স্বরূপতঃ ভক্ষ্য ভক্ষক নাই। সত্য বা বস্তু সাকার নিরাকার চরাচর স্ত্রী পুরুষ নামরূপ লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে এক. অদ্বিতীয়। ইহাতে ভক্ষ্য ভক্ষক নামে দুই ভিন্ন বস্তু থাকিতেই পারে না। ইনি অনন্তরূপে প্রকাশমান। ইনিই ভক্ষ্য ভক্ষকরূপে ভাসমান অথবা ভক্ষ্য ভক্ষক ইনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। মিথ্যা অর্থাৎ অবস্তু কেবল নিষেধ মাত্র। মিথ্যা ভক্ষ্য ভক্ষকরূপে প্রকাশমান হইতে পারে না বা ভক্ষ্য ভক্ষক উৎপন্ন করিতে পারে না। এবং সত্য মিথ্যা পরস্পর পরস্পরের ভক্ষ্য ভক্ষক হইতেই পারে না। যেমন, স্বপ্নে ভক্ষিত পদার্থ জাগরণে শূন্য মাত্র। সেইরূপ জাগরণের ভক্ষ্য ভক্ষক স্বরূপ অবস্থায় শূন্য মাত্র দেখায়। অতএব মৌলভী পাদ্রী পণ্ডিত প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ আপন আপন মান অপমান,জয় পরাজয় ও কল্পিত সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্তিস্বরূপে সারভাব গ্রহণ করিবে, যাহাতে জগতের মঙ্গল হয়। সকলে মিলিয়া প্রীতিপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দাও এবং জীবমাত্রের অভাব মোচন কর। অগ্নি ব্রহ্ম কোন সম্প্রদায় বা সমাজের পক্ষপাতী নহেন। তিনি খৃষ্টীয়ানের চক্ষুকে দৃষ্টিবান ও হিন্দুর চক্ষুকে অন্ধ করেন না; তিনি মুসলমানের শরীরে অন্ন পরিপাক করেন, বৌদ্ধের শরীরে করেন না—এমন নহে। তিনি জীবমাত্রেরই অন্তরে বাহিরে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন।

প্রাচীন আর্য্য আদিপুরুষেরা পরমাত্মার নামে অগ্নিতে আহুতি দিয়া তাঁহার কৃপায় জ্ঞান বীর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশীয়েরা সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞান, অশক্তি ও অবনতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, অগ্নিতে আহুতি দিলে যদি হিত হইত তাহা হইলে আর্য্যবংশের এরূপ দুর্দ্দশা হইত না এবং যজ্ঞাহুতির ধারা অবিচ্ছিন্ন থাকিত। কিন্তু বিচার করিলে বুঝিবে যে এ আপত্তি বৃথা। যদি কোন কারণে চাষ করিলে দুইচারি বৎসর শস্য না জন্মে তাহা হইলে কি

চাষ করা নিষ্ফল বলিবে, না, কি কারণে এরূপ হইতেছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া পরিহার করিবে? চাষীর দোষে বা বীজের দোষে বা মাটীর দোষে বা জলাভাবে অজন্মা হইতেছে তাহা স্থির করিয়া দোষ পরিত্যাগ করা জ্ঞানীর কার্য্য। অপরন্তু অন্য কি করিতেছ বা করিতেছ না তাহার উপরও ফল নির্ভর করে। যদি অগ্নিতে আহুতি দাও এবং পরমাত্মাতে ভক্তি ও জগতের হিত কামনা না কর তাহা হইলে কিরূপে জগতের হিত হইতে পারে? পরমাত্মার আজ্ঞা এক বিষয়ে পালন ও অপর বিষয়ে অবহেলা করিলে কখনই তাঁহার সমগ্র আজ্ঞা প্রতিপালনের ফল পাইবে না। পরমাত্মার যাহা আজ্ঞা তাহার বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহার উদ্দেশ্য একই। সে উদ্দেশ্য জগতের ব্যবহারিক পারমার্থিক—সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল। তাহার কোন অংশ লঙ্ঘন করিলে কখনই কল্যাণ হয় না। পরমাত্মার আজ্ঞা অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, সর্ব্বত্র পরিষ্কার রাখা ও জীব মাত্রের অভাব মোচন করা। ইহার কোন অংশে বিপরীত আচরণ করিলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। রোগ নিবারণের জন্য যদি তুমি চিকিৎসকের উপদেশ মত ঔষধ সেবন কর কিন্তু পথ্য বিষয়ে যথেচ্ছাচার কর তাহা হইলে আরোগ্য ফল কিরূপে পাইবে?

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, মনুষ্যের শক্তি যেরূপ অকিঞ্চিৎকর তাহাতে মনুষ্যকৃত যজ্ঞাহুতির ফলে জগতের যে পরিমাণে হিত হইতে পারে তাহা নগণ্য। অতএব যজ্ঞাহুতি করা না করা উভয়ই সমান। করায় বৃথা শ্রম ও ভোগ্য সামগ্রীর অপব্যয় মাত্র। এখানে বুঝিয়া দেখ যে, এক ব্যক্তির চেষ্টায় জগতের দুঃখ মোচন হয় না বলিয়া কি কেহ কাহারও দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিবে না? যাহা জগৎময় সকলে করিলে সমগ্র জগতের উপকার তাহা প্রত্যেকেরই যথাশক্তি করা উচিত। নতুবা বিশেষ অমঙ্গল হয়। আরও দেখ, পৃথিবীতে যে বীজ বপন করা হয় তাহার শতাধিক গুণ ফল জন্মে ইহা তোমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ অথচ তোমরা জান না যে কি করিয়া বীজের এতাধিক গুণ ফল জন্মে। তখন কিরূপে বুঝিবে যে, পৃথিবী অপেক্ষা তিন গুণ সূক্ষ্ম অর্থাৎ ঘ্রাণ ও রসনা ইন্দ্রিয়ের অতীত যে অগ্নি তাহাতে সুগন্ধ ও সুস্বাদু বীজ বপণ করিলে কি বা কত গুণ ফল উৎপন্ন হয়? সে ফল যে স্থূল দৃষ্টির গোচর নহে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পানাহারাদির ফল স্থূল,

তোমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ। এজন্য তোমাদের সে বিষয়ে প্রবৃত্তি রহিয়াছে। কিন্তু যজ্ঞাহুতির ফল সূক্ষ্ম বলিয়া দেখিতে পাও না। সে জন্য তাহাতে তোমাদের অপ্রবৃত্তি। সূক্ষ্ম ফল সূক্ষ্মদৃষ্টি বা জ্ঞানে দেখা যায়। কাহারও অন্তরে সুখ দুঃখ আদি সূক্ষ্ম ভাব থাকিলে সে তাহা প্রকাশ করিলেও অপরে তাহা অনুভব করিতে পারে না। সেই সুখ দুঃখ জীব মাত্রে ব্যাপ্ত হইলে তখন সকলে তাহা অনুভব করে। সেইরূপ যতদিন যজ্ঞাহুতির কার্য্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত না হইতেছে ততদিন তাহা সূক্ষ্ম জ্ঞান বিনা প্রত্যক্ষ হইবে না। অন্নাদি প্রয়োজন মত উৎপন্ন না হইলে জীবের যে কত কষ্ট তাহার সীমা নাই। সময় মত একমুষ্টি অন্ন না পাইলে যে কষ্ট তাহা নিবারণ করিতে ব্রহ্মজ্ঞান ও সায়েন্স (বিজ্ঞান) অক্ষম। জ্ঞানী সে কষ্ট সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক সহ্য করিতে পারেন এই পর্য্যন্ত। কিন্তু সে কষ্ট সকলেরই অনুভব হয় এবং অন্ন বিনা তাহার নিবারণ হয় না। যজ্ঞাহুতি করিলে পরমাত্মা বা দেব প্রসন্ন হইয়া যথাসময়ে সুবৃষ্টির দ্বারা প্রচুর অন্ন উৎপন্ন করেন ও জীবের শরীর সুস্থ বলিষ্ঠ করেন, তাহাতে জীব সুখ স্বচ্ছন্দে থাকে।

জগতে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ও স্থূল হইতে সূক্ষ্ম অথবা উর্দ্ধ ও অধোমুখী দুইটী গতি আছে। তোমরা প্রত্যহ যে আহার করিয়া দুর্গন্ধময় মল ত্যাগ করিতেছ ইহা অধোগতি। কিন্তু সেই অন্ন উৎপন্ন করা ও সেই দুর্গন্ধ হইতে বায়ুকে পরিষ্কার ও সুগন্ধ করার কি ব্যবস্থা করিতেছ? আহার করিতে তোমারত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে কিন্তু অন্নাদি উৎপাদনের ও বায়ু পরিষ্কারের কি উপায় করিতেছ? যদি বল এ বিষয়ে স্বভাবতঃ জগতে কার্য্য হইতেছে আমাদের বিশেষ কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ যে, কোন ব্যক্তির বিনা যত্নে স্বভাবতঃ যে অধোমুখী গতি রহিয়াছে তাহাতে বিশেষ কোন ব্যক্তির অভাব পূরণ হয় না। স্বাভাবিক কার্য্যের ফল সাধারণের হিতকর। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই কার্য্য চেষ্টা করিয়া নিজের হিতে আনিতে হয়। স্বভাবতঃ শস্য বা ফল উৎপন্ন হইতেছে কিন্তু তাহা মনুষ্যের যত্ন বিনা মনুষ্যের সম্যক হিতকর হয় না। সেইরূপ উর্দ্ধমুখী গতির যে কার্য্য তাহা বিনা চেষ্টায় কোন ব্যক্তির বিশেষরূপে হিতকর হয় না। আরও দেখ মনুষ্যগণ স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করে না। নিজের

চেষ্টায় নানা বিশেষ প্রণালীতে আপন আপন জীবন যাত্রার ব্যবস্থা করিতেছে। এরূপ স্থলে উর্দ্ধগতি অনুসারে বিশেষরূপে চেষ্টা না করিলে শুভ ফল অসম্ভব। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ স্বার্থ ও স্থূল প্রয়োজন বুঝিয়া কার্য্য করিতেছে। নিম্নের স্থূল প্রয়োজনের জন্য অধোগতিতে অর্থাৎ সূক্ষ্ম শক্তিকে স্থূল কার্য্যে প্রয়োগ করিতেছে কিন্তু স্থূলকে সূক্ষ্ম বা শক্তিভাবে পরিণত করিতে লোকের চেষ্টা নাই। সকলেই তৃষ্ণা বা আসক্তি বশতঃ সূক্ষ্ম হইতে শক্তি গ্রহণ করিতেছে কিন্তু যাহাতে স্থূল পদার্থ শক্তিতে পরিণত হইয়া সূক্ষ্ম বা শক্তির ভাণ্ডার অক্ষয় রাখে তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। যদি বল পরমাত্মার ভাণ্ডার অক্ষয়, ব্যয়ে হানি নাই। তাহা হইলে অর্থ ও অন্নাদি সঞ্চয় কর কেন? মূল কথা, পরমাত্মা অবশ্যই স্থূল ও সূক্ষ্মের সাম্য রক্ষা করেন। কিন্তু যে উপায়ে তাহা করেন তাহার প্রতিকূল আচরণ করিলে বা তাহার অনুকূল কার্য্য না করিলে পরমাত্মার সেই সাম্য রক্ষণ কার্য্যের দ্বারা তোমার যাহাকে অনিষ্ট বলিয়া বোধ হয় তাহাই ঘটিয়া থাকে। স্বরূপে ইষ্ট অনিষ্ট ত নাই।

মনুষ্যগণ বিচারাভাবে পরমাত্মার উদ্দেশ্য ও কার্য্য অর্থাৎ জাগতিক পদার্থের গুণ ও বল বুঝিতে অক্ষম। তিনি কৃপা করিলে বিচারে প্রবৃত্তি হয় ও বুঝিতে পারে। প্রত্যক্ষ দেখ, রোগী যে রোগে কষ্ট পাইতেছে তাহারই মহৌষধি অজ্ঞান বশতঃ পদে দলিত করিতেছে। আর বিলম্ব করিও না। পরমাত্মারূপী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হও। তিনি তোমার অশান্তি ও দুঃখ রোগ মোচন করিবেন। শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা পালন কর। তিনি দয়া করিয়া সকলকে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ রোগ হইতে মুক্ত করিবেন। অভিমান পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিও না যে, তোমার কি কি ঔষধ আছে তাহা বল, আমি বুঝিয়া সেবন করিব। তাঁহাতে নিঃসঙ্কোচে আত্মসমর্পণ কর। পূর্ণ ভাবে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহাতে নির্ভর কর। তিনি দয়াময় অন্তর্যামী। অন্তরে প্রেরণা করিয়া সকল ভাব বুঝাইয়া দিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য। অগ্নি ব্রহ্মের বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি নাম কল্পিত আছে। মুসলমানেরা ইহাঁকে খোদার নূর ও খৃষ্টীয়ানেরা সকলের অন্তরের প্রকাশক আলোক বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি যে উদ্দেশে যে পদার্থ রাখিয়াছেন তাহাকে অপর উদ্দেশে ব্যবহার

করিতে যতদিন তোমাদের প্রয়াস ততদিন তোমরা তাঁহাকে রুদ্র, উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক দেখিবে—ততদিন দুঃখ রোগ অশান্তি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে না। যতদিন তোমরা তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা না কর, যতদিন জগৎ পরিষ্কার রাখ, যতদিন অগ্নিতে আহুতি না দাও, যতদিন জীবমাত্রের অভাব মোচনের চেষ্টা না কর, যতদিন ধর্ম্মের নামে সর্ব্ব প্রকার প্রপঞ্চ হইতে বিরত না হও, ততদিন সুখ শান্তির ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে না। অহঙ্কার প্রযুক্ত ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া যদি বিশ্বপতি পরমাত্মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর তবে তাঁহার আশ্রয় কি প্রকারে লাভ করিবে? পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার, নির্গুণ, গুণাতীত ও সাকার চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ণ, বিদ্যুৎ তারকা ও জীবরূপে প্রকাশমান হইয়া জগতে আধিপত্য করিতেছেন। তাঁহার প্রতি বিদ্রোহ করিলে দুর্গতির সীমা থাকে না। শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলে জীব পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। ইহা সত্য সত্য সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

রাজার প্রধান কর্ত্তব্য।

নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে প্রজাদিগের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া যাহার যে অভাব রাজা বিচার পূর্ব্বক তাহা তৎক্ষণাৎ মোচন করিবেন। যাহার জমীর অভাব তাহাকে জমী, যাহার ঘরের অভাব তাহাকে ঘর, যাহার অন্নের অভাব তাহাকে অন্ন, যাহার বীজের অভাব তাহাকে বীজ, যাহার পশুর অভাব তাহাকে পশু, বিচার পূর্ব্বক প্রয়োজন মত দেওয়া কর্ত্তব্য। ব্যবসায়ক্ষম ব্যক্তির মূল ধনের অভাব হইলে বিচার পূর্ব্বক তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এই সমস্ত কার্য্য করিবার জন্য রাজার ধনাভাব হইলে রাজ্যস্থ ধনী মহাজনের নিকট তাহা লইয়া প্রজার অভাব মোচন করিবেন এবং তাহার পরিশোধের

জন্য নিয়ম করিয়া দিবেন যে, অভাবমুক্ত প্রজাগণ নিজ নিজ কৃষি বাণিজ্যাদির লাভ হইতে সম্বৎসরের প্রয়োজন মত অর্থ রাখিয়া অতিরিক্ত অংশ ঋণ পরিশোধের জন্য দিবেন। কোন কারণে শস্যাদির উৎপত্তি না হইলে ও অন্য প্রকার দুর্ঘটনার সময়ও ঐ ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। কোন রাজ্য দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইলে স্ব স্ব অধিকার হইতে অন্য রাজাগণ তাহার সাহায্য করিবেন। এই রূপ করিলেই পরমাত্মার আজ্ঞা পালন ও উদ্দেশ্য সফল হয়।

রাজা যাহাতে কথিতরূপে নিজের কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হন প্রজাগণ সর্ব্বদা তাহার অনুকূল কার্য্য করিবে। জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাই একমাত্র জগতের রাজা। তিনি পুরুষ বিশেষে শক্তি প্রেরণার দ্বারা রাজ্য করিতেছেন। রাজা প্রজা প্রীতি ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা ও পরোপকারে রত থাকিলে জগতের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল। ইহা ধ্রুব সত্য।

রাজার সনাতন ধর্ম্ম কথিত হইল। দেশ কাল পাত্র ভেদে আরও কতক গুলি রাজধর্ম্ম আছে। সাধারণ কর্ত্তব্যোপদেশ তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা সাধারণের কর্ত্তব্য ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যবশতঃ, রাজা, ধনী, জ্ঞানীর পক্ষে তাহা বিশেষরূপে অনুষ্ঠেয়। অধিকন্তু কয়েকটী কথা বলিবার আছে। জগতে শান্তি স্থাপনই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। উপাসনা শাস্ত্র, উপাসনার স্থান, তীর্থাদির ভেদ থাকিতে জগতে কোন মতেই শান্তি আসিবে না। এইজন্য এই সকল বিষয়েই ঐশ্বর্য্যশালী দিগের প্রধান কর্ত্তব্য নিহিত।

ওঁ শান্তি শান্তিঃ শান্তিঃ।

আহুতির ব্যয়।

দেবত্তর ও স্বামীহীন সম্পত্তি, লোকে যাহা প্রীতি পূর্ব্বক ঈশ্বরের উদ্দেশে দেয় এবং প্রত্যেকের উপার্জ্জনের টাকায় এক পয়সা লইয়া আহুতির ব্যয় নির্ব্বাহ ও অসহায় অসমর্থকে রাজা প্রতিপালন করিবেন।

অগ্নিতে আহুতি প্রদান ও জীব পালনই ঈশ্বরের পূজা। অন্য কোন উপায়ে ঈশ্বরের পূজা হয় না। প্রত্যক্ষ দেখ অসংখ্য শ্লোক ও মন্ত্র পাঠ করিয়া

কল্পিত প্রতিমার সম্মুখে যত পরিমাণে ইচ্ছা আহারীয় রাখিলেও তাহা যেমন তেমনই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু অগ্নি ব্রহ্ম বা কোন জীবকে বিচার পূর্ব্বক আহার করিতে দাও, তত্‌ক্ষণাৎ পরমাত্মা আত্মসাৎ করিবেন। আত্মসাৎ করিবার শক্তি ঈশ্বরের বলিয়া ঈশ্বরের গ্রহণ করা হয় এবং যে উদ্দেশে অন্নাদি উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সফল হয়। ইহা না বুঝিয়া তোমরা আত্মসাৎশক্তি-শূন্য প্রতিমার সম্মুখে আহারীয় দিতেছ, এদিকে জীব ও অগ্নি ব্রহ্ম উপবাসী রহিয়াছেন। ইহাই জগতের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলকর। এইরূপ বুঝিয়া পরমাত্মার নিয়ম পালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

মনুষ্যগণ বুঝিয়া পূর্ব্বোক্ত মত আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিলে পরমাত্মা ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিবেন, সুবৃষ্টি হইয়া পৃথিবী ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইবে, হিংসা দ্বেষ শূন্য জীবগণ পরমসুখে বিচরণ করিবে, কষ্টের নাম মাত্র থাকিবে না।

অতএব হে মনুষ্যগণ! অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগরিত হও। জ্ঞানালোকে মস্তক উত্তোলন করিয়া আপন মঙ্গলকারী জগতের সৃষ্টি-লয়-পালন কর্ত্তার শরণাপন্ন হও। এই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ব্যতীত কেহই নাই। তবে আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? তোমরা নিশ্চয় জানিও ইনি মহাবীর, সিংহ-পুরুষ, ইঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাবধানে ইহার নিয়ম পালন কর। ইহাতেই তোমাদিগের মঙ্গল, মঙ্গলের অন্য উপায় নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——(০)——

উপাসনা।

একমাত্র পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা কর এবং জয়ধ্বনি ও দোহাই দাও। যথা—জয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের জয়, জয় চরাচর ব্রহ্মের জয়।

নিরাকার, সাকার, চরাচর তোমাদিগকে লইয়া অনাদিকাল হইতে জগতের গুরু মাতা পিতা পূর্ণপরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মঙ্গলময়

স্বতঃপ্রকাশ রহিয়াছেন। ইনি সমস্ত বেদ, বাইবেল, কোরাণাদি ও ধর্ম্মের সার এবং প্রতিপাদ্য। এই একমাত্র অবিরোধী নাম ভিন্ন কোন বিরোধী নামের জপ, উপাসনা বা জয়ধ্বনি করিবে না ও করাইবে না।

অজ্ঞানবশতঃ লোকের সন্দেহ জন্মে যে ব্রহ্ম যখন নিরাকার সাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, নাম রূপ, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, সমস্তকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার, সর্ব্বব্যাপক, নির্ব্বিশেষ, পূর্ণরূপে বিরাজমান তখন কেবল চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার উপাসনা করিবার অভিপ্রায় কি? পৃথিবী জল প্রভৃতি তাঁহার যে অংশ বা রূপ আছে তাহাকে নমস্কার বা উপাসনা করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না কেন? এস্থলে মনুষ্যমাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, বৃথা সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্ব্বক সারভাব গ্রহণ কর। তাহাতে জগতের অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল সাধিত হইবে। পূর্ণরূপে স্বরূপ অবস্থা অবগত বা প্রাপ্ত হইলে উপাস্য উপাসক, পূজ্য পূজক প্রভৃতি কোন ভাব থাকে না। কেবল রূপান্তর উপাধি ভেদে সমস্তই আছে ও মানিতে হয়।

যতক্ষণ মাতা পিতা হইতে পুত্র কন্যার জন্ম হয় নাই ততক্ষণ পর্য্যন্ত মাতা পিতা পূজ্য বা উপাস্য ও পুত্র কন্যা পূজক বা উপাসক এরূপ ভাব থাকে না। যখন তোমরা মাতা পিতা হইতে জন্মগ্রহণ কর তখন পূজ্য পূজক, উপাস্য উপাসক ভাব জন্মে অর্থাৎ উপাস্য উপাসক, পূজ্য পূজক ভাব স্বরূপ পক্ষে নাই। কিন্তু রূপান্তর উপাধি ভেদে মাতা পিতা উপাস্য বা পূজ্য, পুত্র কন্যা উপাসক বা পূজক। সেইরূপ মাতা পিতারূপী নিরাকার সাকার বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পূজ্য বা উপাস্য। পুত্র কন্যারূপী জীবসমূহ পূজক বা উপাসক। যেমন মাতাপিতা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থূল সূক্ষ্ম শরীর লইয়া পূর্ণ মাতাপিতা সেইরূপ তোমার সহিত পঞ্চতত্ত্ব ও জ্যোতিরূপ সাকার ও নিরাকারকে লইয়া সূর্য্যনারায়ণ বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা পূর্ণ। তোমার মাতা পিতাকে নমস্কার বা তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিতে হইলে কোন অঙ্গ বা কোন রূপকে লক্ষ্য করিয়া তাহা করিবে? যদি বল সূক্ষ্ম শরীর মাতা পিতাকে মান্য করিব, স্থূল শরীরকে করিব না তাহা হইলে মাতা পিতার স্থূল শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কাটিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দাও পরে তোমার সূক্ষ্ম মাতা পিতা

কল্পিত প্রতিমার সম্মুখে যত পরিমাণে ইচ্ছা আহারীয় রাখিলেও তাহা যেমন তেমনই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু অগ্নি ব্রহ্ম বা কোন জীবকে বিচার পূর্ব্বক আহার করিতে দাও, ততক্ষণাৎ পরমাত্মা আত্মসাৎ করিবেন। আত্মসাৎ করিবার শক্তি ঈশ্বরের বলিয়া ঈশ্বরের গ্রহণ করা হয় এবং যে উদ্দেশে অন্নাদি উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সফল হয়। ইহা না বুঝিয়া তোমরা আত্মসাৎশক্তি-শূন্য প্রতিমার সম্মুখে আহারীয় দিতেছ, এদিকে জীব ও অগ্নি ব্রহ্ম উপবাসী রহিয়াছেন। ইহাই জগতের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলকর। এইরূপ বুঝিয়া পরমাত্মার নিয়ম পালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

মনুষ্যগণ বুঝিয়া পূর্ব্বোক্ত মত আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিলে পরমাত্মা ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিবেন, সুবৃষ্টি হইয়া পৃথিবী ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইবে, হিংসা দ্বেষ শূন্য জীবগণ পরমসুখে বিচরণ করিবে, কষ্টের নাম মাত্র থাকিবে না।

অতএব হে মনুষ্যগণ! অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগরিত হও। জ্ঞানালোকে মস্তক উত্তোলন করিয়া আপন মঙ্গলকারী জগতের সৃষ্টি-লয়-পালন কর্ত্তার শরণাপন্ন হও। এই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ব্যতীত কেহই নাই। তবে আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? তোমরা নিশ্চয় জানিও ইনি মহাবীর, সিংহ-পুরুষ, ইহাঁর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাবধানে ইহার নিয়ম পালন কর। ইহাতেই তোমাদিগের মঙ্গল, মঙ্গলের অন্য উপায় নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——(০)——

উপাসনা।

একমাত্র পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা কর এবং জয়ধ্বনি ও দোহাই দাও। যথা—জয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের জয়, জয় চরাচর ব্রহ্মের জয়।

নিরাকার, সাকার, চরাচর তোমাদিগকে লইয়া অনাদিকাল হইতে জগতের গুরু মাতা পিতা পূর্ণপরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মঙ্গলময়

স্বতঃপ্রকাশ রহিয়াছেন। ইনি সমস্ত বেদ, বাইবেল, কোরাণাদি ও ধর্ম্মের সার এবং প্রতিপাদ্য। এই একমাত্র অবিরোধী নাম ভিন্ন কোন বিরোধী নামের জপ, উপাসনা বা জয়ধ্বনি করিবে না ও করাইবে না।

অজ্ঞানবশতঃ লোকের সন্দেহ জন্মে যে ব্রহ্ম যখন নিরাকার সাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, নাম রূপ, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, সমস্তকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার, সর্ব্বব্যাপক, নির্ব্বিশেষ, পূর্ণরূপে বিরাজমান তখন কেবল চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার উপাসনা করিবার অভিপ্রায় কি? পৃথিবী জল প্রভৃতি তাঁহার যে অংশ বা রূপ আছে তাহাকে নমস্কার বা উপাসনা করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না কেন? এস্থলে মনুষ্যমাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, বৃথা সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্ব্বক সারভাব গ্রহণ কর। তাহাতে জগতের অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল সাধিত হইবে। পূর্ণরূপে স্বরূপ অবস্থা অবগত বা প্রাপ্ত হইলে উপাস্য উপাসক, পূজ্য পূজক প্রভৃতি কোন ভাব থাকে না। কেবল রূপান্তর উপাধি ভেদে সমস্তই আছে ও মানিতে হয়।

যতক্ষণ মাতা পিতা হইতে পুত্র কন্যার জন্ম হয় নাই ততক্ষণ পর্য্যন্ত মাতা পিতা পূজ্য বা উপাস্য ও পুত্র কন্যা পূজক বা উপাসক এরূপ ভাব থাকে না। যখন তোমরা মাতা পিতা হইতে জন্মগ্রহণ কর তখন পূজ্য পূজক, উপাস্য উপাসক ভাব জন্মে অর্থাৎ উপাস্য উপাসক, পূজ্য পূজক ভাব স্বরূপ পক্ষে নাই। কিন্তু রূপান্তর উপাধি ভেদে মাতা পিতা উপাস্য বা পূজ্য, পুত্র কন্যা উপাসক বা পূজক। সেইরূপ মাতা পিতারূপী নিরাকার সাকার বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পূজ্য বা উপাস্য। পুত্র কন্যারূপী জীবসমূহ পূজক বা উপাসক। যেমন মাতাপিতা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থূল সূক্ষ্ম শরীর লইয়া পূর্ণ মাতাপিতা সেইরূপ তোমার সহিত পঞ্চতত্ব ও জ্যোতিরূপ সাকার ও নিরাকারকে লইয়া সূর্য্যনারায়ণ বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা পূর্ণ। তোমার মাতা পিতাকে নমস্কার বা তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিতে হইলে কোন অঙ্গ বা কোন রূপকে লক্ষ্য করিয়া তাহা করিবে? যদি বল সূক্ষ্ম শরীর মাতা পিতাকে মান্য করিব, স্থূল শরীরকে করিব না তাহা হইলে মাতা পিতার স্থূল শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কাটিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দাও পরে তোমার সূক্ষ্ম মাতা পিতা

কি থাকেন চিনিয়া নমস্কার করিও। যদি মাতা পিতার স্থূল শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে মান্য কর ও সূক্ষ্ম শরীরকে না কর তাহা হইলে মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীরের অভাবে মাতা পিতার স্থূল শরীর শবকে পরিত্যাগ কর কেন? তবে কোন শরীরকে মাতা পিতা নহে বলিয়া ত্যাগ ও কোন শরীরকে মাতা পিতা হয় বলিয়া গ্রহণ করিবে? স্থূল সূক্ষ্ম উভয় শরীরকে লইয়াই এক পূর্ণ মাতা বা পিতা। জীবিত মাতা পিতার স্থূল শরীরে কোন এক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যদি আঘাত কর তাহাতে কি সেই এক অঙ্গই যন্ত্রণা অনুভব করে, না, সূক্ষ্ম স্থূল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে লইয়া পূর্ণমাতা পিতাই যন্ত্রণা ভোগ করেন? আর যদি সদ্ব্যবহারের দ্বারা মাতাপিতার সূক্ষ্ম শরীর বা অন্তঃকরণে প্রসন্নতা জন্মাও তাহা হইলে কেবল সূক্ষ্ম শরীর মাত্র প্রসন্ন হয়, না, স্থূল সূক্ষ্ম সমষ্টিকে লইয়া পূর্ণ মাতাপিতা প্রসন্ন হন? মাতা পিতা চেতন, এক, পূর্ণ। যে অঙ্গ বা শক্তি দ্বারা যাহা করেন বা বুঝেন তাহা পূর্ণভাবেই করেন ও বুঝেন। মাতা পিতার যে অঙ্গ বা যে চেতন বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া অনুকূল বা প্রতিকূল ব্যবহার কর না কেন তাহাতে অখণ্ড পূর্ণ মাতা পিতাই প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হইয়া পুত্র কন্যার ইষ্ট বা অনিষ্ট করেন। মাতা পিতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে একটী বিশেষত্ব আছে। জ্যোতীরূপ দৃষ্টি শক্তির অপেক্ষাকৃত অধিক সূক্ষ্মতা-বশতঃ যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তদ্দ্বারা অতি সহজে ও শীঘ্র পূর্ণ অর্থাৎ চেতনের কার্য্য সম্পন্ন হয়। এবং দৃষ্টিশক্তির দ্বারা যত প্রকারের কার্য্যের উন্মেষ হয় তত অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না। মাতাপিতার চক্ষের সম্মুখে নমস্কার কর বা কীল দেখাও তৎক্ষণাৎ মাতা পিতা প্রসন্ন বা ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্র কন্যার মঙ্গল বা অমঙ্গল করিবেন। সেইরূপ উপাস্য বা পূজ্য মাতা পিতারূপী মঙ্গলকারী পূর্ণপরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার সাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর নামরূপ স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম, অখণ্ডাকার, সর্ব্বব্যাপী, নির্ব্বিশেষ, পূর্ণরূপে স্বতঃপ্রকাশ। ইনি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ ব্রহ্ম ঈশ্বর গড আল্লা খোদা পরমেশ্বর প্রভৃতি মাতাপিতা গুরু আত্মা হন নাই, হইবেন না, হইবারও সম্ভাবনাও নাই। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ইহাঁরই ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পিত হইয়াছে। মনুষ্য মাত্রেই জানিবে ইহা ধ্রুব সত্য। ইনি নিরাকার, জ্ঞানাতীত অদৃশ্য এবং সাকার জ্ঞানময় দৃশ্যমান জ্যোতীরূপ সূক্ষ্ম শরীরে

প্রকাশমান। ইহাঁর স্থূল শরীর জল। জল জমিয়া মৃত্তিকা পর্ব্বত, বৃক্ষ লতা ও জীবমাত্রেরই স্থূল শরীর হাড় মাংস হইয়াছে।

জীবের সূক্ষ্ম বা স্থূল শরীরে সুখ দুঃখ দিলে বা মান অপমান করিলে স্থূল সূক্ষ্ম শরীর লইয়া পূর্ণ জীবেরই প্রসন্নতা বা অপ্রসন্নতা হয়। কিন্তু সুষুপ্তিতে বা মৃত্যুতে সূক্ষ্ম শরীরের কারণে লয় হইলে স্থূল শরীর থাকা সত্বেও সুখ দুঃখ, মান অপমান বোধ থাকে না। জ্ঞান বা চেতন শক্তি যাহার দ্বারা বোধ হইবে তাহার তৎকালে লয় থাকে।

জ্যোতীরূপ সূক্ষ্ম শরীর বা জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিলে বিরাট পরব্রহ্মের স্থূল শরীর জড় বা মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। জ্যোতিঃকে ত্যাগ করিয়া সেই মৃতবৎ জড় শরীর বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূজা বা উপাসনা নিষ্ফল। পৃথিবী, জল ইত্যাদি স্থূল তত্ত্ব জ্যোতিঃ বিনা কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। পৃথিবীর অন্নাদি উৎপত্তি করিবার যে শক্তি তাহা জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতিকে ত্যাগ করিলে পৃথিবী চেতনের অব্যবহার্য্য। প্রত্যক্ষ দেখ, পৃথিবীর যে স্থান সর্ব্বদা নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন তাহাতে কোনরূপ উদ্ভিজ্জ জন্মায় না। যে যে গুণ বা শক্তি থাকায় জল চেতনের ব্যবহারোপযোগী তাহাও জ্যোতিঃ। জল হইতে জ্যোতির উত্তাপ অংশ অপসৃত হইলে তাহা জমিয়া বরফ হয়। তাহার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীতে উৎপাদিকা শক্তির সঞ্চার হয় না। জ্যোতির অভাবে জলের গতি থাকে না। বদ্ধ জল অচিরে পচিয়া জীবের অনিষ্টকর হয়। মূল কথা, স্থূলে যে কোন কার্য্য হয় জ্যোতিই তাহার প্রবর্ত্তক। জ্যোতির অভাব হইলে একেবারে সমস্ত কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। সেই জ্যোতির উৎকৃষ্ট বিকাশের নামই চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ। চন্দ্রমারূপে জ্যোতিঃ বা ব্রহ্ম এক শ্রেণীর কার্য্য করেন ও সূর্য্যনারায়ণ রূপে অন্য প্রকারের কার্য্য করেন এবং জীবরূপে অপরবিধ কার্য্য করেন। কিন্তু তিনই জ্যোতিঃ। জ্যোতিঃ ধারণ করিয়া উপাসনা করিলে সহজে ব্যবহার ও পরমার্থ সিদ্ধি হয়। অন্য বহু রূপের ধারণার প্রয়োজন থাকে না। আরও বুঝিয়া দেখ, পৃথিবী জল প্রভৃতি তত্ত্ব আকাশময় ব্যাপিয়া অবস্থিত নহে। পৃথিবীকে ধারণ করিলে জলের ধারণা হয় না। এইরূপ জ্যোতিঃ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই সর্ব্বব্যাপক নহে। কিন্তু বিরাট পরমাত্মার চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ সূক্ষ্ম শরীর সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন।

যেমন তুমি চেতনা তোমার স্থূল শরীরকে আনখাগ্র কেশ পর্য্যন্ত ব্যাপন করিয়া রহিয়াছ। জ্যোতিঃ বা ব্রহ্ম চন্দ্রমারূপে, বিদ্যুৎরূপে, তারাগণরূপে, অগ্নিরূপে জলে স্থলে, কাষ্ঠ পাথরে সর্ব্বত্র বিরাজমান। তিনি চেতনারূপে সর্ব্বত্র জীব দেহে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছেন। জীবের দক্ষিণ নাসিকায় প্রাণবায়ু সূর্য্যনারায়ণরূপ, বাম ভাগের প্রাণবায়ু চন্দ্রমারূপ। জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা হইলে সমস্ত ভাব বিদিত হয়, নতুবা হয় না।

সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও ইহাঁর কৃপা ব্যতিরেকে কেহই সত্য লাভ করিতে পারে না। এই মঙ্গলকারী বিরাটব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ-স্বরূপ জগতের মাতা পিতার শরণাগত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা, উপাসনা ও ইহাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন কর। জীবমাত্রকে পালন করা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ও সর্ব্বপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ড পরিষ্কার রাখা ইহাঁর প্রিয় কার্য্য। এই মঙ্গলকারী নিরাকার সাকার চরাচরকে লইয়া প্রসন্ন ভাবে জগতের অমঙ্গল দূর ও মঙ্গল সাধন করিবে। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

এই এক মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ-স্বরূপ মাতাপিতা হইতে জীব সমূহের সূক্ষ্ম স্থূল অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির উৎপত্তি স্থিতি লয়। জীবমাত্র তাঁহার রূপ। জীব মাত্রেরই গুরু মাতা পিতা আত্মা মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ। ইহাঁ হইতে বিমুখ হইলে জীবের অশেষ দুর্গতি। শরণাগত হইয়া ইহাঁর উপাসনা ও প্রিয় কার্য্য সাধন করিলে জীবের সুখের সীমা থাকে না। ইহাঁর প্রসাদে জীব নিত্য নির্ভয় মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

অতএব মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক কল্পিত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলকারী জগতের মাতা পিতা গুরু বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাগত হও এবং সকলে এক হৃদয় হইয়া জগতের মঙ্গল সাধনে যত্ন কর। তাহাতে জীব মাত্রেই পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে সক্ষম হইবে। নিরাকার সাকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রের একমাত্র ধর্ম্ম—তিনিই সমগ্র জগতকে ধারণ করিয়া আছেন। ইনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ ধর্ম্ম বা মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা আকাশের মধ্যে নাই।

ইনি তোমাদের প্রত্যেককে আপনার সহিত অভিন্ন ভাবে আত্মসাৎ করিয়া এক অদ্বিতীয় নিত্য বিরাজমান। যেমন, মাতা পিতা ও পুত্র কন্যা স্বরূপে এক হওয়া সত্বেও মাতা পিতার সম্মান রক্ষা ও আজ্ঞা পালন করিয়া সুপাত্র পুত্রকন্যা কৃতার্থ হন এবং মাতা পিতাও প্রসন্নচিত্তে সুপাত্র পুত্র কন্যার মঙ্গল সাধন করেন—যেমন, রাজা প্রজা স্বরূপে এক হওয়া সত্বেও রাজা প্রজাকে সুশিক্ষা দেন ও সর্ব্বপ্রকারে সুখে পালন করেন, সেইরূপ জীব আপন মাতা পিতা গুরু আত্মা পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা ও আজ্ঞা পালনের দ্বারা কৃতার্থতা লাভ করে। অকৃতজ্ঞ, মূঢ় জীব অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বলে, "রাজাও জীব, আমিও জীব; রাজাকে মানিব কেন?" কিন্তু এ জ্ঞান নাই যে, রাজার মত ক্ষমতা কোথায়? রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া যদি বিদ্রোহী প্রজাকে বিনষ্ট করেন তখন সেই দুর্বুদ্ধি প্রজার এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত যে জীবন ও মৃত্যু স্বরূপে একই বস্তু। কিন্তু এরূপ সান্ত্বনায় কয়জনের শান্তি হয়?

অতএব বৃথা ভ্রমে পড়িয়া কষ্ট ভোগ করিও না। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা সম্রাটের সুপাত্র পুত্র কন্যা ও ভক্ত প্রজা হইয়া সুখে কালযাপন কর। তিনি মঙ্গলময় সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বদা মঙ্গল করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—(০)—

শাস্ত্র ও উপাসনা।

যাহাতে পূর্ব্বোক্তমত একমাত্র শাস্ত্র প্রচলিত হয় এবং একমাত্র সাকার নিরাকার জগতের মাতা পিতা পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা ও জয়-ধ্বনি করিয়া লোকে পরমানন্দে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারে সে বিষয়ে রাজা বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন এবং অন্য শাস্ত্র বা উপাসনার প্রচারককে দণ্ডার্হ করিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—০০—

উপাসনার স্থান।

রাজা সকলকে বুঝাইবেন যে, জীবগণ অবিরোধে কালযাপন করে, ইহাই পরমাত্মার প্রকৃত নিয়ম। অজ্ঞানবশতঃ মনুষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া এবং দেবালয়, গির্জ্জা, মসজিদ, প্রতিমাদি গড়িয়া জগতে বিরোধ, অশান্তির বীজ ছড়াইতেছে। জ্ঞানবান ব্যক্তি বিরোধ বা অশান্তিজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না। ইহাকে তাঁহারা অধর্ম্মই জানেন, ধর্ম্ম বলেন না। তাঁহারা দেখেন যে, মনুষ্য মাত্রেরই স্থূল, সূক্ষ্ম শরীর একই প্রকারে গঠিত। সকলের একই ধর্ম্ম। যে অঙ্গ যে কার্য্যের উপযোগী তাহার দ্বারা সেই কার্য্য করিলেই ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন হয়। ইহাতেই সাধারণের মঙ্গল। অতএব মনুষ্য কল্পিত নানা ধর্ম্ম, দেবালয়, গির্জ্জা, মস্‌জিদ, প্রতিমা প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পরমাত্মার শরণাগত হইয়া বিচার পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলে সকলেই পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারিবে।

যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ প্রপঞ্চ না হয়, তজ্জন্য রাজা দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিবেন। কিন্তু বর্ত্তমানে যাহাদের এ সকল প্রপঞ্চ হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় তাহারা কোন প্রকারে কষ্ট না পায় তাহার ও সুব্যবস্থা করিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শান্তি ও যুদ্ধ।

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান রাজা বাদসাহ প্রভৃতি ক্ষমতাশীল ব্যক্তিগণ মান অপমান, জয় পরাজয়, মিথ্যা সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ধীর ও গম্ভীর ভাবে সার ভাব গ্রহণ করুণ। বিচার পূর্ব্বক আপন মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতাকে চিনিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হউন। এবং কি কার্য্য যে তাঁহার প্রিয় ভালরূপে বুঝিয়া তৎসাধনে যত্নবান হউন, যাহাতে তাঁহার প্রসাদে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল দূর হইয়া জগতে মঙ্গল স্থাপনা হয় ও সর্ব্বপ্রকার অসভ্যতা ও বর্ব্বর ব্যবহার

অন্তর্হিত হইয়া প্রকৃত সভ্যতার উন্নতি হয় তাহাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। মনুষ্য আপন কৌতুকের জন্য খাদ্যের প্রলোভন দেখাইয়া ভেড়া, মোরগ প্রভৃতি পশু পক্ষীর মধ্যে যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়। জ্ঞানহীন লুব্ধ ইতর জীব প্রাণান্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করে, দেখিয়া মনুষ্যের আমোদ হয়। মনুষ্যগণ নিজে অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া মিথ্যা মান ও লাভের প্রলোভনে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া কষ্ট পায়, দেখিয়া পরমাত্মা বিমুখ অবোধ লোক সুখী হয়।

অতএব গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার করিয়া দেখ যে, জীবমাত্রই মঙ্গলকারী পূর্ণপরব্রহ্মবিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের সন্তান, আত্মা—পরমাত্মার স্বরূপ। তোমরা জীবমাত্রেই ইহাঁ হইতেই উৎপন্ন হইয়া ইহাঁতেই অবস্থিতি করিতেছ ও অন্তে ইহাঁতেই থাকিবে। তোমরা একা জন্মিয়াছ একাই মৃত হইবে। এত প্রিয় এই যে দেহ ইহাও সঙ্গে যাইবে না। যতদিন জীবিত রহিয়াছ, ততদিন প্রাণ ধারণের জন্য এক মুষ্টি অন্ন ও লজ্জা নিবারণের জন্য একখানি বস্ত্র—এইমাত্র তোমাদের প্রয়োজন। রাজা বাদসাহও সোণা রূপা ভক্ষণ করেন না এবং তাঁহাদের দেহ হইতে সোণা রূপা নির্গত হয় না। তবে কিসের জন্য, এত হিংসা দ্বেষ, বিবাদ কলহ, যুদ্ধ বিগ্রহ? পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ এক অখণ্ডাকার। তাঁহাতে দুইটী মাত্র শব্দ বা ভাব কল্পনা লোকে প্রচলিত আছে—সত্য ও মিথ্যা। যিনি যথার্থতঃ সত্য মিথ্যার অতীত তাঁহা-তেই সত্য মিথ্যা কল্পিত হইয়াছে। মিথ্যা সর্ব্বকালে সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা কখন সত্য হয় না—মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা সাকার নিরাকার, দৃশ্য অদৃশ্য কিছুই নহে। সত্য সর্ব্বকালে সকলের নিকট সত্য। সত্যই দৃশ্য অদৃশ্য, সাকার নিরাকার, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, নাম রূপকে লইয়া এক অদ্বিতীয়, অখণ্ডাকার স্বতঃপ্রকাশ। সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার অভিমান ত্যাগ করিয়া ইহাঁতে নিষ্ঠা রক্ষা কর। যাঁহাতে রাজা প্রজা সকলের মঙ্গল হয় গম্ভীর ও শান্তচিত্তে তাহার অনুষ্ঠানে যত্নশীল হও। সকল বিষয়ে পরমাত্মার আজ্ঞা পালন কর, কোন বিষয়ে জেদ করিও না—সাধারণতঃ ইহা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু সিংহ পুরুষ রাজার বিশেষরূপে এই নিয়ম পালন করা ও করান উচিত। এরূপ রাজা পরমাত্মার প্রিয় ও লোকের হিতকারী জ্ঞানী রাজর্ষি। তিনি মান্যকে পদে দলিত করিয়া ও অপমানকে মস্তকে লইয়া জগতের হিত সাধন

করেন। তিনি জানেন, যে উদ্দেশে পরমাত্মা রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সিদ্ধি না করাই যথার্থ অপমান ও মূঢ়তা। নতুবা শূকরও বিষ্ঠা ভক্ষণে শরীর পুষ্টি করে। যে মনুষ্য কেবল স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যত্নবান সে শূকরের অধম।

তবে কি কখন কোন কারণে যুদ্ধ করা পরমাত্মার অভিপ্রেত নহে? তাহা নহে। যদি কোন রাজা যে উদ্দেশে পরমত্মা রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা না বুঝিয়া যে পদার্থ যে কার্য্যের জন্য হইয়াছে তাহার সেই কার্য্যে নিয়োগ না করিয়া অন্যথাচারণ করেন, যদি প্রজাদিগকে সৎ হইতে বিমুখ করিয়া অসৎ পথে চালাইতে চাহেন, পৃথিবী, জল, অগ্নি বায়ুর বৈশুদ্ধি রক্ষা না করেন এবং যাহাতে সকলে স্বাধীন ভাবে পরমাত্মার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারে তাহাতে বিঘ্ন জন্মান—তাহা হইলে রাজা প্রজা প্রভৃতি সমদর্শী লোক মাত্রেই যুদ্ধের দ্বারা সেরূপ দুরাচার রাজাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া প্রজার মত রাখিবে। তাহাতে প্রজার দুঃখ বুঝিয়া সেই রাজা যদি সমদৃষ্টি লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে পুনরায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে। রাজা প্রজার এইরূপ ব্যবহারই পরমাত্মার অভিপ্রেত। এইরূপ বিচার পূর্ব্বক সর্ব্ব বিষয়ে পরমত্মার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া রাজা প্রজা সকলে পরমানন্দে কালযাপন কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——(০)——

সন্ন্যাসী বিষয়ক কর্ত্তব্য।

মনুষ্য মাত্রেই আপনার অযত্নলব্ধ অবস্থা অনুসারে নিজ কর্ত্তব্য অর্থাৎ তাহার প্রতি ঈশ্বরের যে আজ্ঞা তাহা পালন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে তাঁহার প্রসাদে কৃতার্থ হয়,ইহা না বুঝিয়া অনেকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভেখধারী সাধু সন্ন্যাসী হয়েন। ভেখধারণের কোন ফল নাই। শরীর রূপ ভেখ পরমাত্মা সকল জীবকেই দিয়াছেন। মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন ভেখ প্রত্যক্ষ দেখিতেছ। পরমাত্মা যে জীবের দ্বারা যে কার্য্য লইবেন, তাহাকে

তদুপযোগী ভেখ বা শরীর দেন। মনুষ্য মাত্রেরই ভেখ বা স্থূল সূক্ষ্ম শরীর একই প্রকারে গঠিত। প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একই রূপ কার্য্য করিতেছে। যে অঙ্গের দ্বারা যে কার্য্য হয়, সেই অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই কার্য্য করিলে পরমাত্মার আজ্ঞা পালন করা হয় ও সুখে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। পরমাত্মা সমদর্শী, তাঁহাতে এ সঙ্কল্প নাই যে, "এই বেশ ধারণ করিলে আমি প্রসন্ন হইব বা অন্য বেশ ধারণ করিলে আমি অপ্রসন্ন হইব"। যে বেশে মানুষ্য সুখে স্বচ্ছন্দে তাঁহার আজ্ঞানুসারে ব্যবহারিক ও পরমার্থিক কার্য্য করিতে পারে, তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত বেশ। প্রত্যক্ষ দেখ, যদি ভেখের কোন ফল থাকিত তাহা হইলে মহামান্য সন্ন্যাসী মহাত্মাগণ জমীদার, ব্যবসাদার, মঠাধিপতি হইয়া নানা বিলাসে কাল যাপন করিতেছেন কেন এবং চুরি, ডাকাইতি, ব্যভিচার প্রভৃতি অপকার্য্যের জন্য রাজাধিকরণে দণ্ডিত হইতেছেন কেন? ইহার উপর আবার ধর্ম্মের ভান করিয়া লোককে কুসংস্কারে জড়াইতেছেন। এই সকল লোককে প্রয়োজন হইলে নিজ নিজ ঘরে বা রাজ্যান্তর হইতে আগত হইলে নিজ নিজ দেশে পাঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন যে, "তোমাদিগের তপস্যা পূর্ণ হইয়াছে। আর কোথাও যাইতে হইবে না, ঘরে থাকিয়া পরিবার প্রতিপালন ও ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে উপাসনা করিলে তিনি সহজে জ্ঞান দিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে রাখিবেন"।

কোন বিশেষ কারণবশতঃ কাহারও ঘরে বা দেশে ফিরিবার সম্ভাবনা না থাকিলে, সেই সকল সাধু সন্ন্যাসী ও দরিদ্র অসহায় লোকদিগকে স্থানে স্থানে বড় বড় বাগান করিয়া যথোপযুক্তরূপে কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত। কাহারও দ্বারা অপরিমিত পরিশ্রম করাইবে না। বাগানের উপস্বত্ব হইতে তাহাদিগের ভরণপোষণ ও অপর প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। তাহাদের বিদ্যাভ্যাস ও উপাসনাদির প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে এবং বিবাহের ইচ্ছুক হইলে কাহাকেও সে বিষয়ে নিষেধ করিবে না। মূল কথা, তাহারা কোন প্রকারে কষ্ট বা অভাব অনুভব না করিয়া সুখে থাকিতে পারে, ইহাই কর্ত্তব্য।

প্রকৃত মহাত্মা পুরুষ পরিশ্রম দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করেন ও সকলকে সৎশিক্ষা দেন এবং পরমাত্মাকে একমাত্র মান্য ও পদ জানিয়া

লৌকিক মান্য ও পদে বিতৃষ্ণ হয়েন। ইহাঁদের চিত্ত অকপট। ইহাঁরা প্রপঞ্চের দ্বারা কাহাকেও কষ্ট দেন না এবং নিজেও পান না। সকলকে আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ বোধে পরের দুঃখে দুঃখী, পরের সুখে সুখী হন। পরমাত্মা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের নিকট অন্তরে বাহিরে, পূর্ণরূপে, অভিন্ন ভাবে প্রকাশ মান হন। প্রকৃত মাহাত্মা পুরুষ পূর্ণরূপে পরমানন্দে অবস্থিতি করেন।

পরমাত্মাবিমুখ অবোধ বালকতুল্য ব্যক্তি ক্ষমতা সত্ত্বেও কল্পিত ভেখ, ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, প্রতিমা, তীর্থ ও ব্রতাদি উঠাইতে সন্দিগ্ধ ও ভীত চিত্ত; পরমাত্মার প্রিয়, জ্ঞানবান, বীরপুরুষগণ ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন। চুরি, ডাকাইতি, নরহত্যা প্রভৃতি দুর্নীতির কার্য্য পরমাত্মার নামে অনুষ্ঠিত হইলেও তাঁহারা নিবারণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা দৃঢ়রূপে জানেন যে, মনুষ্যের যাহাতে অপকার, তাহা কখনই পরমাত্মার অভিপ্রেত নহে এবং পরমাত্মা যখন তাঁহাদিগকে অমঙ্গল নিবারণের শক্তি দিয়াছেন তখন সে শক্তির সদ্ব্যবহার তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য; না করিলে পরমাত্মার নিকট নিস্তার নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—oo—

পরিষ্কার সম্বন্ধে।

সকলেই সর্ব্বদা শরীর মন ও আহার ব্যবহারের সামগ্রী পরিষ্কার রাখিবেন। গ্রাম নগর, ঘর বাটী, পথ ঘাট পরিষ্কার রাখা প্রধান কর্ত্তব্য। হাটে, বাজারে সর্ব্বপ্রকার কৃত্রিম বা অপরিষ্কার দ্রব্যাদি বিক্রয় নিবারণ করিবেন। এবং বায়ু পরিষ্কারার্থ সর্ব্বদা সুগন্ধ দ্রব্য অগ্নিসাৎ করিবেন। পরমাত্মা যেরূপ দ্রব্য পৃথক পৃথক উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই দ্রব্য সেই ভাবে বিচার পূর্ব্বক ব্যবহার করিতে হয়। এসকল বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইলে পরমাত্মার নিকট দোষী হইতে হইবে।

ওঁ শান্তি শান্তিঃ শান্তিঃ।

—oo—

অভাব মোচনই ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহার।

রাজা বাদসাহ, ধনী জ্ঞানী প্রভৃতি ক্ষমতাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই বুঝা উচিত যে, কি উদ্দেশে ব্যক্তিবিশেষকে পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ সাধারণ অপেক্ষা অধিকতর ধন মান, জ্ঞান ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন। পরমাত্মা নিজ উদ্দেশ্য সর্ব্বত্র এরূপ ভাবে প্রকট করিয়াছেন যে মনুষ্য তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে জানিতে পারেন। কিন্তু অজ্ঞান ও স্বার্থপরতাবশতঃ মনুষ্যের তাহা জানিতে প্রবৃত্তি নাই। শান্তচিত্তে, গম্ভীর ভাবে অল্পমাত্র বিচার দ্বারা মনুষ্যগণ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য জানিতে সক্ষম। কিন্তু লৌকিক সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া মনুষ্য বিচারে বা বিচারঅনুযায়ী কার্য্যকরণে বিরত। প্রত্যক্ষ দেখ, দরিদ্রের ন্যায় ধনীও আহার করিয়া মল নির্গত করিতেছেন ও রোগ শোক ভোগ করিয়া মৃত হইতেছেন। যেখানকার ধন সেখানেই থাকিয়া যাইতেছে; মৃত্যুকালে ধনীর সঙ্গে যাইতেছে না। জ্ঞান ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিরও এইরূপ পরিণাম। ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ বুঝিয়া দেখুন তাঁহারা নিজ নিজ সম্পদের দ্বারা জীবের সাধারণ সুখ দুঃখের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারেন না। কেবল অপরে যাহা চাহিয়া পায় না আমার আছে এইরূপ বিশেষত্বের পরিচয় পাইয়া নিজ নিজ অভিমান বৃদ্ধি করিতে পারেন। অভিমান বৃদ্ধিতে সুখের বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক অভিমানভঙ্গরূপ অতিরিক্ত একটী দুঃখ ভোগের হেতু জন্মায়। আপনার অপেক্ষা অধিকতর ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন লোকের অবস্থা দেখিয়া ঈর্ষ্যা জন্মে। ঐশ্বর্য্যক্ষয়ে পরিতাপ ও ক্ষয় সম্ভাবনায় ভয় এবং উত্তরোত্তর ঐশ্বর্য্য আরও বৃদ্ধি হউক এইরূপ দুরাকাঙ্খায় অসন্তোষজনিত দুঃখ সর্ব্বদা ঘটিতেছে ইহা দেখিয়াও লোকে বুঝিতেছে না যে কি উদ্দেশে পরমাত্মা ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন। পরমাত্মা লোকের অনিষ্টের জন্যই কি ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন, না, তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে? অল্পমাত্র বিচারের দ্বারা দেখিবে তিনি যে কার্য্যের জন্য যাহা দিয়াছেন তাহা সেই কার্য্যে লাগাইলেই সহজে কার্য্য সিদ্ধি হয় ও তাহাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া সেই কার্য্যের কর্ত্তা ও জীব সাধারণের মঙ্গল বিধান করেন। বিপরীত আচরণে দুঃখ

অমঙ্গলরূপ বিপরীত ফলই লাভ হয়। দেখিবার জন্য তিনি চক্ষু দিয়াছেন। চক্ষের দ্বারা দেখিলে সহজে কার্য্য নিষ্পন্ন হয় ও দ্রষ্টা দেখিয়া প্রীতিলাভ করেন। কর্ণের দ্বারা দেখিবার চেষ্টা করিলে কার্য্য বিফল হয় ও কষ্টের শেষ থাকে না। পিপাসায় জল পান করিলে সহজেই শান্তিলাভ হয়। মধু, লবণ প্রভৃতি পৃথিবীর অংশের দ্বারা পিপাসা নিবৃত্তি হয় না উপরন্তু কষ্ট ভোগ ঘটে। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিয়া লইবে। বিচার করিয়া স্থির কর যে, জগতে এমন কি দুঃখ আছে যাহা ঐশ্বর্য্যের দ্বারা নিবারিত হয় এবং ধন জ্ঞান ক্ষমতা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য সেই দুঃখ নিবারণের জন্য ব্যবহার কর। তাহা হইলে জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পূর্ণপরব্রহ্মের প্রসাদে জগৎ মঙ্গলময় হইবে—ইহা ধ্রুব সত্য। কেননা তোমরা যাহাই ভাবনা কেন তিনিত জানেন যে জগৎময় তাঁহার আত্মা এবং জীবের হিতেই তাঁহার প্রীতি।

তোমরা অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যের বিপরীত আচরণ করিতেছ। এইজন্য পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের ন্যায়দণ্ডে সর্ব্বপ্রকারে দণ্ডিত হইতেছ। কোন বিষয়ে তোমাদের সুখ নাই। তিনি রোগীর জন্য ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন, নীরোগীর জন্য করেন নাই। তিনি পিপাসুর জন্য জল করিয়াছেন, অপিপাসুর জন্য করেন নাই। তিনি জীব পালনের জন্য অন্ন করিয়াছেন, ঘরে জমা করিয়া নষ্ট করিবার জন্য করেন নাই। ধনাদি ঐশ্বর্য্য জগতের অভাব মোচনের জন্য করিয়াছেন ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ সাধনের জন্য করেন নাই। যাহাতে কোন জীবের কোন প্রকার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক অভাব না থাকে সেই উদ্দেশে ঐশ্বর্য্যের ব্যবহার করিলে ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা ও তাঁহার আজ্ঞা পালন হয়। তাঁহার আজ্ঞা পালনে জীব সর্ব্ব অমঙ্গল মুক্ত হইয়া পরম প্রেমাস্পদ সর্ব্বমঙ্গলময় পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানে পরমানন্দে আনন্দরূপে নিত্য অভিন্ন ভাবে অবস্থিতি করেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——(০)——

প্রজার দুঃখ জানা রাজার কর্ত্তব্য।

দুঃখীর দুঃখ দুঃখীই বুঝিতে পারে। যে কখনও দুঃখ ভোগ করে নাই সে কিরূপে অপরের দুঃখ বুঝিবে। বন্ধ্যা কখন প্রসবযাতনা অনুভব করিতে পারে না। যাহার পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছে সেই অপরের পায়ে কাঁটা ফুটিলে তাহার দুঃখ বুঝিয়া দয়া করিতে সক্ষম হয়।

আধুনিক রাজাগণ আজন্ম বেশভূষা, আহারবিহার প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিলাসে আচ্ছাদিত থাকেন। তোষামোদকারীগণ সর্ব্বদাই নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মনের মত কথা রাজার কর্ণগোচর করে। তাহারা নিজের স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত। প্রজার বা জগতের দুঃখে তাহাদের কি আসে যায়?

ক্ষুধা পিপাসায় অন্ন জল না পাইলে যে কি কষ্ট তাহা ঘড়ীর কাঁটা ধরিয়া বরান্নভোজী ও সুপেয়পায়ী ঐশ্বর্য্যশীল রাজা কিরূপে বুঝিবেন? রাজা প্রাসাদে ভোগ বিলাসে মগ্ন রহিয়াছেন, এদিকে প্রজা শীত বৃষ্টিতে মাথা গুঁজিবার স্থান পাইতেছে না। তাহার কষ্ট কিরূপে রাজার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিবে? জমী, বীজ ও বলদের অভাবে ও ব্যবসা বাণিজ্য করিবার ইচ্ছা ও শক্তি সত্ত্বেও নিঃসম্বল ব্যক্তি সপরিবারে যে কত কষ্ট পায় রাজা তাহা বুঝেন না বা বুঝিয়াও তাহার নিবারণের জন্য যত্ন করেন না। এদিকে দুই এক বৎসর ফসল অজন্মার দরুণ প্রজার নানা কষ্ট। তাহার উপর খাজানার জন্য কালের ন্যায় নির্দ্দয় ভাবে প্রজা পীড়ন! এ সকল দুঃখ ভুক্তভোগী লোকেই বুঝিতে পারে। বিলাসেমগ্ন রাজা জমীদারগণ তাহার কি বুঝিবেন? যদি এই সকল দুঃখের কোন অংশ বা নিজ নিজ সুখের খর্ব্বতা তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হইত তাহা হইলে বুঝিতেন। এবং প্রাণপণে সেই দুঃখ হইতে প্রজাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন।

এই সকল কারণে পুরাকালে রাজা প্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া নগ্ন পায়ে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া গ্রামে গ্রামে দেশে প্রদেশে লোকের সুখ দুঃখ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতেন। পরে যথা-সময়ে পরমাত্মার আদেশমত সিংহাসনে বসিয়া বিচার পূর্ব্বক অধীনস্থ প্রজা প্রভৃতি ব্যক্তিগণের যথোপযুক্তরূপে কষ্টমোচন ও হর্ষবর্দ্ধন করিতেন।

যাহাতে জীব মাত্রেই নির্ব্বিঘ্নে সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে সেই উদ্দেশেই পরমাত্মা রাজ্য ধন ও রাজা জমীদার প্রভৃতি পদ সকল দিয়াছেন। নতুবা ইহাতে তাঁহার আর কোন প্রয়োজন নাই। পরমাত্মার এই নিয়ম ও উদ্দেশ্ত বুঝিয়া রাজা জমীদারগণ আপন আপন অধিকারে অনুসন্ধান পূর্ব্বক প্রজা ও অধীনস্থ ব্যক্তিগণের সর্ব্বপ্রকার কষ্ট মোচন করিবেন। এইরূপ আচরণেই পরমাত্মা ঈশ্বরের নিয়মপালন ও জগতের হিতসাধন হয়। নতুবা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়া দণ্ড ভোগ ঘটে।

গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে মনুষ্য ও পশুর হিতের জন্য অতিথিশালা ও ধর্ম্মশালা, চিকিৎসক ও ঔষধালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য, যাহাতে সকলে আনন্দে কালযাপন করিতে পারে। মনুষ্য ও অপর জীব এবং যাবতীয় পদার্থই পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন বা প্রকাশিত হইয়া তাঁহারই রূপ মাত্র রহিয়াছে। স্বরূপে সকল জীবই সমান ও এক আত্মা—পরমাত্মার স্বরূপ। উপাধি ভেদে সকলেই পরমাত্মার পুত্র কন্যা। এ জন্য মনুষ্য ও ইতর জীবের মধ্যে একাত্মভাব বা ভ্রাতৃভগিণী সম্বন্ধ পরমাত্মা কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। যেখানে এক মাতা পিতা হইতে দশটী দশ প্রকারের পুত্র কন্যা হয়—স্ত্রী পুরুষ ক্লীব, ছোট বড় মাঝারী, সুরূপ কুরূপ, কাণা খোঁড়া, নুলা, কালা, বোবা কুব্জ প্রভৃতি। কিন্তু সকলে একই মাতা পিতা হইতে হইয়াছে। এবং মাতা পিতা সকলকেই আপন পুত্র কন্যা জানিয়া সমান ভাবে প্রীতি পূর্ব্বক পালন করেন। আর পুত্র কন্যারাও পরস্পরকে একই মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন ভ্রাতা ভগিণী জানিয়া নির্ব্বিবাদে প্রেম ও স্নেহ পূর্ব্বক বাস করেন ও করা কর্ত্তব্য। সেই প্রকার একই পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে পুত্র কন্যা-রূপ জীবসমূহ উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব জীব মাত্রকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া ভ্রাতাভগিণী ।ভাবে বা একাত্মভাবে প্রীতি ও স্নেহ পূর্ব্বক সর্ব্বজীবের মঙ্গলচেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মনুষ্য এই কর্ত্তব্য পালনে বিশেষরূপে সক্ষম বলিয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। নতুবা পশু ও মনুষ্যে কোন প্রভেদ নাই।

মনুষ্যের মধ্যে যাহার যে অভাব আছে সঞ্চিত অর্থের দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে তাহার সে অভাব মোচন করিলে ঈশ্বরের যথার্থ উদ্দেশ্য ও আজ্ঞা পালন

হয়। জাতি কুল প্রভৃতি কল্পিত সংস্কার অনুসারে ব্যক্তিবিশেষকে পালন বা পুণ্যার্থী হইয়া দান করায় পরমাত্মার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় না। আর্য্য বা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, ইংরেজ, দেশী বিদেশী, স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির মধ্যে যখন যাহার যে বিষয়ের অভাব হইবে তৎক্ষণাৎ দানাদির দ্বারা সেই অভাব মোচন করা বিধেয়। তাহাতে পরমাত্মা প্রসন্ন হইয়া সকলেরই মঙ্গল করেন।

ধনী মহাজন, রাজা জমীদারগণ সংস্কার ও অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া যদি কেবল যাহাকে স্বজাতীয় বলিয়া কল্পনা করেন তাহারই হিতার্থে দানাদি করেন ও যাহাকে অন্য জাতীয় বলিয়া কল্পনা করেন সে ব্যক্তি বিপদাপন্ন হইলেও দানাদির দ্বারা তাহার সাহায্য বা উপকার না করেন তাহা হইলে ঈশ্বর পরমাত্মার নিকট সহস্রবার অপরাধী হইতে হইবে ও তাহাতে ধনরাজ্যের বিনাশ ঘটিবে। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে। অজ্ঞানাপন্ন লোকে ফল-ভোগের প্রত্যাশায় ক্ষেত্রবিশেষকে আপনার জানিয়া জল সিঞ্চন করে ও অপর ক্ষেত্রে পরের বলিয়া জল সিঞ্চন করে না। কিন্তু পরমাত্মা এরূপ ইতর বিশেষ করেন না। তিনি বৃষ্টি দিলে সর্ব্বত্রই বৃষ্টি দেন। ঈশ্বরভাবাপন্ন সমদৃষ্টিশালী জ্ঞানবান ব্যক্তি সকলকে সমভাবে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া পালন ও জ্ঞান দান করেন। তিনি দেখেন যে, নিজ পরিবারবর্গকে পালন করিলে যেরূপ পুণ্য, সুখ বা আনন্দ হয় অপরাপরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিলেও তাহাই হয়। এমন নহে যে, দানাদির দ্বারা অপরাপরের উপকার করিলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইবেন ও আপন পরিবার পালন করিলে সেরূপ প্রসন্ন হইবেন না। উভয়ের পালনে একইরূপ পুণ্য বা ঈশ্বরের প্রসন্নতা হয়। এইরূপ বিচার পূর্ব্বক রাজা প্রজা প্রভৃতি মনুষ্যমাত্রেই পরমাত্মা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া সদা স্বাধীন মুক্তস্বরূপ থাকিবে। তাঁহার অপ্রিয় সাধনের চেষ্টায় জগতের অমঙ্গল ও রাজ্যনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—(০)—

ভোগবিষয়ক কর্ত্তব্য।

ধনী মহাজন, রাজা জমীদার সরল অন্তঃকরণে প্রীতিপূর্ব্বক জানিবে যে, জগতের যাবতীয় ভোগ্যবস্তু ও ভোগকর্ত্তা পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহারই রূপ মাত্র রহিয়াছে। তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র ভাবিয়া ও আমার বলিয়া কোন পদার্থ ভোগের বাসনা করিবে না। করিলে কষ্ট-ভোগের সীমা থাকিবে না। ছোট বড়, উত্তম মধ্যম, যখন যে ভোগ উপস্থিত হইবে তাহাকে ও আপনাকে একই পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে ভোগ করিয়া নির্লিপ্তভাবে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করিবে। যে ভোগ গত হইয়াছে অর্থাৎ পরমাত্মা উঠাইয়া লইয়াছেন তাহার বিষয়ে পরিতাপ বা চিন্তা করিবে না। অনাগত ভোগের অনুসন্ধান বা তাহার জন্ত ব্যাকুল হইবে না। সদা সন্তুষ্ট ও পরোপকারে রত থাকিবে।

রাজা যখন সিংহাসনে উঠিবেন বা সিংহাসন হইতে নামিবেন তখন আপনার অন্তরস্থিত জ্যোতিঃ ও বাহিরের প্রত্যক্ষ জ্যোতিকে এক জানিয়া জ্যোতির সম্মুখে নম্রভাবে শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিবে।

যাহাদিগের বোধ হয়, আমি শরীর বা আমার শরীর বা আমি সিংহাসন বা অপর শয্যাসনাদিতে রহিয়াছি তাহারা শয্যাসনাদিতে দাঁড়াইয়া কিম্বা নামিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক মঙ্গলকারী সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে অভিপ্রায়মত প্রার্থনা করিয়া শয্যাসনাদি গ্রহণ করিবে। বিচারপতির আসন গ্রহণ কালে এবং সর্ব্বপ্রকার কার্য্যারম্ভ অন্তরে বাহিরে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নমস্কার ও এইরূপ প্রার্থনা করিবে। যথা,—

"হে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা, আপনি স্বতঃ-প্রকাশ, নিরাকার সাকার, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষ ইন্দ্রিয়াদি লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে স্বয়ং বিরাজমান। ইন্দ্রিয়াদি লইয়া আপনাকে পূর্ণরূপে বারম্বার প্রণাম করি। আপনি অন্তরে প্রেরণার দ্বারা বুদ্ধি মন নির্ম্মল করুণ ও যথোপযুক্ত শক্তি সঞ্চার করিয়া আপনার প্রিয় কার্য্য করাইয়া লউন। যাহাতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিষয়ে আপনার আজ্ঞা উত্তমরূপে বুঝিয়া

প্রতিপালন করিতে পারি আপনি এই দয়া করুন যেন তাহাতে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে না।" ইনি অন্তর্য্যামী মঙ্গলকারী, প্রসন্ন হইয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য সত্য জানিবে। বিপরীত আচরণ করিলে জগতের অমঙ্গলের কারণ ঘটিবে। অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগিয়া জ্ঞাননেত্র মেলিয়া দেখ ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই যে, তিলমাত্র ন্যূনাধিক করিতে পারেন। রাজ্য ধনাদির আশায় কেন মনুষ্যের উপাসনা করিয়া তেজোহীন হইয়া থাক? মনুষ্যের কি ক্ষমতা আছে যে, রাজ্য ধন প্রভৃতি দেয়? মঙ্গলকারী বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই যে রাজ্যাদি দিবেন বা কাড়িয়া লইবেন। ইহা নিঃসংশয় ধ্রুব সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——(০)——

ইতর জীবের প্রতি কর্ত্তব্য।

হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, রাজা, জমীদার প্রভৃতি মনুষ্যগণ আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, মিথ্যা সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্তচিত্তে সকলে মিলিয়া বিচার পূর্ব্বক জীব মাত্রেরই কষ্টমোচনে যত্নশীল হও।

বুঝিয়া দেখ, ক্ষুধা পিপাসায় অন্ন জল না পাইলে তোমাদের কত কষ্ট, পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি যন্ত্রনা, বাধ্য হইয়া সাধ্যাতীত পরিশ্রমে কত দুঃখ! যদি কেহ তোমাদের হাতে পায়ে দড়ী বাঁধিয়া একটা সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখে তাহাতে তোমাদের কত দুঃখ হয়। কিন্তু তোমরা আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জীবের প্রতি প্রতিদিন এইরূপ ব্যবহার করিতেছ। তাহাদের যন্ত্রনার বিষয় ভ্রমেও ভাব না। তোমরা মনুষ্য, তোমাদের বাক শক্তি আছে। যখন যেরূপ কষ্ট হয় তখন তাহা অপরের নিকট ব্যক্ত করিয়া নিবারণের চেষ্টা করিতেছ। কিন্তু পশুগণ নির্ব্বাক। আপন সুখ দুঃখ প্রকাশ করিতে

পারে না। প্রকাশ করিলেও তোমরা বুঝিবে না। কিন্তু স্থির জানিও যে পরমাত্মা পশুর দুঃখ বুঝেন এবং অসহায় উপকারী পশুর প্রতি অত্যাচার করিলে কখনই পরমাত্মার স্থায় দণ্ড হইতে নিস্তার নাই। পরমাত্মা পশু সৃষ্টি করিয়া জঙ্গলে রাখিয়াছেন। সেখানে পরমাত্মার নিয়ম মত আহার বিহার করিয়া তাহারা সুখে থাকিতে পারে। তোমরা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্ম তাহাদিগকে ধরিয়া আন ও আপনার সুবিধামত কার্য্য করাও বা তাহাদের শরীরের দ্বারা নিজের ক্ষুধা ও রসনার তৃপ্তি সাধন কর। পশুর সহিত তোমাদের প্রভেদ এই যে, তোমাদের হিতাহিত বুঝিবার শক্তি আছে। কিন্তু পশুর প্রতি যদি সেই শক্তির সঞ্চালন না কর তাহা হইলে পশুর সহিত তোমাদের আর কি প্রভেদ? যদি দণ্ডের ভয়ে বা অন্ত কোন অনিষ্ট নিবারণের জন্ম মনুষ্যের সহিত ব্যবহার কালেই কেবল তোমাদের হিতাহিত জ্ঞানের উদ্রেক হয় তাহা হইলে সে হিতাহিত জ্ঞানই নহে—কেবল চাতুরি মাত্র।

অতএব তোমাদের কর্ত্তব্য যে, বিনা প্রয়োজনে অন্ত প্রকার স্বাস্থ্য ও বলকারক আহারীয় থাকিলে কখনও পশু হত্যা করিবে না। তোমরা যখন পশুকে সৃষ্টি করিতে পার না তখন কেন অকারণে পশু বধ করিবে? যিনি পশুর স্রষ্টা তিনি কি তোমাদিগকে বধ করিবার জন্ম পশু দিয়াছেন? তোমাদের বুঝা উচিত যে, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পশুর উৎপত্তি কর্ত্তা। তিনি আপনার পশু লইয়া বিচিত্র লীলা করিতেছেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। কিন্তু তোমরা কে হইয়া পশু বধ করিতেছ? তোমরাও জীব পশুও জীব। তবে অন্নাদি থাকিতেও অনর্থক পশু বধ কর কেন? যাঁহার জীব তিনি কি তোমাদিগকে এ বিষয়ে কোন পরওয়ানা দিয়াছেন? আহারের জন্য পশু বধ করিবার ন্যায্য কারণ থাকিলে সে কার্য্য এরূপ ভাবে সম্পন্ন করিবে যেন পশুর সর্ব্বাপেক্ষা অল্প কষ্ট হয়।

পালিত পশুর প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে। যেন সময়মত অন্ন জল পায় ও কোন বিষয়ে তাহার কষ্ট না হয়, যেন তাহার থাকিবার, শুইবার বা অন্য কার্য্যে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে। সামান্ত সুবিধার জন্ম পশুকে গলায় ও পায়ে বাঁধিবে না বা অন্ত কোন প্রকারে বিনা প্রয়োজনে বা সামান্য সুবিধার জন্য তাহার স্বচ্ছন্দতার হানি করিবে না।

পশুকে অপরিমিত ভার বহাইবে না, বা তাহার শক্তির অতিরিক্ত শ্রম করাইবে না। মূল কথা। সর্ব্ব বিষয়ে পশুর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে যাহাতে পশু ও মনুষ্য উভয়েরই হিত হয়।

এইরূপ বিচার করিয়া জীব মাত্রকে প্রীতিপূর্ব্বক প্রতিপালন কর। মিথ্যা কল্পিত সামাজিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিও না। জীবের প্রতি দয়া কর। যে জীবকে যে স্থানে পরমাত্মা উৎপন্ন করিয়াছেন তাহাকে সেই স্থানে থাকিতে দাও। বিনা প্রয়োজনে তাহার অন্যথা করিও না। আর যে পশুর দ্বারা তোমাদের উপকারী যে কার্য্য সহজে নিষ্পন্ন হয় তাহাই কর। অনর্থক কৌতূহল বা অহঙ্কার তৃপ্তির জন্য বনের পশুকে ঘরে আনিয়া বন্দী করিও না। এরূপ পশুতুল্য কার্য্য মনুষ্যের অনুপযুক্ত।

এখন হইতে অজ্ঞান নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জ্ঞানরূপে জাগরিত হও। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাগত হইয়া ক্ষমা প্রর্থনা কর ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে যত্নশীল হও। জীব মাত্রকে পালন কর, অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মাণ্ডময় পরিষ্কার রাখ ও অগ্নিব্রহ্মে প্রীতিপূর্ব্বক আহুতি দাও—ইহাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য। রাজা জমীদার পণ্ডিত প্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পক্ষে বিশেষরূপে ইহাই কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণে প্রসন্ন হইয়া পরমাত্মা জগৎকে মঙ্গলময় করিবেন। নতুবা মঙ্গলের কোন আশা নাই। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——(০)——

আয় ব্যয়ের হিসাব।

পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু যে সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের উৎপত্তি ও ব্যবস্থা কর্ত্তা ইহা না বুঝিয়া অকৃতজ্ঞ মনুষ্য আপনাকে ঐশ্বর্য্যের অধিপতি মনে করে এবং অহঙ্কার লোভ ও আশঙ্কায় নানা কষ্ট পায়। অতএব মনুষ্য মাত্রেই পরমাত্মার নামে উৎসর্গ করিয়া ধনাদির হিসাব লিখিবে। যে পরিমাণ ধনাদি হস্তগত হইবে তাহা পরমাত্মার নামে জমা করিয়া তাঁহাকে জানাইবে যে, "হে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, আপনার এই এত পরিমাণ

ধন বা অন্নাদি আমার নিকট জমা রহিল। আপনি দয়া করিয়া আমার দ্বারা ইহার সদ্ব্যবহার করাইয়া লউন।” যখন কাহাকেও দান করিবে বা অন্য কোন কারণে দিবে তখন তাঁহার নামে খরচ লিখিবে, বলিবে যে, “হে পূর্ণপরব্রহ্ম মাতা পিতা গুরু, আপনার যে অন্ন ধনাদি আমার নিকট ছিল তাহার মধ্যে আজ এত পরিমাণ অমুক ব্যক্তির উপকারের জন্য বা অমুক কারণে ব্যয় হইল। আপনি ইহার দ্বারা জগতের মঙ্গল করুন।” জাহাজে, নৌকায়, গাড়ীতে বা অন্য উপায়ে যখন মাল রওনা করিবে তখন পরমাত্মার নামেই করিবে যে, ‘আপনার এত মাল রওনা হইল।’ মাল আমদানি হইলেও সেইরূপ পরমাত্মার নামে লিখিবে। সকল বিষয়ের হিসাব লিখিয়া তাঁহাকে জানাইবে যে, “হে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা, এই যে এত পরিমাণ আপনার পদার্থ আমার নিকট ছিল তাহার মধ্যে এত পরিমাণ এই এই উদ্দেশে আপনার জন্য ব্যয় হইয়া এখন এই পরিমাণ আমার নিকট রহিল। আপনি দয়া করিয়া আমার ভুল ভ্রান্তি সকল অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করুন।” এইরূপ করিলে তিনি দয়া করিয়া তোমাদিগকে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন। নতুবা মনুষ্য বিশেষ বা কেবল দেব দেবীর নামে দান বা জমা করিলে পরমাত্মা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী ও দণ্ডিত হইতে হইবে। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

প্রত্যক্ষ দেখ, বর্ত্তমান কালে অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া তোমরা কত কষ্ট ভোগ করিতেছ—অণুমাত্র শান্তি নাই। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা হইতে বিমুখ হইলে এইরূপ দুর্দ্দশা হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—00—

শিশু বিষয়ক কথা।

মনুষ্য মাত্রেরই সৎ শিক্ষার প্রয়োজন। যেরূপ শিক্ষায় মনুষ্যের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয়, তাহাই সৎ শিক্ষা। মন নানা প্রকার সংস্কারে আচ্ছন্ন হইলে সৎশিক্ষার প্রতিবন্ধক ঘটে, এই জন্য সংস্কার শূন্য শৈশব হইতেই শিক্ষা আরম্ভ না হইলে সম্পূর্ণ ফল লাভ হওয়া

দুর্ঘট হয়। শৈশব হইতেই নানা প্রকার সংস্কার বদ্ধমূল হইতে থাকে। পাঁচ বৎসর বয়স শিক্ষারম্ভের প্রশস্তকাল। সুস্পষ্ট কথা কহিতে পারিলে আরও অল্প বয়সেই পুত্র কন্যাকে শিক্ষা দিবে। তাহা হইলে শরীর বৃদ্ধির সহিত জ্ঞান ও বল বর্দ্ধিত হইবে।

শিক্ষা দিবার সময় কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ রাখা আবশ্যক। সর্ব্বদা লক্ষ রাখিবে যে, শিশুগণ পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করে ও প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালনে যত্নশীল হয়। সত্য, প্রিয় বাক্য কহিতে ও স্নিগ্ধ, সরল ব্যবহার করিতে যেন শিশুদিগের অনুরাগ জন্মে। অনর্থক বাক্য ব্যয় না করে। বিদ্যাভ্যাসের সহিত এইরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, যাহাতে পরে সৎপথে থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে সমর্থ হয় এবং পরোপকারে রত থাকে।

যাহাতে বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন ও বলের সদ্ব্যবহার হয়, এরূপ শিক্ষা অতি শৈশবে আবশ্যক। দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য বলীর বল, অজ্ঞান মোচন করিবার জন্য জ্ঞানীর জ্ঞান, ধনীর ধন নির্ধনের সহায়, বিদ্বানের বিদ্যা মূর্খের আশ্রয়। পরমাত্মা এই প্রকারে জগতের অভাব মোচনার্থে যথোপযুক্ত উপায় সকল সৃজন করিয়াছেন। সদ্ব্যবহার করিলে জগতের সকল অভাবের পূরণ হয়। রোগের জন্য ঔষধ, ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল, নগ্নতায় বস্ত্র এইরূপে তিনি সকল অভাবেরই পূরণ করিয়াছেন।

সমস্ত সদ্ব্যবহারের মূল আত্মদৃষ্টি বা সমদৃষ্টি। যাহাতে নিজের সুখ দুঃখ তাহাতে অপরের সুখ দুঃখ—এইরূপ বুঝিয়া অপরের সুখের বৃদ্ধি ও দুঃখের হ্রাস করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা আবশ্যক। তাহাতে সকলেরই জীবনযাত্রা পরমানন্দে নিষ্পন্ন হইবে।

ইচ্ছামত চলিতে সকলেরই ইচ্ছা। কিন্তু তাহার যথার্থ উপায় না বুঝিয়া লোকে অপরকে ইচ্ছামত চালাইতে চাহেন। ইহা জানেন যে, সকলকেই ইচ্ছামত চলিতে দিলে তবে আপনি ইচ্ছামত চলিতে পারিবেন। নচেৎ তাহা অসম্ভব হয়। অতএব যদি ইচ্ছামত চলিতে চাও, তবে সকলকে ইচ্ছামত চলিতে দাও। যাহা সকলকে দিবে তাহাই আপনার মিলিবে। মান্য রাখিলে মান্য, দয়া করিলে দয়া, অভয় দিলে নির্ভয়তা লাভ, ব্যথায় ব্যথা, সুখে সুখ।

মনুষ্যের যে সুখ চেষ্টা কেবল আপনার জন্য তাহা বিড়ম্বনা মাত্র। অপরের সদ্‌গুণ প্রকাশে আপনারও সদ্‌গুণ প্রকাশিত হয়। অপরের সদ্‌গুণ প্রকাশে তাহার নীচগুণের আপনা হইতে লয় হয়। এজন্য দোষ প্রচার না করিয়া গুণের প্রকাশ করিবে, তাহাতে তোমাকে লইয়া সমস্ত জগৎ আনন্দময় দেখিবে।

সদ্‌গুণান্বিত মহৎ ব্যক্তিগণ অপরের সর্ব্বপ্রকার নীচ গুণ পরিত্যাগ করিয়া উত্তম গুণ গ্রহণ ও সকলের নিকট তাহার প্রচার করেন। তাঁহারা জানেন যে, সকলেরই মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে উত্তম অধম গুণ রহিয়াছে। কিন্তু সকলেই আপনার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ। সকলেরই তাঁহা হইতে প্রকাশ ও তাঁহাতে স্থিতি। নীচগুণাপন্ন লোকের স্বভাব যে, তাহারা আপন নীচপ্রবৃত্তি অনুসারে অপরের সহস্র সদ্‌গুণ ত্যাগ করিয়া অল্প মাত্র অসদ্‌গুণ থাকিলে বা না থাকিলেও পর্ব্বতাকার বলিয়া প্রচার করে।

বালক বালিকাদিগকে সর্ব্ব বিষয়ে পবিত্র ও পরিষ্কার থাকিতে শিক্ষা দিবে, যাহাতে শরীর মন ইন্দ্রিয়, বস্ত্র, আহার ব্যবহারের দ্রব্য, ঘর বাড়ী, পথ ঘাট প্রভৃতি পরিষ্কার থাকে।

অবস্থা, রূপ গুণ, ধনমান, কুল শীল, বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া স্ত্রী মাত্রকেই সর্ব্বোৎপত্তিকারিণী জগজ্জননী জ্ঞানে শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে সমাদর করা পুরুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথায় শ্রেয়ঃ নাই।

শৈশব হইতে শিক্ষা দিবে যে স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেই সদ্‌ভাবে শুদ্ধ চিত্তে পরস্পরের রূপ দর্শন করে। ইহা আনন্দের বিষয়। মাত্রের জন্য বা অন্য কোন কারণে তাহাতে লজ্জা বোধ করা দোষনীয়। কুভাবে দর্শনে পাপ বা দুঃখ। কাহারও রূপ দেখিয়া প্রীতি বোধ করিলে বিচারের দ্বারা বুঝিতে হয় যে,যাঁহার কণামাত্র বিকাশে এত প্রীতি সেই সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে পূর্ণভাবে দেখিলে কি অপার আনন্দ! যাঁহার অন্তরে এইরূপ ভাব স্থিতি করে তিনি যথার্থ জিতেন্দ্রিয়। এইরূপ ভাবে স্থিতির নামই ইন্দ্রিয় জয়। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

বিশেষ সতর্কতার সহিত দৃষ্টি রাখিবে যেন, কোমলমতি বালক বালিকাগণের চুরি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও অপরকে সত্যভ্রষ্ট করিতে প্রবৃত্তি না জন্মে।

বালক বালিকারা যেন বুঝিতে পারে যে, কাহাকেও কষ্ট দিতে বা নীচ কার্য্য করিতে মনুষ্য মাত্রেরই লজ্জা বা ঘৃণা হওয়া উচিত। কিন্তু শ্রেষ্ঠকার্য্যে কোন মতে ঘৃণা বা লজ্জা না হয়। সঙ্কুচিত বা লজ্জিতভাবে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। লোক নিন্দা ভয়ে শ্রেষ্ঠ কার্য্য অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগতের আত্মা মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি না করা বা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা মূর্খের কার্য্য ও পরিতাপের হেতু।

প্রথমাবধি বালক বালিকারা যেন ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনকে প্রাতে সায়হ্নে প্রণাম করে। নতুবা তাহারা জগতের মাতা পিতা গুরু পরমাত্মা বিরাট মঙ্গলকারী জ্যোতিঃস্বরূপকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে শিখিবে না। স্ত্রীলোকের সম্মান না রাখিলে কালী, দুর্গা, সরস্বতী, সাবিত্রী গায়ত্রী মাতা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিনী মঙ্গলময়ী জগজ্জননী মহাশক্তির সম্মান রক্ষা করা হয় না। যাঁহার প্রসাদে জগতের মঙ্গল নারীর পূজায় তাঁহার পূজা। নতুবা কালী দুর্গা প্রভৃতি সহস্র নাম লইয়া বহু ব্যয় সাধ্য, বহু আড়ম্বরযুক্ত যে কোন পূজা কর না কেন সে পূজা জগজ্জননী মহাশক্তি গ্রহণ করিবেন না এবং তাহাতে কখনই মঙ্গল হইবে না। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

জীবমাত্রই আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ। অতএব পরমাত্মার সম্মান রক্ষা করিতে হইলে ভদ্র অভদ্র, গুণী নির্গুণ, সবল বিকল, পরিচিত অপরিচিত সকলেরই প্রতি সমভাবে সমাদর শিষ্টাচার করিতে শিক্ষা দিবে।

উদয় অস্তে প্রীতিপূর্ব্বক পূর্ণ পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মঙ্গলকারীকে আপনার শরীর মন, ইন্দ্রিয়াদির সহিত নিরাকার, সাকার, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ, জগৎ চরাচর স্ত্রী পুরুষ, নাম রূপ লইয়া পূর্ণভাবে নমস্কার করিবে এবং আপনার অবস্থা জানাইয়া প্রার্থনা করিবে যাহাতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া পরমানন্দলাভ করিতে পার। গুরু শিষ্যভাবে "ও সৎ গুরু" মন্ত্র জপের দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিবে এবং জগতের মঙ্গলার্থ প্রতিদিন যথাসাধ্য অগ্নিতে আহুতি দিবে। শরীর মন ইন্দ্রিয়ের পবিত্রতা ও স্বাভাবিক তেজো রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ যত্নসহকারে রেতঃ ধারণ করিতে শিক্ষা দিবে। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের অননুষ্ঠানে সর্ব্ব বিষয়ে লোকে শক্তিহীন হইয়া ইষ্ট ভ্রষ্ট হয়। পিতা মাতার কর্ত্তব্য পরমাত্মার বিধান

জানিয়া এইরূপে পুত্র কন্যাকে যত্ন সহকারে শিক্ষিত করেন। এবং তাঁহাদের সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত যেন কোন মতে এ নিয়মের অতিক্রম না হয়। এই সকল বিধি যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সকলের দ্বারা পরিপালিত হয় তাহা সকলেরই বিশেষতঃ রাজা প্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সকল নিয়ম রক্ষা করিলে পরমাত্মার প্রসাদে সকলেই পরমানন্দে আনন্দ রূপ থাকিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—০—

স্তুতি নিন্দা বিষয়ক কর্ত্তব্য।

জ্ঞানবান সমদৃষ্টি সম্পন্ন সদ্‌গুণান্বিত পরমাত্মার প্রিয় ব্যক্তিগণ বিচার-পূর্ব্বক মিথ্যাকে ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ করেন অর্থাৎ নিরাকার সাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল নানা নামরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া পরমাত্মাকে অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপ জানিয়া তাঁহার নিকট শরণ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং প্রীতি ও ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কারাদির দ্বারা তাঁহার উপাসনা করেন। তাঁহাদের অন্তঃকরণ প্রেম দয়া ও শীলতা সন্তোষ ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি গুণে অলঙ্কৃত। জীবমাত্রকেই আপন আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া তাঁহারা জগতের হিতসাধনে তৎপর হয়েন। তাঁহারা পরের দুঃখে দুঃখী ও পরের সুখে তাঁহাদের সুখ। সহস্র মন্দ গুণের মধ্য হইতে একটী সদ্‌গুণকে বাছিয়া তাহাকে প্রধান বলিয়া প্রচার করেন। জানেন যে, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ গুণ ও নীচ হইতে নীচ গুণ স্বভাবতঃ প্রকাশ পায়। ভাল মন্দ যে যাহা করুন না কেন তাহাতে সতের সদ্‌বৃত্তি ও নীচের নীচবৃত্তি সমানভাবে উদিত হয়। গোলাপ ফুল ভাল মন্দ সকলকেই সুগন্ধ বিতরণ করে ও বিষ্ঠা সকলকেই দুর্গন্ধ দেয়। সৎলোক গোলাপ ফুল। নীচ লোক বিষ্ঠার সমান।

পরমাত্মার প্রিয় সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী জানেন যে, আমাতে বা পূর্ণরূপে পরমাত্মাতে উত্তমাধম তাবৎ গুণ রহিয়াছে। তাঁহারা নীচ গুণকে দমন করিয়া

উত্তম গুণের প্রকাশ করেন, যাহাতে নিজের বা অপরের কোন প্রকারে কষ্ট না হয়। যে শক্তির দ্বারা যে কার্য্য সুখে সম্পন্ন হয় যথাসময়ে তাহার দ্বারা সেই কার্য্য করেন ও করান। যাহাতে সদ্‌গুণের উৎকর্ষ ও নীচ গুণের দমন হয় তাহার জন্ত সকলেরই সর্ব্বদা পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

সত্য বা পরমাত্মা হইতে বিমুখ নীচ গুণাপন্ন লোক, মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক, পরের অনিষ্টকারী অভিমানী, ক্রুর লোভী, ক্রোধনশীল দর্পিত, হয়। তাহারা পরের ভাল দেখিতে পারে না। পরের মন্দ শুনিলে বা দেখিলে সুখী হয়। নানা উপায়ে মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা পরের অনিষ্ট, নিন্দা ও গ্লানি করিয়া সর্ব্বদা অশান্তি ভোগ করেন। আপন স্ত্রী কন্যা প্রভৃতিকে শিক্ষা দেন যে, অপরের ছায়া মাড়াইলে পাপ হয়। কিন্তু অপরের স্ত্রী কন্যাকে শিক্ষা দেন যে, "আমার সহিত ব্যভিচার করিলে কোন পাপ হয় না।" তাহারা সর্ব্বদা পক্ষপাত হিংসা ও আলস্যে জড়িত। পরিশ্রম করিয়া আপন পরিবারেরও হিতসাধনে বিমুখ, তোষামোদকারী ও নিন্দা প্রিয়।

এইরূপ সৎ ও অসতের লক্ষণ বুঝিয়া প্রত্যেকের সদ্‌গুণ গ্রহণে সর্ব্বদা রত থাকিবে। তাহাতে পরমাত্মা প্রসন্ন হইয়া সর্ব্ব অমঙ্গল দূর ও জীব-মাত্রেরই মঙ্গল সাধন করিবেন।

বিচার করিয়া দেখ, জগতে নিন্দা বা স্তুতির কি প্রয়োজন। যাহাতে জীবের হিত সাধন হয় ও অহিতের নিবৃত্তি হয় জগতে কেবল এই এক প্রয়োজন। যাহাতে জীবের হিত, স্বতঃ পরতঃ সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান জ্ঞানীর একমাত্র কর্ত্তব্য। স্বভাবতঃ জ্ঞানিগণ নিজের প্রাপ্তব্য ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়া সেইরূপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন ও করান। যাহাতে জগতের হিতানুষ্ঠানে জগদ্‌বাসী মাত্রেই যথাশক্তি ব্রতী হন সেই উদ্দেশে জ্ঞানিগণ সৎকার্য্যের সর্ব্বদা স্তুতি করেন। অভিপ্রায় এই যে, সকলেরই সৎ কার্য্যে প্রবৃত্তি হউক ও সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাহার অনুষ্ঠানে দৃঢ়তা থাকুক। যে কার্য্যে জগতের অহিত, জ্ঞানী তাহা নিজে করেন না ও অপরকে তাহা হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করেন। যাহাতে অসৎ কার্য্যে লোকের প্রবৃত্তি না হয় ও হইলে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে এ উদ্দেশে জ্ঞানিগণ অসৎ কার্য্যের

নিন্দা করেন। মনুষ্য জ্ঞানীর চক্ষে নিন্দা স্তুতি প্রভৃতি সকল কার্য্যই স্বরূপতঃ সমান ভাবে পরমাত্মার স্বরূপ।

জগতের হিতের জন্য কোন কার্য্যের স্তুতি ও কোন কার্য্যের নিন্দা করা যায় বটে কিন্তু কোন কার্য্যের অনুষ্ঠাতাকে কখন নিন্দা করা উচিত নহে। তোমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ আজ যে ব্যক্তি অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠাতা কাল তিনি সৎকার্য্যের কর্ত্তা হইতেছেন। তবে অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান কালে সেই কার্য্যের অনুষ্ঠাতা চেতনকে যদি নিন্দনীয় মনে কর তাহা হইলে সেই চেতন যখন আবার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠাতা হন তখন তাঁহাকে কি করিয়া স্তুতির যোগ্য বলিবে? উভয়বিধ কার্য্যের অনুষ্ঠাতা চেতন বা পুরুষ ত একই। যে তুমি আজ অসৎ বা অহিতকর কার্য্য করিতেছ সেই তুমি আবার কাল সৎ বা হিতকর কার্য্য করিতেছ। এমন নহে যে, অসৎ কার্য্য করিতেছ যে তুমি সে এক ব্যক্তি আর সৎকার্য্য করিতেছ যে তুমি সে আর এক ব্যক্তি। তুমি একই ব্যক্তি সৎ ও অসৎ উভয়বিধ কার্য্য করিতেছ। তবে তোমাকে সৎ বা অসৎ বলিয়া স্তুতি বা নিন্দা করা যায় না। স্তুতি নিন্দা, সৎ অসৎ সকল কার্য্যের অতীত তুমি নিত্য যাহা তাহাই রহিয়াছ। জগতের হিত সাধনের জন্য তোমর কৃত কার্য্য বিশেষকে অসৎ বলিয়া সকল ঘটে তাহার দমনের জন্য নিন্দা করিতে হইতেছে ও তোমারই কৃত অপর কার্য্যকে সকল ঘটে তাহার অনুরূপ কার্য্য হয় এই উদ্দেশে স্তুতি করিতে হইতেছে। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিবে।

জগতের হিতার্থে নানা দেশে, নানা সমাজে অবতার বা জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ জগতকে হিত শিক্ষা দিবার জন্য নানা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও করিবেন। একই সত্য পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে বিরাজমান তাঁহা হইতে তাঁহারা উদয় হইয়া শরীর ত্যাগের পর তাঁহাতেই অভেদে স্থিতি করিতেছেন, পৃথক আর থাকিতেছেন না। তাঁহাদিগকে পরমাত্মা হইতে পৃথক ভাবিয়া স্তুতি বা নিন্দা করিতে হয় না। পরমাত্মা বিমুখ অজ্ঞানাচ্ছন্ন হিন্দুকগণ তাঁহাদের ভাব না বুঝিয়া নিজ নিজ কল্পিত সমাজভুক্ত অবতারদিকে স্তুতি ও অন্য সমাজের অবতারদিকে নিন্দা করিয়া ইহলোকে পরলোকে নিজের শান্তি

কষ্ট করিতেছে ও অপরের কষ্টের হেতু হইতেছে। এইরূপ লোককে বিশেষরূপে দণ্ডিত করা রাজা প্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

অজ্ঞানবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন সমাজ কল্পনা করিয়া পরমাত্মা বিমুখ নিন্দুকগণ কেহ মহম্মদ, কেহ যিশুখ্রীষ্ট, কেহ বা কৃষ্ণ ভগবান কেহ বা অপরাপর জ্ঞানী বা অবতারদিগের নিন্দা করিতেছেন। ইহা বুঝিতেছে না যে, একই ঈশ্বর গড, খোদা অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ব্যতীত যখন দ্বিতীয় কেহ নাই তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া অপর কে বা কি হইতে ইঁহারা শরীর ধারণ করিবেন।

প্রাচীন অবতারাদি মহাপুরুষের প্রচলিত চরিত্র বর্ণনায় অনেক রূপক আছে। তাহার যথার্থ ভাব না বুঝিয়া হিংসা বশতঃ অনেকে তাঁহাদিগের নিন্দা করিয়া থাকেন। তাহার ফলে নানা অমঙ্গল ঘটিতেছে। কৃষ্ণ ভগবানকে মানে না এমন অনেক সম্প্রদায়ের লোকে বলেন যে, তিনি গোপীদিগের সহিত বিহারাদি অনেক অজ্ঞানের কার্য্য করিয়াছিলেন, তিনি লম্পট, পাপী এবং তাঁহাকে যাহারা মানে তাহারা মূর্খ। গোপী বিহারের যথার্থ ভাব এই যে, কৃষ্ণ ভগবান গড খোদা ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সমূহ স্ত্রী পুরুষের ইন্দ্রিয়াদি গোপীগণকে অন্তরে প্রেরনার দ্বারা চেতন করিয়া প্রকৃতি পুরুষ ভাবে বিহার করিতেছেন। তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডময় জীবের উৎপত্তি হইতেছে। তিনি যদি ইন্দ্রিয়াদি গোপীগণকে প্রেরনার দ্বারা চেতন না করেন তাহা হইলে কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক কোন কার্য্যই হয় না। যখন তিনি ইন্দ্রিয়াদি হইতে চেতন শক্তি সঙ্কুচিত করেন তখন জীবের গাঢ় নিদ্রা বা সুষুপ্তি হয় ও ইন্দ্রিয়াদি গোপীগণের সর্ব্ব কার্য্য বন্ধ থাকে। পুনরায় প্রেরনার দ্বারা চেতন বা জাগ্রত করিলে জীব-সংযোগে ইন্দ্রিয়াদির সকল কার্য্য হয়। জ্ঞানী জানেন যে, যখন তাঁহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কিছু নাই তখন তিনি কাহার সহিত ক্রীড়া করিবেন? সমূহ স্ত্রী পুরুষের ইন্দ্রিয়াদি "গো," পরমাত্মা চেতন। তিনি গোকে চেতন করিয়া চরাইতেছেন অর্থাৎ পালন করিতেছেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ।

জীব সমূহের শরীর বংশী। ইন্দ্রিয় ছিদ্রে প্রেরনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা সকলকে চেতন সুরে বাজাইতেছেন। তোমরা জানিয়া বেদ, বাইবেল,

কোরাণ, প্রভৃতি নানা সুর বাহির করিতেছ ও তাহাতে লোক মোহিত হইতেছে। যখন তিনি চেতন শক্তির সঙ্কোচ করিয়া সুষুপ্তি ঘটান তখন স্থূল শরীর বংশী পড়িয়া থাকে, কোন সুর বাহির হয় না।

এইরূপে যথার্থ ভাব বুঝিবে। কাহারও নিন্দা করিবে না। অতি ক্ষুদ্রেরও নিন্দা করিলে পরমাত্মারই নিন্দা করা হয়। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

নারী বিষয়ক কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অযথা নানা প্রকার পীড়ন হইতেছে। তাহার ফলে জগদ্‌বাসীর মহাপীড়ন উপস্থিত। ইহা দেখিয়াও কেহ দেখিতেছেন না। যাহাতে স্ত্রী-পীড়ন নিবারণ হয় তাহা মনুষ্য মাত্রেরই বিশেষ কর্ত্তব্য জানিবে।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরমাত্মার স্বরূপ। ইহা না বুঝিয়া লোকের সংস্কার যে, পুরুষ শ্রেষ্ঠ ও স্ত্রী নিকৃষ্ট। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই বিচারপূর্ব্বক দেখা উচিত. যে, স্ত্রী কি বস্তু—সত্য বা মিথ্যা। এইরূপ বিচার করিয়া মিথ্যা ত্যাগ ও সত্য গ্রহণ করিলে মনের সমস্ত অশান্তি বিলুপ্ত হইয়া শান্তি বিধান হইবে। শাস্ত্রে ও লোকে সত্য ও মিথ্যা এই দুইটী সংস্কার শব্দ প্রচলিত। এখন বুঝিয়া দেখ যে, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কোন্‌টী বা উভয়েই সত্য বা মিথ্যা। যদি বল মিথ্যা তাহা হইলে মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। মিথ্যা দৃষ্টে নাই, অদৃষ্টে নাই। মিথ্যা হইতে স্ত্রী পুরুষ, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট প্রভৃতি কিছুই সৃষ্টি হইতে পারে না—হওয়া অসম্ভব। এবং সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য স্বতঃপ্রকাশ। সত্যতে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট, স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি নাম বা সংজ্ঞা হইতেই পারে না—হওয়া অসম্ভব। তবে এক সত্য মধ্যে পুরুষ

শ্রেষ্ঠ ও স্ত্রী নিকৃষ্ট এই প্রকার যে দুইটী ভাব জাগিতেছে ইহা কি জ্ঞানের কার্য্য বা অজ্ঞানের কার্য্য? নিকৃষ্ট যে স্ত্রী তিনি মিথ্যা হইতে হইয়াছেন এরূপ বলিলে বুঝিয়া দেখ, মিথ্যা ত কোন পদার্থ নহে, যাহা নাই তাহারই এক নাম মিথ্যা। যদি স্ত্রী সত্য হইতে হইয়া থাকেন ও সত্যেরই রূপ হন তাহা হইলে যখন এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই তখন সেই একই সত্য হইতে একটী স্ত্রী নিকৃষ্ট ও অপর একটী পুরুষ শ্রেষ্ঠ কোথা হইতে বাহির হইলেন? যদি পুরুষ বলেন, আমরা স্ত্রী পুরুষ উভয়ই এক সত্য হইতে হইয়াছি বটে কিন্তু তথাচ পুরুষ শ্রেষ্ঠ স্ত্রী নিকৃষ্ট, তাহা হইলে সেইরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন পুরুষের মুখে চুণ কালী দেওয়া কর্ত্তব্য। পুরুষ যদি বোধ করেন যে, আমি এক অদ্বিতীয় সত্য হইতে হইয়াছি ও তদ্ভিন্ন অপর কোন বস্তু হইতে স্ত্রী হইয়াছেন তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে, স্ত্রীর কারণ সেই অপর বস্তু বা ব্যক্তির অস্তিত্ব কোথায়—তাহার কি রূপ? আর যে সত্য হইতে পুরুষ হইয়াছেন সেই সত্যের রূপ, পূর্ণত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তার অস্তিত্ব কোথায়? "শিবোঽহং সচ্চিদানন্দোঽহং" কেবল মুখেই বলাই সার—কার্য্যে কিছুই নহে। যদি হাড় মাস বিষ্ঠার পুত্তলিকে পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ বল তাহা হইলে যখন স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর সেই একই পদার্থে গঠিত তখন উভয়েই সমভাবে নিকৃষ্ট, হেয়। যদি দশ ইন্দ্রিয়কে পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ বল তাহা হইলে যখন স্ত্রীগণের ইন্দ্রিয়াদি সেই একই পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত তখন স্ত্রীগণের ইন্দ্রিয়াদিও পুরুষ এবং শ্রেষ্ঠ কিম্বা উভয়ই স্ত্রী ও নিকৃষ্ট। অতএব স্ত্রীকে হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইলে পুরুষগণ আপন আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কাটিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিউন। যদি বল ইন্দ্রিয়াদির গুণ ও ধর্ম্মই পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দেখ, যে ইন্দ্রিয়ের যে গুণ বা ধর্ম্ম তাহা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে সমানভাবে বর্ত্তাইতেছে ও তদনুসারে দুঃখ সুখ অনুভব হইতেছে। জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি বা অজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান ও স্বরূপ অবস্থা, দুঃখ সুখ, লজ্জা ভয়, মান অপমান, ক্ষুধা পিপাসা, জীবন মরণ প্রভৃতি উভয়ে একইরূপে ঘটিতেছে। তবে উভয়ই সমানভাবে পুরুষ এবং শ্রেষ্ঠ বা স্ত্রী এবং নিকৃষ্ট হইবেন। যদি চেতন জীবাত্মাকে পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ বল তাহা হইলে যখন একই সত্য পরমাত্মার অংশ স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রেই জীবাত্মারূপে বর্ত্তমান

তখন উভয়ই সমানরূপে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট হইবেন। এ অবস্থায় স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে হইলে আপনাকে ত্যাগ করিতে অর্থাৎ আপনার মৃত্যু ঘটাইতে হইবে। যখন একই কারণ পরব্রহ্ম হইতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত বা উৎপন্ন হইয়াছে তখন স্ত্রী ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হইবে। সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানীর পক্ষে ইহাই উচিত। নতুবা পরমাত্মার এক অংশকে স্ত্রী বলিয়া ত্যাগ ও অপর অংশকে পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করা মূর্খের কার্য্য—সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানীর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। স্ত্রী পুরুষ সংজ্ঞা বিশেষণ, পরমাত্মা বিশেষ্য। তাঁহারই জ্ঞানময়ী মঙ্গলময়ী, সৃষ্টি পালন লয়কারিণী শক্তির নাম প্রকৃতি বা স্ত্রী সংজ্ঞা জানিবে। স্ত্রী পুরুষ উভয় সংজ্ঞা লইয়া পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী, নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বকালে বিরাজমান। এই বোধ হওয়ার নাম যথার্থ ত্যাগ। পরমাত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পদার্থ নাই এই জ্ঞানই জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট ত্যাগ। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই প্রতি জ্ঞানীর প্রেম ও সম্মান সমান।

মূল কথা। একই স্বতঃপ্রকাশ পরমাত্মা আপন ইচ্ছায় কারণ হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল নামরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজমান। পরব্রহ্মের ইচ্ছা শক্তির নাম মায়া কালী দুর্গা সরস্বতী, আদ্যাশক্তি সাবিত্রী গায়ত্রী বিদ্যা অবিদ্যা প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে। ইনি পরব্রহ্ম হইতে পৃথক নহেন। পরব্রহ্ম স্বরূপিণী। এই মঙ্গলকারিণী শক্তি হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের উৎপত্তি হইয়া ইঁহাতেই স্থিতি ও লয় হইতেছে। এই জগজ্জননী মহাশক্তি স্ত্রী হইতে পুত্র কন্যা উৎপন্ন হইয়া মহা মহা অবতার ঋষি মুনি, রাজা বাদসাহ পণ্ডিত, সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতি পদ লইয়া তাঁহাতেই লয় পাইতেছে। পুরুষ মাত্রকেই ধিক্? তাঁহারা স্ত্রীরূপিণী জগজ্জননীর ক্লেদ মূত্র বিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার উত্তম গুণ গ্রহণ করিতেছেন না। স্ত্রী সংজ্ঞক মাত্রকে সেবা ভক্তি মান প্রতিষ্ঠা না করিয়া নীচ শূদ্র অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন। ইহার অপেক্ষা মনুষ্যের জ্ঞানহীন আর কিরূপে হইতে পারে? শুধু মস্তক মুণ্ডন করিয়া "শিবোঽহং সচ্চিদানন্দোঽহং" বলিলে

কি হইবে? শুনিয়াছেন পার্ব্বতী পরমাসুন্দরী। অতএব "শিবোহহং" বলিবার কলে পার্ব্বতীপতি শিব হইয়া কৈলাসবাসের বাসনা। ধিক্ তোমার জ্ঞানে, ধিক্ তোমার "শিবোহহং" বলায়। কে হইয়া কাহার কাছে প্রকাশ কর যে, "শিবোহহং সচ্চিদানন্দোহহং"। যাহার কাছে প্রকাশ কর সে কে? এ আকাশের মধ্যে কয়টা সত্য "শিবোহহং সচ্চিদানন্দোহহং" আছেন বা হইবেন? "শিবোহহং সচ্চিদানন্দোহহং" অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া মঙ্গলকারী নিরাকার সাকার বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগতের গুরু মাতা পিতা আত্মার শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা কর ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে যত্নশীল হও। সম্মানপূর্ব্বক স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রকে উত্তমরূপে পরিপালন কর। স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রকে জান যে আমার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ। যে কার্য্যের জন্ত যাহা উপযোগী তাহার দ্বারা সেই কার্য্য কর ও করাও। হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া ইঁহার শরণ গ্রহণ কর যাহাতে ইনি সদয় হইয়া তোমার অন্তরে "শিবোহহং সচ্চিদানন্দোহহং" রূপ যে অজ্ঞান ভাসিতেছে তাহার নিবৃত্তি করিবেন। ইনি দয়াময় তোমাদের সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। তখন তুমি স্ত্রী পুরুষ "শিবোহহং সচ্চিদানন্দোহহং" কাহাকে বলে বুঝিয়া শান্তি পাইবে। তখন তুমি বুঝিবে যে একই পরব্রহ্ম হইতে স্ত্রীও প্রকাশ পাইতেছেন পুরুষও প্রকাশ পাইতেছেন। উভয়েই পরব্রহ্মের রূপ মাত্র। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মাতা পিতা গুরু আত্মা পতি পরব্রহ্ম। দুয়ের মধ্যে কেহই উচ্চ নহেন, কেহই নীচ নহেন—উভয়ই সমান। কেবল রূপান্তর উপাধি ভেদে স্ত্রী পুরুষ নাম বা সংজ্ঞা—যেমন বিশেষ্য বিশেষণ। পুরুষ বিশেষ্য সংজ্ঞক, স্ত্রী বা শক্তি বা জ্ঞান বিশেষণ সংজ্ঞক। কিন্তু বিশেষ্য বিশেষণ একই বস্তু। যেমন অগ্নি ও অগ্নির প্রকাশ উভয়েই একই অগ্নি। অগ্নি সংজ্ঞক পুরুষ ও প্রকাশ সংজ্ঞক স্ত্রী। পরব্রহ্ম বিশেষ্য, পরব্রহ্মের সৃষ্টি পালন সংহারকারিণী বিদ্যা বা জ্ঞানময়ী ইচ্ছা শক্তির নাম বিশেষণ। বিশেষ্য অপ্রকাশ নিরাকার নির্গুণ আত্মা। বিশেষণ প্রকাশমান জগৎ স্বরূপ। পরমাত্মা আপন ইচ্ছায় জগদ্রূপে প্রকাশমান হইয়া অনন্ত শক্তিদ্বারা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক অনন্ত প্রকার কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। জীবের মঙ্গলকারিণী মহাশক্তি পরব্রহ্ম হইতে পৃথক বস্তু নহে—পরব্রহ্মের রূপই। যেরূপ জাগরিত অবস্থায় তুমি ও তোমার

নানা শক্তি নানা কার্য্য কর ও করেন—আমি, তুমি,তিনি, স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি। এবং সুষুপ্তির অবস্থায় সমস্তেরই কারণে লয় হয়। আমি,তুমি, তিনি, স্ত্রী পুরুষ প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতি কোন ভাবই থাকে না। অগ্নির প্রকাশে অগ্নির সমস্ত গুণের প্রকাশ থাকে, অগ্নির নির্ব্বাণে সমস্তেরই কারণে লয় হয়। এইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে শান্ত চিত্তে বিচারপূর্ব্বক সারভাব গ্রহণ করিয়া স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে বিরোধ হইতে নিবৃত্ত হও এবং উভয়ই পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি কর।

অত্যাধিক পরিমাণে পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই স্ত্রীজাতির প্রতি অন্যায় আচরণ হইতেছে। স্ত্রী পুরুষের তুল্যাধিকার কোথাও দেখা যায় না। অবলা স্ত্রীগণ অনর্থক নানা প্রকার কষ্ট পাইতেছেন। পুরুষগণ তাহার মোচন করা দূরে থাকুক দেখিয়াও দেখিতেছেন না। পুরুষেরা আপনার কষ্ট নিবারণ করিয়া সুখ বা স্বাধীনতা চাহেন কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সুখ বা স্বাধীনতা চাহেন না। এ বোধ নাই যে, যিনি সকলকে স্বাধীন করিতে ইচ্ছা করেন কেবল তিনিই নিজে স্বাধীন হইতে পারেন। পরমাত্মার মূল উদ্দেশ্য এই যে, পরমাত্মার নিয়ম অনুসারে যাহার দ্বারা ব্যবহারিক বা পারমার্থিক যে কার্য্য সুখে সম্পন্ন হয় তাহার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমানভাবে পরমানন্দে অবস্থিতি করেন। যে সকল ন্যায়বান বীরপুরুষগণ স্ত্রীজাতির সহায় হইয়া পরমাত্মার সেই উদ্দেশ্য সাধনে যত্নশীল তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে পরমাত্মার প্রিয়। যাহারা স্ত্রী পীড়নের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য বিফল করিবার চেষ্টা করে তাহারা পরমাত্মা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতেছে ও হইবে। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

এ দেশের স্ত্রীজাতির যে কষ্ট তাহার সীমা নাই। স্ত্রীগণ কন্যাভাবে,পত্নীভাবে ঘরে ঘরে যেরূপ কষ্ট পাইতেছেন তাহা সকলেই জানেন কিন্তু বৃথা মানের ভয়ে তাহা জানিয়াও সকল সময় স্বীকার করেন না। অজ্ঞানবশতঃ অনেকেরই সংস্কার যে, পরমাত্মার ইচ্ছায় স্বভাবতঃ পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রী হীন। পুরুষের জন্যই যেন স্ত্রী সৃষ্টি হইয়াছে স্ত্রীর জন্য পুরুষ সৃষ্টি হয় নাই। এ বোধ নাই যে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ে-উভয়েরই কল্যাণের জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন। এমন নহে যে, পুরুষ যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন আর স্ত্রীগণ পুরুষের ইচ্ছা-

মত চলিবার জন্য জন্মিয়াছেন। যাঁহারা হিন্দু বা আর্য্য নামধারী তাঁহারা শাস্ত্রীয় সংস্কার অনুসারে মুখে বলেন যে, স্ত্রী মাত্রেই দেবী মাতা, মহাশক্তির অংশ, পুরুষ মাত্রেই শিব, উভয়েই পরমাত্মার স্বরূপ। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য ঠিক বিপরীত। আপনার বৃথা সম্মান রক্ষার জন্য অবিচারে কতরূপে সেই মহাশক্তি স্বরূপিনীকে সত্য হইতে বিমুখ ও সর্ব্ববিষয়ে বঞ্চিত করিতেছেন তাহার সীমা নাই। ইহা হইতে আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? এরূপ আচরণের ফলে স্বয়ং মহাশক্তি যে হিন্দুদিগকে জ্ঞানহীন, শক্তিহীন করিয়া পীড়িত করিতেছেন তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। তথাপি চৈতন্য হইতেছে না। যতদিন হিন্দুগণ কালী দুর্গা সরস্বতী লক্ষ্মী বেদমাতা সাবিত্রী গায়ত্রী যুগলরূপ প্রভৃতি নাম দিয়া মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা আত্মাকে শ্রদ্ধা করিতেন ততদিন তাঁহারা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কোন বিষয়েই শ্রীভ্রষ্ট হন নাই। কিন্তু এক্ষণে ইহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মঙ্গলকারিণী মহাশক্তি স্বরূপিনী স্ত্রীগণের প্রীতি ও সম্মানপূর্ব্বক সৎকারে বিরত হইয়াছেন। তাঁহাদের যদি কিছুমাত্র সমদৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে এরূপ ঘটিত না। সমদর্শী ব্যক্তিই পরের সুখে সুখী ও পরের দুঃখে দুঃখী হন।

নারীরূপিনী মহাশক্তি হইতে ইঁহারা যে কিরূপ বিমুখ হইয়াছেন একটী ব্যবহারের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। পুরুষ দক্ষিণ ভাগের অধিকারী ও স্ত্রী বামভাগের অধিকারিণী এই ব্যবহারে স্ত্রীগণের প্রতি যেরূপ অবজ্ঞা সূচিত হয় তাহা সর্ব্ব ব্যবহারের মূল হইয়াছে। পুরুষগণ সম্মানের চিহ্ন বলিয়া দক্ষিণ ভাগ গ্রহণ করিতেছেন বটে কিন্তু অন্তরে বাহিরে নানা রিপু কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া অপমান ও লাঞ্ছনার সীমা থাকিতেছে না। বিচারশীল সমদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝেন যে দক্ষিণ ভাগ যদি সম্মানের হয় তাহা হইলে মনুষ্য মাত্রেরই জগজ্জননী নারীকে সেই দক্ষিণ ভাগ দেওয়া কর্ত্তব্য। লোকাচার ক্রমে বাম বা দক্ষিণ ভাগ দাও তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, স্ত্রী পুরুষের সম্মান সমানভাবে রক্ষা করিলে পূর্ণ-পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মঙ্গলকারী রাজা সর্ব্ববিষয়ে সমস্ত অমঙ্গল দূর ও মঙ্গলবিধান করিবেন। যাহাতে জগতের সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত

হয় লৌকিক রাজাদিগের তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যথাচরণে রাজ্যের নাশ। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

মূল কথা। দায়াধিকার প্রভৃতি সর্ব্বত্রই স্ত্রী ও পুরুষের সমান ক্ষমতা পরমাত্মা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও তাহার অন্যথা না করা জ্ঞানবানের কর্ত্তব্য। তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, ব্রহ্মাণ্ডের নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ কেবল পুরুষেই দর্শন করিবে, স্ত্রীলোকে করিবে না। যথার্থ পক্ষে যাহা পুরুষের পক্ষে নির্দ্দোষ তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষেও নির্দ্দোষ। যাহা স্ত্রীর পক্ষে দোষ তাহা পুরুষের পক্ষেও দোষ। ঈশ্বর এরূপ নিয়ম করেন নাই যে, বিবাহ না করিলে নারীর অন্য গতি নাই ও পুরুষের পক্ষে বিবাহ করা না করা ইচ্ছাধীন। স্ত্রী হউক পুরুষ হউক ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবে, না হয় করিবে না। তাহাতে ঈশ্বরের নিকট কোন দোষ বা গুণ হয় না। তিনি এরূপ নিয়ম করেন নাই যে, পুরুষ পুনঃ পুনঃ বা একাধিক বিবাহ করিয়া নির্দ্দোষী থাকিবেন ও স্ত্রী সেইরূপ আচরণে দোষী ও দণ্ডিত হইবেন এবং তিনি এরূপ আজ্ঞা দেন নাই যে বিধবা বেশ ভূষা ও সুখাদ্য ত্যাগ করিবে ও বিপত্নীক ভোগ বিলাসে রত থাকিবে। তিনি পূর্ণ, কেহই তাঁহার পরে নহেন। তাঁহাতে পক্ষপাত বা ইতর বিশেষ নাই। জীব মাত্রেই তাঁহার নিকট সমান।

বিধবা স্ত্রী অলঙ্কারাদি ধারণ করেন বা না করেন কিম্বা উত্তম দ্রব্য খান বা না খান তাহাতে দোষই বা কি গুণই বা কি? দোষ গুণ, আশক্তি অনাশক্তি মনে; অসন বসনের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? পরমাত্মা ভগবান যদি দয়া করিয়া জীবের মনোবৃত্তি আপনার অভিমুখে আকর্ষণ করেন তবেই ইন্দ্রিয়াদি শান্ত ও সৎপথে গতি হয়। নতুবা কি গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কাহারও সামর্থ্য নাই যে, কোন ইন্দ্রিয়ের কোন গুণ বা ধর্ম্মের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি প্রভৃতি কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন। যে ইন্দ্রিয়ের যে গুণ বা ধর্ম্ম তাহা যথাসময়ে ঈশ্বরের নিয়মানুসারে বর্ত্তাইবে তাহাতে কাহারও কোন নিন্দা বা দোষের লেশ মাত্র নাই। তোমরা নিজে কেহ কষ্ট করিও না ও অপরকেও কষ্ট দিও না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরামাত্মার স্বরূপ। যাহাতে উভয়ে পরস্পরের মঙ্গল চেষ্টা করে ইহাই পরমাত্মার উদ্দেশ্য ও জ্ঞানের ইহাই লক্ষণ।

যদি স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই বাল্যাবস্থা হইতে জুতা ও পোষাক পরা বিদ্যাভ্যাস, অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবহার, কুস্তি, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি সৎ শিক্ষা দেওয়া হয় তবেই মনুষ্য ঈশ্বরের নিকট প্রিয় নতুবা সর্ব্ব প্রকারে দোষী ও দণ্ডার্হ হয়। নারীকে সৎ শিক্ষা না দিয়া কেবল পুরুষকে দেওয়া নিস্ফল ও জ্ঞানীর অকর্ত্তব্য।

ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে যদি কোন স্ত্রী বন্ধ্যা হন তাহা হইলে অজ্ঞানবশতঃ পরমাত্মা বিমুখ লোকে তাঁহাকে নিন্দা, ঘৃণা করে। ইহা পশুতুল্য ব্যবহার। স্ত্রী বেচারির কি দোষ? তাহার ত নিজের কোন শক্তি নাই যে গর্ভধারণ করিবে বা করিবে না। যাহার সন্তান হয় তাহা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে হয়। যাহার না হয় তাহাও ঈশ্বরের নিয়মানুসারেই হয় না। তিনি যে গাছে ফল হইবার নিয়ম করিয়াছেন সেই গাছে ফল হয়। পাণ প্রভৃতি যে গাছে তিনি ফল হইবার নিয়ম করেন নাই তাহাতে ফল হয় না। গাছের কি দোষ? পরমাত্মার ইচ্ছা। কাহাকেও কাহারও দোষ দেওয়া উচিত নহে। সকল বিষয়ে বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করিতে হয়। নিজ নিজ দোষের প্রতি দৃষ্টি কর সকল দোষের শান্তি হইবে।

সকলে সকলের সকল অপরাধ ক্ষমা করিবে। তাহা হইলে পরমাত্মা· জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানও সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন। বুঝিয়া দেখ, তোমরা তাঁহার নিকট শত অপরাধে অপরাধী। তিনি ক্ষমা না করিলে, তোমাদের দুঃখের সীমা থাকে না। অথচ তোমরা মাতা ভগ্নী স্ত্রী প্রভৃতির সামান্য দোষও ক্ষমা করিতে অপারগ। তাহার জন্য নিজে সর্ব্বদা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ ও অপরকে করাইতেছ। ইহার অপেক্ষা অকৃজ্ঞতা ও মূঢ়তা অধিক আর কি হইতে পারে? যে অপরকে ক্ষমা করিতে পারে না সে কিরূপে ক্ষমা পাইবে? যে অপরকে ক্ষমা করে ঈশ্বর তাহাকে ক্ষমা করেন। ক্ষমা পরম তপস্যা। ক্ষমা বলীর ভূষণ। এজন্য দুর্ব্বলা স্ত্রীগণ পুরুষের নিকট বিশেষরূপে ক্ষমার পাত্রী। সধবা, বিধবা, কুমারী, সচ্চরিত্রা, অসচ্চরিত্রা, নারী মাত্রেরই যাহতে কোন প্রকার অভাব বা কষ্ট না থাকে তৎপ্রতি রাজা পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি মনুষ্য মাত্রেই যাহাতে পরস্পরকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া পরস্পরের

হিতসাধন করিতে পারে তাহার জন্য সর্ব্বদা জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা কর। তিনি নিজ গুণে তোমাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেরই সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে রাখিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

বিবাহ বিষয়ক কর্ত্তব্য।

মনুষ্যের মধ্যে বিবাহ একটী প্রধান অনুষ্ঠান। উপস্থিতব্যক্তিদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য ও ভবিষ্যতে সন্তান সন্ততির হিতের জন্য বিবাহ। যাহাতে মনুষ্যগণ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি লাভে সক্ষম হয় তাহাই পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের উদ্দেশ্য। বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন যে, তাহাতে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে কোন প্রকার বিঘ্ন না ঘটে বরঞ্চ সেই উদ্দেশ্যের অনুকূল কার্য্য হয়। ইহা না বুঝিয়া ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবাহের প্রণালী ও পদ্ধতি কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল না হইয়া তাহার বিপরীত ঘটিতেছে। প্রত্যক্ষ দেখ, যদি প্রচলিত বিবাহের ব্যবস্থা ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইত তাহা হইলে বিবাহ সত্বেও ব্যাভিচার ও অকাল মৃত্যু প্রভৃতি অনিষ্ট কেন উৎপন্ন হইতেছে। বিবাহ নানা স্থানে মঙ্গলের আকর না হইয়া অনিষ্টের হেতু হইতেছে কেন? যদি বিবাহের প্রথা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে গঠিত হইত তাহা হইলে কেন এরূপ ভ্রমের প্রচার হইবে যে, বিবাহ মাত্রেই পরমার্থ সিদ্ধির বিরোধী। বিবাহ সম্বন্ধে পরমাত্মার কি নিয়ম বা উদ্দেশ্য তাহা না জানায় ও পক্ষপাত এবং স্বার্থপরতার দ্বারা চালিত হইয়া বিবাহের ব্যবস্থা করায় এরূপ উৎপাত ঘটিতেছে। অজ্ঞানবশতঃ লোকে বুঝিতেছে না যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অভেদে মিলন তাহাই প্রকৃত বিবাহ।

পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া নিত্য স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। শাস্ত্রীয় ও লৌকীক সংস্কারানুসারে তাঁহাতেই সাকার নিরাকার এই দুইটী ভাব ভাসিতেছে। নিরাকার নির্গুণ জ্ঞানাতীত, সেই নিরাকার ব্রহ্মে স্ত্রী পুরুষ, বিবাহ ব্যভিচার ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি কিছুই নাই। সাকার বিরাট ভগবানের পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ এই সাত অঙ্গ, ধাতু বা শক্তি। এতদ্ভিন্ন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহাকাশের মধ্যে দ্বিতীয় কেহ বা কিছু হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এখন বিচার করিয়া দেখ যে, বিবাহ কাহার নাম। নিরাকার ব্রহ্মের নাম বিবাহ, না, সাকার বিরাট ভগবানের নাম বিবাহ অথবা বিরাট ভগবানের পৃথিব্যাদি কোনও অঙ্গ বিশেষের নাম বিবাহ? যদি ইহার মধ্যে কাহাকেও বিবাহ বল তাহা হইলে পৃথিবীতে যত প্রকারের বিবাহ প্রচলিত আছে তাহা মনুষ্যের কল্পনায় বহু হইলেও যথার্থ পক্ষে একই। তাহা হইলে এক সমাজে প্রচলিত প্রথা উৎকৃষ্ট ও অপর সমাজের প্রথা নিকৃষ্ট এরূপ বিবাদ বিসম্বাদ জনিত দ্বেষ হিংসা অশান্তির স্থল থাকে না। আর যদি বল যে, বিবাহ এতদ্ভিন্ন অপর কিছু তাহা হইলে বিবাহ বলিয়া কোন পদার্থই নাই, যাহা নাই তাহারই নাম বিবাহ।

যাহা নাই তাহারই অন্য নাম মিথ্যা। যাহা বা যিনি আছেন তাহারই নাম সত্য। তবে বুঝিয়া দেখ, বিবাহ সত্য কি মিথ্যা। যদি বল মিথ্যা তাহা হইলে বিবাহ এই শব্দ মাত্র আছে। শব্দের অনুরূপ কোন বস্তুই নাই। যদি বল সত্য তাহা হইলে সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। সেই সত্যেরই নাম যদি বিবাহ হয় তাহা হইলেও বিবাহের প্রথা ভেদ লইয়া হিংসা দ্বেষ বশতঃ অশান্তি ভোগ করিবার কোন কারণ নাই।

মূল কথা এই যে, অজ্ঞানবশতঃ জগৎ, জীব, মায়া, ব্রহ্ম প্রভৃতি যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাসিতেছেন তাহা ভিন্ন ভিন্ন ভাসা সত্ত্বেও একই। এইরূপ জ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদে মিলনের নামই বিবাহ। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া জগতের হিতার্থে যে মিলিত হয়েন তাহাই প্রকৃত বিবাহ। ইহাতে শাস্ত্র, শ্লোক, পুরোহিত প্রভৃতি কোন আড়ম্বরেরই প্রয়োজন থাকে না। পরস্পরকে ব্রহ্ম ভাবে দৃষ্টি করিয়া অভিন্ন

হৃদয়ে প্রীতি পূর্ব্বক জগতের হিতানুষ্ঠানরূপ যে পরস্পরের প্রিয়কার্য্য সাধন তাহাই প্রকৃত বিবাহ। ব্যবহার কার্য্যের সুবিধার জন্য বিবাহের যে অনুষ্ঠান তাহা বাহ্য বিবাহ মাত্র। যেরূপ পূর্ব্বে বলা হইল তাহাই অন্তর্বিবাহ।

যেখানে অন্তর্বিবাহ হয় নাই সেখানে বাহ্য বিবাহ ঈশ্বরের নিকট ব্যভিচার ও দণ্ডার্হ। এইরূপ ব্যভিচারের জন্য তোমাদের দুর্দ্দশা লাঞ্ছনার সীমা থাকিতেছে না। তত্রাচ তোমরা মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিতেছ না যে, কেন আমাদের এত দুঃখ। শান্ত ও গম্ভীর ভাবে নিজ নিজ দুরবস্থার বিষয়ে চিন্তা কর। ভাবিয়া দেখ, জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে এমন কি কেহ বা কিছুনাই যে তিনি তোমাদের দুঃখ মোচন করেন বা তোমাদের যন্ত্রনায় শান্তি দেন। যদি থাকেন ত তিনি কোথায়? সরল অন্তঃকরণে এইরূপ অনুসন্ধান করিলে অনায়াসে দেখিতে পাইবে যে, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সাকার নিরাকার চরাচর স্ত্রী পুরুষ তোমাদিগকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার নিত্য স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। শরণার্থী হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর। তিনি মঙ্গলময় তোমাদের সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——00——

বিবাহের পাত্র পাত্রী।

মনুষ্যের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধভাব বা সংস্কার দেখা যায়। কেহ বলেন বিবাহ সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য। বিবাহিত ব্যক্তির কোন ক্রমে মুক্তি হইবে না। সন্ন্যাসই উৎকৃষ্ট পদ, গার্হস্থ্য ঘৃণ্য, হীন অবস্থা। আবার কেহ বলেন, সন্ন্যাস ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়। বিবাহ করা মনুষ্যের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য, করিলে পরমাত্মা সন্তুষ্ট হন; না করায় তাঁহার অপ্রসন্নতা। কেহ বলেন, অবিবাহিত

ব্যক্তি পরমার্থের অনধিকারী আর কেহ বলেন তিনিই কেবল অধিকারী। এইরূপ বিবাদ বিষম্বাদ বশতঃ কেহই শান্তি বা দৃঢ় নিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছেন না।

এস্থলে মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্ব্বক সার ভাব গ্রহণ করা উচিত। বিচার না করিলে জ্ঞানলাভ হয় না। জ্ঞান বিনা শান্তি নাই। অতএব তোমরা সকলে বিচারপূর্ব্বক বুঝিয়া দেখ যে, বিবাহ করিলেই বা কি ফল আর না করিলেই বা কি ফল? পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, যাহাতে মনুষ্য ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করিতে পারে ইহাই পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের সৃষ্টি কার্য্যের চরম উদ্দেশ্য। তেজ বা শক্তি বিনা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। যাহার শরীরে বল নাই, মনে তেজ নাই সে ব্যবহার ও পরমার্থ উভয় ভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্য দেহ ধারণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে। এজন্য সকলেরই পক্ষে মিথুনভাবাক্রান্ত হইয়া অযথা তেজোক্ষয় করা অবিধেয়। কিন্তু মিথুন ভাব ত্যাগ করিলেই যে তেজোরক্ষা হয় পরমাত্মার এরূপ কোন নিয়ম নাই। বিচারপূর্ব্বক মিথুন ধর্ম্ম আচরণেও তেজোরক্ষা হয় এবং অবিচারে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানেও তেজোক্ষয় হয়। মূল কথা। জীবের বিবাহে বা ব্রহ্মচর্য্যে কোন হানিলাভ নাই। তেজোরক্ষার প্রয়োজন। বিবাহ করিলে যাঁহার তেজোরক্ষা হয় তিনি বিবাহ করিবেন। ইহা ভগবান পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের আজ্ঞা। বিবাহ না করিলে যাঁহার তেজোরক্ষা হয় তিনি বিবাহ করিবেন না। ইহাও ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপের আজ্ঞা। যিনি বিবাহ করেন ও যিনি না করেন ইঁহাদের মধ্যে একজন অপরজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নহেন। উভয়েই পরমাত্মার আজ্ঞানুগত হইয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সুনিষ্পন্ন করিলে তাঁহার কৃপায় মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে নিত্য অবস্থিতি করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। যিনি পরমাত্মা বিমুখ ও তাঁহার আজ্ঞা পালনে যত্নহীন তিনি বিবাহ করিলেও যন্ত্রণা ভোগ করিবেন, না করিলেও যন্ত্রণা ভোগ করিবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কুমার কুমারী বা বিধবা যাঁহার ভোগবাসনা নাই, যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সুখে শান্ত, বিষয় সুখের সন্ধানে বিরত, যাঁহার কেবল জ্ঞান মুক্তিতে অনুরাগ, যিনি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে একমাত্র পতি বা পত্নী জানিয়া তাঁহাতে নিষ্ঠাযুক্ত

এরূপ স্ত্রী বা পুরুষকে কদাচ বিবাহের জন্য জেদ করিবে না। তাঁহাকে পূর্ণপরমাত্মারূপে নমস্কার। তিনি ইচ্ছা হইলে বিবাহ করিবেন, ইচ্ছা না হইলে না করিবেন। তাহাতে ঈশ্বরের কোন বিধি নিষেধ নাই। তিনি বিবাহ করিলেও ঈশ্বরের নিকট নির্দ্দোষী ও প্রিয়, না করিলেও নির্দ্দোষী ও প্রিয়।

স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে তাহাকে কোনরূপ ভয় বা ফলের লোভ দেখাইয়া বিবাহে বিরত করিবে না। যে রাজ্যে বিবাহাভিলাষী স্ত্রী বা পুরুষের পক্ষে বিবাহ করিবার সুবিধা নাই সে রাজ্য শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা তিনি যাহাতে বিবাহ করিতে সক্ষম হন তাহা রাজা প্রভৃতি ক্ষমতাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া বিবাহের দ্বারা যে মিলিত হন, ইহা পরম কল্যাণের হেতু। মনুষ্য একজনের সহিত অভেদে মিলিতে পারিলে সকলের সহিত অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত অভেদে মিলিতে পারেন। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

আরও দেখ যাঁহার নাম স্ত্রী পুরুষ জীব শব্দ কল্পিত হইয়াছে তাঁহার কোটী কোটী বিবাহ হইলেও তিনি স্বরূপে অনাদি শুদ্ধ কুমাররূপে বিরাজমান। কোন কালে অশুদ্ধ ও অপবিত্র হন না। যেমন, সোণার স্ত্রী ও পুরুষ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া মন্ত্রাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাদের বিবাহ দিলেও উভয়ই পূর্ব্ববৎ শুদ্ধ সোণা থাকিয়া যায়, তেমনই জীব বিবাহের পূর্ব্বে পরে একইরূপ শুদ্ধ। কেবল অজ্ঞানবশতঃ বুঝিবার ভেদ।

অতএব যাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে তিনি নির্ভয়ে বিবাহ করিয়া পরমাত্মার উপাসনাদি প্রিয় কার্য্য সাধন করিবেন। যাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই তিনি না করিয়াই করিবেন। পরমাত্মা উভয়ের প্রতি সমভাবে প্রসন্ন হইয়া মঙ্গলবিধান করিবেন। পরমাত্মার প্রকাশ তেজোময় জ্যোতিকে ধারণ কর সর্ব্বদা পূর্ণতেজে তেজস্বী থাকিবে। যাঁহার বিবাহ করিতে ইচ্ছা তিনি বিবাহের যথার্থ পাত্র বা পাত্রী এ বিষয়ে লৌকিক সংস্কারবশতঃ কোনরূপ চিন্তিত বা ভীত হইবে না। জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাতে নিষ্ঠা রাখিয়া অল্পে সন্তুষ্ট, পরোপকারে রত থাক। জগতের মঙ্গলে আপন মঙ্গল আপনার

মঙ্গলে জগৎ মঙ্গলময়। কেননা সমগ্র জগৎ আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

ব্রহ্মচর্য্য বা দাম্পত্য তেজো রক্ষার কর্ত্তা নহে। ক্ষুদ্র বৃহৎ তাবৎ কার্য্যের এক মাত্র কর্ত্তা পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা। ইনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। যাহা ইনি ইচ্ছা না করেন তাহা কেহই ঘটাইতে পারে না। আর যাহা ইনি ইচ্ছা করেন তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারে না। ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। ইচ্ছা হইলে ইনি পরম তেজস্বী কঠোর ব্রহ্মচারীর নিকট অপ্রকাশ থাকিয়া হীনবল বহুদারিকের নিকট প্রকাশমান হইতে পারেন। সকলই ইঁহার ইচ্ছা। অতএব সকলে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে নিষ্ঠা ভক্তি রাখ ও সর্ব্বপ্রকার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্ব্বক ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য গম্ভীর ও শান্তি স্বরূপে সমাধা কর যাহাতে সকল বিষয়ে সকলে মিলিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পার। কোন বিষয়ে জেদ করিও না। যাহার প্রতি পরমাত্মার যেরূপ প্রেরণা বাহ্য দৃষ্টিতে তিনি সেইরূপ আচরণ করেন। কিন্তু অন্তর্মুখে সকলেই একই পরমাত্মার স্বরূপ। বাহ্য আচরণ দেখিয়া লোক হিতের জন্য কাহারও নিন্দা, কাহারও স্তুতি করিতে হয় কিন্তু সকলকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া সকলেরই হিত সাধনে যত্নশীল হও। ইহাই সমদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানীর লক্ষণ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

বিবাহের বয়স।

হিন্দুনামক কল্পিত সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত। শাস্ত্র সংস্কার বশতঃ হিন্দুদিগের ধারনা যে, আট বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ পুণ্যের কার্য্য। কেহ কেহ ইহা অপেক্ষাও অল্প বয়সের কন্যাকে বিবাহিত করিয়া থাকেন। এবং সকলেরই ধারনা যে, অবিবাহিতা কন্যা রজস্বলা হইলে পিতা প্রভৃতি গুরুজনের অধঃপাতের হেতু ও স্বয়ং অপবিত্র হয়েন। এস্থলে মনুষ্য মাত্রেই

শাস্ত্র গম্ভীর ভাবে পূর্ব্বের প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে বস্তু বিচার করিলে সহজেই বুঝিবেন যে, বিরাট পরব্রহ্মের সপ্তাঙ্গ হইতে সমভাবে স্ত্রী ও পুরুষের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়াছে এবং স্ত্রী ও পুরুষ একই সত্য হইতে উৎপন্ন ও সেই সত্যেরই রূপ মাত্র। স্ত্রীও পুরুষ একই পদার্থে নির্ম্মিত, বস্তুগত কোন ভেদ নাই। তবে অর্শাদি রোগে পুরুষের বিবাহের পূর্ব্বে রক্তস্রাব হইলে অধঃপতন ও অপবিত্রতা ঘটে না কেন? স্ত্রী ও পুরুষ সম্বন্ধে এরূপ ভিন্ন নিয়ম কখনই জ্ঞানবান ব্যক্তি বা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যাহাতে বাল্যাবস্থায় কন্যার বিবাহ হয় এজন্য কল্পিত শাস্ত্রে অধঃপতন ও অপবিত্রতার ভয় দেখান হইয়াছে মাত্র। ঈশ্বরের এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, স্ত্রী পুরুষ শরীর ধারণ করিয়া কেবলমাত্র মিথুন ধর্ম্মই পালন করিবে। জীব মাত্রেই যাহাতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন যথার্থপক্ষে পরমাত্মার সৃষ্টির এই এক উদ্দেশ্য। কিন্তু তোমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে, কত স্ত্রী শৈশবে বিবাহিতা ও বিধবা হইয়া যাবজ্জীবন যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে। কেহ বা বন্ধ্যা কেহ বা মৃতবৎসা কেহ বা রুগ্ন সন্তান প্রসব করিতেছেন; কেহ বা যাবজ্জীবন নানা প্রকার রোগে ভুগিতেছেন। পরমাত্মার যথার্থ যাহা নিয়ম তাহার প্রতিপালনে কখন এরূপ কুফল উৎপন্ন হয় না। নিয়মের বিপরীত কার্য্য করিলেই এরূপ ঘটে।

জগতের সর্ব্বত্র দেখ, অপরিপক্কাবস্থায় কোন পদার্থ সুব্যবহার্য্য হয় না। আম্র ফল পরিপক্ক হইলে সুস্বাদু ও বলবর্দ্ধক হয়। তাহার বীজে বৃক্ষ জন্মে। কিন্তু সেই আম্র কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করিলে তাহার বিপরীত ফল উৎপন্ন হয় ও কাঁচা আম্রের বীজ অঙ্কুরিত হয় না বা হইলেও অস্থায়ী, ফলবিহীন হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের নিয়মানুসারে পরিপক্ক অবস্থাতেই সকল বস্তু কার্য্যের উপযোগী। যাঁহারা বাল্যবিবাহের বিধি দিয়াছেন ও দিতেছেন তাঁহারা কিরূপে জানিলেন যে মনুষ্যের সম্বন্ধে ঈশ্বর পরামাত্মার নিয়ম অন্যরূপ। স্বার্থপরতা ও মিথ্যা সংস্কারবশতঃ বাল্যবিবাহ বিধির প্রবর্ত্তনা হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, বিবাহ হইলেই দান দক্ষিণা লাভ। বয়োপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ হইলে যে সকল পুত্র কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে মৃত হয় তাহাদের বিবাহ না হওয়ায় উপার্জ্জনের হ্রাস ঘটে। বিবাহের পরে মৃত্যু হইলে

কোন হানিলাভ নাই। এ বিষয়ে পরমাত্মার নিয়মভঙ্গরূপ অপরাধের জন্য বিধিকর্ত্তা ও বিধি পালকগণের জীবনে মরণে নরক ভোগ অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠাবান বিচারশীল স্ত্রী পুরুষ যখন ইচ্ছা বিবাহ করিবেন তাহাতে কাহারও বাধা বিঘ্ন উপস্থিত করা অকর্ত্তব্য। করিলে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার নিকট দোষী ও দণ্ডার্হ হইতে হইবে। বার বৎসরের পূর্ব্বে পুত্র কন্যার কথনই বিবাহ দিবে না। তাহার পর বিশ বৎসর বা ততোধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ দিতে পার। যৌবন বিয়োগের পূর্ব্বে যত পরিপক্ক অবস্থায় বিবাহ হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। পুত্র হউক কন্যা হউক যাহার বিবাহে অনিচ্ছা তাহাকে জেদ করিয়া বিবাহ দিবে না। পুত্র কন্যাকে শিশুকাল হইতেই যথোপযুক্তরূপে সৎ শিক্ষা দিবে। সরল শৈশবে পুত্র কন্যাকে সুন্দরী কন্যা বা সুন্দর বর পাইলেই ইষ্ট সিদ্ধি হয় এইরূপ উপদেশ দিবে না।

রাজা প্রজাগণ আপনারা কোন বিষয়ে চিন্তিত ভীত বা নিস্তেজ হইবেন না। পরমাত্মার যে নিয়ম কথিত হইল তদনুসারে কার্য্য করিবেন। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা রাখিবেন। তিনি মঙ্গলময় সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

বিধবা বিবাহ।

হিন্দু নামাভিমানী মনুষ্যগণ, এদিকে শিশু কন্যার বিবাহ দিতেছেন অপর দিকে সেই কন্যা পতি সহবাসের পূর্ব্বেও বিধবা হইলে তাহাকে যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রনায় দগ্ধ করিতেছেন। দুই দিকেই ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইতেছে। যাহার এ বোধ নাই যে, পতি বা পত্নী কি, তাহা সুখের জন্য বা দুঃখের জন্য, বা তাহাতে কি প্রয়োজন তাহার বিবাহ সম্পূর্ণরূপে জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর পরমাত্মার নিয়ম বিরুদ্ধ। যাহার যে বস্তুর অভাব বোধ নাই বা যাহাতে যাহার অনিচ্ছা তাহাকে সেই বস্তুর সহিত যুক্ত করা অত্যাচার মাত্র। যে

শীতার্ত্ত নহে, যাহার অগ্নির অভাব বোধ নাই তাহাকে অগ্নির নিকটে ধরিয়া রাখা ঘোরতর অত্যাচার। যাহার ক্ষুধা নাই তাহাকে আহার করান নিষ্ঠুরতা মাত্র। ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও হিন্দুগণ অজ্ঞান বশতঃ শিশু পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন, বুঝিতেছেন না যে, ইহা ঘোর অধর্ম্ম। এইরূপে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে হিন্দু সমাজ বলহীন বুদ্ধিহীন হইয়া নানা কষ্টভোগ করিতেছেন। তথাপি জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার নিকট দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিতেছেন না। অধিকন্তু বিধবাগণের প্রতি নিদারুণ নিষ্ঠুর বিধি প্রয়োগের দ্বারা পরমাত্মার নিকট অধিকতর দোষী ও দণ্ডার্হ হইতেছেন। অল্প বয়সে বিধবা হইয়া মরণ পর্য্যন্ত বিধবাদিগের যে কি যন্ত্রনা স্বার্থপর পুরুষগণ তাহার প্রতি ক্ষণমাত্র দৃষ্টিপাত করেন না। সহায়হীন বিধবাদিগের প্রতি তাচ্ছিল্য বশতঃ মহাশক্তি বা ভগবান সমাজের যে কিরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছেন এক বার চক্ষু মেলিয়া দেখ। পরিবারের মধ্যে কেহ ভোগ বিলাসে রত আর কেহ পশুর অপেক্ষা অধম অবস্থাপন্ন ইহার অপেক্ষা নিষ্ঠুর দৃশ্য চিন্তায় আইসে না।

ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় কত বিধবা গুপ্ত ব্যাভিচার ও ভ্রূণ হত্যা করিতেছে। কুলোকের কুপরামর্শে কত স্ত্রী আপন আপন আত্মীয়বর্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রতারক পুরুষের অনুসরণ করিতেছে। পরে উহাদিগের ভাগ্যে আত্মহত্যা বা উদরান্নের জন্য লোক ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর থাকিতেছে না। বিধবার যন্ত্রনা বিধবাই জানে এবং পরমাত্মার প্রিয় জ্ঞানী পুরুষ জানেন। পরমাত্মা বিমুখ অবোধ স্বার্থপর ব্যক্তি কি বুঝিবে? আপনার দুঃখ পশুতেও বুঝে। পরের দুঃখ সমদর্শী জ্ঞানী ভিন্ন কেহ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে না।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরমাত্মার স্বরূপ। স্ত্রী বিয়োগে পুরুষ বিবাহ করিবে এবং পতি বিয়োগে স্ত্রী বিবাহ না করিয়া কঠোর বৈধব্য যন্ত্রনা ভোগ করিবে, ইহা পরমাত্মার নিয়ম বা অভিপ্রায় নহে। বিধবাগণ পরমাত্মার নিকট কোন অপরাধে অপরাধিনী যে, তিনি তাহাদের প্রতি যাবজ্জীবন যন্ত্রনা ভোগ বিধান করিবেন? পুরুষ পুনঃ পুনঃ বিবাহ করিবে আর বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ এরূপ নিয়ম ও নিয়ামককে ধিক্কার! স্ত্রী বিয়োগে পুরুষের পুনরায় বিবাহ নিষিদ্ধ হইলে বিধবা বিবাহের প্রয়োজন নাই। নহিলে তাহাতে

পরমাত্মার অনুমতি রহিয়াছে। যে বিধবার বিবাহ করিবার ইচ্ছা তিনি বিবাহ করিবেন তাহাতে কোন দোষ নাই। বিবাহ স্বাধীন বৃত্তির কার্য্য, স্ত্রী পুরুষের সম্মতিতে সম্পন্ন হইবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ নিষিদ্ধ।

বিধবা কন্যা পতি গ্রহণ করিলে পিতা মাতার কোন লজ্জা বা অপমানের কারণ হয় না। পুত্রবতী বিধবার বিবাহে পতি বা পত্নীর অপবিত্রতা ঘটে না। যদি বিবাহে অপবিত্রতা ঘটিত তাহা হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই ঘটিত। যদি সন্তান হইলে জীব অপবিত্র হইত তাহা হইলে বিবাহিত বা অবিবাহিত পুরুষের দেহে কৃমির উৎপত্তি বশতঃ তাহার পবিত্রতা কেন নষ্ট হয় না? দেহোৎপন্ন কৃমি ক্ষুদ্র হইলেও সন্তান ত বটে।

মূল কথা। বিবাহ করিলেও দোষ নাই, না করিলেও দোষ নাই। স্বাধীন ভাবে সুবিধামত মনুষ্য এ বিষয়ে কার্য্য করিবে। তবে বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষ ব্যাভিচারে লিপ্ত হইলে সর্ব্বথা রাজার নিকট দণ্ডার্হ। কিন্তু স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের প্রীতিপূর্ণ অনুমতি লইয়া পুনরায় বিবাহ করিলে পরমাত্মার নিকট নির্দ্দোষী। এরূপ কার্য্য মনুষ্যের নিকট দণ্ডনীয় হইতে পারে না। কিন্তু চপলতা বশতঃ বা অন্য কারণে পতি বা পত্নী ত্যাগ বা একের কর্ত্তৃক অন্যের অন্ন বা প্রতিপালনের ত্রুটী সর্ব্বতোভাবে দণ্ডনীয়।

যাহাতে মনুষ্য মাত্রেই সমদর্শী ও পরমাত্মাতে প্রীতি ভক্তিপূর্ণ হইয়া স্বাধীন ভাবে ব্যবহারিক ও পরমার্থিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহার জন্য সকলেই পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা কর। তিনি মঙ্গলময় সকলকে স্বাধীন ভাবে রাখিবেন।

বিবাহে কুলবিচার।

মনুষ্যগণ অজ্ঞান জনিত লৌকিক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া বিশেষ বিশেষ কুল উৎপন্ন বর ও কন্যার মধ্যে বিবাহের নিয়ম বন্ধন করিয়াছেন। ঈশ্বর পরমাত্মার নিয়ম লঙ্ঘনে লোকের যে ভয় নাই মনুষ্য কল্পিত এই নিয়ম লঙ্ঘনে তদপেক্ষা অধিক ভয়। কুল বিশেষে উৎপন্ন হইয়া লোকের কল্পনায় যে পুরুষের কুলীন নাম হইয়াছে সে ব্যক্তি যুবা হউন, আর বৃদ্ধ হউন, সুস্থ হউন আর রুগ্ন হউন, পণ্ডিত হউন আর মূর্খ হউন, সচ্চরিত্র হউন আর অসচ্চরিত্রই হউন পরমাত্মা বিমুখ আজ্ঞাপন্ন লোকে তাঁহাকে সমাদরের সহিত বিশ পঁচিশ

বা ততোধিক কন্যা দান করিতেছেন। ইহাতে যে অনিষ্ট তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও অনেকে দেখিতেছেন না। এই প্রথাদ্বারা স্ত্রীগণের যেরূপ হতাদর ও সন্তানাদির যেরূপ অযত্ন হয় তাহা যাঁহারা না দেখিয়াছেন তাঁহারাও বুঝিতে পারেন। এইরূপ আচরণ অকাল বৈধব্য, ব্যাভিচার ও ভ্রূণ হত্যা প্রভৃতিরও হেতু।

কথিত আছে যে, কতকগুলি সদ্গুণ থাকিলে লোকে কুলীন হয়।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ-দর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণং।"

অর্থাৎ যে পুরুষের আচার, বিনয় বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন অর্থাৎ সাধুসঙ্গ পরব্রহ্ম নিষ্ঠা, আবৃত্তি তপস্যা অর্থাৎ সৎকার্য্যে একাগ্রতা ও অভ্যাস আর দান এই নয়টী গুণ আছে তিনি কুলীন। কিন্তু এক্ষণে যে কুলীনত্ব তাহা গুণ অনুসারে না হইয়া কল্পিত উৎপত্তি অনুসারে হইতেছে।

এস্থলে মনুষ্য মাত্রেই বুঝিয়া দেখ যে, হাড় মাংস মল মূত্রের পুত্তলিকে কুলীন বলিলে যখন জীব মাত্রেরই হাড় মাংস নির্ম্মিত স্থূল শরীর একই তখন সকলেই কুলীন হইবে। দশ ইন্দ্রিয়কে কুলীন বলিলে সমস্ত জীবেরই দশ ইন্দ্রিয় আছে বলিয়া সকলেই কুলীন। জীবাত্মাকে কুলীন বলিলে যখন সকল ঘটে একই পরমাত্মা জীবাত্মারূপে প্রকাশমান তখন জীবমাত্রেই কুলীন। উত্তম গুণকে কুলীন বলিলে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাঁহার উত্তম গুণ আছে তিনিই কুলীন, তাহাতে কল্পিত উৎপত্তির প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবেক না। যে ইন্দ্রিয়ের উত্তম মধ্যম যে গুণ তাহা সকল জীবেই সমভাবে বর্ত্তাইতেছ। অতএব জীব মাত্রেই সমভাবে কুলীন বা অকুলীন। যদি যথার্থ উৎপত্তি দেখিয়া কুলীন বা অকুলীনের নির্ণয় করিতে হয় তাহা হইলে যখন একই বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সকলের অনাদি উৎপত্তি স্থিতি লয়ের নিদান তখন কুলীন অকুলীনের কিসে ভেদ নির্দ্ধারণ হইবে? একই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মহাদেবী মহাশক্তি মহামায়া প্রভৃতি কল্পিত নাম সংজ্ঞা লইয়া চরাচর স্ত্রী-পুরুষাত্মক জগৎরূপে সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ নিত্য স্বতঃপ্রকাশ তিনিই সকলের সর্ব্বকুল। সেই কুলকে পরিত্যাগ করিয়া জীব নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছেন। স্ত্রী হউন পুরুষ হউন যাঁহাতে তাঁহার কৃপায় সমদৃষ্টি জ্ঞান

বর্ত্তমান তিনি প্রকৃত কুলীন। যাঁহার জ্ঞান নাই তিনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করুন না কেন তিনি প্রকৃত অকুলীন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যাঁহার সহিত যাঁহার বিবাহ হইলে সুখে ব্যবহারিক ও পরমার্থিক কার্য্য সুসম্পন্ন হয় তাঁহার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রয়োজন। লৌকিক সংস্কার অনুসারে কল্পিত যে কুল তাহা তাহাতে রক্ষা হয় ভাল না হয় ভাল। চেতন মনুষ্যের সুবিধার জন্য যদি কুল রক্ষার প্রয়োজন হয় তাহা হইলেই কুল রক্ষা করিতে হইবে। চেতনের অহিত করিয়া কুল রক্ষার চেষ্টা অজ্ঞানের কার্য্য, পরমাত্মার অনভিপ্রেত। যাহাতে চেতনের হিত তাহাই পরমাত্মার নিয়ম। সাধারণতঃ এই লক্ষণের দ্বারা প্রথা বা কার্য্য বিশেষের ভাল মন্দ বিচার করিতে হয়।

বিবাহের লগ্ন।

অনেকে অজ্ঞানবশতঃ শাস্ত্রীয় সংস্কার অনুসারে যে নির্দ্দিষ্ট সময়কে শুভ লগ্ন বলিয়া কল্পনা করেন সেই সময়ে পুত্র কন্যার বিবাহ দিবার জন্য নানা অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করেন। তাঁহারা বিচার করিয়া দেখেন না যে, যাঁহাদের উপদেশ মত শুভদিন লগ্ন দণ্ড মূহুর্ত্ত প্রভৃতি স্থির করেন সেই পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের টীকা টিপ্পনি নির্ঘণ্ট করিয়া ঠিকুজি কোষ্ঠী অনুসারে নির্ণীত শুভক্ষণে আপন আপন পুত্র কন্যার বিবাহ দিতেছেন কিন্তু তথাচ তাঁহাদের পুত্রের অকাল মৃত্যু ও কন্যার অসময়ে বৈধব্য ঘটিতেছে, এবং কেহ কেহ নিঃসন্তান হইতেছেন ও কাহারও বা সন্তান জন্মিয়া অল্পায়ু হইতেছে। কখন কখন পুত্র কন্যার বিবাহের অনতিপরে বর কন্যার পিতাও মরিতেছেন। যাঁহাদের কথামত চলিয়া তোমরা মঙ্গলের প্রত্যাশা কর যখন তাঁহারা নিজের অমঙ্গল নিবারণে অপারগ তখন তাঁহাদের উপদেশ পালনে তোমাদের যে মঙ্গল হইবে এ আশার স্থল কোথায়?

পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠাপন্ন হইয়া সুবিধা অনুসারে তাঁহার নামে যখন ইচ্ছা যে কোন কার্য্য কর তিনি মঙ্গলময় মঙ্গল করিবেন। তাঁহাকেই শুভদিন দণ্ড মূহুর্ত্ত লগ্ন বলিয়া জানিবে। তাঁহা হইতে ভিন্ন দণ্ড মূহুর্ত্তাদি কোন বস্তু নাই। তিনি প্রসন্ন হইলে কোন গ্রহ দেবতা বিরুদ্ধ হইবেন না। কেন

না তাঁহা হই.ত ভিন্ন গ্রহ দেবতা নাই—তাঁহারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তিস্বরূপ মাত্র।

তোমরা আপন আপন মান অপমান জয় পরাজয় ও কল্পিত সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত ও গম্ভীর চিত্তে কাহার নাম গ্রহ দেবতা বিচার পূর্ব্বক ইহার সার ভাব গ্রহণ কর। তাহাতে সকল ভ্রান্তির লয় হইয়া মুক্তি স্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি হইবেক। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

শাস্ত্রে ও লোক ব্যবহারে মিথ্যা ও সত্য এই দুইটী শব্দ সংস্কার প্রচলিত। তাহার মধ্যে মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। মিথ্যার সম্বন্ধে উৎপত্তি লয় পালন, দৃশ্য অদৃশ্য, শত্রু মিত্র, গ্রহ দেবতা প্রভৃতি কিছুই নাই। মিথ্যা হইতে কিছু হওয়া অসম্ভব। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যার দ্বারা কখন সত্যের উপলব্ধি হয় না। যদি বল যে, পরিদৃশ্যমান জগৎ ও তাহার অন্তর্গত তোমরা মিথ্যা তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই মিথ্যা ও যাঁহাকে উপাস্য বা পূজ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ অর্থাৎ ঈশ্বর, গড, আল্লা বা ব্রহ্ম তিনি আগেই মিথ্যা কেন না সত্যের দ্বারা সত্যের উপলব্ধি হয়, মিথ্যার দ্বারা হয় না। যাহা কিছু হয় সত্যই রূপান্তর ভাবে হয়েন।

মিথ্যা মাতা পিতা হইতে সত্য পুত্র কন্যা উৎপন্ন হয় না। মাতা পিতা সত্য হইলে পুত্র কন্যা সত্য হয় ও পুত্র কন্যার যে বিশ্বাস অর্থাৎ আমরা সত্য মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি আমরাও সত্য এইরূপ যে ধারণা তাহাও সত্য হয়। মাতা পিতারূপী ব্রহ্ম ও পুত্র কন্যারূপী জীব সকল। আরও দেখ, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, দ্বিতীয় সত্য অসম্ভব। সত্য স্বতঃপ্রকাশ সত্যের উৎপত্তি নাই, নিত্য। এই যে জগৎ ও জীব ভাসিতেছে, ইহাও সত্যের বিভিন্নরূপ মাত্র।

যেমন জ্ঞানাতীত সুষুপ্তি হইতে স্বপ্ন ও স্বপ্ন হই.ত জাগরণ ও পুণরায় জাগরণ হইতে স্বপ্ন ও স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তি এবং স্বপ্নের সৃষ্টির জাগরণে লয় ও স্বপ্ন জাগরণের সৃষ্টি প্রলয় দুইটীই সুষুপ্তিতে থাকে না, যাহা তাহাই থাকে সেইরূপ একই সত্য স্বতঃপ্রকাশ পরব্রহ্ম নিরাকার অপ্রকাশ হইতে সাকার প্রকাশমান এবং সাকার প্রকাশ ক্রমশঃ নিরাকার অপ্রকাশে স্থিত হন অর্থাৎ কারণ

হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হইতে স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নাম রূপ লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে স্বয়ং পরব্রহ্মই বিরাজমান। স্বরূপ পক্ষে সৃষ্টি হয় নাই। কেবল রূপান্তর উপাধি ভেদে নানা নামরূপাত্মক সৃষ্টি বোধ হয়। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ এ আকাশে নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে। এই নির্ব্বিশেষ পূর্ণপরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া সাকার ও নিরাকার এই যে দুইটী ভাব বাচক শব্দের প্রয়োগ হয় তাহার মধ্যে নিরাকার অপ্রকাশ নির্গুণ জ্ঞানাতীত। সে ভাব বা অবস্থার সহিত জ্ঞানময় প্রকাশমান জগতের কোন প্রয়োজন নাই। নিরাকারে সাকারে কোন ক্রিয়া হয় না। যেরূপ, জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থা গুণ ও ক্রিয়া হীন এবং জ্ঞানময় গুণময় সক্রিয় জাগরণের অবস্থার সহিত তাহার কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু যিনি জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থায় থাকেন তিনিই জাগ্রত অবস্থায় জ্ঞান ও প্রকাশ রূপে অনন্ত শক্তি সহযোগে অনন্ত কার্য্য করিতেছেন। দুই অবস্থাতে ব্যক্তি একই আছেন। সেই রূপ পূর্ণপরব্রহ্ম নিরাকার অপ্রকাশ জ্ঞানাতীত ও তিনিই জ্ঞানময় প্রকাশমান নানা নাম রূপাত্মক সাকার জগৎ ভাবে অনন্ত শক্তি সহযোগে অনন্ত কার্য্য করিতেছেন। এই প্রকাশমান জগৎরূপী পরব্রহ্ম বা বিষ্ণু ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা শক্তি বা গ্রহ দেবতা শাস্ত্রে নানা নামে বর্ণিত। বেদাদি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, বিরাট বিষ্ণু ভগবানের জ্ঞান নেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা জ্যোতিঃ মন, আকাশ মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ। এই সাত তত্ত্বর বা বিরাট ভগবানের সপ্তাঙ্গের যেমন সাত ধাতু, সাত দ্রব্য, ব্রহ্ম গায়ত্রীর সপ্ত মহা ব্যাহৃতি প্রভৃতি নাম কল্পিত হইয়াছে তেমনি ইহার আর একটী নাম সপ্ত গ্রহ। চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে দুইটী গ্রহ বলিয়া গণনা করা হয়। অবশিষ্ট পঞ্চ গ্রহ যথাক্রমে আকাশাদি পঞ্চতত্ত্ব। আকাশ তত্ত্বের নাম মঙ্গল গ্রহ, বায়ু তত্ত্বের নাম বুধ গ্রহ, অগ্নি তত্ত্বর নাম বৃহস্পতি গ্রহ, জল তত্ত্বের নাম শুক্রগ্রহ, পৃথিবী তত্ত্বের নাম শনি গ্রহ, এই সপ্ত গ্রহের সহিত রাহু ও কেতু গ্রহ সংযুক্ত করিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের নব গ্রহ। দ্বৈত ভাব বা ভেদ ভাব বা জীব ভাবের নাম কেতু। মস্তক অর্থাৎ বুদ্ধিহীন কেতুগ্রহ, অজ্ঞান অবস্থার

নাম। সেই জীব যখন চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে গ্রাস করেন অর্থাৎ অভেদে একই জ্যোতীরূপে প্রকাশমান হন তখন ,তাঁহার নাম হয় রাহু গ্রহ। অদ্বৈত অভেদ ভাব অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম ভাব রাহু। যাঁহার নাম একাক্ষর ওঁকার তাঁহারই নাম রাহু। যতক্ষণ অজ্ঞানবশতঃ জীবের বোধ হয় যে, আমি শরীর, আমার শরীর, এটা আমার, ওটা উহার ততক্ষণ জীবের নাম কেতু। ততক্ষণ জীব আপনাকে ও বিদ্যুৎ তারকা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ অগ্নি জ্যোতিকে ভিন্ন ভিন্ন অনুভব করেন।

পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ বিরাট ওঁকার পুরুষ পূর্ব্ব কথিত সপ্ত অঙ্গ বা গ্রহ দেবতা দ্বারা জীবের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ বা গ্রহণ করিতেছেন বা করাইতেছেন। এই মঙ্গলকারী গ্রহ দেবতা দ্বারা অন্তরে বাহিরে সর্ব্বকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। ইহার মধ্যে কোন এক গ্রহ দেবতার অভাবে জীবের কোনও কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব, জ্যোতিঃ, জ্ঞান ও অজ্ঞান পরমাত্মার অংশ বা অবয়ব রূপী। ইহার কোন অংশ বা অবয়বের অভাব হইলে সৃষ্টি লোপ হয়।

এই মঙ্গলকারী গ্রহ দেবতা অর্থাৎ বিরাট ওঁকার পুরুষ জীব মাত্রেরই ধর্ম্ম, ইষ্টদেব, মাতা পিতা, গুরু আত্মা, মঙ্গলকারী। ইহাঁ হইতে বিমুখ হইয়া জীব জ্ঞানহীন, শক্তিহীন, সর্ব্বপ্রকারে নীচ হইয়াছে। গ্রহ দেবতা যে কি বস্তু, সত্য বা মিথ্যা, তাঁহার কিরূপ, তিনি মঙ্গলকারী বা অমঙ্গলকারী লোকে অজ্ঞানবশতঃ ইহা বুঝিতেছে না এবং মঙ্গলকারী গ্রহ দেবতাকে দ্বেষ হিংসা নিন্দা গ্লানি করিয়া জীবগণ পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ হিংসাবশতঃ নানা কষ্ট ভোগ করিতেছে। এ জ্ঞান নাই যে, মঙ্গলকারী গ্রহ দেবতা বা বিরাট ব্রহ্ম মাতা পিতা হইতে আমরা জীব মাত্রেই উৎপন্ন হইয়া স্থিতি করিতেছি ও অনন্তকাল ইহাঁতেই থাকিতে হইবে। ইহার শরণাগত হইলেই মঙ্গল নতুবা দুঃখের সীমা থাকিবে না। জীব আপনাকে চিনে না যে, আমি কে, আমার রূপ কি, আমি কোন গ্রহ দেবতা। তবে মঙ্গলকারী নিরাকার সাকার গ্রহ দেবতা বা বিরাট ব্রহ্মকে কিরূপে চিনিবে? ইহাঁর শরণাগত হইয়া ইহাঁর প্রদত্ত জ্ঞানের সাহায্যে জীব আপনাকে বা গ্রহ দেবতা বিরাট ব্রহ্মকে অভেদে চিনিতে পারেন। বেদ বেদান্ত বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডস্থ তাবৎ

শাস্ত্র দিবারাত্র পাঠ বা রচনা করনা কেন ইনি কৃপা করিয়া জ্ঞান না দিলে কিরূপে সর্ব্বশাস্ত্রের সার আপনাকে বা মঙ্গলকারী গ্রহ দেবতাকে অভেদে দর্শন করিবে ও কি প্রকারে শান্তি বিধান হইবে? পূর্ণপরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ যাঁহাকে চেনান তিনিই চেনেন।

যথার্থ গ্রহ দেবতা কে এবং কি করিলে তিনি শান্তি বিধান করেন ইহা না বুঝিয়া অনেকে গ্রহ শান্তির উদ্দেশে নানা কল্পিত আড়ম্বরের অনুষ্ঠান করেন ও সময় সময় প্রবঞ্চকের প্রপঞ্চে পড়িয়া নানা প্রকারে কষ্ট পান। সমস্ত গ্রহদেবতাময় ওঁকার পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃ স্বরূপ জগতের মাতা পিতা আত্মা সে কিসে প্রসন্ন হইয়া শান্তি বিধান করেন তাহা বুঝিয়া মনুষ্য মাত্রেরই তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, সকলেই তাঁহার শরণার্থী হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে প্রণামাদি করিবে। স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেই তাঁহার নাম যে ওঁকার ও তিনি যে একমাত্র সত্য ও গুরু ইহা বুঝিয়া তাঁহাকে "ওঁ সৎগুরু" এই মন্ত্রের দ্বারা ডাকিবে অর্থাৎ মনে মনে জপ করিবে। ইহাতে সময় অসময়, শুচি অশুচি, প্রভৃতি কোনরূপ বিধি নিষেধ নাই। যখনই মনে পড়িবে তখনই তাঁহাকে ডাকিবে। অর্থাৎ মনে মনে ঐ মন্ত্র জপিবে। সমভাবে জীব মাত্রের অভাব মোচনরূপ তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে যত্নশীল হইবে। নিজে বা উপযুক্ত লোকের দ্বারা গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে উত্তম উত্তম পদার্থ অগ্নিতে ভক্তিপূর্ব্বক আহুতি দিবে ও দেওয়াইবে। যে প্রকারে হউক প্রীতি ভক্তিপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি অর্পিত হইলেই কার্য্য সিদ্ধি হইল। বিশেষ বিশেষ গ্রহ দেবতার উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ কাষ্ঠের দ্বারা আহুতি দিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। এ বিষয়ে যে বিধি প্রচলিত আছে তাহার আধ্যাত্মিক ভাব না বুঝিয়া অনেকে কষ্ট ভোগ করেন। যজ্ঞ ডুম্বরের কাষ্ঠে আহুতি করিতে হইবে শুনিয়া অনেকে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া কাষ্ঠ বিশেষ আহরণ করেন। কিন্তু যথার্থ পক্ষে যজ্ঞ ডুম্বর অর্থে ব্রহ্মাণ্ড, সেই ব্রহ্মাণ্ড পরমাত্মাকে অর্পণ করিলে অর্থাৎ তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে দেখিলে জীব মুক্তি স্বরূপ পরমানন্দে অবস্থিতি করে। যে প্রকারে হউক প্রীতি ভক্তি পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি অর্পিত হইলেই

কার্য্যসিদ্ধ হইবে। যথোক্ত প্রকারে আহুতির অনুষ্ঠান করিলে পৃথিবী জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ সর্ব্ব প্রকারে পরিষ্কার থাকে, জীব শরীরে রোগের উৎপত্তি হয় না। যথা সময়ে সুবৃষ্টি হেতু অপর্য্যাপ্ত অন্নাদি জন্মিয়া জীব মাত্রের সর্ব্বপ্রকারে পালন হয়। শরীরের ভিতর বাহির, অসন বসন শয়নাদি ব্যবহার্য্য সামগ্রী, ঘর বাড়ী, পথ ঘাট, সহর বাজার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারে পরিষ্কার রাখিবে। পরমাত্মার নিয়মানুসারে যখন যে জীবের যে অভাব উৎপন্ন হইবে তৎক্ষণাৎ তাহার মোচনের চেষ্টা করিবে, যেন কোন বিষয়ে কোন জীব বাধা প্রাপ্ত না হয়। আহার নিদ্রা শৌচাদি কার্য্যে স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেই যেন কোন প্রকারে বাধা না পায়। কেহ যেন কোনরূপে অস্বাভাবিক কার্য্য না করে; করিলে ব্যাধি হইতে রক্ষা নাই। যাহার দ্বারা যে কার্য্য হয় বিচার পূর্ব্বক তাহার দ্বারা সেই কার্য্য করিবে। স্ত্রী পুরুষ স্বাধীন ভাবে চক্ষের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডস্থ যাবতীয়রূপ দর্শন, কর্ণের দ্বারা সকল প্রকারের শব্দ গ্রহণ, নাসিকা দ্বারা সুগন্ধাদি আঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা আহারীয় দ্রব্যের রসাস্বাদন করুন। এইরূপ পরমাত্মার নিয়মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভোগ সিদ্ধ হউক। কাহাকে কোন প্রকারে অভিলষিত সুখ হইতে বঞ্চিত করিবার অভিসন্ধি করিও না; করিলে দুঃখের সীমা থাকিবে না। যদি নিজের স্বার্থের জন্য সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হও ও অপরকে স্বাধীন ভাবে সর্ব্ব কার্য্য করিতে না দাও তাহা হইলে গ্রহ দেবতা কিরূপে প্রসন্ন হইবেন। এইরূপে সর্ব্ব বিষয়ে বিচার পূর্ব্বক রাজা প্রজা স্ত্রী পুরুষকে স্বাধীনভাবে জগতের সকল ভোগ ভোগ করিতে দাও। ইহার বিপরীত আচরণে গ্রহ দেবতা বা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ রাজ্য নাশ করিবেন ও দুর্দ্দশার সীমা রাখিবেন না। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

মনুষ্য মাত্রেই পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সমূহ উত্তমরূপে সম্পন্ন করিলে গ্রহ দেবতা বা বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের সকল অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গলময় শান্তি স্থাপনা করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

জীবের অভাব মোচন করার নাম গ্রহ বা দৈব শান্তির দান জানিবে। কেতুরূপী জীব মাত্রের যে ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ প্রীতিপূর্ব্বক সেই ইন্দ্রিয়কে সেই ভোগ দিলে রাহুরূপী ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হন। অন্ন জলাদির দ্বারা

জীবের অভাব মোচনই প্রকৃতপক্ষে গ্রহ দেবতার দান। জীব ও অগ্নি ব্রহ্মকে আহার করাইলে গ্রহ দেবতা অর্থাৎ মঙ্গলকারী বিরাট জোতিঃস্বরূপকে দান বা পূজা করা হয়। চেতন জীব ও অগ্নি ব্রহ্মকে আহার দাও প্রত্যক্ষ আহার করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। তাহাতে ওঁকার মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ সমগ্র জীব লইয়া প্রসন্ন ভাবে সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। ইহা না করিয়া ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত শাস্ত্রের শ্লোক বা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রতিমাদির সম্মুখে যত ইচ্ছা ভোজ্য ভোগ দেও না কেন পরমাত্মা তাহা গ্রহণ করিবেন না। তাহা যেমন তেমনই পড়িয়া থাকিবে। ওজন করিলে কোন হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না। তবে কি রূপে উহাতে গ্রহ শান্তি বা তাঁহার পূজা হইতে পারে? তোমরা সকল প্রকার মিথ্যা প্রপঞ্চ পরিত্যাগ কর। তুচ্ছ স্বার্থের জন্য আড়ম্বর করিও না; করিলে দুঃখের সীমা থাকিবে না। জীবকে আহার দানই মাতৃ পিতৃর পিণ্ডদান। ব্রহ্মাণ্ডময় পিণ্ডকে ব্রহ্মময় জানিয়া সঙ্কল্প পূর্ব্বক ব্রহ্মকে দিলে যথার্থ পিণ্ড দান হয়। যাহার যে দ্রব্যের অভাব নাই তাহাকে সেই দ্রব্য দেওয়া বৃথা আড়ম্বর মাত্র। যাহার যে দ্রব্যের অভাব তাহাকে সেই দ্রব্য দেওয়াই প্রকৃত পক্ষে গ্রহ দেবতার দান। মনুষ্যমাত্রেই অজ্ঞান অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শরীর ইন্দ্রিয় ধন মন ঐশ্বর্য্যাদি সমস্ত বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে ভক্তি পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া দাও। তাঁহাকে সর্ব্বদা জানাও যে, আমি ও আমার শরীর ও ধনাদি সমস্ত আপনার। অজ্ঞান বশতঃ বোধ হয় যে ধনাদি আমি উৎপন্ন করিয়াছি ও আমি আপনা হইতে পৃথক এইরূপ ভেদ বুদ্ধি বশতঃ দুঃখ অশান্তি ভোগ করিতেছি।" সার তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ নিরাকার সাকার ব্রহ্ম জীব অভেদ বোধের নাম শান্তি। এই শান্তি ব্যতীত দ্বিতীয় শান্তি নাই। কিরূপে এই শান্তি লাভ হয়? সর্ব্বপ্রকারে মান অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের শরণাপন্ন লইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে দানই শান্তি লাভ বা সমস্ত গ্রহ দেবতার শান্তি। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে। ইহাঁকে ছাড়িয়া অন্য কোন উপায় নাই। ইনি মঙ্গলকারী সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞান অমঙ্গল দূর করিয়া সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গলময়

শাস্তি বিধান করিবেন। ইহাঁ হইতে ভেদবুদ্ধিই অমঙ্গল। শরণার্থী হইয়া ইহাঁর প্রিয় কার্য সাধনই মঙ্গল। এই রূপ সর্ব্বত্র বুঝিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—00—

বিবাহে ঋণ মোচন।

হিন্দুনামধারী কল্পিত সমাজে একটী প্রচলিত সংস্কার এই যে, পিতৃঋণ দেবঋণ ও ঋষিঋণ এই তিন প্রকার ঋণে মনুষ্য আবদ্ধ। বিবাহাদি বিশেষ বিশেষ কার্য্যের দ্বারা এই তিন ঋণ পরিশোধ না হইলে জীবের মুক্তি হয় না। অজ্ঞানবশতঃ ইহার যথার্থ ভাব না বুঝিয়া মনুষ্যগণ নানা কষ্ট ভোগ করে।

শাস্ত্র অনুসারে সংস্কার পড়িয়াছে যে, দেবতা বলিয়া স্বতন্ত্র কেহ আছে তাহার নিকট ঋণের নাম দেব ঋণ। যাহারা তপস্যাদি দ্বারা মৃত্যুর পর স্থান বিশেষে বসতি করেন বলিয়া কল্পিত তাহাদিগকে সচরাচর ঋষি নামে উল্লেখ করা হয়। তাঁহাদের বাক্যাদি পাঠ বা শ্রবণ করিবার যে কর্ত্তব্যতা তাহাকে লোকে ঋষিঋণ বলে। মৃত্যুর পর লৌকিক মাতা পিতা স্থান বা লোক বিশেষে অবস্থিতি করেন এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পিণ্ড প্রদান ও সন্তান উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে যে কল্পিত কর্ত্তব্যতা তাহাকে পিতৃঋণ বলে। যাঁহার যেরূপ অন্তঃকরণ তিনি সেইরূপ ভাব গ্রহণ করেন।

এস্থলে মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান জয় পরাজয় কল্পিত সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত গম্ভীর চিত্তে সত্যাসত্যের বিচার পূর্ব্বক তত্ত্ববস্তু অর্থাৎ সার ভাব গ্রহণ কর। তাহাতে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি হইবে।

শাস্ত্রে ও লোক ব্যবহারে দুইটী শব্দ সংস্কার প্রচলিত। এক সত্য ও আর এক মিথ্যা। তাহার মধ্যে মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা হইতে কিছুই হইতে পারে না।

সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য স্বতঃপ্রকাশ। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য কখনও মিথ্যা হন না। এই ওঁকার মঙ্গলকারী বিরাট পুরুষের যে যে অঙ্গ বা শক্তি বা দেব দেবী হইতে জীবের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত মৃত্যুর পর ঋষি প্রভৃতি জীব মাত্রেরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত অভিন্ন ভাবে মিলিত হয়। যদি তাঁহারা পুনরায় প্রকাশমান হন বা শরীর ধারণ করেন তাহা হইলে পুনরায় সেই সেই অঙ্গ হইতে স্থূল সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়। অজ্ঞান বশতঃ জীব, মাতৃ পিতৃ, দেব ঋষি প্রভৃতি নাম উপাধি বোধ হইয়া থাকে। মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্ব কালে স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। ইনি জীবের মস্তকে তেজোময় জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশমান। এজন্য ইহাঁরই দেব এই এক নাম কল্পিত হইয়াছে। জীবে সমদৃষ্টি জ্ঞান হইলে সে জীবকেও দেব বলে। ইনি জীবের জ্ঞানেন্দ্রিয়ে বাস করিয়া ঋষি নাম প্রাপ্ত হয়েন। ইনি জীবের মস্তকরূপ সুমেরু উত্তারাখণ্ডে ঋষিরূপে বাস করিতেছেন। সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষ, স্থূল সূক্ষ্ম শরীর লইয়া এক ওঁকার মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ, মাতৃ পিতৃ ঋষি দেব। ইহাঁর সম্বন্ধে ঋণ পরিশোধ করিলে জীব নিষ্পাপ জীবোন্মুক্ত হন। ইনি শান্ত হইলে ব্রহ্মাণ্ড শান্তি লাভ করে। ইহাকে শান্ত না করিলে জগতের শান্তি নাই। জীব মাত্রকে সমদৃষ্টি দ্বারা নিজ আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচন পূর্ব্বক উত্তমরূপে প্রতিপালনই বিরাট ব্রহ্ম মাতৃ পিতৃর প্রকৃত পক্ষে আজ্ঞা পালন ও শ্রাদ্ধ ও ঋণ মোচন জানিবে। ইহা ভিন্ন বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ শ্রাদ্ধ বা পিণ্ড দানে মাতা পিতা প্রসন্ন হন না ও সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল ঘটে। অতএব মনুষ্য মাত্রেই শান্ত গম্ভীর ভাবে বিচার পূর্ব্বক ইহার সার ভাব গ্রহণ কর, তাহাতে মুক্তি-স্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করিবে।

জীব মাত্রের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের যে গুণ বা ধর্ম্ম তদনুসারে তাহাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোগ সংযুক্ত করিলে ও সকলকে সৎশিক্ষা সংবিদ্যা দান করিলে ঋষি ঋণের পরিশোধ হয়। যাহাতে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে সর্ব্বদা নিষ্ঠা ভক্তি অচল থাকে এরূপ আচরণ, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে সুগন্ধ ও সুস্বাদু দ্রব্য অগ্নিতে

আহুতি দান ও শরীরের ভিতর বাহির ও সর্ব্বপ্রকার আহার ব্যবহারের দ্রব্য পরিষ্কার রক্ষাই দেব ঋণের পরিশোধ। এতদব্যতীত অন্য কোন প্রকার প্রপঞ্চ করিলে শান্তিলাভ দূরে থাকুক দুঃখের সীমা থাকে না। ওঁকার বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপকে পিতৃগণ, ঋষিগণ ও দেবগণ জানিবে। ইনি ব্যতীত পৃথক কেহ পিতৃ ঋষি বা দেব হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। আদিতে অন্তে মধ্যে যাহা কিছু হইতেছে ইহাঁ হইতেই হইতেছে। ইনি একমাত্র উৎপত্তি স্থিতি লয়ের নিদান। ইনি একমাত্র মঙ্গলকারী বা মঙ্গলকারিণী মাতৃ পিতৃ ঋষি দেবতা অর্থাৎ বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ। ইনি প্রসন্ন বা শান্ত হইলেই ব্রহ্মাণ্ডময় শান্তি বা প্রসন্নতা বিরাজ করে। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

ঋণ পরিশোধের জন্য বিবাহ কর আর না কর তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

বিবাহের পদ্ধতি।

মনুষ্যের মধ্যে সম্প্রদায় ও সমাজ ভেদে বিবাহের নানারূপ পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু বিচার পূর্ব্বক দেখিলে বুঝিবে যে, এরূপ বহু প্রণালী ঈশ্বর পরমাত্মার অভিপ্রেত কিনা। যদ্যপি প্রণালী বিশেষ ঈশ্বর পরমাত্মা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইত তাহা হইলে যাহাঁরা সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলেন তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে কোন অশুভ ফল ও যাঁহারা না চলেন তাঁহাদের মধ্যে তৎসম্বন্ধে কোন শুভফল কখনও লক্ষিত হইত না। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, সকলেরই মধ্যে পরমাত্মার ইচ্ছা ক্রমে শুভ অশুভ ফলের উদয় হইতেছে, পদ্ধতি বিশেষ অবলম্বন বা পরিহারের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। আরও দেখা যাহা পরমাত্মা করেন তাহা সর্ব্ব সাধারণের জন্যই করেন, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের জন্য করেন না। তিনি যে ইন্দ্রিয়ের

যে গুণ বা ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা মনুষ্য মাত্রেরই মধ্যে সমভাবে বর্ত্তাইতেছে। ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষে তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না। যেমন সকল সম্প্রদায়ের মনুষ্য মাত্রেই চক্ষের দ্বারা দেখিতেছেন, কেহই কর্ণের দ্বারা দেখিতেছেন না ইত্যাদি। পরমাত্মার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, জীব মাত্রেই সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া পরমানন্দে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হয়। অতএব বিবাহ কার্য্য বিচার পূর্ব্বক এরূপ পদ্ধতি ক্রমে সম্পন্ন করা উচিত যে, তাহাতে সহজে কার্য্যসিদ্ধ হয় ও কোন প্রকার ক্লেশ না জন্মে। ইহা ভিন্ন এ বিষয়ে পরমাত্মার অপর কোন বিধি নিষেধ নাই। যে বৎসর, যে মাষ, পূর্ণিমা অমাবস্যা প্রভৃতি যে কোন তিথিতে হউক না কেন, দিবসে হউক রাত্রে হউক, সুবিধামত বিবাহ হইতে পারে। পূর্ণপরব্রহ্মের নাম স্মরণে বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সফল হয়। বিবাহ কার্য্যের আরম্ভে সুস্বাদু ও সুগন্ধ পদার্থ ভক্তি সহকারে অগ্নিতে সংযুক্ত করিবে এবং বর কন্যার দ্বারা করাইবে। জ্যোতিঃস্বরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম সাকার চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণরূপে প্রকাশমান থাকিলে তাঁহার সম্মুখে শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করিবে ও করাইবে। ইনি তোমাদিগের গুরু মাতা পিতা আত্মা। ঘরের বাহিরে যে স্থানে যে সময় দর্শন হইবে সেইস্থানে সেই সময় নমস্কার করিবে ও বর কন্যার দ্বারা করাইবে। যদি তিনি প্রত্যক্ষ সাকাররূপে প্রকাশ না থাকেন বা দেখা না যান, তাহা হইলে অগ্নিতে আহুতি দিয়া যে দিকে সুবিধা হয় সেই দিকে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতাকে প্রণাম করিবে এবং শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক "ওঁ সৎগুরু" মন্ত্রের জপ করিবে। অনন্তর কন্যাকর্ত্তা বর কন্যার হস্তে হস্ত সংযুক্ত করিবেন তাহাতে পুষ্প-মাল্যাদির ব্যবহার করা না করা ইচ্ছাধীন। কন্যাকর্ত্তা বরকে বলিবেন, "তুমি এই কন্যাকে গ্রহণ কর।" বর বলিবেন, "গ্রহণ করিলাম। যাবজ্জীবন ইহাঁকে পালন করিব। যাহাতে উভয়ে সুখে থাকিতে ও মুক্তিলাভ করিতে পারি তাহা করিব।" বর কন্যা উভয়ে বলিবেন যে, "আমরা বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ অগ্নি ব্রহ্মের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমরা বিচারপূর্ব্বক উভয়ে উভয়ের আজ্ঞা পালন করিব। না করিলে ইহাঁর নিকট দোষী হইব।" ইহা ভিন্ন অন্য কোন আড়ম্বর করিবে না। করিলে নানা কষ্ট ঘটিবে। ইহাতে

কোন বিষয়ে সংশয় বা ভয় করিও না। কেহ নিষেধ করিলে অগ্রাহ্য করিবে। রাজা প্রজা মনুষ্য মাত্রেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

বিবাহের সময় বর কন্যার যে শুভ দৃষ্টি তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ প্রকৃতি পুরুষের সমভাব বা অভেদ জ্ঞান। ইহারই অন্য নাম জ্ঞান দৃষ্টি বা সমদৃষ্টি। ইহাই যথার্থ বিবাহ বা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক ধনুর্ভঙ্গ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব প্রকৃতি পুরুষকে সমভাবে পরব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া দর্শন না করিতেছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব সিদ্ধ বা মুক্ত হন না। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

বিবাহের ব্যয়।

রাজা প্রজা পণ্ডিতগণ আপনারা গম্ভীরভাবে শুনিয়া বিচারপূর্ব্বক সারভাব গ্রহণ করুন। আপনারা নির্ধন সদ্বংশের কন্যা গ্রহণ করেন না কিন্তু অর্থের লোভে নীচ ঘরের কন্যার চরণধূলি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেছেন। নিজ নিজ বংশ মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য সকলেই জেদ করিতেছেন যে, "এত টাকা না হইলে পুত্রের বিবাহ হইবে না। ইহা আমাদের কুলাচার।" এইরূপে বিবাহ এখন ঘোড়া ঘোড়ী বিক্রয় বা গোলাম খরিদের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ ব্যবহার সদাচার বর্জ্জিত, জ্ঞানগর্হিত ও ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ। আপনাদিগকে ধনের দাস বলিয়া ধিক্কার দেওয়া কর্ত্তব্য। পুত্র কন্যার বিবাহের ব্যয়ভার যে কিরূপ দুঃসহ হইয়াছে তাহা সকলে বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। আর্য্যবর্ত্তবাসীর মৃত্যু উচিত যে এ অনিষ্ট নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন না। আশানুরূপ ধন দিতে অসমর্থ বলিয়া যাহারা নির্ধনের গুণবতী কন্যাকে পরিত্যাগ করেন তাহারা কসাইয়ের অধম। কসাই অল্পক্ষণের মধ্যেই পশুর প্রাণবিনাশ করিয়া যন্ত্রণা শেষ করে কিন্তু যাহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যবহার করে তাহারা স্থায়ী যন্ত্রণার অগ্নি জ্বালিয়া রাখেন।

সত্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও বিচারের অভাব বশতঃ আপনাদের এইরূপ কুকুরের অধিক দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। যখন আর্য্যাবর্ত্তে সত্যধর্ম্মের প্রচার ছিল তখন আপ-

নাদের তেজের সম্মুখে কেহ কথা কহিতে পারিত না। কিন্তু এখন সমস্তই বিপরীত। অর্থের অভাবে যদি দরিদ্রের পুত্র কন্যার বিবাহ না হইত তবে তখনকার সত্যধর্ম্মী রাজা জমীদার পণ্ডিত প্রভৃতি ও প্রধান প্রধান প্রজা মহাজনগণ সকলেই গ্রামে গ্রামে অন্বেষণ করিয়া আপন ব্যয়ে তাহাদের কার্য্য সম্পাদন করাইতেন। পুত্রের বিবাহ দিতে হইলে বিনা যৌতুকে ও প্রয়োজন হইলে নিজ ব্যয়েও সদ্বংশীয় দরিদ্রের কন্যা গ্রহণ করিতেন ও অপরকে তদনুরূপ কার্য্য করিতে উৎসাহ দিতেন। পরমাত্মার প্রিয় সমদর্শী ব্যক্তি যে যাহা স্বেচ্ছানুক্রমে দেয় তাহাই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন। অধিক পাইবার আশায় কাহাকেও পীড়ন করেন না। যথার্থ ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুগত কার্য্য এই যে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার মধ্যে যিনি ধনী প্রয়োজন হইলে তিনি প্রীতিপূর্ব্বক অপরকে সপরিবারে পালন করিবেন। এবং ধনী মাত্রেই নিজ ব্যয়ে দরিদ্রের কন্যাকে উপযুক্তরূপে বিবাহিত করিবেন। ইহাতে পরমাত্মার আজ্ঞা পালন বা প্রিয় কার্য্য সাধন হয় এবং তিনি প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল বিধান করেন।

অনেকে নামের জন্য ব্যয়াড়ম্বর করিয়া বিবাহাদি ব্যাপারে ঋণী ও বিপদগ্রস্থ হইয়া পড়েন এবং তাহার ফলে যখন স্ত্রী পুত্রাদির সহিত অন্নাভাবে কষ্ট পান তখন পরিতাপের সীমা থাকে না। হে মনুষ্যগণ, আপনারা শান্তচিত্তে বিচার করিয়া দেখুন যে, বৃথা সুখ্যাতি ও মান্যের জন্য অপরিমিত ব্যয়ের কিরূপ ফল। এ বিষয়ে ঈশ্বরের কোন বিধি নাই। ইহা লৌকিক স্বার্থপর ব্যবহার মাত্র। এরূপ ঘৃণিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া আপনার ও অপরের দুঃখ ঘটান নিতান্ত অকর্ত্তব্য, ভদ্র জ্ঞানী লোকের অনুপযুক্ত। ইহা পরমাত্মা বিমুখ জড় পশুবুদ্ধি লোকের কার্য্য। অতএব আপনারা রাজা প্রজা প্রভৃতি সকলে একমত হইয়া এরূপ ব্যয় আড়ম্বর উঠাইয়া দিউন। যাহাতে সকলের সুখ তাহাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। নিষ্প্রয়োজনে ধন ক্ষয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যাহাতে সুখে জীবের পালন হয় সেই উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর ধনের সৃষ্টি করিয়াছেন। জীব মাত্রের পালন ও অগ্নিতে আহুতি দেওয়াতেই অর্থের ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট সদ্ব্যহার হয়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—oo—

বিবাহ ও মুক্তি।

প্রচলিত হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি অনুসারে বর কন্যা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করেন যে, ধর্ম্ম অর্থ ও ভোগ বিষয়ে আমরা পরস্পরকে অতিক্রম করিব না অর্থাৎ ব্যভিচার না করিয়া সাহচর্য্য করিব। যাহাকে মোক্ষ বা পরমার্থ প্রাপ্তি বলে, যাহা সর্ব্ব ভোগের শ্রেষ্ঠ পরমানন্দস্বরূপ, বিবাহ কার্য্যে তাহার কোন উল্লেখ থাকে না। বিবাহ উপলক্ষে মুক্তি বিষয়ক সদুপদেশের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়। এজন্য অনেক অজ্ঞানাপন্ন ব্যক্তির ধারণা যে, বিবাহ করিলে মুক্তি হয় না। মুক্তির অধিকারী হইতে হইলে মিথুন ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী পদ গ্রহণ না করিলে মুক্তির অন্য পন্থা নাই।

এস্থলে মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে সার ভাব গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকে জীব মাত্রেরই মঙ্গল চেষ্টা কর। যাহাতে স্ত্রীপুরুষ জীব মাত্রের অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল বিধান হয়, যাহাতে জীব মণ্ডলীর মধ্যে শান্তি বিরাজ করে, তাহা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

বর কন্যা ও পুরোহিতের মধ্যে যাঁহার জ্ঞান হইয়াছে তিনি সর্ব্বদাই দেখিবেন ও বুঝিবেন যে, ধর্ম্ম অর্থ ও ভোগ, বর কন্যা ও পুরোহিত এই ছয়টী শব্দ এক সত্য পরমাত্মা হইতে হইয়াছে এবং পূর্ণরূপে পরমাত্মারই নাম মাত্র। বিচার করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবে যে, এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য কখনও মিথ্যা হন না। সত্য হইতে ভিন্ন ধর্ম্ম অর্থ বা ভোগ কি পদার্থ কোথা হইতে আসিবে? মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখনও সত্য মিথ্যা কিছুই হয় না। মিথ্যা হইতে কিছু হইতেই পারে না।

যাঁহার মুক্তি হইবে তিনি সত্য কি মিথ্যা? যদি পুরোহিত ও বর কন্যার এ বোধ থাকে তাহা হইলে সত্য হইতে পৃথক একজন কল্পনা করিয়া তাহার মুক্তির জন্য কল্পিত কোন পথ দেখাইবার প্রয়োজন থাকে না। এ জ্ঞান বা সমদৃষ্টি থাকিলে যাহাতে বর কন্যার সেই জ্ঞান হয় তদ্বিষয়ে পুরোহিতের যত্ন করা কর্ত্তব্য। যাহাতে বর কন্যা পরস্পর প্রীতিতে মিলিত

হইয়া বিচার পূর্ব্বক ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন ও উভয়েরই কোনরূপ অভাব বা অশান্তি বোধ না হয় এরূপ উভয়কে সৎশিক্ষা দেওয়া পুরোহিতের কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে আছে যে, বৈশ্বানর অগ্নি অর্থাৎ বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের পুরোহিত অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ইষ্ট বা মঙ্গল দাতা। ইনি ছাড়া এ আকাশে দ্বিতীয় কেহ মঙ্গলকারী হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে। পণ্ডিত মাত্রেই জানেন যে, বেদ শাস্ত্রে ইহা স্পষ্টতঃ কথিত হইয়াছে। বিবাহ যাগ যজ্ঞাদি সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্যে বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক আবাহন ও অগ্নি ব্রহ্মে প্রীতিভক্তিপূর্ব্বক আহুতি প্রদানের বিধি বেদ প্রমুখ সকল শাস্ত্রেই আছে। ইহার অন্যথাচরণ করিলে কোন কার্য্যের সিদ্ধি হয় না ও জীবের সর্ব্বপ্রকারে অশান্তি ও অমঙ্গল হয় ইহা সমদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানবান ব্যক্তি মাত্রেই জানেন।

যাঁহারা সন্ন্যাসী পরমহংস প্রভৃতি নাম লইয়া মুক্তির জন্য বিবাহ নিষেধ করেন তাঁহারা বুঝিয়া দেখুন যে, স্ত্রী পুরুষ, বিবাহ সন্ন্যাস, মৈথুন ব্রহ্মচর্য্য কি বস্তু—সত্য কি মিথ্যা? মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা হইতে কিছুই হয় না। সত্য কখনও মিথ্যা বা স্ত্রী পুরুষ, সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য্য, বিবাহ মৈথুন প্রভৃতি কিছুই হইতেই পারে না, হওয়া অসম্ভব। কিন্তু একই সত্যের রূপান্তর উপাধি ভেদে সমস্তই ঘটিতেছে। বিবাহের নিষেধ কর্ত্তারা বুঝিয়া দেখুন যে, তাঁহারা কি নিজে মিথ্যা হইয়া সত্যকে স্ত্রী, বিবাহ বা মৈথুন বোধে ত্যাগ করিতেছেন বা নিজে সত্য হইয়া মিথ্যাকে স্ত্রী প্রভৃতি ভাবিয়া ত্যাগ করিতেছেন। যিনি ইহার সারভাব গ্রহণে সমর্থ তিনি উক্তরূপ সন্ন্যাস ও স্ত্রীত্যাগকে অবশ্যই ধিকার দিবেন। মনুষ্য মাত্রেই ত্যাগ গ্রহণ ও ভোগের যথার্থ ভাব বুঝিয়া ধারণ কর। একই সত্য স্বরূপ পরব্রহ্ম নিরাকার নির্গুণ সাকার চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে প্রকাশমান। এই পূর্ণ পরমাত্মায় দুইটী শব্দ কল্পিত হইয়াছে। নিরাকার সাকার বা প্রকৃতি পুরুষ বা বিশেষ্য বিশেষণ। যখন এই দুই শব্দ বা ভাব থাকা সত্ত্বেও পূর্ণপরব্রহ্মই

ভাসেন, তিনি ছাড়া প্রকৃতি বা পুরুষ তাঁহা হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া না ভাসে, তখন স্ত্রী পুরুষ, বিবাহ মিথুন ভাব, মায়া প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ হয় জানিবে। যতক্ষণ এরূপ জ্ঞান বা অবস্থা প্রাপ্তি না হয়, যতক্ষণ পরব্রহ্মের অতিরিক্ত নামরূপ,স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া প্রকাশ পায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসী হইয়া বিবাহ স্ত্রী ও মৈথুন ত্যাগ করিলেও অন্তরে বাহিরে, স্বপ্নে জাগরণে, ঐ সকল ভাব বা পদার্থ অবশ্যই ভাসিবে। ইহা ধ্রুব সত্য। পরমাত্মা ব্যতীত এমন কেহ নাই যে ইহার নিবৃত্তি দিতে পারেন।

একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা যথার্থ ভাব সুগম হইবে। যেমন, অন্ধকার রাত্রে স্ত্রী পুরুষ গৃহস্থগণের অন্ধকার বোধ হয় ও অগ্নির সাহায্য বিনা কার্য্য সম্পন্ন হয় না সন্ন্যাসিগণেরও সেইরূপ অন্ধকার বোধ হয় ও অগ্নি বিনা কার্য্য চলে না। সুষুপ্তির গাঢ় নিদ্রায় যেমন গৃহস্থগণের কোন বোধাবোধ থাকেনা যে, "আমি আছি বা তিনি আছেন" এবং জাগ্রত হইলে তবে বোধাবোধ জন্মে সন্ন্যাসিগণেরও ঠিক সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। কল্পিত গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী যে কোন নাম গ্রহণ করুণ না কেন জ্ঞান ও অজ্ঞানের পক্ষে যাহা প্রভেদ তাহা পূর্ব্ববৎ যেমন তেমনই থাকে। সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্ব অবস্থাতেই পরমাত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ ভাসেন না। ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ ভাসা সত্ত্বেও জ্ঞানী কেবল পূর্ণপরব্রহ্মকেই দেখেন। তিনি জানেন যে, এক সত্য আছেন তাহাতেই জগতের সমস্ত ব্যবহার চলিতেছে। মিথ্যা হইতে কিছুই ঘটিতে পারে না। সত্যেরই সমস্ত বোধাবোধ হয়। মিথ্যার হয় না।

জ্ঞানী পুরুষ দেখেন যে, সুষুপ্তিতে আমি, স্বপ্নেও আমি এবং জাগরণেও আমি। আমিই চতুর্থ হইয়া তিন অবস্থার বিচার করিতেছি। অজ্ঞানে আমি, জ্ঞানে আমি,সুষুপ্তিতে আমি। স্বরূপ অবস্থা হইলে দেখিবে এক সত্য পরমাত্মা বা আমি সর্ব্বকালে সকল অবস্থায় পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন বা আছি। জীব মাত্রেই আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ ইহা জানিয়া নিষ্কাম ভাবে জগতের হিত সাধন করিতে হইবে। তিনি জানেন যে, জগৎময় সমস্ত কার্য্যই তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য এবং সেই জ্ঞানানুসারে সকল প্রকার কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। কিন্তু

সেই কার্য্যের ফল সম্বন্ধে কোনও আকাঙ্খা বা অভিমান করেন না। সকল প্রকারের ফলাফল পূর্ণরূপে পরমাত্মাতে সমর্পণ করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে কালযাপন করেন। অজ্ঞানাপন্ন জীবের আপনাকে ও স্ত্রী পুরুষ, বিবাহ ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ গ্রহণ প্রভৃতিকে পরমাত্মা ও পরস্পর হইতে ভিন্ন ভিন্ন বোধে হিংসা দ্বেষহেতু অশান্তি ভোগ ঘটে। গৃহস্থগণ পরস্পর নির্বৈর প্রীতিপূর্ণ ভাবে এক হৃদয় হইয়া বিবাহাদি সমস্ত কার্য্যে পরমাত্মার আজ্ঞা প্রতিপালন করুন। মঙ্গলকারী পরমাত্মা ভেখধারী সন্ন্যাসীদিগকে ছাড়িয়া অগ্রেই তাঁহাদিগকে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন। গৃহস্থ ধর্ম্মে সর্ব্ব প্রকারে গৃহস্থগণ পরমাত্মা ভগবানের অজ্ঞা পালন করিতেছেন বলিয়া তিনি নিজগুণে গৃহস্থগণকে মুক্তি দিতেছেন ও দিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে। ভেখধারী সাধু সন্ন্যাসীদিগকে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন হেতু বারম্বার কষ্ট দিয়া তিনি পুনশ্চ গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করাইবেন।

জ্ঞান মুক্তি পরমাত্মার আয়ত্তাধীন অর্থাৎ পরমাত্মারই নাম মাত্র। পরমাত্মা হইতে জ্ঞান মুক্তি নামে কোন পৃথক পদার্থ নাই। মানুষ মাত্রেই এইরূপে যথার্থ ভাব বুঝিয়া জগতের হিতানুষ্ঠানে রত থাক। তাহাতে পরমাত্মা সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

সুবিবাহের ফল।

যে প্রাণালীতে কার্য্য করিলে জগতের হিত হয় ও অনুষ্ঠিত কার্য্য সুখে সম্পন্ন হয় তাহাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের এই যে নিয়ম তাহা কখনও নিষ্ফল হয় না। অতি অল্পে তাহার ফল জন্মে। অজ্ঞান ও অভিমান বশতঃ ঈশ্বরের নিয়ম না জানিয়া বা জানিয়াও অবহেলা করিয়া বহু আড়ম্বরযুক্ত যে ক্রিয়া তাহা কখনই কল্যাণকর হয় না। তাহার অনুষ্ঠানেও কষ্ট ও তাহার ফলও কষ্টকর। এইরূপ বিচারের দ্বারা ব্যবহার কার্য্যের সারভাব

বুঝিয়া বিবাহাদি সর্ব্বকার্য্য করিবে ও পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে সর্ব্বদা নিষ্ঠা রাখিবে। তিনি মঙ্গলময় সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

ইতি পূর্ব্বে বিবাহ সম্বন্ধে যে পদ্ধতি কথিত হইয়াছে তদনুসারে রাজা প্রজা মনুষ্য মাত্রেই মিলিত হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক বিবাহ দিলে সকল বিষয়ে সুখে নির্ভয়ে আনন্দরূপে থাকিবে। কন্যা অসময়ে বিধবা হইবে না। সকলেই লৌকিক মাতা পিতা বা জগতের মাতা পিতার আজ্ঞানুসারে চলিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিবে। কাহারও সহিত কাহারও শত্রু ভাব থাকিবে না। সমস্ত ভ্রম ও কষ্টের নাশ হইবে। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে। যদি অহঙ্কার অভিমানের উত্তেজনায় এই হিত বাক্য না শুনিয়া অন্যথাচরণ কর তাহা হইলে সকল প্রকারে পরাধীন ও অনুশোচনায় কাতর হইয়া দিন যাপন করিতে হইবেক। পরমাত্মাতে নিষ্ঠা রাখিবে ও যাহা কথিত হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত আড়ম্বর বা কোন প্রকার প্রপঞ্চ নিজে করিবে না ও অপরকে করাইবেনা।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——oo——

বেশ্যাদেবী মাতা ও বর্ণসঙ্কর।

যে স্ত্রী আপন পতিকে ত্যাগ করিয়া বা বিবাহ না করিয়া পুরুষের সঙ্গ করেন তাহাকে লোকে অপতিব্রতা বা বেশ্যা বলিয়া থাকেন। বেশ্যা দেবী মাতার সন্তানকে লৌকিক সংস্কারে আবদ্ধ অজ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিগণ বর্ণসঙ্কর জারজ প্রভৃতি নাম কল্পনা করিয়া হেয় ও ঘৃণ্য বোধ করেন। ইহার ফলে নিজে কষ্ট ভোগ করেন ও অপরকে কষ্ট দেন। রূপান্তর উপাধি ভেদে অজ্ঞান বশতঃ যাহাকে যাহা বলিতে হয় বল কিন্তু রাজা প্রজা, হিন্দু মুসলমান ইংরেজ, মৌলভী পাদ্রী পণ্ডিত প্রভৃতি মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান জয় পরাজয় সামাজিক কল্পিত স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে এ বিষয়ে সারভাব গ্রহণ কর। তাহাতে দেবীমাতা বা ভগবান প্রসন্ন

হইয়া জগতের অমঙ্গল দূর ও মঙ্গল বিধান করেন। যাহাতে জীব সমূহ শান্তিময়কে পাইয়া শান্তি ভোগ করে তাহা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ মনুষ্য মাত্রেরই বস্তু বিচার করা উচিত। কেননা বস্তু বোধ হইলে জ্ঞান হয় জ্ঞান হইলে শান্তি আসে। যাহার বস্তু বোধ নাই তাহার জ্ঞান নাই। যাহার জ্ঞান নাই তাহার শান্তি নাই।

তোমরা মনুষ্য, চেতন। সমস্ত কার্য্যই তোমাদের বিচার পূর্ব্বক সমাধা করা কর্ত্তব্য। যদি কেহ বলিয়া দেয় তোমাদের কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে তাহা হইলে কাণে হাত না দিয়া কি কাকের পশ্চাতে দৌড়িবে? এরূপ করা জ্ঞানবান জীবের অনুপযুক্ত,—নিতান্ত অবোধের কার্য্য। যে ব্যক্তি বস্তু বিচার না করিয়া ও কাহার নাম বোধাবোধ বা সত্য মিথ্যা জ্ঞান ইহা না বুঝিয়া "ইহা উচ্চ উহা নীচ" বলিয়া জেদ করেন তিনি নিজে কষ্ট ভোগেন ও অপরকে কষ্ট দেন। কিন্তু বস্তু বিচার কাহাকে বলে? লোকে নিজ নিজ কল্পিত শাস্ত্রানু-সারে সত্য ও মিথ্যা এই দুইটী শব্দ প্রয়োগ করেন। বিচার করিয়া দেখ মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কোন কালে সত্য হয় না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা দৃশ্যেও নাই অদৃশ্যেও নাই। মিথ্যা কথন সতী অসতী বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি হইতেই পারে না হওয়া অসম্ভব। সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য স্বতঃপ্রকাশ। সত্য কথনও মিথ্যা হন না। সত্যের উৎপত্তি হয় না অর্থাৎ সত্য সতী অসতী বেশ্যা বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি হইতেই পারেন না— হওয়া অসম্ভব। তবে যে এই সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে ইহা কি—সত্য না মিথ্যা? যদি বল, ইহারা অর্থাৎ তোমরা বা প্রকাশমান জগৎ মিথ্যা হইতে হইয়াছে তাহা হইলে জগৎ ও জগতের অন্তর্গত ইহারা তোমরা প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা। তোমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম, সতী অসতী, বেশ্যা বর্ণসঙ্কর সমস্তই মিথ্যা। এবং তোমরা যে এই সকল নাম উল্লেখে কথা কহিতেছ তাহাও মিথ্যা। যাঁহাকে সত্য মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা ঈশ্বর গড আল্লা খোদা ব্রহ্ম দেব দেবী প্রভৃতি নাম দিয়া সত্য ভাবিয়া বিশ্বাস করিতেছ তিনি আগেই মিথ্যা। কেননা মিথ্যার দ্বারা সত্যের উপলব্ধি হয় না। সত্যের দ্বারাই সত্যের উপলব্ধি হয়। যদি বল সত্য তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ, এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্যের কেবল রূপান্তর মাত্র

ঘটিয়া থাকে। স্বরূপে সত্য যাহা তাহাই আছেন ও থাকেন। ইহা সমদৃষ্টি-সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন। সাকার নিরাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর নামরূপ স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ সত্য বা পরব্রহ্ম পূর্ণরূপে বিরাজমান। ইনি স্বয়ং নিরাকার হইতে সাকার, কারণ হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল এ প্রকার যে রূপান্তর হইতেছেন তাহারই নাম সৃষ্টি। এই এক পূর্ণপরব্রহ্মের মধ্যে দুইটী প্রতিযোগী শব্দ কল্পিত হইয়াছে—এক নিরাকার, আর এক সাকার। নিরাকার অপ্রকাশ নির্গুণ নির্ব্বিকার গুণাতীত জ্ঞানাতীত শব্দাতীত মনোবাণীর অগোচর। তাঁহাতে ক্রিয়ার কোন প্রকার স্ফুরণ হয় না। যেমন সুষুপ্তিতে তোমার জ্ঞানাতীত, নিষ্ক্রিয় নিরাকার ভাব থাকে পরে জাগ্রতে জ্ঞানময় ভাবে প্রকাশিত হইয়া তোমরা সমস্ত কার্য্য করিতেছ। সেইরূপ প্রকাশমান পরব্রহ্ম বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ-স্বরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান। ইঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শাস্ত্রে শক্তি বা দেবতা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। "সহস্রশীর্ষা" প্রভৃতি মন্ত্রে ইহাঁর বর্ণনা রহিয়াছে। এই সকল মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, ইহার জ্ঞান নেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা জ্যোতিঃ মন, আকাশ মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ। এই বিরাট ব্রহ্ম বা ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অহংকারের সহিত গণনা করিয়া শিবের অষ্টমূর্ত্তি বলে। যথা;—ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, জল মূর্ত্তয়ে নমঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ ও তারাগণ বা অহঙ্কারকে লইয়া এক ওঁকার বিরাট পুরুষ বিরাজমান। এই অষ্টমূর্ত্তিকে অষ্টাক্ষরী মন্ত্র, অষ্ট প্রকৃতি, অষ্ট সিদ্ধি, অষ্ট বিভূতি বলিয়া জানিবে। ইহার মধ্য হইতে অহঙ্কারকে ত্যাগ করিয়া বিরাট ব্রহ্মের সপ্ত অঙ্গের নাম সাত ধাতু, সাত দ্রব্য, সাত বস্তু, সাত ঋষি, সাত দেবী মাতা ব্যাকরণের সাত বিভক্তি, ব্রহ্ম গায়ত্রীর সপ্ত ব্যাহৃতি। ওঁভূঃ, ওঁভুবঃ ওঁস্বঃ, ওঁমহঃ, ওঁজনঃ, ওঁতপঃ, ওঁসত্যং এই সাত ব্যাহৃতি যথা ক্রমে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ। শাস্ত্রে বিরাট ব্রহ্মের সপ্ত অঙ্গের শক্তি দেবতা দেবী প্রভৃতি নাম কল্পিত হইয়াছে। যথা পৃথিবী দেবতা, জল দেবতা, অগ্নি দেবতা, বায়ু দেবতা, আকাশ দেবতা, চন্দ্রমা, দেবতা সূর্য্য,নারায়ণ

দেবতা। ইনি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ দেবতা আকাশে হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তবে পুরাণে তেত্রিশ কোটী দেবতা কেন কল্পনা করিয়াছেন? ইহার ভাব এই যে, বিরাট ব্রহ্ম বা বিষ্ণু ভগবানের অঙ্গ বা শক্তি বা দেবতা হইতে জীব সমূহ উৎপন্ন হইতেছে অর্থাৎ জীবের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়াদির গঠন পালন লয় হইতেছে। সমগ্র জীবের ইন্দ্রিয়াদিকে লইয়া ত্রেত্রিশ কোটী অর্থাৎ অসংখ্য দেবতা কেননা জীব ও জীবের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা নাই। জীবের এক এক ইন্দ্রিয়ের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে। যথা কর্ণের দেবতা দিক্‌পাল অর্থাৎ আকাশ ইত্যাদি। জীবের অন্তরে বাহিরে এক এক দেবতা বা শক্তি দ্বারা অনাদিকাল এক এক প্রকারের কার্য্য চলিতেছে। কর্ণ দেবতা দ্বারা শব্দ জ্ঞান হইতেছে ও হইবে। তেজোময় নেত্র দেবতা দ্বারা রূপ জ্ঞান হইতেছে ও হইবে। প্রাণবায়ু দেবতা দ্বারা শব্দ জ্ঞান হইতেছে ও হইবে। অগ্নি দেবতা দ্বারা জীহ্বাতে রস জ্ঞান বা আস্বাদন হইতেছে ও হইবে ইত্যাদি। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা দেবতা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হইতেছে ও হইবে। প্রত্যক্ষ দেখ, পৃথিবী দেবতা হইতে অন্নাদি উৎপন্ন হইয়া জীবের পালন ও হাড় মাংস গঠন হইতেছে। পৃথিবী দেবতা না থাকিলে অন্নাভাবে জীব মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। জল দেবতা হইতে বৃষ্টি হইয়া অন্নাদির বৃদ্ধি হইতেছে ও স্নান পান করিয়া জীব প্রাণ রক্ষা করিতেছে ও তদ্দ্বারা জীবের রক্ত রস নাড়ী উৎপন্ন হইতেছে। জল দেবতা না থাকিলে পিপাসায় জলের অভাবে জীবের বিনাশ ঘটে। এইরূপে অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ দেবতার মধ্যে কোন এক দেবতার অভাব হইলেও জীবের ধ্বংশ হয়। মূল কথা, নিরাকার সাকার এক মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে জগৎ চরাচর স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রেই উৎপন্ন হইতেছেন। ইনি জীব মাত্রেরই মাতা পিতা গুরু আত্মা পতি পতিতোদ্ধারণ। ইনি ছাড়া জীবের দ্বিতীয় মাতা পিতা গুরু আত্মা স্ত্রী পতি সতী অসতী কথনও কেহ হন নাই, হওয়া অসম্ভব। এক্ষণে পাঠক মাত্রেই বিচার করিয়া দেখ যখন এক সত্য মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা হইতে জীব সমূহ উৎপন্ন হইতেছে তখন কোন্ জীব তাঁহা হইতে পৃথক উৎপন্ন হইয়াছে যে, সেই জীবের মাতা অপতিব্রতা বা বেশ্যা হইবেন ও তিনি

নিজে বর্ণসঙ্কর হইবেন? যদি জীবের হাড় মাংসের পুতুলকে অপতিব্রতা বা বেশ্যা বল তাহা হইলে যখন বিরাট ব্রহ্মের পৃথিবী চরণ হইতে জীব সমূহের হাড় মাংস উৎপন্ন তখন সকলেরই হাড় মাংস অপতিব্রতা বেশ্যা ও বর্ণসঙ্কর হইবে। যদি দশ ইন্দ্রিয়কে বেশ্যা বর্ণসঙ্কর বল তাহা হইলে বিরাট ব্রহ্ম বা বিষ্ণু ভগবানের অঙ্গ হইতে যখন জীব সমূহের দশ ইন্দ্রিয় গঠিত হইয়াছে তখন জীব মাত্রেরই ইন্দ্রিয় বেশ্যা ও বর্ণসঙ্কর হইবে। যদি জীবাত্মাকে বেশ্যা বা বর্ণসঙ্কর বল তাহা হইলে যখনমঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রেই উৎপন্ন তখন জীব মাত্রেই বেশ্যা বা বর্ণসঙ্কর। যদি জীবের কোন গুণকে বেশ্যা বা বর্ণসঙ্কর বলা হয় তাহা হইলে বিচারপূর্ব্বক দেখ, যে ইন্দ্রিয়ের যে গুণ বা ধর্ম্ম তাহা সকলের মধ্যেই সমানভাবে ঘটিতেছে। দেখা শুনা, ক্ষুধা পিপাসা, নিদ্রা জাগরণ, মরণ জীবন, ভয় লজ্জা ইত্যাদি সকল জীবেই সমান ভাবে ঘটিতেছে। তবে কোন্ গুণের ব্যতিক্রম, অভাব বা রূপান্তরবশতঃ একজনকে বেশ্যা বা বর্ণসঙ্কর বলিবে? বিচারপূর্ব্বক সত্যকে গ্রহণ করা সকলেরই উচিত। প্রত্যক্ষ দেখ নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে স্ত্রীগণের একের পর এক করিয়া বহু সংখ্যক বিবাহ হইতেছে অথচ কেহ সে স্ত্রীকে বেশ্যা ও তাহার সন্তানকে বর্ণসঙ্কর বলিতেছে না। তবে কি তোমরা যাহাকে বেশ্যা বলিবে সেই বেশ্যা, যাহাকে বর্ণসঙ্কর বলিবে সেই বর্ণসঙ্কর, যাহাকে পতিব্রতা বলিবে সেই পতিব্রতা, যাহাকে অপতিব্রতা বলিবে সেই অপতিব্রতা? এরূপ নিয়ম ও নিয়ামককে সহস্র ধিক্কার!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——(০)——

ব্যভিচারের দণ্ড।

তোমাদের বিচার এরূপ যে, বিবাহিতা পত্নী থাকিতে পুরুষ বহু নারীর সংস্পর্শেও ভ্রষ্ট হন না কেবল স্ত্রী পতির অভাবে অন্য পতি গ্রহণে ব্যভিচারিণী ও ভ্রষ্টা বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন? কোন ন্যায়বান সমদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি এরূপ পক্ষপাতী দুষ্ট বিধি স্বীকার করিবেন। ঈশ্বরের নিয়মানুসারে স্বাভাবিক প্রীতিপূর্ণ মনের মিলনে যে বিবাহ তাহাই যথার্থ বিবাহ। স্বার্থের

চালনায় যত ইচ্ছা শ্লোক পড়িয়া বিবাহ দেও না কেন তাহা প্রকৃত বিবাহ নহে।

জীব মাত্রেরই মাতাপিতা, পতিপত্নী পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃ স্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ। যে স্ত্রী লৌকিক পতি ও আপনাকে লইয়া এই পূর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পতিকে অভেদে দর্শন পূর্ব্বক ইহাঁর নিকট ক্ষমা ও শরণ ভিক্ষা না চাহে এবং জগতের হিত চেষ্টারূপ ইহাঁর প্রিয় কার্য্য সাধনে বিরত থাকে সেই স্ত্রী অপতিব্রতা বেশ্যা ও তাহার সন্তানগণ বর্ণসঙ্কর। আর তোমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে যাহাকে বেশ্যা বা বর্ণসঙ্কর বলিয়া ঘৃণা কর সেই বেশ্যা ও বর্ণসঙ্করের যদি আপন অনাদি মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাতে অভেদ-দৃষ্টি ও নিষ্ঠা ভক্তি থাকে তবে সেই স্ত্রী প্রকৃত পতিব্রতা সতীও তাঁহার পুত্র কন্যাগণ প্রকৃত মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন, সজ্জাত। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

এই এক মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম, যুগলরূপ বা প্রকৃতি পুরুষ মাতা পিতা হইতে জীবসমূহের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়। আপনার প্রকৃত মাতা পিতাকে যে নিজে না চিনে ও তাঁহার নিকট শরণ ও ক্ষমা প্রার্থী হইয়া তাঁহার প্রিয়-কার্য্য না করে তাহাকে ছাড়িয়া অন্য কোন্ ব্যক্তি বেশ্যা বা বর্ণসঙ্কর হইবে? এইরূপে যথার্থ ভাব বুঝিয়া মনুষ্য মাত্রেই তীক্ষ্ণ ভাবে জগতের হিত সাধনে যত্নশীল হও তাহাতে পরমাত্মার প্রসাদে জীব মাত্রেই পরমানন্দে আনন্দ রূপে অবস্থিতি করিবে।

বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষ অন্যে আসক্ত হইলে রাজার নিকট দণ্ডার্হ। দম্পতির মধ্যে পরস্পরের সম্মতি ক্রমে পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে। নতুবা পারিবেন না। ইহার অন্যথাচারণে রাজদণ্ডের অবশ্য প্রয়োজন। পতি আজীবন পত্নীকে ভরণপোষন করিবেন। না করিলে রাজা দণ্ডিত করিবেন। কি সধবা কি বিধবা, কি বেশ্যা কি স্বাধী স্ত্রী মাত্রেরই পুরুষ হইতে বা অন্য কারণে কোন কষ্ট না হয় এ বিষয়ে রাজা সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন নতুবা পরমাত্মার ন্যায় বিচারে অচিরে রাজ্য নাশ ঘটিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——00——

প্রসূতির প্রতি কর্ত্তব্য।

হিন্দুদিগের মধ্যে অজ্ঞানাবস্থাপন্ন লোকে সূতিকাগারের যেরূপ ব্যবস্থা করেন তাহাতে অনর্থক জীবের কষ্ট ও নানা অমঙ্গল ঘটে অথচ ব্যবস্থাপকেরও তাহাতে কোন লাভ হয় না। সংকীর্ণ কুটীরে বা ঘরে প্রসূতিকে ভিজা, বায়ুহীন, আলোকহীন, শয্যা ও বস্ত্রাদিহীন অপরিষ্কার অবস্থায় ফেলিয়া রাখা ও অশুদ্ধ বলিয়া ঘৃণা করা পরমাত্মার নিয়মের বিরুদ্ধ ও জীবের অমঙ্গলের হেতু। এরূপ আচরণ করিলে পরমাত্মার নিকট দণ্ডিত হইতে হইবে। যিনি সন্তানের প্রসূতি তিনি স্বয়ং মঙ্গলকারিণী জগজ্জননী মহাশক্তি। তাঁহাকে সর্ব্বদা বিশেষতঃ ঐ অবস্থায় প্রীতিপূর্ব্বক যথাসাধ্য উত্তমরূপে যত্ন ও সেবা করিতে হয়। যেখানে আলোক বা বায়ুর কোন প্রকার অভাব নাই এরূপ স্বাস্থ্যকর ঘরে নির্ম্মল শয্যা বস্ত্রাদি দ্বারা যত্নপূর্ব্বক প্রসূতিকে সেবা করিবে ও অগ্নিতে উত্তম উত্তম সুগন্ধ চন্দনাদি সংযুক্ত করিয়া ঘরটী সুবাসিত করিবে, যেন অতিরিক্ত গরম ঠাণ্ডা বা ধূম না হয়। শরীরের প্রয়োজন বুঝিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিবে। মূল উদ্দেশ্য যেন কোন প্রকারে প্রসূতি বা সন্তানের কষ্ট না হয়, সর্ব্বদা আরামে থাকিতে পারেন।

তোমরা পুরুষগণ বিচার করিয়া দেখ, জগতের হিতার্থে স্ত্রীগণ এই এক অসাধারণ যন্ত্রণা সহ্য করেন। পরমাত্মার নিয়মানুসারে এই মঙ্গলকারিনী মাতার শরীর হইতে বড় বড় ঋষি মুনি অবতার রাজা বাদসাহ জ্ঞানী ধনী প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া কত প্রকারে জগতের হিত সাধন করিতেছেন। সেই মঙ্গলকারিণী মাতাকে অযত্ন করা কত দূর মূর্খের কার্য্য।

তোমরা পুরুষগণ আরও বিচার করিয়া দেখ যে, পরমাত্মা তোমাদিগকে গর্ভধারণ ও প্রসব যন্ত্রনা হইতে মুক্তি দিয়াছেন বলিয়া যদি তোমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা অনুভব কর তবে নারী মাত্রেরই সকল প্রকারে কষ্ট নিবারণে যত্নশীল হও। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের হিত সাধনে যত্ন না করিলে ঈশ্বর পরমাত্মার নিকট নিমকহারামী হয় এবং জগতের অমঙ্গল ও কষ্টের সীমা থাকে না। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—00—

শরীর বিষয়ক কর্ত্তব্য।

জন্ম সম্বন্ধে।

পুত্র কন্যা জন্মিলে মানুষ উৎসাহের সহিত নানা প্রকার আমোদ আড়ম্বরে অর্থব্যয় করে। আবার সেই পুত্র কন্যার মৃত্যু হইলে শোক সন্তাপে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং মায়াবশতঃ মৃত্যুর পর অশৌচ গ্রহণ প্রভৃতি নানা কষ্ট ভোগ ঘটে।

অতএব মনুষ্য মাত্রেই বিচার করিয়া দেখ যে, পুত্র কন্যা ও তাহাদের উৎপত্তির হেতু যে মাতা পিতা তাহারা সত্য না মিথ্যা অর্থাৎ তাহারা সত্য হইতে উৎপন্ন সত্য, না, মিথ্যা হইতে উৎপন্ন মিথ্যা। জন্ম মৃত্যু সত্যের ঘটে কি মিথ্যার ঘটে? বুঝিয়া দেখ, মিথ্যা মাতা পিতা হইতে পুত্রকন্যার জন্ম মৃত্যু হইতেই পারে না, হওয়া অসম্ভব। মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা দৃশ্যেও নাই অদৃশ্যেও নাই। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। মিথ্যার দ্বারা সত্যের উপলব্ধি পর্য্যন্ত সম্ভবে না। সত্যের দ্বারাই সত্যের উপলব্ধি। সত্য স্বতঃপ্রকাশ। এক বিনা দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য কখনও মিথ্যা হন না। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্যের উৎপত্তি পালন সংহার, জন্ম মৃত্যু কিছুই হইতে পারে না, হওয়া অসম্ভব। তবে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি কাহার? স্বতঃপ্রকাশ একই সত্যের অজ্ঞান বশতঃ নানা প্রকারে উৎপত্তি পালন সংহার জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি বোধ হয়। যিনি সত্য স্বতঃপ্রকাশ তিনি আপন ইচ্ছায় নিরাকার অপ্রকাশ হইতে সাকার প্রকাশমান অর্থাৎ তিনি কারণ হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল নানা নামরূপে অনাদিকাল প্রকাশমান। এই প্রকাশ নানা নামরূপ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সঙ্কুচিত হইয়া নিরাকার অপ্রকাশে অর্থাৎ কারণ রূপে স্থিত হন। এই অবস্থাকে সৃষ্টির প্রলয় বলে। পুনশ্চ অপ্রকাশ হইতে নানা নামরূপাত্মক প্রকাশমান জগৎ ভাবে বিস্তার হওয়াকে সৃষ্টি ও পালন বলে। অপ্রকাশ সুষুপ্তির অবস্থায় সৃষ্টির অর্থাৎ তোমাদের জ্ঞানাতীত ভাব বা প্রলয় ঘটে ও পুনশ্চ প্রকাশ মান জ্ঞানময় জাগরিত অবস্থায় তোমরা নানা শক্তি দ্বারা নানা কার্য্য কর।

এই শেষোক্ত অবস্থাকে সৃষ্টি বা জন্মের অবস্থা জানিবে। জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থার নাম মৃত্যুর অবস্থা। জীবের অজ্ঞান অবস্থাকে সৃষ্টি ও জন্মের অবস্থা জানিবে। জ্ঞানাবস্থা প্রাপ্তি হইলে সৃষ্টির প্রলয় অবস্থা জানিবে। জীব ও পর-মাত্মার অভেদ জ্ঞানে অর্থাৎ স্বরূপ অবস্থায় সৃষ্টি জন্ম মৃত্যু কোন কালেই বোধ হয় না, হইবার সম্ভাবনাও থাকে না। সে অবস্থায় কেবল রূপান্তর মাত্র ভাসে। স্বরূপ অবস্থা প্রাপ্তি হইলে জীব পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করেন ও জীব মাত্রকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া প্রীতিপূর্ব্বক পালন করেন। তখন জীব দেখেন যে, "আমার বা আমার পুত্র কন্যার বা অপর কাহারও জন্ম মৃত্যু হয় নাই" এবং জন্মে হৃষ্ট বা মৃত্যুতে দুঃখিত হন না। জন্মে যেরূপ হৃষ্ট মৃত্যুতে সেইরূপ হৃষ্ট থাকেন। দেখেন যে, "এক সত্য হইতে জীব সমূহ নানা নামরূপ লইয়া প্রকাশমান এবং নানা নামরূপ প্রকাশ অপ্রকাশ কারণে স্থিত। যাঁহার বস্তু তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইতেছে। আমি কেন মিথ্যা কাঁদিয়া কাঁদিয়া পরমাত্মা হইতে ভ্রষ্ট ও নিজের ও অপরের কষ্টের হেতু হই। পরমাত্মার বস্তু পরমাত্মা সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছেন ইচ্ছা হয় পুনরায় প্রকাশ করিবেন,—যেরূপ জাগরণ হইতে সুষুপ্তি ও সুষুপ্তি হইতে জাগরণ। ইহার জন্য আমি কেন মিছা ভাবি। যদি পরমাত্মার জন্য ভাবি-তাম ও কাঁদিতাম তাহা হইলে কত আনন্দই হইত! আমিও তাঁহার ও যাঁহারা জন্ম লইয়া মৃত বা তাঁহাতে স্থিত হইয়াছেন তাঁহারাও তাঁহারই। মিথ্যার জন্য কাঁদিতে হইবে না। মিথ্যা মিথ্যাই। এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটিয়া থাকে। সত্যে ভেদ শূন্য হইবার জন্য যে কাঁদে সে সত্যে অভেদে এক হইয়া অবস্থিতি করে। সত্যেরত কোন কালেই ছেদ নাই। সত্য নিত্য বর্ত্তমান। স্বপ্নে তিনি, জাগরণে তিনি সুষুপ্তিতে তিনি। জাগরণে চতুর্থ হইয়া তিনিই তিন অবস্থার বিচার করিতে-ছেন। অজ্ঞানে তিনি, জ্ঞানে তিনি, বিজ্ঞানে তিনি। স্বরূপে তিনি সাকার নিরাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান"।

সদ্বিদ্যা, সভ্যতা, লৌকিক মাতা পিতাতে শ্রদ্ধা ভক্তি ও জগতের অনাদি মাতা পিতা গুরু আত্মা নিরাকার সাকার বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ মাতা পিতার নিকট শরণ ও ক্ষমা ভিক্ষা ও জীব পালনরূপ তাঁহার

প্রিয় কার্য্যের সুসাধন অগ্নিব্রহ্মে সুস্বাদু সুগন্ধ দ্রব্যের আহুতি দান ও সর্ব্বপ্রকারে পৃথিবীর নির্ম্মলতা সম্পাদন, এই কয়েক বিষয় পুত্র কন্যাকে সর্ব্বদা সমানভাবে শিক্ষা দিবে। জন্ম মৃত্যু জ্ঞান মুক্তির জন্য তোমাদিগকে কোনরূপে ভাবিতে হইবে না। মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সর্ব্বপ্রকারে অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষে মঙ্গল করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে। ইহা হইতে বিমুখ হইলে জীবের দুঃখ যন্ত্রনার সীমা থাকে না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——(•)——

আরোগ্য বিষয়ক কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ জানেন যে, শরীরের ভিতর বাহির নির্ম্মান ও আহার ব্যবহারের সামগ্রী এবং রাস্তা ঘাট ঘর বাড়ী প্রভৃতি উত্তমরূপে পরিষ্কার রাখিলে সহসা রোগ জন্মায় না, জন্মাইলেও বিশেষ কষ্টকর ও দীর্ঘকাল ব্যাপী হয় না। ইহার বিপরীত ঘটনায় বিপরীত ফল। জীবের কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে নাড়ীতে সঞ্চিত মল পচিতে থাকে। সেই পচা মলের সূক্ষ্ম অংশ রক্ত মাংসে সঞ্চারিত হয় ও তদ্দারা পুষ্ট রক্ত মাংস নানাপ্রকার ব্যাধির আকর হইয়া পড়ে। যেমন আহারের সার অংশ রক্ত মাংস গঠন করে, সেইরূপ বিষ্ঠার সার অংশ হইতেও রক্ত মাংস জন্মায়। এইরূপে বিষ্ঠার সম্পর্কে উৎপন্ন ব্যাধি বিশেষ কষ্টদায়ক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শরীর হইতে বিষ্ঠার রস নির্গত হইয়া শরীর নির্ম্মল না হয় ততক্ষণ রোগের উপশম হয় না। ইংরেজগণ শরীরের ভিতর বাহির পরিষ্কার রাখেন ও প্রায় জোলাপের দ্বারা নাড়ী শুদ্ধ করেন এই জন্য তাঁহাদের বুদ্ধি নির্ম্মল তীক্ষ্ণ ও শরীর নীরোগ কার্য্যপটু। ইহাঁরা দীর্ঘায়ু হইয়া তেজে আনন্দে কালযাপন করেন। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি শরীরের মলাধিক্যবশতঃ ও বাহিরে অপরিষ্কার বলিয়া রুগ্ন শরীর, মলিন বুদ্ধি, হিংসা দ্বেষযুক্ত অল্পায়ু।

মনুষ্য মাত্রেরই মান অপমান আলস্য ও মিথ্যা সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্ব্বক পরিষ্কার থাকা ও রাখা কর্ত্তব্য। ইহাতে সকলেরই আনন্দ। পরমাত্মা বিমুখ, অজ্ঞানাপন্ন, বিকৃত মস্তিষ্ক, মলিন বুদ্ধি লোকে আলস্যবশতঃ ভাবে ও বলে যে, ভিতর বাহির পরিষ্কার রাখা ও জোলাপের দ্বারা নিয়মিত নাড়ী নির্ম্মল করা রোগের হেতু। জ্ঞানিগণ জানেন যে অজ্ঞান মলই মনের রোগ। পরমাত্মারূপ রজক জ্ঞান সাবানের দ্বারা মন পরিষ্কার করিলে শরীরের আরোগ্য ও মনের সুখ। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মাসে মাসে জোলাপের দ্বারা নাড়ী পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। তাহাতে রোগের শান্তি হয়। চিকিৎসকের নিকট কোনরূপ সহজ জোলাপ লইয়া তাহার দ্বারা মাসে মাসে নাড়ীশুদ্ধ করিলে রোগের আশঙ্কা অল্প। তিন দিন অন্ততঃ দুই দিন জোলাপ লইলে শরীর পরিষ্কার হইয়া যায়।

রোগীব্যক্তি নিঃসঙ্কোচে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া রোগের সমস্ত বিবরণ মুক্ত কণ্ঠে চিকিৎসককে জানাইবে। সংশয় লজ্জা বা মানের জন্য কোন কথা গোপন করিবে না। পরমাত্মা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে উপায় সৃষ্টি করিয়াছেন সেই উপায় অবলম্বনে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা মনুষ্য মাত্রেরই উচিত। তিনি যে রোগের যে ঔষধ স্থির করিয়াছেন তাহার দ্বারা সেই রোগ নিবারণের যত্ন করিবে। ক্ষুধা রোগের জন্য অন্ন ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন ইত্যাদি।

যাঁহারা না জানেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য একটা জোলাপের উপকরণ লিখিত হইতেছে। বিচার পূর্ব্বক ইহা সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

মৌরী	...	...	১ তোলা
জাঙ্গিহরিতকী	...	...	১ তোলা
সোনামুখীর পাতা	...	...	১ তোলা
গোলমরিচ	...	...	৭ টা
লবণ	...	...	৶০ ওজন

আন্দাজ এক পোয়া গরম বা অসুবিধা হইলে শীতল জলে রাত্রে ভিজাইবে। প্রাতে চটকাইয়া ইহার সারাংশ পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া সেবন করিবে। এক ঘণ্টা পরে গরম জল বা গরম দুগ্ধ পান করিবে। নাড়ী

পরিষ্কারের সময় আম নির্গমনের জন্য পেটে বেদনা হইয়া থাকে। তাহাতে কোন ভয় নাই। কিঞ্চিৎ গরম দুগ্ধ বা গরম জল পান করিলে বেদনা নিবারণ হইবে। ইচ্ছা হয় দুই তিনবার উদর পরিষ্কার হইলে স্নান করিবে, না হয়, করিবে না। পরে মুগের ডাল কিম্বা অভ্যাস ও রুচি থাকিলে মাছের ঝোলের সহিত ভাত খাইবে। আহারান্তে ডাবের জল ও পেঁপিয়া ফল খাইবার ব্যবস্থা। জোলাপ সেবনে নাড়ীতে যে গরম হয় পেঁপিয়া ও ডাবের জলে তাহা শান্ত করে। নাড়ী অধিক গরম হইলে অপরাহ্নে ধনিয়া আধ তোলা, মৌরি এক তোলা এক পোয়া জলে ভিজাইয়া বা বাটিয়া ও ছাঁকিয়া সেবন করিলে দুই এক দিনে গরম কাটিয়া যায়।

পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়সের শিশুকে সিকি ও দশ হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ পরিমাণে জোলাপের ব্যবস্থা। পাঁচ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশুর জন্য সাবধানে বিচার পূর্ব্বক জোলাপের মাত্রা স্থির করিতে হয়।

এমন অনেক জোলাপ আছে যাহা না খুলিয়া ভিতরে পরিপাক হইলে পাড়াদায়ক। কিন্তু যে জোলাপ কথিত হইল তাহা পরিপাক হইলেও উপকারক। ইহার আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, সিকি বা অর্দ্ধ মাত্রায় গর্ভবতী স্ত্রী সেবন করিলে গর্ভপাতের কোন সম্ভাবনা হয় না। বরঞ্চ তাহাতে শরীরের বিষময় রস নির্গত হইয়া গর্ভ ও গর্ভধারিণীর উপকার করে। প্রয়োজন মত পূর্ণ মাত্রায় সেবনেও কোন হানি নাই। যাঁহারা সক্ষম তাঁহারা উপর্য্যুপরি তিন দিন জোলাপ সেবন করিবেন নতুবা দুই দিন। নিতান্ত অক্ষম হইলে একদিন লইলেও চলিবে। এই জোলাপ ইচ্ছা বা সুবিধা মত আর ও তিন প্রকারে লওয়া যাইতে পারে। ইহাকে বাটিয়া রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে লওয়া যায়। কিম্বা পূর্ব্বাবধি গুঁড়া ছাঁকিয়া বোতলে বা অন্য উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া পরে আবশ্যক মত সেই গুঁড়া ভিজাইলে চলে। অথবা শুষ্ক গুড়া মুখে দিয়া পরে জলের সহিত উদরস্থ করিলেও কার্য্য হয়। শেষোক্ত তিন প্রকারে সেবনের জন্য এক তোলার স্থানে ।৵০ ওজন মাত্রা। যাহাঁদের গুলি প্রস্তুত করিয়া খাইবার ইচ্ছা তাঁহারা নিম্নোক্ত প্রকারে গুলি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবেন ;—

জাঙ্গীহরিতকী চূর্ণ	...	...	১ তোলা
সোণামুগীর পাতা চূর্ণ	...	...	ঐ
পরিষ্কার মিশ্রি চূর্ণ	...	...	ঐ
চূর্ণ গোলমরিচ	...	...	৵০ ওজন
মধু ...	...	...	অর্দ্ধতোলা
পরিষ্কার কিস্‌মিস্	...	...	২ তোলা

এই সমস্ত পদার্থ একত্রে বাটিয়া ছয়টী গুলি প্রস্তুত করিয়া এক একটী গুলি সেবন করিবে।

অবোধ লোকে মল মূত্র ও বায়ু পরিত্যাগ বিষয়ে লজ্জাবশতঃ বেগ ধারণ করিয়া কষ্ট ও পীড়া ভোগ করে। কিন্তু এ জ্ঞান নাই যে শরীর পরম-পবিত্র প্রত্যক্ষ ব্রহ্মের মন্দির। মল মূত্র ও বায়ু ত্যাগাদি শরীরের হিতকর কার্য্যে ঘৃণা লজ্জা বা হাস্যের বিষয় কিছুই নাই। যাঁহারা পরমাত্মার নিয়মানুসারে আহার ব্যবহার করেন তাঁহাদের শরীরে দুর্গন্ধাদি উৎপন্ন হইয়া অপরের পীড়াদায়ক হয় না। ঈশ্বরের নিয়মানুসারে মল ও বায়ু নির্গত হইতে দিবে। বিদ্রূপ ও উপহাসের দ্বারা তাহার প্রতিবন্ধক করিবে না। করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনবশতঃ নরক ভোগ অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বরের নিয়মানুসারে ক্ষুধা পিপাসা বা নিদ্রা উপস্থিত হইলে তাহার বেগ রোধ করিবে না। যাহাতে সকলেই প্রয়োজন মত অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়ম মত সমস্ত অভাব মোচনে সক্ষম হয় সে বিষয়ে রাজা প্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন।

যেমন বিদ্যার জন্য বিদ্বান ও রাজ্যধনের জন্য রাজা ধনীর নিকট যাইতে হয় এবং জ্ঞান মুক্তির আবশ্যক হইলে মঙ্গলকারী পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু বা সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানীর নিকট শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক যাইবার প্রয়োজন, সেইরূপ স্থূল শরীরে রোগ উপস্থিত হইলে তাহার নিবারণের জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট যাইয়া সরল অন্তঃকরণে রোগের সমুদায় বিবরণ জানাইবে। লজ্জা বা অভিমান বশতঃ কদাচ ইহার বিপরীত করিবে না। যিনি রোগ গড়িয়াছেন তিনিই চিকিৎসা ও ঔষধ গড়িয়াছেন অর্থাৎ তিনি রূপান্তর উপাধি ভেদে সেই সেই ভাবে প্রকাশমান। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মৃত্যু বিষয়ক কর্ত্তব্য।

মুমূর্ষুর প্রতি কর্ত্তব্য।

আবৃত স্থানে মৃত্যু হইলে বন্ধনে মৃত্যুবশতঃ মৃত ব্যক্তির অসদ্‌গতি হয়, এই বিশ্বাসে অবোধ ব্যক্তিগণ আত্মীয় স্বজনকে মুমূর্ষু অবস্থায় টানিয়া অনাবৃত স্থানে আনয়ন করে। একে মৃত্যুর যন্ত্রনা তাহার উপর এই নিদারুণ নিষ্ঠুর ব্যবহার এবং তাহাতে সময় সময় রৌদ্র বৃষ্টি ও ঝড়ের পীড়ন। ইহা বন্ধু ও মনুষ্যের কার্য্য না, পশু ও শত্রুর কার্য্য যে, তুচ্ছ কল্পিত ফলের লোভে স্বয়ং পরমাত্মার স্বরূপ চেতন আত্মার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরতা? অসহায় মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতি এরূপ হৃদয়বিদারক নৃশংসতার ফলে হিন্দু নামধারী মনুষ্যদিগের উত্তরোত্তর দুর্গতি বাড়িতেছে। বন্ধন ও মুক্তির যথার্থ ভাব গ্রহণে অসমার্থ্যবশতঃ এইরূপ নৈষ্ঠুর্য্য আচরিত হইতেছে। মৃত্যুকালে যাহাতে আশা তৃষ্ণা মোহ, ভোগ বাসনার অধ্যবসায় এই বন্ধন না থাকে তাহাই প্রয়োজন। এজন্য মরণকালে যাহাতে চিত্তের বৃত্তি শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানে নিবদ্ধ থাকে এইরূপ উপদেশ ও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। এইরূপ মনোবৃত্তির উদয়ে মৃত্যুই নির্ব্বন্ধন মৃত্যু—তাহা ঘরেই হউক আর বাহিরে হউক। মৃত্যুর সময় যদি আশা তৃষ্ণা লোভ মোহ আদি ঘিরিয়া থাকে এবং পরিবার বর্গের প্রতি ও ভোগে আসক্তি হয় তাহাই বন্ধনে মৃত্যু। সে কাশী আদি কল্পিত তীর্থে বা গঙ্গায় বা ভিতরে,বাহিরে যেখানেই হউক তাহা বন্ধনে মৃত্যু। এইরূপ বন্ধনে জীব মরিলে জীব পুণর্জন্মের ভাগী হয়, অর্থাৎ জীবের জন্ম মৃত্যুর সংশয় থাকে। নিঃসহায় মুমূর্ষুকে ঘর হইতে বাহিরে টানিয়া ফেলা নিতান্ত নিস্ফল। বুঝিয়া দেখ, হাড় মাংসের শরীর ইন্দ্রিয়াদির যে কত বন্ধন আছে তাহার সংখ্যা নাই। এ বন্ধন হইতে কিরূপে টানিয়া বাহির করিবে? আরও বুঝিয়া দেখ, জীবের মৃত্যু ঘরে হয় বা বাহিরে হয় বাসনা লইয়া হয় বা ছাড়িয়া হয় তাহাতে কি আসে যায়? এ সকল কেবল বুঝিবার ভ্রম। মনে কর চারিজন ব্যক্তি চারিপ্রকারের স্বপ্ন দেখিতেছে। তখন এ বোধ নাই যে, ইহা মিথ্যা স্বপ্ন। একজন স্বপ্নে কৈলাস ভোগ করিতে-ছেন আর একজন পণ্ডিত হইয়া বেদ পাঠ করিতেছেন, তৃতীয় ব্যক্তি তপস্যা

করিতেছেন আর চতুর্থ ব্যক্তি স্বপ্নে দরিদ্র হইয়া কালের ভয়ে কাঁদিতেছেন। প্রত্যেকেই আপন আপন স্বপ্ন সত্য বলিয়া বোধ করিতেছেন কিন্তু একজন অপরের স্বপ্ন জানিতেছেন না। পরে জাগ্রতে স্বপ্নের লয় হইলে চারিজনই দেখিতেছেন যে স্বপ্ন মিথ্যা। সেইরূপ অজ্ঞান স্বপ্নের লয় হইলে জ্ঞানরূপী জাগ্রত বন্ধন মুক্তি, বাসনা নির্ব্বাসনা প্রভৃতি সকল ভাবের যথার্থ ভাব বুঝা যায়। দীপশিখা যে অগ্নি তাহার ঘরে বা বাহিরে নির্ব্বান হইল সে অগ্নির কোন ক্ষতি লাভ নাই। সেইরূপ ঘরে বা বাহিরে মৃত্যু হইলে জীবনের কোন দোশ হয় না ও তাহাতে চিন্তার বিষয় কিছুই নাই।

আজ হইতে আপনাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে তাঁহাকে উত্তম ঘরে রাখিয়া অতি যত্ন ও প্রীতির সহিত সেবা করিবেন। ঐ ঘর ও রোগীর শয্যা বস্ত্রাদি সর্ব্বদা পরিস্কার রাখিবেন। ঘরে সুগন্ধ সুস্বাদু উত্তম পদার্থ অগ্নিতে আহুতি দিবেন। রোগীর যাহাতে সর্ব্বদা পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে মতি থাকে তাহাই সকলের কর্ত্তব্য। পরমাত্মা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশমান থাকিলে রোগীকে দর্শন করাইবেন। কোন বিষয়ে চিন্তা ও ভয় করিবেন না। পরমাত্মার ইচ্ছায় মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে ধাতু বা মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত প্রতিমা বা কাগজের পট ইত্যাদি কল্পিত পদার্থের পূজাদি করাইবেন না। মৃত্যুকালে যেরূপ সঙ্গ হয় সেইরূপ গতিও হয়। অন্তিম সময়ে কল্পিত জড় পদার্থের সঙ্গ করিলে নিশ্চয় কল্পনা জালে আবদ্ধ হইয়া যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়। কেবল জ্যোতিস্বরূপে নিষ্ঠা করাইবেন। পরমাত্মা জ্যোতিঃ-স্বরূপ নিরাকার সাকার অন্তরে বাহিরে বিরাজমান। মস্তকে নেত্রে সূর্য্য-নারায়নরূপে, কণ্ঠ দেশে চন্দ্রমারূপে, নাসিকা দ্বারে প্রাণরূপে, কর্ণে আকাশ-রূপে, জিহ্বায় অগ্নিরূপে, সমস্ত শরীরে চেতনশক্তিরূপে তিনি প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শনের জন্য কোন বিশেষ স্থানে যাইবার প্রয়োজন নাই। মৃত্যুর সময় মুমূর্ষুর নিকট রোদন ও গোলযোগ নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা রাখিবে ও রাখাইবার চেষ্টা করাইবে। তিনি মঙ্গলময় মৃত্যুর পূর্ব্বে ও পরে সর্ব্বকালেই মঙ্গল করিবেন ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

মুমূর্ষু স্ত্রী বা পুরুষ ঘরের ভিতরে, ছাদের উপর বা নীচে যেখানেই থাকুন

তাহাকে টানাটানি করিবেন না। তাহাতে ইহলোকে পরলোকে কোন হিত নাই। এইরূপ করিলে নির্দ্দয়তার জন্য পরমাত্মার নিকট দণ্ডনীয় হইতে হইবে। শিশু অপেক্ষা অসহায় মুমূর্ষুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে কোন মতেই নিস্তার নাই। ইহা ধ্রুব সত্য।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——(০)——

মৃত সংকার।

আপন আপন সুবিধা মত মৃত শরীর অগ্নিতে দাহ কর কিম্বা মৃত্তিকায় পুঁতিয়া ফেল অথবা জলে ফেলিয়া দাও জীবিত বা মৃতের তাহাতে কোন হানি লাভ নাই। মৃত্যুর পর জীবের মৃত শরীরে কোন প্রয়োজন থাকে না। যতক্ষণ প্রদীপে অগ্নি জ্যোতিঃ থাকেন ততক্ষণ প্রদীপ ও অগ্নির মধ্যে সম্বন্ধ। যতক্ষণ প্রদীপে অগ্নি-শিখা বর্ত্তমান ততক্ষণ অগ্নির আহারের জন্য তৈল শলিতার প্রয়োজন। নির্ব্বাণ হইলে অগ্নির তৈল শলিতা বা প্রদীপে কোন প্রয়োজন থাকে না। তখন ঐ প্রদীপকে যাহা ইচ্ছা তাহাই কর তাহাতে অগ্নির কোন্ হানি লাভ নাই। শরীর দীপে যতক্ষণ অগ্নিরূপী জীব বা পুরুষ বাস করেন ততক্ষণই তৈল শলিতারূপী অন্ন জলের প্রয়োজন থাকে ও সুখ দুঃখ বোধ হয়। জীবাত্মার নির্ব্বাণে মৃত শরীরের দ্বারা তাঁহার কোন হানি লাভ হয় না। তখন সেই মৃত্তিকারূপী মৃত শরীরকে যাহাতে সুবিধা তাহাই কর কিন্তু তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ধর্ম্ম ঘটিত কোন প্রপঞ্চ করিও না। ইহাতে তোমাদের শাস্ত্রে উক্ত বা অনুক্ত কোন দোষ বা দণ্ড হইবে না। জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা সমস্ত ক্ষমা করিয়াছেন। পুরোহিত প্রভৃতি ধর্ম্মের নেতাগণ আপন আপন লাভের জন্য এবিষয়ে নানা প্রপঞ্চ রচনা করিয়াছেন। আজ হইতে তাঁহাদের কিছুই পাইবার অধিকার রহিল না। তোমাদের ইচ্ছা হয় কিছু দিবে, না ইচ্ছা হয় না দিবে। এবিষয়ে পরমাত্মার কোন বিধি নাই। যদি কেহ আপন লভ্য বা উপার্জ্জনের জন্য ইহাতে প্রপঞ্চ বিস্তার করিয়া রাজা প্রজাকে কষ্ট দেয় তাহার বংশ-নাশ ও নানা কষ্ট ভোগ অবশ্যই ঘটিবে। এ বিষয়ে রাজা প্রজা কোন প্রপঞ্চ স্বীকার করিবেন না। কেবল মৃতসংকারের পরে অগ্নিতে আহুতি দিবেন। এতদ্ভিন্ন অপর সকল অনুষ্ঠানই

সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল জানিবেন। আজ হইতে সমস্ত মিথ্যা প্রপঞ্চ সমাপ্ত হইয়াছে। কাহারও দোষ দিও না। কাহারও কোন দোষ নাই। পণ্ডিত রাজা প্রজা জীব মাত্রে সকলেই নির্দ্দোষী আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ। মায়াত্র স্বর লীলা এইরূপ। কাহার দোষ দিবে?

মৃতাশৌচ।

স্ববর্গের মধ্যে মৃত্যু হইলে যাহারা আপনাকে অশুচি মনে করিয়া সত্য ধর্ম্ম নিত্য নিয়ম উপাসনা ও ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদানাদি শুভ কর্ম্ম ত্যাগ করে তাহারা অবোধ পশুতুল্য। অশুচি অবস্থাতে পুণ্য কর্ম্মের আরও বিশেষ প্রয়োজন। কি জানি কখন মৃত্যু হয় এই ভাবনাবশতঃ তৎকালে শুভকর্ম্ম আরও অধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে।

শ্রাদ্ধ।

মৃত্যুর পরে দশ পিণ্ড, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কেহ এগার দিনে কেহ পোনের দিনে কেহ বা এক মাসে শুদ্ধ হইতেছেন। আজ হইতে দিনে হউক আর রাত্রে হউক মৃত সংকারান্তে বাটী আসিয়া যথাশক্তি সুগন্ধ সুমিষ্ট পদার্থ অগ্নিতে আহুতি দিবে ও পূর্ণপরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ-স্বরূপকে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিবে তাহাতে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধিলাভ হইবে। ইহাতে কোন সংশয় করিও না। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে। ঐ দিবস ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগত দরিদ্রকে যথাশক্তি ভোজন করাইবে ও নিজে স্বাভাবিকরূপে আহার করিবে। আপন আত্মাকে কোনরূপে কষ্ট দিবে না। জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরের আজ্ঞায় তুমি সদাই শুদ্ধ রহিয়াছ। কখনই অশুদ্ধ হও নাই; হইবে না—সদা শুদ্ধ থাকিবে ও রহিয়াছ। ইহার বিপরীত কল্পনা ভ্রম মাত্র। যদি কোন অবোধ ব্যক্তি ইহাতে সন্দেহ করে ও আপন মান রক্ষার জন্য ঐ দিনে আহার করিতে না চাহে তাহাতে কোন চিন্তা করিবে না। ভোজন না করিলে সমস্ত পদার্থ অগ্নিতে আহুতি দিবে এবং ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগত জীব পশু আদিকে আহার করাইয়া দিবে। তাহাতে পিতৃলোক ও পরব্রহ্ম তুষ্ট হইবেন। ইহা সত্য সত্য জানিবে। অগ্নিতে আহুতি ও ক্ষুধার্ত্তকে

অন্নদান ইহাই ফলদায়ক অপর সমস্ত কার্য্য নিষ্ফল। তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তা বা ভয় করিও না পূর্ণপরব্রহ্ম সমস্ত দ্বন্দ্ব কষ্ট মোচন করিবেন। ইহাঁতে নিষ্ঠা রাখ। ইনি প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতি মূর্ত্তি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ তোমাদের আত্মা মাতা পিতা বিরাজমান। তোমরা কোন চিন্তা করিও না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপসংহার।

কি নিমিত্ত এই শাস্ত্রের "অমৃত সাগর" নাম কল্পিত হইয়াছে, লোকে ইহার নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে নানাপ্রকার অর্থ করিবেন। কেহ বলিবেন অমৃত সাগর নামে এক অদৃশ্য সমুদ্র আছে, কেহ বলিবেন চন্দ্রমা জ্যোতিতে অমৃত আছে তাহা পান করিলে জীব অমর হয়। কিন্তু বস্তুতঃ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ অমৃত বা অমৃত সাগর নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এক অদ্বিতীয় পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মঙ্গল-কর্ত্তাই অমৃত বা অমৃত সাগর। যিনি সত্য মিথ্যা, দ্বৈত অদ্বৈত, নিরাকার সাকার, নির্গুণ সগুণ ভাবে জগৎরূপে প্রকাশমান তিনিই অমৃত বা অমৃত সাগর।

যাঁহাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ গণেশ কালী দুর্গা সরস্বতী গড আল্লা খোদা বলে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মঙ্গলকারীই অমৃত এবং তিনিই আদ্যন্তহীন সাগর। এ জগৎ চরাচর স্ত্রী পুরুষের এই অমৃত সাগর হইতে উৎপত্তি, ইহাঁতেই স্থিতি ও ইহাঁতেই লয় এবং এ সমস্ত ইহাঁরই রূপ মাত্র। ইহাঁ হইতে বিমুখ হইলেই জীবের মৃত্যু। শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক ইহাঁকে পান করিলে জীব অমর হন অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে অবস্থিতি করেন, জন্ম মৃত্যুর কোন সংশয় থাকে না। এই অমৃত সাগর মঙ্গলকারী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ নিরাকার সাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অ[illegible]কার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। জগতের হিতার্থে এই শাস্ত্র কথিত হইয়াছে এজন্য এই শাস্ত্রের নাম অমৃত সাগর। যেমন স্থূল ঔষধি হইতে অমৃতরস নির্গত হইয়া জীবের স্থূল শরীরগত নানা ব্যাধির মোচন করে সেইরূপ এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত সত্যকে ধারণ করিলে জীব জগৎরূপ স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গত নানা ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। যাহার দ্বারা যে কার্য্য সুখে স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয় তাহার দ্বারা সেই কার্য্য করা পরমাত্মার নিয়ম। জলের দ্বারা পিপাসা নিবৃত্তি, অগ্নির দ্বারা স্থূল ভয় ও অন্ধকার মোচন—ইহাঁর নিয়ম। এইরূপে দেখিবে যে, মনুষ্য শরীরে যে ইন্দ্রিয়ের যে কার্য্য তাহার দ্বারা সেই কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়। অতএব মনুষ্য

মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্তচিত্তে বিচার পূর্ব্বক এই শাস্ত্রের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া ইহার সারভাব অর্থাৎ অমৃত সাগররূপী পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ গুরু মাতা পিতা আত্মা মঙ্গলকারীকে শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক পান বা ধারণ কর। তাহাতে জগতের সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল স্থাপনা হইবে ও তোমরা চতুর্বর্গ ফল লাভ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করিবে।

মান্তকে পদতলে দলিত করিয়া ও অপমানকে পূর্ব্ববর্ত্তী করিয়া সকলে প্রীতিপূর্ব্বক একভাবে জগতের মঙ্গল সাধনরূপ কার্য্যোদ্ধার কর। এই কার্য্যের হানি করা মূর্খতার একশেষ। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

ব্রহ্মাণ্ডস্থ সর্ব্বশাস্ত্রের সার এক পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মঙ্গল-কারী চরাচর স্ত্রী পুরুষ নামরূপকে লইয়া অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজমান। নিরাকার ভাবে ইনি অপ্রকাশ, নিষ্ক্রিয়, জ্ঞানাতীত। আবার ইনিই সাকার প্রকাশমান জ্যোতীরূপে ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ কার্য্য করিতেছেন। ইনি জগতের গুরু মাতা পিতা আত্মা, জীবের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গলকারী। ইঁহার সম্মুখে মনুষ্য মাত্রেই শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক করজোড়ে নমস্কার ও ক্ষমা ভিক্ষা করিবে এবং প্রীতিপূর্ব্বক ইঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে তৎপর থাকিবে। জীব মাত্রকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া উত্তমরূপে পালন করা, ভক্তিপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ও শরীর মন বস্ত্র রাস্তা ঘাটাদি সর্ব্বপ্রকারে পরিষ্কার রাখাই ইঁহার প্রিয় কার্য্য। এতদ্ভিন্ন ইঁহার অন্ত প্রিয় কার্য্য নাই। ইহার অতিরিক্ত মনুষ্যের জ্ঞাতব্য বা কর্ত্তব্য, অপর কিছু নাই। রাজা প্রজা মনুষ্য মাত্রেই ইঁহার এই প্রিয় কার্য্য সাধন করুন। ইনি মঙ্গলময় সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল করিবেন। ইহা নিতান্ত ধ্রুব সত্য। ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরিশিষ্ট।

[এই পরিশিষ্টে সংগৃহীত প্রবন্ধ গুলি পরে প্রাপ্ত বলিয়া মূল গ্রন্থে যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। সম্পাদক]

ব্রহ্ম, জীব, মায়া।

ব্রহ্ম জীব মায়া ধর্ম্ম ইষ্ট উচ্চ নীচ বিষয়ক নানা কল্পনা বশতঃ লোকে সত্য ভ্রষ্ট হইয়া দ্বেষ হিংসা জনিত অশান্তি ভোগ করিতেছেন। অতএব মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান জয় পরাজয় তুচ্ছ সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্তচিত্তে বস্তু বিচার করিয়া সার-

মঙ্গলাচরণ।

হে স্বতঃপ্রকাশ, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, আত্মা গুরু মাতা পিতা, আপনি শান্ত হউন, জগৎ চরাচরকে শান্ত করুন। অথবা আপনি ত সর্ব্বকালে শান্তিস্বরূপ আছেন, স্ত্রীপুরুষ, জীব মাত্রের শান্তি বিধান করুন। ইহাদের মন পবিত্র করিয়া জ্ঞান দিন, যাহাতে ইহারা আপনার পূর্ণভাব ও জীবের প্রতি আপনার আজ্ঞা উত্তমরূপে বুঝিতে সক্ষম হয়, যাহাতে ইহারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে আপনার ও নিজের স্বরূপ জানিয়া হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রীতি পূর্ণভাবে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন দ্বারা পরমানন্দ লাভ করিতে পারে।

হে অন্তর্যামী জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা, আপনি নিরাকার নির্গুণ, আপনিই সাকার সগুণ এবং আপনিই কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচরকে লইয়া পূর্ণরূপে বিরাজমান। আপনি ব্যতিরেকে কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। জীবগণ বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া আপনাকে ভুলিলেও আপনি ইহাদিগকে ভুলিবেন না। ইহাদের সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া ইহাদিগকে সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আপনি না করিলে দ্বিতীয় আর কে আছে যে ইহাদিগকে উদ্ধার করিবে? ইহারা ধ্যান ধারণা, উপাসনা ভক্তি, কিছুই জানেনা যে তদ্দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হইবে বা আপনার উদ্দেশ্য জানিয়া পালন করিবে। ইহাদের যোগ তপস্যা, ধ্যান ধারণা, উপাসনা ভক্তি জ্ঞান—সমস্তই আপনি। আপনি দিবস করিতেছেন দিবস হইতেছে, রাত্রি করিতেছেন রাত্রি হইতেছে। যদি সারা সৃষ্টি মিলিয়া বলে রাত্রি না হউক তথাপি আপনি ইচ্ছা করিলে রাত্রি হইবেই। ইহারা শীতের পর বসন্ত না চাহিলেও আপনার ইচ্ছা ক্রমে বসন্ত আসিবেই। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একত্র হইয়া অসময়ে বৃক্ষের পত্র ঝরিতে বলুক কখনই ঝরিবে না। আপনার নিয়মিত সময় আসিলে অবশ্যই ঝরিবে—কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। লোকে ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিদ্রা জাগরণ দূর করিবার চেষ্টা

করুক কথনই কৃতকার্য্য হইবে না। যখন যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কার্য্য ঘটাইতে আপনার ইচ্ছা তাহা তখনই ঘটিবে। আপনি সদয় হইয়া ইচ্ছা করিলে সমস্তই পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারেন। হে অন্তর্যামী, আপনি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান, ইচ্ছামত যাহা তাহা করিতে পারেন—পর্ব্বতকে শরীষা, শরীষাকে পর্ব্বত।

হে পূর্ণ তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ অন্তর্যামী, আপনি সমস্ত জীবের মস্তকে বাস করিতেছেন। যাহার দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা প্রেরণার দ্বারা তাহার অন্তরে সেইরূপ বুদ্ধি ও শক্তি সংযুক্ত করিয়া সেই কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। রাজার অন্তরে রাজবুদ্ধি, প্রজার অন্তরে প্রজাবুদ্ধি, যোদ্ধার অন্তরে যুদ্ধশক্তি, কারুকরের অন্তরে কারুবিদ্যা—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীবে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি, বিদ্যা ও শক্তিরূপে উদিত হইয়া আপনি জগতের লীলাময় বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছেন।

হে অন্তর্যামী, জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি আপনা হইতে বিমুখ। আপনি দয়া করিয়া আকর্ষণ করিলে তবে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে আপনাকে জানিতে ও সদনুষ্ঠানে জীবের প্রবৃত্তি জন্মে। আপনার দয়াবলেই জীবের সৎপক্ষে চেষ্টা সফল হয়। আপনি দয়া না করিলে কাহারও আপনার দিকে মতি গতি ফিরে না। আপনার দয়া বিনা কেহই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, গতি বুঝিতে সক্ষম নহে। হে অন্তর্যামী, আপনার দয়া না হইলে লোকে কল্পনামুগ্ধ হইয়া বিরোধ হিংসা জনিত নানা কষ্টে পীড়িত হয়। হে পূর্ণ পরব্রহ্ম তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ, নিজগুণে জগৎকে অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগাইয়া পরম শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনি না করিলে কে আর করিবে?

হে পূর্ণজ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা, আপনি নির্গুণ, সর্ব্ব শক্তি ও ক্রিয়াতীত পিতৃভাবে নিরাকার ও তুমিই সর্ব্বশক্তিমান জ্যোতীরূপ মাতৃভাবে সাকার। এতদুভয় ভাবে তুমিই এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ডাকারে পরম প্রেম সহকারে সমগ্র জীবের ভুক্তি মুক্তি বিধান করিতেছ। কিন্তু অজ্ঞান, অকৃতজ্ঞ জীব তোমার একভাবের সহিত অপর ভাবের বিরোধ কল্পনা করিয়া সর্ব্বদা দ্বেষ হিংসা বশতঃ জগতে অমঙ্গল বিস্তার করিতেছে।

হে পূর্ণ, তুমি যে সাকার রূপে নিরাকারকে লইয়া পূর্ণ ও নিরাকার রূপে সাকারকে লইয়া পূর্ণ, সর্ব্বকালে স্বতঃপ্রকাশ, এ পূর্ণভাব ধারণে অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব অক্ষম। এজন্য তুমি এই যে জ্যোতীরূপে প্রকাশমান হইয়া জগৎ চরাচরে নিজ প্রভুত্ব বিকীর্ণ করিতেছ তোমার সেই ভাব অবলম্বনে তোমার এই পূর্ণ ভাব গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলে অজ্ঞানবশতঃ জীবগণ ব্যষ্টি, জড়, তেজোময় গোলোকের উপাসনা বলিয়া ঘৃণায় তাহা পরিত্যাগ করে। সাকার উপাসক তোমার নিরাকার ভাব ত্যাগ করিয়া ও নিরাকার উপাসক তোমার সাকার ভাব ত্যাগ করিয়া তোমার পূর্ণ অখণ্ড ভাবের যে অপলাপ করিতেছে সে অপরাধ তুমি নিজগুণে ক্ষমা কর। তুমি প্রসন্ন হইয়া এরূপ বিধান কর যেন ইহারা পবিত্র অন্তঃকরণে জ্ঞান লাভ করিয়া যথার্থতঃ বুঝিতে পারে যে, তুমি কি। উপস্থিত গ্রন্থের সার ভাব তুমি। জগতের প্রতি তুমি এই দয়া কর যেন তোমাকে সাকার নিরাকার অখণ্ডাকারে পূর্ণ, সর্ব্বশক্তিরূপে জানিয়া সকলে পরমানন্দ ভোগ করিতে সক্ষম হয়।

হে অন্তর্যামী মাতা পিতা, তুমি সকলই, তুমি কিছুই নহ—তুমি যাহা তাহাই। অজ্ঞানান্ধ জীব তোমাকে যাহাই বলুক তুমিত জানিতেছ সকলই তোমার আত্মা ও রূপ, তোমাতে উৎপন্ন হইয়া তোমাতেই রহিয়াছে এবং অন্তকালে তোমাতেই থাকিবে। জগতের সর্ব্ব দোষ ভুলিয়া এ প্রার্থনা পূর্ণ কর, জগতে অখণ্ড শান্তি স্থাপিত হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গ্রন্থের পূর্ব্বাভাস।

সত্য সকলের নিকট সত্য, মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সত্যই কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচরকে লইয়া পূর্ণরূপে স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। তিনিই অনাদি পুরাতন। সত্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ একবার বলিলেও সেই সত্যই বলিবেন এবং সহস্রবার বলিলেও সেই সত্যই বলিবেন। সত্যপ্রিয় শ্রোতৃগণ সেই একই পুরাতন সত্যকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবেন, নূতন সত্য নাম দিয়া মিথ্যাকে আদর করিবেন না। সত্য হইতে বিমুখ অবোধ লোক দেখিয়াও দেখিতেছেন না যে, সেই আদি, পুরাতন সত্য নিত্য নূতন। এক অনাদি অনন্ত সত্ত্ব হইতে মনুষ্যের স্থূল, সূক্ষ্ম শরীর প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন নূতন জন্মিতেছে ও লয় হইতেছে এবং এই বিচিত্র জগৎ প্রবাহ অনাদি কাল এক পুরাতন ও বহু নূতনরূপ ধরিয়া চলিতেছে। এক পুরাতনের মধ্যে এত বৈচিত্র্যময় নূতন লীলা দেখিয়াও যাঁহার লীলা তাহাতে নিষ্ঠা হইতেছে না। কৃত্রিম নূতনের লোভে পুরাতনের নূতনত্ব না বুঝিয়া আরও নূতনের আকাঙ্ক্ষায় পরমাত্মা হইতে আরও বিমুখ হইতেছে। এবং নূতন নূতন কু-তর্কে ভেল্কী ও ভোজ বিদ্যায় নষ্টবুদ্ধি হইয়া অসদ্ধারণাবশতঃ লোকে নূতন নূতন কল্পিত ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া নিজের ও অপরের পরমার্থ হানি করিতেছে। যিনি আছেন তিনিই আছেন। তাঁহাকে ধারণ করিতে তর্ক বা ভেল্কী বা ভোজ বিদ্যার প্রয়োজন নাই। কেবল অন্তঃকরণ অকপট, সরল হইলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেননা তিনি তোমাদিগকে লইয়া প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে পূর্ণরূপে স্বতঃ প্রকাশ। তাঁহার জন্ত কোথাও যাইতে হয় না বা এক পয়সাও খরচ করিতে হয় না, কেবল মন নিশ্চল চাই।

অতএব, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচারকগণ আপনাপন জয় পরাজয়, মান অপমান, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্ব্বক সার ভাব গ্রহণ করুন। বিচারে জ্ঞান ও জ্ঞানে শান্তি লাভ হয়। স্বরূপ বোধ না হইলে ধর্ম্ম যে কি বস্তু তাহা বুঝিবার ক্ষমতা জন্মে

না—ইহা নিশ্চিৎ, ইহাতে সন্দেহের স্থল নাই। সংস্কারাবদ্ধ হইয়া পৃথক পৃথক মিথ্যা ধর্ম্ম কল্পনা করিলে সত্য ভ্রষ্ট হওয়া ও করা ভিন্ন কোনও ফলই নাই। ইহা অপেক্ষা গুরুতর অধর্ম্ম হইতেই পারে না। চোর, ডাকাইত মনুষ্যের নশ্বর ধন হরণ করে, কিন্তু মিথ্যাধর্ম্মের প্রচারকগণ অমূল্য আত্মাকে অজ্ঞান দ্বারা ঢাকিয়া অপহরণ করে।

প্রথমতঃ নিজে বুঝিতে হইবে যে, আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথা যাইতে হইবে, ধর্ম্ম বা পরমাত্মা কে, তাঁহার কি উদ্দেশ্য, উপাসনা কি বস্তু এবং কি প্রকারে উপাসনা করিলে জীব তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে। স্ত্রী হউন বা পুরুষ হউন যিনি এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানী ও সর্ব্বজীবে আত্মভাব সম্পন্ন তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিলেই জগতে মঙ্গলস্থাপনা হয়।

যাঁহাদের এই অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে নাই তাঁহাদের স্পষ্ট বলা উচিত যে, আমার নিজের সত্য বোধ হয় নাই, তোমাদিগকে কি শিক্ষা দিব? পড়িয়া শুনিয়া যাহা শিখিয়াছি তাহাই তোমাদের নিকট প্রচার করিতেছি। ইহা সত্য কি মিথ্যা জানি না—ইহাতে যে অপরাধ তাহার জন্য তোমাদিগের ও পরমাত্মার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি। যতদূর বোধ ততদূর পর্য্যন্ত যথাজ্ঞান প্রকাশকর্ত্তাকে ধার্ম্মিক জানিবে। এইরূপ ব্যবহারে জগতে বিচার বৃত্তি বর্দ্ধিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে জ্ঞানোদয়ে জগৎ শান্তিময় হয়। নতুবা কেবল মুখের কথাতেই ধর্ম্মের সমাপ্তি থাকে, পরমাত্মা সম্বন্ধে নানা কথা প্রচারিত হয় মাত্র। বিচারের অভাবে মুখে থাকে জ্ঞানের কথা, অন্তরে অজ্ঞানের অন্ধকার। উপদেশ অজ্ঞের জন্য। যাঁহার জ্ঞান বা স্বরূপ বোধ হইয়াছে তাঁহার উপদেশের প্রয়োজন নাই। তিনি বিচার পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে কার্য্য করেন। তাঁহার কোন স্বার্থ নাই বলিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নাই। তিনি শাস্ত্র পড়ুন আর নাই পড়ুন, কোন বিষয়ে সংস্কারে আবদ্ধ নহেন। তাঁহাতে স্বভাবতঃ জ্ঞান ও সমদৃষ্টি বা আত্মদৃষ্টি রহিয়াছে। তিনি জগতের আপন আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া প্রীতি পূর্ব্বক অশেষ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক জগতের হিতসাধন করেন। অবোধগণ ইহার ভাব বুঝিতে পারে না।

যে ব্যক্তি অক্ষর পর্য্যন্ত জানে না এবং যাহার জীব বা ঈশ্বর কোন সংস্কার নাই যথার্থ পক্ষে তাহাকে অজ্ঞ বলা যায় না; সে ব্যক্তি যাহা তাহাই

আছে। কিন্তু যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের শাস্ত্র ও বিদ্যা শিখিয়াছেন কিন্তু সর্ব্ব শাস্ত্র ও বিদ্যার সার পরমাত্মাতে নিষ্ঠা বা অভেদ-ভাব নাই এবং সর্ব্ব জীবে দয়া ও সমদৃষ্টি শূন্য, যাঁহাতে কেবল বিদ্যাভিমান মাত্র রহিয়াছে তিনি যথার্থ পক্ষে অজ্ঞ, মূর্খ। তিনি যতক্ষণ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবানকে ধারণ না করিবেন ততক্ষণ ব্রহ্ম বদ্যািরূপিণী জীবাত্মা পরমাত্মায় অভেদ-ভাব কোন মতেই লাভ করিতে সক্ষম হইবেন না। ইহা ধ্রুব সত্য। যেমন বিনা অগ্নি স্থূল পদার্থ ভস্ম হয় না, সেইরূপ জ্যোতিঃ বিনা ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না—ইহা নিশ্চিৎ।

তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। যিনি আছেন তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া এই গ্রন্থ আদ্যন্ত বিচার পূর্ব্বক পাঠ কর। তিনি সকল ভ্রম নাশ করিয়া জ্ঞান দানে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভাব গ্রহণ কর, যাহাতে অশান্তি অমঙ্গল দূর হইয়া শান্তি ও মঙ্গল স্থাপনা হইবে এবং তোমরা পরমানন্দে আনন্দরূপে কালযাপন করিবে। বুঝিয়া দেখ, মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা ব্রহ্ম জীব মায়া ধর্ম্ম ইষ্ট প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না। মিথ্যা দৃশ্যেও নাই অদৃশ্যেও নাই, নিরাকার অপ্রকাশেও নাই সাকার প্রকাশেও নাই। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। সত্য সত্যই। সত্য সকলের নিকট সত্য; সত্য কখন মিথ্যা হন না। সত্য স্বতঃ প্রকাশ, অদৃশ্য নিরাকারেও সত্য, সাকার প্রকাশেও সত্য। এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই।

মিথ্যা ও সত্য এই দুইটীর মধ্যে কোনটী ধর্ম্মইষ্ট জীব মায়া ব্রহ্ম গড খোদা ঈশ্বর প্রভৃতির নাম? যদি বল মিথ্যা, তাহা হইলে মিথ্যার অন্তর্গত তোমরা মিথ্যা ও তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম্ম কর্ম্ম ফলাফল সমস্তই মিথ্যা। যাহাকে সত্য ব্রহ্ম গড খোদা ঈশ্বর প্রভৃতি বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ তিনিত আগেই মিথ্যা। কেন না মিথ্যার দ্বারা সত্যের উপলব্ধি হইতেই পারে না। সত্যের উপলব্ধি সত্যের দ্বারাই হয়। ইহা না বুঝিয়া অজ্ঞান বশতঃ লোকে এক দিকে জগৎ প্রকাশস্বরূপকে মায়া বা মিথ্যা বলিতেছেন ও অন্যদিকে ঈশ্বর প্রভৃতিকে পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু সেই পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমানের প্রকাশ ব্যতীত শক্তি বা অস্তিত্ব কোথায়? যদি কেহ অপ্রকাশ ব্রহ্মকে জগৎ রূপে প্রকাশমান মঙ্গলকারী হইতে ভিন্ন অথচ সত্য ও পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া স্বীকার কর তাহা হইলে যখন এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই তখন দ্বিতীয় সত্য অর্থাৎ জগৎ রূপ প্রকাশ বা মায়া কোথা হইতে আসিলেন? অতএব এইরূপে বুঝিতে হইবে যে যিনি স্বতঃ প্রকাশ একই সত্য, যিনি সত্য অসত্য শব্দের অতীত, তিনি স্বয়ং আপন ইচ্ছায় সাকার নিরাকার বা কারণ সূক্ষ্ম স্থূল নাম রূপ চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান প্রকাশমান রহিয়াছেন। ইঁহারই নাম পূর্ণপরব্রহ্ম প্রভৃতি। এই পূর্ণপরব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম্ম ইষ্ট মায়া জীব উচ্চ নীচ প্রভৃতি বলিয়া দ্বিতীয় কোন বস্তু কোন কালে হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই প্রকাশনামা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ জগৎ ভাসমান হওয়াকে অজ্ঞান বশতঃ জীব বোধ হয়। এই নাম রূপাত্মক জগৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাসা সত্ত্বেও এক পরব্রহ্মই এইরূপে বোধ বা প্রকাশ হন। সেই বোধ বা প্রকাশকে জ্ঞান বলে অর্থাৎ জ্ঞানময় ব্রহ্মই সত্য। মায়া, জগৎ ও জীব তাঁহা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নহে, তাঁহারই রূপ বা ভাবান্তর মাত্র। এই অর্থে বা এই দৃষ্টিতে জগৎ জীব প্রভৃতি মিথ্যা। যিনি সত্যাসত্যের অতীত তাঁহারই সত্য ও মিথ্যা এই দুইটী নাম। মিথ্যা বলিতে সত্যের আভাস থাকে ও সত্য বলিতে মিথ্যার আভাস থাকে। এই দুইটী রূপ বা ভাব আবহমান কাল সত্যে বা বস্তুতে চলিয়া আসিতেছে।

সত্য মিথ্যার যথার্থ ভাব একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিতে হইবে। এক মৃত্তিকা দ্বারা ইট, চুন, সুরকি প্রস্তুত হইয়া দোতালা তেতালা বাড়ী গ্রাম সহর বাজার ইত্যাদি কত যে নাম রূপ কল্পিত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু যাঁহার দৃষ্টি মৃত্তিকাতে আছে তাঁহার পক্ষে দোতালা তেতালা বাড়ী গ্রাম সহর বাজার নানা নামরূপ ভাসা সত্ত্বেও তাহারা কোন কালে হয় নাই। ঐ সকলের ভাবনা মিথ্যা অর্থাৎ বস্তু শূন্য। কেবল মৃত্তিকাই সত্য। যাহার মৃত্তিকাতে দৃষ্টি নাই, তিনি

বাহ্য দৃষ্টিতে আবদ্ধ অর্থাৎ যিনি দোতালা তেতালা বাড়ী, গ্রাম সহর বাজার প্রভৃতি মাত্র দেখিতেছেন তাহার পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ, মায়া জীব প্রভৃতি সত্য। যাঁহার মৃত্তিকার উপর দৃষ্টি নাই তাঁহাকে বাটী ঘর বলিলে সত্য বোধ হয়। ঐ প্রকার না বলিলে ব্যবহারিক বা সামাজিক কোন কার্য্য কাহারও সম্পন্ন হয় না। যদি কাহাকেও ঘরে বসিতে না বলিয়া মৃত্তিকাতে বসিতে বলা হয় তাহা হইলে সে বুঝিতে না পারায় ব্যবহার কার্য্য সুশৃঙ্খল রূপে চলে না। ঘরও বলিতে হইবে, মৃত্তিকাও বলিতে হইবে। সেইরূপ মৃত্তিকা-রূপী কারণ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার সাকার চরাচর স্ত্রী পুরুষ নামরূপ লইয়া অসীম অখণ্ডাকর পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান স্বয়ং বিরাজমান। যতক্ষণ মায়া জীব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ভাসমান ততক্ষণ কষ্ট ও অশান্তির সীমা থাকে না। যখন সেই ব্যক্তিরই জ্ঞান হয় তখন নামরূপ জগৎ ভাসা সত্ত্বেও পূর্ণ মঙ্গলকারী পরব্রহ্মই সেই সেই নামরূপ বলিয়া ভাসেন। পরব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু ভাসেনা। যে যে প্রকার ভাবুক না কেন তিনিই প্রকাশ অপ্রকাশ ভাবে বিদ্যমান। সেই পূর্ণপরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া দুইটী ভাব বাচক শব্দ লোকে প্রচলিত। এক, নিরাকার নির্গুণ, জ্ঞান বা বুদ্ধি, মন ও বাক্যের অতীত। সৃষ্টির সহিত সে ভাবের কোন প্রয়োজন নাই। যেমন জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থার সহিত জ্ঞানময় জাগরিত অবস্থার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু দুই অবস্থাতে একই পুরুষ রহিয়াছেন। অপর, সাকার সগুণ দৃশ্যমান ইন্দ্রিয় গোচর প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছেন। শাস্ত্রে সেই দৃশ্যমান মঙ্গল-কারীবিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা আছে যে, তাঁহার জ্ঞান নেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা জ্যোতিঃ মন, আকাশ মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ। ইহাঁর অতিরিক্ত সাকার কেহ নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত অহঙ্কারকে গণনা করিয়া শিবের অষ্ট মূর্ত্তি, অষ্ট প্রকৃতি, অষ্ট সিদ্ধি, অষ্ট বিভূতি নাম কল্পনা হইয়াছে। ইহাঁরই গ্রহ ও দেবতা দেবী প্রভৃতি নাম। এই মঙ্গলকারী বিরাট ভগবান চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে অবতার ঋষি মুনি, মহম্মদ, যীশুখৃষ্ট, স্ত্রী পুরুষ জীব সমূহের উৎপত্তি পালন ও লয় হইতেছে। ইনি অনাদি কাল যাবৎ তাহাই আছেন। ইহাঁর পৃথিবী চরণ হইতে অন্নাদি উৎপন্ন হইয়া জীব মাত্রেরই পালন ও হাড় মাংস গঠন হইতেছে, জল নাড়ী হইতে বৃষ্টির দ্বারা অন্নাদি উৎপন্ন হইতেছে ও জীব মাত্রেই জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন এবং জীব দেহে রক্ত রস নাড়ী হইতেছে। অগ্নি মুখের দ্বারা জীব মাত্রের ক্ষুধা পিপাসা, আহার ও অন্ন পরিপাক এবং বাকশক্তি হইতেছে। তাঁহার প্রাণবায়ু হইতে জীবমাত্রের নাসিকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে। আকাশ মস্তক হইতে জীব মাত্রেই কর্ণ দ্বারে শব্দ গ্রহণ করিতেছেন। মন চন্দ্রমা জ্যোতিঃ দ্বারা জীব মাত্রেই বোধ করিতেছেন, 'ইহা আমার, উহা তাহার" ও দিবা রাত্র সংকল্প বিকল্প উঠিতেছে। মন কিঞ্চিৎমাত্র অন্যমনস্ক হইলে কার্য্য হয় না। তাঁহার জ্ঞাননেত্র সূর্য্যনারায়ণ জীব সমূহের মস্তকে চেতন হইয়া নেত্র দ্বারে রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও সত্যাসত্যের বিচার করিতেছেন। নেত্রের জ্যোতিঃ সঙ্কুচিত হইলে জীবের

নিত্র হয়। মস্তকে তেজোময় জ্যোতিঃ থাকিলে জীব জাগ্রত বা চেতন হইয়া সমস্ত কার্য্য করে। এই অনাদি মঙ্গলকারী বিরাট ভগবান চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা হইতে বিমুখ হইয়া জীব মাত্রেরই কিনা দুর্দ্দশা হইতেছে? সুপাত্র পুত্র কন্যা আপন মাতা পিতার শরণার্থী হইয়া নেত্রের সম্মুখে পূর্ণরূপে ক্ষমাভিক্ষা ও নমস্কার করিলে মাতা পিতার স্থূল সূক্ষ্ম সমষ্টি শরীরকে নমস্কার ও পূর্ণভাবে ক্ষমা প্রার্থনা হয়। আর মাতা পিতার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম ধরিয়া ধরিয়া নমস্কার করিবার প্রয়োজন থাকে না, যে হাত মাতা পিতাকে নমস্কার, পা মাতা পিতাকে নমস্কার, নাক মাতা পিতাকে নমস্কার ইত্যাদি। এরূপে মাতা পিতার যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে তাহার প্রত্যেকের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক নমস্কার করিতে গেলে কত যে কাল নষ্ট ও কষ্ট ভোগ করিতে হইবে তাহার সীমা নাই। মাতা পিতার নেত্রের সম্মুখে ভক্তি পূর্ব্বক পূর্ণরূপে নমস্কার করিলে সহজে সকল উপাধি মিটিয়া যায় ও মাতা পিতা নেত্র হইতে দেখেন যে, "আমার পুত্র কন্যা আমাকে নমস্কার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।" এবং তাহাতে প্রসন্ন হইয়া পুত্র কন্যার সর্ব্ব প্রকারে মঙ্গল বিধান করেন।

পুত্র কন্যারূপী তোমরা চরাচর স্ত্রী পুরুষ। মাতা পিতারূপী নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁহার জ্ঞান নেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা জ্যোতিঃ মন। উদয়-অস্তে এই মঙ্গলকারী মাতা পিতার সম্মুখে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে নিরাকার সাকার দেবদেবী পিপীলিকাপর্য্যন্ত নমস্কার ও সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা হইয়া যায়। তখন ইঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তি বা দেব দেবীকে ভিন্ন ভিন্ন নাম করিয়া নমস্কার করিবার প্রয়োজন থাকে না। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। ইহারই নাম ওঁকার। ইনি জীবের মাতা পিতা গুরু আত্মা। ইহাঁকে প্রীতি ভক্তি পূর্ব্বক ডাকা অর্থাৎ "ওঁ সৎগুরু" মন্ত্র জপ করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সকলকে সকলে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া পরস্পরের উপকার কর। এবং এইরূপে সমস্ত ভাব বুঝিয়া ইহাঁকে পূর্ণরূপে চেন ও সকলে মিলিত হইয়া ইহাঁর নিকট প্রার্থনা ও ইহাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন কর। ইনি মঙ্গলময় মঙ্গল করিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দেবভাষা।

কোন ভাষা পবিত্র ও কোন ভাষা অপবিত্র এইরূপ সংস্কার বশতঃ বিবাদ বিসম্বাদে লোকে সত্য ভ্রষ্ট হইয়া অশান্তি ভোগ করিতেছেন।

অতএব মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, কল্পিত সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্ব্বক বুঝ যে, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষা ও ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা কি

বস্তু—সত্য বা মিথ্যা সাকার বা নিরাকার। যাহাতে অমঙ্গল দূর হইয়া জগতে মঙ্গল ও শান্তি স্থাপনা হয় তাহাই সকলের কর্ত্তব্য। প্রথমে মনুষ্য মাত্রেরই বুঝিয়া দেখা উচিত, "যখন আমাদিগের জন্ম হয় নাই তখন কি আমরা এরূপ সৃষ্টি দেখিয়াছিলাম বা দেব আসুরিক প্রভৃতি ভাষা শুনিয়াছিলাম। সকলেই মূর্খ জন্মিয়া পরে ক-খ-হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় পণ্ডিত হইয়া মৌলবি পাদরি পদ লাভ করিয়াছি।" যাহার যে ভাষায় সংস্কার পড়িয়াছে তিনি সেই ভাষায় পণ্ডিত অপর ভাষা না জানায় তিনি সেই ভাষায় মূর্খ। সাধারণতঃ যিনি যে বিষয়ে দক্ষ বা সংস্কার সম্পন্ন তিনি সেই বিষয়ে পণ্ডিত ও যে বিষয়ে যাহার সংস্কার বা জ্ঞান নাই তিনি সেই বিষয়ে মূর্খ। যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণের কার্যে জ্ঞানী ও লৌহের কার্য্যে মূর্খ। চাষা রাজকার্য্যে মূর্খ এবং রাজাও কৃষি কার্য্যে মূর্খ। স্বরূপ পক্ষে পণ্ডিত মূর্খ জীব মাত্রেই সমান। সুষুপ্তির গাঢ় নিদ্রায় কি মূর্খ কি পণ্ডিত, কি অন্ধ কি চক্ষুষ্মাণ কি অল্পবুদ্ধি কি বুদ্ধিমান কাহারও এ জ্ঞান থাকে না যে, আমি পণ্ডিত বা মূর্খ; আমি কখন শুইয়াছি বা কখন জাগিব। আমি জীবাত্মা আছি বা তিনি পরমাত্মা আছেন। পণ্ডিত মূর্খ মনুষ্য মাত্রেরই জাগ্রত অবস্থা হইলে তবে নানা প্রকারের জ্ঞান হয়। যাহার যে ভাষায় সংস্কার তিনি তদনুসারে বোধ করেন যে, আমি মূর্খ বা পণ্ডিত। ব্রহ্মাণ্ডস্থ তাবৎ শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিয়াও যতক্ষণ পরমাত্মার কৃপায় তাঁহাতে নিষ্ঠা হইয়া অজ্ঞান দূর ও সমদৃষ্টি জ্ঞান ও স্বরূপ অবস্থা না হইতেছে ততক্ষণ পরস্পরের সম্বন্ধে মূর্খ ও পণ্ডিত অবশ্যই বোধ হইবে। যে দেশে যে ভাষা ব্যবহার করিলে সকলে সহজে বুঝিতে পারে তাহাই সেখানে দেবভাষা। যাহাতে সমগ্র মনুষ্য মণ্ডলীর মধ্যে একই ভাষা প্রচলিত হয় সে বিষয়ে রাজা প্রজা পণ্ডিতগণের যত্ন করা উচিত। সহজ দেবনাগরী ভাষা বা অন্য কোন সহজ ভাষা বিচার পূর্ব্বক প্রচার কর যাহাতে সহজে সকলের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। মনুষ্যের মধ্যে একই ভাষা প্রচলিত থাকা সুবিধা জনক। পরমাত্মা সকলেরই ভাষা জানেন ও সকলেরই ভাবা বুঝিয়া জ্ঞান মুক্তি দেন। মনুষ্য সকল ভাষার ভাব বুঝিতে পারে না। এজন্য অজ্ঞান অবস্থায় তাহাদের পক্ষে দেব ভাষাও আসুরিক ভাষা কল্পিত হয়। সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানবান ব্যক্তি যে দেশে যে ভাষা সহজে বুঝিতে পারে সেই ভাষার দ্বারায় বা ইঙ্গিতে ভাব বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কোনমতে কার্য্য উদ্ধার হইলেই হইল। জ্ঞানহীন ইহার বিপরীত আচরণে নানা প্রকার অশান্তি ও কষ্ট ভোগ করেন।

দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহার ভাব বুঝিতে পারিবে। একজন অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আপন দাস দাসী প্রভৃতিকে সংস্কৃত দেবভাষা বলিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং নিজে সর্ব্বদা ঐ ভাষা ব্যবহার করিতেন। অন্য ভাষা কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিতেন না। করিলে ঘৃণা করিতেন। ভগবানের লীলা একদিন ঐ পণ্ডিত মাঠের মধ্যে জল তুলিতে গিয়া কূপে পতিত হন। তাঁহার ভৃত্য নিকটবর্ত্তী চাষাদিগকে প্রভুর সাহায্যার্থে আহ্বান করিয়া কহিল, "ভোহলগ্রাহিণঃ পণ্ডিতো কূপে পতিতঃ।" চাষাগণ সংস্কৃত শিক্ষার অভাবে তাহার কথায় কর্ণ পাত না করিয়া নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত রহিল। এদিকে পণ্ডিতের প্রাণ যায়। সংস্কৃতজ্ঞ

পণ্ডিত ভৃত্যকে ধমকাইয়া বলিলেন "বেটা, ভাষায় ডাক নতুবা আমার প্রাণ যাইবে।" ভৃত্য অশুদ্ধ বাক্য প্রয়োগের আশঙ্কায় ডাকিতে অস্বীকার করিল। পণ্ডিত আরও ধমকাইতে লাগিলেন। পরিশেষে ভৃত্য চাষীদিগকে ভাষায় ডাকিলে তাহারা আসিয়া পণ্ডিতকে উদ্ধার করিল। তখন ভৃত্য পণ্ডিতকে বলিল,"মহাশয় আপনি সংস্কৃত দেবভাষা ও চলিত ভাষাকে আসুরিক বলিয়াছেন। কিন্তু আমি আসুরিক ভাষা ব্যবহার না করিলে আজ আপনার প্রাণ নষ্ট হইত।" পণ্ডিত,"সকলই পরমাত্মার লীলা" এই বলিয়া নীরব হইলেন।

একজন সংস্কৃতজ্ঞ সন্ন্যাসী রায়বেরিলীর অন্তর্গত কোন গ্রামে ভিক্ষার্থে এক গৃহস্থের বাটীতে আসেন। তিনিও কেবল সংস্কৃতে কথা কহিতেন। আসুরিক জ্ঞানে অপর কোন ভাষা ব্যবহার করিতেন না। এবং সংস্কৃত ভাষা না জানায় অনেক সময় তাঁহার সেবা করণেচ্ছু গৃহস্থগণের বিশেষ কষ্ট হইত। এবারকার গৃহস্থ বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে অজ্ঞান অবস্থায় সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া অহংকারে মগ্ন ছিলেন। পরে মস্তক মুণ্ডন ও সন্ন্যাসী পদগ্রহন করিয়া অধিকতর অজ্ঞানে ডুবিয়াছেন। সংস্কৃত দেবভাষা এই অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে বুঝুক আর না বুঝুক সংস্কৃতে ভিন্ন কথা কহিতে চাহেন না। আমি কি আগে সংস্কৃত শিখিয়া আসিব ও তাহার পর ইঁহার ভাব বুঝিয়া তবে ইঁহার সেবা করিব? যাহার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে এরূপ বিদ্যা শিক্ষা নিতান্ত নিষ্ফল। এইরূপ বিচার করিয়া গৃহস্থ নানা প্রকারে সন্ন্যাসী মহাত্মাকে প্রচলিত ভাষায় কথা কহাইবার যত্ন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি আসুরিক ভাষা ব্যবহারে সম্মত হইলেন না। তাঁহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য গৃহস্থ ভাষায় বলিল, "হে সন্ন্যাসী তোমার মাথায় পাঁচিশ ঘা পুরাতন জুতা লাগাইব।" ক্রোধান্ধ হইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,"বেটা তুই আমায় গালি দিলি? তোর গৃহে জলস্পর্শ করিব না।" গৃহস্থ হাত জুড়িয়া বলিল, "মহাশয় যখন প্রচলিত ভাষাকে আসুরিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন তখন কিরূপে সেই ভাষার গালি আপনাকে লাগিল?" সন্ন্যাসী লজ্জায় নীরব হইলেন। তাঁহাকে শিখাইবার ইচ্ছায় গৃহস্থ বলিলেন, "কেন জগৎকে মিথ্যা ভ্রমে ফেলিতেছেন। বিচার পূর্ব্বক আপনি অসত্যকে ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ করুণ। আপনারা জগৎকে সৎশিক্ষা না দিলে কিরূপে ভ্রান্তি ও অমঙ্গল দুর হইয়া মঙ্গল স্থাপনা হইবে?" সন্ন্যাসী গৃহস্থকে নমস্কারান্তে উত্তর করিলেন, "ভাই, তুমি আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিলে। তুমি আমার গুরু।"

সকলেরই বুঝা উচিত যে মিথ্যা সত্য দুইটি শব্দ কল্পিত। তাহার মধ্যে মিথ্যা মিথ্যাই মিথ্যা দৃশ্যেও নাই অদৃশ্যেও নাই। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা,কখন সত্য হয় না। আর সত্য এক। তদ্ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য স্বতঃ প্রকাশ, সত্য কখন মিথ্যা হন না। সত্য নিরাকার সাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। এই দুয়ের মধ্যে দুইটি শব্দ প্রচলিত। এক, নিরাকার নির্গুণ ও আর এক, সাকার সগুণ। নিরাকার জ্ঞানাতীত অপ্রকাশ। সাকার প্রকাশমান ইন্দ্রিয় গোচর। এই এক মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা। বেদাদি

শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, ইহাঁরই জ্ঞাননেত্র সূর্যনারায়ণ,চন্দ্রমাজ্যোতিঃ মন, আকাশ মস্তক, বায়ুপ্রাণ, অগ্নিমুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ। এই সপ্তাঙ্গের সহিত অহংকার গণনা করিয়া শিবের অষ্টমূর্ত্তি ও সমগ্র দেবতাদেবী বলে। এই এক ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা বা মন্ত্র বা ভাষা স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। মনুষ্যগণ ইহাঁকে চিনিয়া ইহার নিকট ক্ষমা ও শরণ প্রার্থনা কর। ব্রহ্মাণ্ডের নির্ম্মলতা সম্পাদন, জীবের অভাব মোচন ও অগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ ইহাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে ইনি প্রসন্ন হইয়া সকল প্রকারে অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিবেন; যাহাতে জীবমাত্র পরমানন্দে অবস্থিতি করিবে। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্যাকরণে তত্ত্ববিচার।

মৌলবী পাদরী পণ্ডিত বিদ্যাভিমানী লোকগণ আপন আপন মান অপমান,জয় পরাজয়, মিথ্যা কল্পিত সমাজিক স্বার্থপরিত্যাগ করিয়া সারভাব গ্রহণ কর,যাহাতে তোমরা জগৎবাসীগণ পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারিবে। বর্ণশুদ্ধি অশুদ্ধি লইয়া পরস্পর তর্ক বিতর্ক হিংসা দ্বেষ বশতঃ কষ্টভোগ করিতেছ ও জগৎবাসীর কষ্টের কারণ হইতেছ। প্রথমে তোমাদের বুঝা উচিত যে, বর্ণ কাহাকে বলে ও শুদ্ধাশুদ্ধির প্রয়োজন কি? প্রত্যক্ষ দেখ, এক কালী হইতে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ কল্পিত হইয়াছে। পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ প্রভৃতি কেবল কল্পনা মাত্র। কালীর মধ্যে স্বর ও ব্যঞ্জন বা পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ, হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি কোন কালে হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। উহা কালী মাত্রই আছে। কেবল ব্যবহার কার্য্যের জন্য একটা চিহ্ন কাটা ও ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা করা যে,এইটা স্বরবর্ণ ও এইটা ব্যঞ্জনবর্ণ বা এইটা স্ত্রীলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি। কিন্তু এস্থলে বুঝা উচিত, এক কালী হইতে নানা প্রকারের বর্ণ নিজেই কল্পনা করিলে ও নিজে উহার মধ্যে শুদ্ধাশুদ্ধি ও শব্দার্থ কল্পনা করিয়া পরস্পর না বুঝিয়া অশান্তি স্থাপনা করিলে। বিচার করিয়া দেখ এক কালী হইতে আমি কল্পনা করিয়া নানা বর্ণ রচনা করিলাম ও আমিই শুদ্ধাশুদ্ধি লইয়া অশান্তি ভোগ করিতেছি—ইহার কারণ কি? ব্যবহার বা পরমার্থ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে যে বর্ণ যে যে বর্ণে যোগ করিলে ব্যবহার বা পারমার্থিক বিষয়ের ভাব সুস্পষ্ট বুঝা যায়, সেইজন্য সেই সেই বর্ণ সেই সেই স্থলে যোগ করিতে হয়। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাব প্রকাশ করা। যদি স্বরবর্ণের স্থলে ব্যঞ্জন বর্ণ দেওয়া হয় বা হ্রস্বের স্থলে দীর্ঘ দেওয়া হয় বা "ক" স্থানে "খ" দেওয়া হয় বা "থ" স্থানে "প" দেওয়া হয় তাহা হইলে সুস্পষ্ট ভাব প্রকাশ না হওয়ায় ব্যবহার কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলিবে না। যে বর্ণ যে নামে কল্পিত আছে সেই বর্ণ যথা স্থানে প্রয়োগ করিলে প্রয়োজন মত কল্পিত শব্দের প্রকাশ হয়। আবশ্যক শব্দের প্রকাশই শুদ্ধ বর্ণ-বিন্যাস। যদি অনেক অক্ষর যোগ করিলে সেই কল্পিত শব্দের ভাব সুস্পষ্ট রূপ প্রকাশ না পায়

তাহাকে অশুদ্ধ ভাষা ও অশুদ্ধ বর্ণবিন্যাস জানিবে। কিন্তু কালীর মধ্যে বা যিনি শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন তাঁহার মধ্যে শুদ্ধাশুদ্ধি বা স্বরব্যঞ্জন প্রভৃতি নাই। কালী বা তিনি যাহা তাহাই আছেন। যে প্রকারে হউক ভাব প্রকাশ করা মূল উদ্দেশ্য। যাহাতে উত্তমরূপে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তাহাই প্রয়োজন। এ স্থলে কালী বা বর্ণ কাহাকে বলে? কালীরূপী কারণ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সাকার নিরাকার চরাচরকে লইয়া অখণ্ডাকারে সর্ব্বকালে বিরাজমান। চরাচর স্ত্রীপুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীরকে বর্ণরূপী জানিবে। স্বরবর্ণ সূক্ষ্ম শরীর, ব্যঞ্জন বর্ণ স্থূল শরীর। কাহারও মতে পঞ্চস্বর ও কাহার মতে ষোল স্বর; কাহারও মতে ব্যঞ্জনবর্ণ পঁয়ত্রিশটিও কাহার মতে ছাব্বিশটি ইত্যাদি। পঞ্চ স্বরবর্ণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বা পঞ্চ প্রাণকে জানিবে। তের স্বরবর্ণ দুইটী নেত্র দ্বারে, দুইটী কর্ণদ্বারে, দুইটী নাসিকাদ্বারে যাহাতে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে; একটী বাক্যদ্বারে, দুইটী হস্তে, দুইটী পদে যাহাতে হস্ত পদ চলিতেছে। এবং গুহ্য ও উপস্থে এক এক এই তের স্বর ও রজঃ তমঃ সত্ত্ব এই তিন গুণকে লইয়া ষোল কলা জ্যোতিঃস্বরূপ জীবাত্মার সূক্ষ্ম শরীর। স্থূল শরীরের যত গ্রন্থি সকলকে ব্যঞ্জনবর্ণ জানিবে। য, র, ল, ব বর্ণ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই চারি অন্তঃকরণকে জানিবে। শ, ষ, স, হ, উষ্মবর্ণ অর্থাৎ জ্যোতিকে জানিবে—নেত্র দ্বারে জ্যোতীরূপ, কর্ণদ্বারে আকাশরূপ, নাসিকা দ্বারে প্রাণরূপ, মুখদ্বারে অগ্নিরূপ। "শ"র রূপ অগ্নি মুখস্বরূপ। "ষ"র রূপ নাসিকা দ্বারে প্রাণ বায়ু রূপ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ। "স"র রূপ নেত্র দ্বারে সূর্য্যনারায়ণ। "হ" সমষ্টি বিরাট মঙ্গলকারী চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ। এই চারি বর্ণ মঙ্গলকারিণী স্বতঃ প্রকাশ কালী দুর্গা সাবিত্রী দেবী মাতা প্রভৃতি চরাচরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে থাকিয়া মস্তকে সহস্র দলে অব্যয়রূপে বিরাজ করেন। এই জন্য বর্ণাদিকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম বলে। স্বরবর্ণ প্রভৃতিররূপ বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা জ্যোতিকে জানিবে। ব্যঞ্জন বর্ণের রূপ বিরাট পুরুষের স্থূল অঙ্গ পৃথিবী ও জল। বিসর্গ বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিবে। অনুস্বার ঈশ্বর বিরাটপুরুষ সূর্য্যনারায়ণকে জানিবে। চন্দ্রবিন্দুর অর্দ্ধচন্দ্র চন্দ্রমাজ্যোতিঃ, বিন্দু সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর বিরাটপুরুষ। এই বিরাট পুরুষের নেত্র সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ। বিসর্গ হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রীপুরুষের নেত্র। বিসর্গ এই বিরাটপুরুষের প্রকৃতি পুরুষভাব বা যুগলরূপ। এই বিরাট ঈশ্বর হইতে চরাচর স্ত্রীপুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর, স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। স্বরবর্ণের বিনা-সাহায্যে ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয় না। ইহার অর্থ এই যে জীবাত্মা স্বরবর্ণ। ষোল কলা জ্যোতিঃ সুষুপ্তির অবস্থায় যখন কারণে নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকেন তখন স্থূল শরীর ব্যঞ্জন পড়িয়া থাকে, কোন কার্য্যের সামর্থ্য থাকে না। সূক্ষ্ম শরীর স্বরবর্ণ ও স্থূল শরীর ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিত হইলে জীবাত্মা কার্য্যকরিতে সমর্থ হন। স্থূল সূক্ষ্ম শরীর স্বর ব্যঞ্জনের যোগ হইলে অর্থাৎ জীবাত্মা চেতন ভাবে বেদ, বেদান্ত বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি পাঠ করিতে থাকেন। শাস্ত্রে যে কাগজ কালী যোগ হইয়া বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহা নহে। তোমরা স্বর ব্যঞ্জন স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের যোগে শব্দ প্রভৃতি উচ্চারণ বা সৃষ্টি কর। এইরূপে, স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের ভাব গ্রহণ করিবে।

বিশেষণ বিশেষ্যে লয় প্রাপ্তির যে অবস্থা তাহার নাম হ্রস্ব। বিশেষণ বিস্তারমান হইয়া যে

অবস্থায় বিশেষ্যকে প্রকাশ করে তাহার নাম দীর্ঘ। বিশেষণকে বিশেষ্য হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হইবার নাম ব্যঞ্জন বা নামরূপ মাত্র। হ্রস্ব বর্ণের রূপ বিরাট পরব্রহ্মের জ্ঞাননেত্র সূর্য্যনারায়ণ। দীর্ঘ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ দুইভাবে প্রকাশমান জ্যোতিঃ। প্রকৃতি পুরুষভাব বা যুগলরূপ অর্থাৎ নামরূপ স্ত্রী পুরুষ চরাচরাত্মক জগদ্ভাব দীর্ঘ। হ্রস্ব দীর্ঘের অতীত তেজোময় জ্যোতিঃ বিরাট পরম পুরুষ ভগবান। জীবের একনেত্র থাকিলে হ্রস্ব, দুই নেত্র থাকিলে দীর্ঘ। এক কর্ণ থাকিলে হ্রস্ব, দুই কর্ণ থাকিলে দীর্ঘ। এক নাসিকায় বহমান প্রাণ হ্রস্ব, দুই নাসায় বহমান প্রাণ দীর্ঘ ইত্যাদি। স্বপ্নাবস্থা দীর্ঘ, জাগরণ হ্রস্ব, সুষুপ্তি উভয়ের অতীত। অজ্ঞানাবস্থা দীর্ঘ, জ্ঞানাবস্থা হ্রস্ব, জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ ভাব অর্থাৎ স্বরূপাবস্থা হ্রস্ব দীর্ঘের অতীত।

স্বর ব্যঞ্জন বর্ণ মাত্রেই পরব্রহ্ম হইতে উদয় হইয়া পরব্রহ্মের রূপই আছে। পরব্রহ্ম হইতে জগৎ নামরূপ বিস্তারমান বোধ হওয়া স্বর ব্যঞ্জন হ্রস্ব দীর্ঘ জানিবে। এই নানা নামরূপাত্মক জগৎ কারণ পরব্রহ্মে স্থিত হওয়ার নাম বর্ণাতীত ভাব। নানা নাম রূপাত্মক জগৎ থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মময় ভাসমান হইলে তাহার নাম নিত্য স্বতঃপ্রকাশ বর্ণাতীত ভাব। এই ঈশ্বর বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুমাতা পিতা আত্মা হইতে বিমুখ হইয়া বেদ বেদান্ত, বাইবেল কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি দিবা রাত্রি পাঠ করিলেও এই স্বর ব্যঞ্জন বর্ণশুদ্ধাশুদ্ধির ভাব কখনই বুঝিতে পারিবে না। ইহাঁর শরণাগত হইলেই বেদ বেদান্ত পাঠ কর আর না কর সহজেই তাঁহার কৃপায় স্বর ব্যঞ্জন মুক্তি প্রভৃতি বুঝিতে পারিবে ও জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে এবং নিত্য নির্ভয়ে বিচরণ করিবে। জ্ঞান হইয়া সত্যকে বোধ বা ধারণ করার নাম শুদ্ধ ভাষা জানিবে। তাঁহাতে বিমুখ হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহার ভাব আর তাঁহাকে না জানার নাম অশুদ্ধ ভাষা জানিবে। সে অবস্থায় নানা প্রকারের ভয় থাকে। পরমাত্মা জীবাত্মা স্বরূপে কোনও কালে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তিনি যাহা তাহাই পরিপূর্ণরূপে কারণ সূক্ষ্ম স্থূল নানা নামরূপে বিস্তারমান আছেন। অভিমান ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হও, তাহাতে তিনি সকল বিষয়ে তোমাদের অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিবেন ও তোমারা চরাচর স্ত্রীপুরুষে মিলিত হইরা পরমানন্দে কালযাপন করিবে।

সারভাব গ্রহণে পরাঙ্মুখ পণ্ডিতগণ পরস্পর শব্দ প্রয়োগ লইয়া বাদ বিসম্বাদে অশান্তি ভোগ করিতেছেন। এ বিষয়ে কোন প্রকারে পরাজয় হইলে কেহ কেহ বিষ খাইয়া প্রাণ ত্যাগ পর্য্যন্ত করেন।

এস্থলে সকলের আরও বুঝা উচিৎ যে এই যে, স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ, স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ, শুদ্ধাশুদ্ধি বর্ণ প্রভৃতি কাহাকে বলে—মিথ্যাকে অথবা সত্যকে? মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। মিথ্যা হইতে কোন প্রকার বর্ণ বা শুদ্ধাশুদ্ধি হইতেই পারে না, হওয়া অসম্ভব। সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। সত্য যদি বর্ণ হন তাহা হইলে সত্য সত্যই থাকিবেন, সত্য কখন মিথ্যা হইবেন না। সত্য স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ প্রভৃতি হইতে পারেন না। তাঁহাতে শুদ্ধাশুদ্ধি নাই। এক কালীর চিহ্ন লইয়া আমরা নিজে নিজে সমস্ত বর্ণই

ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা করিলাম। কিন্তু সমস্ত বর্ণই এক কালী মাত্র। ইহার মধ্যে স্বর বর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ বা পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ, শুদ্ধাশুদ্ধি কোন কালে হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। সমস্ত বর্ণই কালী মাত্র, কালী ছাড়া অপর কোন বস্তু তাহাতে নাই। তবে আমরা কি জন্য অজ্ঞান বশতঃ শুদ্ধাশুদ্ধি লইয়া অশান্তি ভোগ করি। কালীর ত শুদ্ধি বা অশুদ্ধি হয় না, কালী যাহা তাহাই থাকে। তবে কি আমাদের কথায় শুদ্ধি বা অশুদ্ধি হয়। বাক্য ত আমার কল্পিত কালীর বর্ণ নয় যে তাহার শুদ্ধি বা অশুদ্ধি হইবে? তবে অশান্তি কেন? ব্যবহার কার্য্যের সুশৃঙ্খল নির্ব্বাহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ কল্পনা করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও কল্পনা অনুসারে সংযুক্ত বা সন্নিকটস্থ হইয়া এক এক নাম উৎপন্ন করে। প্রয়োগের প্রথামত এক এক নামে এক এক পদার্থ ক্রিয়া বা ভাব বুঝায়। প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিলে বুঝিবার অসুবিধা ঘটে। এ জন্য শুদ্ধি অশুদ্ধির বিচার। ইহা না বুঝিয়া অর্থ বোধের ব্যতিক্রম ঘটুক আর না ঘটুক শুদ্ধি অশুদ্ধি লইয়া আমাদের অশান্তির সীমা থাকে না। কিন্তু এস্থলে গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার করিয়া দেখ যে তোমরা চেতন হইয়া কণ্ঠ তালু প্রভৃতি অঙ্গ হইতে বর্ণ বা শব্দ উচ্চারণ করিয়া বস্তু বোধ করিতেছ ও করাইতেছ। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও শব্দ উচ্চারিত হইতেছে তাহা কি বস্তু? কালী হইতে যে বর্ণ কল্পনা করিয়াছ সেই বর্ণই কি তোমাদের জিহ্বাদি সংযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হইতেছে? কিম্বা তোমরা চেতন, তোমাদের ভিতর চেতন বর্ণ বা পৃথিব্যাদি তত্ত্বের যোগ হইয়া বহির্মুখে শব্দ উচ্চারণ হইতেছে? বিচার করিয়া দেখ, যেবর্ণ তোমরা কালী হইতে কল্পনা করিয়াছ সেই বর্ণই কি উচ্চারণ করিতেছ। সে বর্ণ ত জড় তাহাতে জ্ঞান নাই; তবে কিরূপে সম্মিলিত হইয়া উচ্চারিত হইতে পারে? তুমি চেতন, বর্ণাদি যদি তোমার অংশ হয় তবেই তোমা হইতে উচ্চারিত হইতে পারে। তুমি চেতন বর্ণ যখন গাঢ় নিদ্রায় থাক তখন তোমার স্থূল শরীর থাকা সত্ত্বেও কথা কহিতে পার না। যখন তুমি জাগ তখন বর্ণ যোগ হইয়া তোমা হইতে শব্দের উচ্চারণ হয়। সেই বর্ণ কি বস্তু—চেতন কি অচেতন? আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখ মঙ্গলকারী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণই কালী, চরাচর স্ত্রীপুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর বর্ণ। স্থূল শরীর ব্যঞ্জন বর্ণ, সূক্ষ্ম শরীর স্বরবর্ণ। স্থূল শরীর বর্ণের রূপ পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ। ক বর্ণ বায়ুরূপ, খ অগ্নিরূপ, গ পৃথিবীরূপ, ঘ জলরূপ, ঙ আকাশরূপ ইত্যাদি। পৃথিবীর বর্ণ অস্থি মাংস ত্বক লোম ইত্যাদি ৩৪ বা ৩৫ রূপ। এপ্রকার সর্ব্বত্র বুঝিয়া লইবে। স্বরবর্ণের রূপ সূর্য্যনারায়ণ বা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ। কথিত আছে যে, বিনা স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ হয় না। যখন তুমি স্বরবর্ণ সূর্য্যনারায়ণ বা চন্দ্রমা জ্যোতির অংশ নেত্র দ্বারে শুইয়া থাক তখন তোমার স্থূল শরীর ব্যঞ্জনবর্ণ পড়িয়া থাকে, প্রাণ বায়ু চলিতে থাকে। কিন্তু তখন কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। যখন তুমি স্বরবর্ণ জাগ বা চেতন হও তখন তুমি তোমার স্থূল শরীর ব্যঞ্জন সংযোগে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য সমাধা কর। পরব্রহ্ম ব্যতীত বর্ণ কোন পৃথক পদার্থ নহে। পরব্রহ্ম এক

এক বর্ণ বা শক্তির দ্বারা এক এক কার্য্য করেন। এইরূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অসীম কার্য্য সাধিত হইতেছে। যে বর্ণের যে কার্য্য তাহার দ্বারা সেই সেই কার্য্য হয়। ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, নেত্রের দ্বারা দর্শন ইত্যাদি। জ্ঞান বিজ্ঞান আশা তৃষ্ণা প্রভৃতি যে বর্ণের দ্বারা যে কার্য্য তাহার দ্বারা সেই কার্য্য সহজে সম্পন্ন হয়। কেহই ইহার বিপরীত ঘটাইতে পারে না। চেষ্টা করিলে জীবের কষ্ট ভোগ মাত্র হয়।

যে যে বর্ণ যোগ করিলে শব্দ উচ্চারণ হইয়া ঠিক সহজে বস্তু বোধ হয়, কোন প্রকার কষ্ট না হয়—সেই বর্ণ বা শব্দ শুদ্ধ জানিবে। যে যে বর্ণ যোগ হইয়া শব্দ উচ্চারণ না হয় বা ঠিক বস্তু বোধ না হয় বা কষ্ট হয় সেই বর্ণ শব্দ বা শব্দ বিন্যাস অশুদ্ধ অপবিত্র দুঃখ ও কষ্ট দায়ক জানিবে। স্বরূপ পক্ষে স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ আদৌ নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। উপাধি ভেদে কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য শুদ্ধ অশুদ্ধ স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া জানিতে হয়। ইহাতে অন্য কোন প্রয়োজন নাই। সমস্ত বর্ণকে লইয়া পরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃ-স্বরূপ স্বতঃ প্রকাশ স্বয়ং যাহা তাহাই বিরাজমান। এইরূপ সকল বিষয়ের সার ভাব গ্রহণ করিয়া সকলে জগতের মঙ্গল সাধন করিয়া পরম সুখে থাক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নেতি নেতি।

শাস্ত্রে নেতি নেতি অর্থাৎ ইহা নহে ইহা নহে এইরূপ করিয়া ব্রহ্ম নিরূপণের একটী উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অজ্ঞান বশতঃ মনুষ্যগণ বস্তু পক্ষে ইহার যথার্থ ভাব না বুঝিয়া নানারূপ বিপরীত অর্থ করিতেছেন। ফলে মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা বা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা মাতা পিতা হইতে ভ্রষ্ট হইতে ভিন্ন ভিন্ন ইষ্ট দেবতা কল্পনা বশতঃ লোকে পরস্পর দ্বেষ হিংসা করিয়া অশান্তি ও কষ্ট ভোগ করিতেছে। কাহারও মধ্যে শান্তি নাই। বস্তু বিচার করিয়া সারভাব গ্রহণ করা মনুষ্য মাত্রেরই উচিত। যাহাতে সকল প্রকার কষ্ট ও অশান্তি দূর হয় তাহা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। মনুষ্য মাত্রেরই প্রথমতঃ বস্তু বিচার করিয়া সত্যের সন্ধান করা উচিত। যাহার বস্তু বোধ আছে তাহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান আছে তাহার শান্তি আছে। যাহার বস্তু বোধ নাই তাহার জ্ঞান নাই, যাহার জ্ঞান নাই তাহার শান্তি নাই। যদি তোমাকে কেহ বলিয়া দেয় যে (জীবিত থাকা সত্বেও) তুমি মরিয়া ভূত হইয়াছ, সেই কথায় তুমি কি স্বীকার করিবে যে তুমি মরিয়া ভূত হইয়াছ, অথবা বিচার করিয়া দেখিবে যে তুমি জীবিত থাকা সত্বেও কিরূপে মরিয়া ভূত হইলে? অথবা যদি তোমাকে কোন কারণ বশতঃ কেহ বলে যে তোমার কান কাকে লইয়া গিয়াছে তবে প্রথমে কানে হাত না দিয়া কাকের পশ্চাৎ ধাবমান হওয়া কি বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে?

বস্তু বিচার করিয়া বুঝা চাই যে, শাস্ত্রে ও লোক সমাজে সত্য মিথ্যা এই দুইটী কল্পিত

শব্দসংস্কার আছে। তাহার মধ্যে মিথ্যা মিথ্যাই, মিথ্যা কখন সত্য হয় না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা হইতে উৎপত্তি পালন সংহার লয়, মঙ্গল অমঙ্গল, প্রকাশ অপ্রকাশ কিছুই হইতে পারে না, হওয়া অসম্ভব। যদি তোমরা বল বা বোধ কর যে, এই সাকার দৃশ্যমান প্রকাশ বা জগৎ মিথ্যা হইতে হইয়াছে ও মিথ্যা তাহা হইলে বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখ যে, এই জগৎ প্রকাশ যখন মিথ্যা, তখন এই প্রকাশের অন্তর্গত তোমরাও মিথ্যা, তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই মিথ্যা। যাঁহাকে বিশ্বাস করিতেছ, যে আমার মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা অপ্রকাশ বা প্রকাশ আছেন তিনি ত আগেই মিথ্যা হইবেন। ভাবিয়া দেখ যে মিথ্যা হইতে কখন সত্যের উপলব্ধি হইতে পারে না, হওয়া অসম্ভব। সত্য হইতেই সত্যের উপলব্ধি হয়।

সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। সত্য স্বতঃ প্রকাশ, সত্য কখনও মিথ্যা হন না, সত্য সকলের নিকট সত্য, সত্যের উৎপত্তি পালন সংহার হইতেই পারে না, হওয়া অসম্ভব। সত্যের কেবল রূপান্তর মাত্র ঘটিতেছে বলিয়া অজ্ঞান বশতঃ সৃষ্টি বোধ হইয়া থাকে। সত্য বা সত্ত্বা নিরাকার হইতে সাকার, সাকার হইতে নিরাকার, বা কারণ হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হইতে স্থূল চরাচর স্ত্রীপুরুষ নানা নামরূপ সহকারে প্রকাশমান এবং সমস্তকে লইয়া সর্ব্বশক্তিমান নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজ মান। পুনশ্চ স্থূল নামরূপ সূক্ষ্মরূপে এবং সূক্ষ্ম হইতে নিরাকার কারণে স্থিত হন। ইহাকেই শাস্ত্রে অনুলোম বিলোম বলে। যথা, কারণ পরব্রহ্ম আপন ইচ্ছানুসারে কারণ হইতে বিন্দু, বিন্দু হইতে অর্দ্ধ মাত্রা, অর্দ্ধ মাত্রা হইতে শব্দগুণ আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী জন্মিয়া যায়—যেরূপ দুগ্ধ হইতে দধি জন্মে। ইহাকেই শাস্ত্রে অনুলোম বলে। ইহার বিপরীতকে বিলোম বলা হইয়া থাকে। যথা, পৃথিবী জলেতে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ শব্দগুণ অর্দ্ধ মাত্রায় অর্থাৎ চন্দ্রমা জ্যোতিতে, অর্দ্ধ মাত্রা চন্দ্রমা জ্যোতি বিন্দুতে অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণে লয় প্রাপ্ত হন। অজ্ঞান বশতঃ এই পর্য্যন্ত সৃষ্টি বোধ হইয়া থাকে। পরে সূর্য্যনারায়ণ আপন ইচ্ছায় নিরাকার অপ্রকাশ ভাবে স্থিত হন। এই নানা নামরূপ প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও বস্তু যাহা তাহাই থাকে। বস্তু বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন করিবার জন্ম অনুলোম বিলোম চিন্তা, এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্ম অর্থাৎ অগ্রবর্ত্তী স্থূল ভাব হইতে পরবর্ত্তী রূপান্তর ভাবকে লক্ষ্য করিবার জন্ম শাস্ত্রে নেতি নেতি বাক্য কথিত হইয়াছে।

নেতি নেতি বলিবার ভাব ইহা নহে যে, এই নাম রূপ সাকার প্রকাশ যে নিরাকার অপ্রকাশ হইয়া যান সেই অপ্রকাশই ব্রহ্ম, প্রকাশ ব্রহ্ম নহেন। বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখ যে পুনরায় যখন অপ্রকাশ হইতে নানা নামরূপ প্রকাশ হন তখন সেই বস্তু বা সত্তা বা ব্রহ্মই প্রকাশ হন। এই জন্ম সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি অপ্রকাশ প্রকাশ লইয়া ব্রহ্মকে পূর্ণ সর্ব্ব শক্তিমান জানেন। তিনি প্রকাশ অপ্রকাশ দুই অবস্থাতেই একই পুরুষকে জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া প্রেমভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকেন। অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তির ধারণা ও ব্যবহার ইহার বিপরীত।

পূর্ণ পরব্রহ্মের যে শক্তির দ্বারা কি ব্যবহারিক কি পরমার্থিক যে কার্য্য সহজে নিষ্পন্ন হয় জ্ঞানবান ব্যক্তি সেই শক্তি দ্বারা সেই কার্য্য প্রীতি পূর্ব্বক সম্পন্ন করেন। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা ভাব গ্রহণ করিবে। বুদ্ধিমান পুত্র কন্যা আপনার মাতা পিতাকে জাগরণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই একই মাতা পিতা জানেন ও জানিয়া সকল প্রকারে মাতা পিতাকে সম্মান করিয়া থাকেন। জানেন যে, যে মাতা পিতা জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশ জ্ঞানময়রূপে আছেন, সেই মাতাপিতাই সুষুপ্তির অবস্থায় অপ্রকাশ জ্ঞানাতীত থাকেন, এবং পুনরায় যখন তিনি অপ্রকাশ জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থা হইতে জ্ঞানময় জাগ্রত অবস্থাপন্ন হন তখন আর সুষুপ্তির অবস্থার মাতা পিতা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় মাতা পিতা হন না। এইরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি অপ্রকাশ নিরাকার জ্ঞানাতীত থাকেন, তিনিই সাকার জ্যোতীরূপে জ্ঞানময় প্রকাশ হইয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় রূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

তোমরা এইরূপ বুঝিয়া নিরাকার সাকার বা প্রকাশ অপ্রকাশ একই পুরুষ গুরু আত্মা মাতা পিতা জানিয়া ইহাঁকে পূর্ণরূপে ধারণ ও ইহাঁর শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা এবং ইহাঁর প্রিয় কার্য্য বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া উত্তমরূপে ভক্তির সহিত সাধন করিবে। ইনি মঙ্গলময় মঙ্গল করিবেন। ইনি সমস্ত অশান্তি ও কষ্ট দূর করিয়া পরমানন্দ ও শান্তি বিধান করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে। যদি সাকার প্রকাশ ব্রহ্মকে অপমান কর তবে অপ্রকাশ নিরাকার ব্রহ্মেরও অপমান করা হইবে, আর যদি অপ্রকাশ নিরাকার ব্রহ্মকে অপমান কর তবে সাকার প্রকাশ ব্রহ্মেরও অপমান হইবে, উভয় স্থলেই পূর্ণপরব্রহ্মের অপমান করা হইবে, ইহা স্থির নিঃসংশয় জানিবে। নিরাকার সাকার এক ওঁকার বিরাট পরব্রহ্ম গুরু মাতা পিতা আত্মার শক্তি বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেদ শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, ইহাঁর জ্ঞান নেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা মন, আকাশ মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ। এই বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা শক্তিকে গ্রহ দেবতা শিবের অষ্ট মূর্ত্তি (যাহার উদ্দেশে ক্ষিতি মূর্ত্তয়ে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্র) অষ্ট প্রকৃতি, অষ্ট বিভূতি, অষ্ট সিদ্ধি প্রভৃতি বলে। ইহার সার ভাব এই যে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ, অহংকার লইয়া এই অষ্ট মূর্ত্তি বা নাম কল্পনা করা হইয়াছে। বস্তু কল্পনা হয় না, বস্তু যাহা তাহাই আছেন। এই অহংভাব ত্যাগ করিয়া সাত বস্তু, সাত ঋষি, ব্যাকরণে সাত বিভক্তি ও ব্রহ্ম গায়ত্রীতে ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ইত্যাদি সপ্ত ব্যাহৃতি ও দেবতা দেবী প্রভৃতি ইহাঁকেই বলে। এই এক অক্ষর ওঁকার বিরাট ব্রহ্মের জ্ঞাননেত্র সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা মন। জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে ভক্তি পূর্ব্বক মনুষ্য মাত্রেই নমস্কার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে নিরাকার সাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া পূর্ণরূপে নমস্কার হইয়া যায় এবং জীবের ক্রমশঃ সকল অশান্তি দূর করিয়া ইনি শান্তি বিধান করেন। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। যদি মনুষ্যের অজ্ঞান বা দুর্ভাগ্য বশতঃ সন্দেহ জন্মায় যে, ব্রহ্ম হইলেন বড় বা পূর্ণ আর এই প্রকাশমান জ্যোতিঃ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ছোট ইহাঁকে কেবল প্রণাম করিলে পূর্ণ সমষ্টি ব্রহ্মকে প্রণাম করা হইবে কিরূপে? তাহা হইলে গম্ভীর ও শা॰ চিত্তে এই দৃষ্টান্তের দ্বারা

সার ভাব গ্রহণ করিবে। তোমার মাতা পিতা সমষ্টি স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা শক্তি লইয়া মস্ত—কিন্তু মাতা পিতার নেত্র ক্ষুদ্র দেখা যায়। মাতা পিতা ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন এবং জানালা দিয়া বাহিরে দেখিতেছেন। পুত্র কন্যা বাহিরে দাঁড়াইয়া মাতা পিতার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না দেখিয়া কেবল নেত্র মাত্র দেখিতেছেন। যদি মাতা পিতার নেত্রের সম্মুখে পুত্র কন্যা শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার বা মান্য করে কিম্বা কীল দেখাইয়া কোন প্রকারে অপমান করে তাহা হইলে মাতা পিতা যে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হইবেন তাহা কি কেবল সেই ক্ষুদ্র নেত্র মাত্রেই প্রসন্ন অপ্রসন্ন হইবেন কি সমষ্টি স্থূল সূক্ষ্ম শরীর লইয়া প্রসন্ন অপ্রসন্ন হইবেন? সমষ্টি স্থূল সূক্ষ্ম শরীর লইয়াই প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হইবেন। মাতা পিতারূপী পরমাত্মা সাকার নিরাকার এক ওঁকার বিরাট পুরুষকে তোমরাও পুত্র কন্যা সমষ্টি পূর্ণরূপে পাইতেছ না, কেবল অজ্ঞানরূপী জানালা দিয়া তাঁহার নেত্র জ্যোতিঃ প্রকাশকে দর্শন করিতেছ। এই প্রকাশমান চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের সম্মুখে যদি ভক্তি পূর্ব্বক বা অভক্তি পূর্ব্বক মান্য বা অপমান কর ইনি নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হইয়া মঙ্গলামঙ্গল করিবেন, না, এই প্রকাশ মাত্রই প্রসন্ন অপ্রসন্ন হইবেন ?

পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান কাহাকে বলে? পূর্ব্বে কথিত দৃষ্টান্তের দ্বারা ভাব বুঝিবে। একটি বৃক্ষকে পূর্ণ ও সকল গুণান্বিত বলিতে হইলে তাহার মূল, শাখা, প্রশাখা, ফল, ফুল, পাতা, টক, মিষ্টি, নামরূপ গুণ সমস্তকে লইয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সকল গুণান্বিত পূর্ণ বৃক্ষ বলিতে হইবে। যদি বৃক্ষের কোন একটি অংশ বা গুণ পরিত্যাগ করা যায় তাহা হইলে সেই বৃক্ষকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন পূর্ণবৃক্ষ বলা যাইতে পারে না, বৃক্ষ অঙ্গহীন হয়। সেইরূপ সাকার প্রকাশকে ছাড়িয়া নিরাকার অপ্রকাশ পূর্ণ বা সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না, অঙ্গহীন হন, এবং নিরাকার অপ্রকাশকে ছাড়িয়া সাকার প্রকাশ পূর্ণ বা সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না, অঙ্গহীন হন। উভয় পক্ষেই পরব্রহ্মের পূর্ণতা অসম্ভব। সকল বিষয়ে এইরূপে ভাব গ্রহণ করিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পাপ পুণ্যের ভোগ।

পাপ-পুণ্যের ভোগের যথার্থ ভাব একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিস্ফুট হইবে। ঘোরতর অপরাধীকে যদি দয়াবান রাজা সৎ শিক্ষাদিয়া ক্ষমা করেন তবে সে পাপী বা অপরাধী না হইয়া পবিত্র থাকে। আর যদি সমদৃষ্টি সম্পন্ন রাজা দয়াসত্ত্বেও তাহাকে বিচার পূর্ব্বক দণ্ডিত করেন তাহা হইলে সে অপরাধী বা পাপী হয়, নতুবা হয় না।

সাকার নিরাকার বিরাট মঙ্গলকারী চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ রাজা সংশিক্ষার জন্ম যাহাকে দণ্ডিত করেন সেই পাপী। আর যে ব্যক্তি সহস্র অপরাধে অপরাধী হইয়া ও ইহাঁর নিকট প্রীতিভক্তি পূর্ব্বক শরণ ও ক্ষমা ভিক্ষা পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কার্য্য করেন অর্থাৎ জীবমাত্রকে আপন আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া উত্তমরূপে প্রতিপালন করেন, অগ্নিব্রহ্মে আহুতি দেন ও ব্রহ্মাণ্ড পরিষ্কার রাখেন সেব্যক্তি ইহাঁর ক্ষমার বলে নির্দ্দোষী হইয়া আনন্দরূপে বিরাজ করেন—তাঁহাকে আর জ্ঞান মুক্তির জন্ম ভাবিতে হয় না।

চোর ডাকাইত পরপীড়ক পরনিন্দুক প্রভৃতি জগতের অকল্যাণকারী জীবকে রাজা দণ্ডিত করিবেন। নতুবা পরমাত্মা নানাপ্রকার দণ্ডবিধান করিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গ ও নরক।

নানা সমাজে, নানা শাস্ত্রে স্বর্গ নরক বিষয়ে নানা প্রকারের অর্থ কথিত আছে। ধর্ম্ম ব্যবসায়ী গুরুগণ সাধারণ মনুষ্যদিগকে নানা প্রকার তাড়না ও ভয় দিয়া নিজ নিজ সামাজিক স্বার্থ সাধন করেন।

এ স্থলে মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান জয় পরাজয় সামাজিক মিথ্যা কল্পিত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্তচিত্তে বস্তু বিচার করিয়া স্বর্গ নরকের সারভাব গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে থাকিবে। প্রথমে দেখ, শাস্ত্রে সত্য মিথ্যা দুইটী শব্দ কল্পিত আছে। মিথ্যা মিথ্যাই, মিথ্যা সত্য হয় না। মিথ্যায় উৎপত্তি লয় স্থিতি, দৃশ্য অদৃশ্য, স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য, মঙ্গল অমঙ্গল, হইতেই পারে না—অসম্ভব। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য স্বতঃপ্রকাশ। সত্য কখনও মিথ্যা হন না। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্যে সৃষ্টিপালন সংহার পাপ পুণ্য স্বর্গ নরক হইতেই পারে না—অসম্ভব। কেবল সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটে ও ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ প্রকাশ বোধ হইয়া থাকে। যথা—একই সত্য স্বতঃপ্রকাশ পরমাত্মা আপন ইচ্ছায় নিরাকার হইতে সাকার বা অপ্রকাশ হইতে জগৎ নামরূপে প্রকাশ হন। জগৎ প্রকাশরূপ হইতে অপ্রকাশ কারণরূপে স্থিত হন ও কারণ হইতে পুনশ্চ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল চরাচর স্ত্রীপুরুষ নামারূপে প্রকাশ হইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজমান।

এই পূর্ণ পরব্রহ্মের মধ্যে শাস্ত্রে দুইটী শব্দ কল্পিত আছে। এক নিরাকার নির্গুণ অপ্রকাশ জ্ঞানাতীত, যেরূপ জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থা। নিরাকার ব্রহ্মে স্বর্গ নরক হইতে পারে না, হওয়া অসম্ভব। সাকার প্রকাশ জ্ঞানময় নানা নামরূপ অনন্ত শক্তি দ্বারা অনন্ত কার্য্য

সম্পন্ন করিতেছেন। ইহাঁরই মধ্যে স্বর্গ নরক থাকা সম্ভব। কিন্তু বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিত এই মঙ্গলকারী প্রকাশ বিরাট পরব্রহ্মের শক্তি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শাস্ত্রে "সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ" "চন্দ্রমা মনসোজাতঃ ইত্যাদি মন্ত্রে বর্ণিত। অর্থাৎ বিরাট ভগবানের জ্ঞাননেত্র সূর্য্যানারায়ণ, চন্দ্রমাজ্যোতিঃ মন, মস্তক আকাশ, বায়ু প্রাণ, অগ্নিমুখ, জলনাড়ী পৃথিবী চরণ। এইত বিরাট ভগবান অনাদি পুরুষ অনাদি কাল হইতে প্রকাশ মান। ইনি ব্যতীত এই আকাশে দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহাঁ হইতেই জীব সমূহের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন বা গঠিত হইয়াছে। ইনি, জীবের একমাত্র পূজনীয় দেব ঋষি মাতৃ পিতৃ আত্মা গুরু। ইহাঁ হইতে জীবের উৎপত্তি পালন ও স্থিতি। ইহার কোন্ শক্তি বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বর্গ নরক? পৃথিবী জল, অগ্নি বায়ু আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যানারায়ণ ইহার মধ্যে কোনটী নরক ও কোনটী স্বর্গ?

যদি তোমরা ইহাঁর চরণ পৃথিবীকে নরক বা স্বর্গ বল তাহা হইলে পৃথিবী হইতে অন্নাদি উৎপন্ন হইয়া জীব মাত্র প্রতিপালন হইতেছে ও তদ্দ্বারা জীবের হাড় মাংস গঠিত হইতেছে তাহা হইলে জীবের হাড় মাংস নরক বা স্বর্গ? যদি ইহাঁর নাড়ীরূপী জলকে স্বর্গ নরক বল তাহা হইলে জল দ্বারা বৃষ্টি হইয়া অন্নাদি উৎপন্ন হইতেছে, জীব মাত্র স্নান ও পান করিয়া প্রাণরক্ষা করিতেছে ও তদ্দ্বারা জীব মাত্রেরই রক্ত রস নাড়ী উৎপন্ন বা গঠিত হইতেছে তাহা হইলে জীবের রক্ত রস নাড়ী স্বর্গ নরক। যদি মুখ অগ্নি জ্যোতিকে স্বর্গ নরক বল তাহা হইলে যখন অগ্নি দ্বারা জীব মাত্রেরই ক্ষুধা পিপাসা আহার ও পরিপাক বাক্য উচ্চারণ প্রভৃতি হইতেছে তখন জীবের এই সমস্ত গুণের কোনটী স্বর্গ নরক হইবে? যদি ইহার বায়ুরূপী প্রাণকে স্বর্গ নরক বল তাহা হইলে যখন জীবমাত্রেরই নাসিকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস ও সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বায়ু বহমান হইতেছে তখন জীব মাত্রেরই মধ্যে স্বর্গ নরক জানিতে হইবে। যদি আকাশরূপী মস্তককে স্বর্গ নরক বল তাহা হইলে যখন আকাশ সর্ব্বব্যাপী জীব মাত্রেরই ভিতরে খোলা আছে তদ্দ্বারা জীব কর্ণদ্বারে শব্দ গ্রহণ করিতেছে তখন জীব মাত্রেরই ভিতরে স্বর্গ নরক হইবে। যদি ইহাঁর মনোরূপী চন্দ্রমা জ্যোতিকে স্বর্গ নরক বল তাহা হইলে যখন সেই পবিত্র জ্যোতিঃ জীব সমূহে মনের দ্বারা বোধ করিতেছেন যে, 'ইহা আমার, উহা তাহার' ও নানা প্রকার সংকল্প বিকল্প উঠিতেছে তখন স্বর্গ নরক সমস্ত জীবেরই অন্তর্গত। যদি বিরাট ব্রহ্মের পবিত্র জ্ঞাননেত্র সূর্য্যানারায়ণকে স্বর্গ নরক বল তাহা হইলে যখন তিনি জীব মাত্রেরই মস্তকে সহস্রদলে বিরাজ করিতেছেন যদ্দ্বারা জীব মাত্রেই চেতন হইয়া নেত্রদ্বারে রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিতেছেন তখন জীব সমূহই স্বর্গ নরক হইবেন।

মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্মের শক্তি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা দেবতা পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জীব প্রভৃতি শুদ্ধ পবিত্র পরব্রহ্ম হইতে প্রকাশমান, পরব্রহ্মেরই স্বরূপ মাত্র, কখনও স্বর্গ নরক হইবার সম্ভবপর নহেন তবে স্বর্গ নরক কি বস্তু, মিথ্যা কি সত্য? মিথ্যায় কিছুই হইতেই পারে না। সত্য একভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সত্যের অন্তর্গত জীবের

অহংকার অজ্ঞানবশতঃ আপন শরীরে অভ্যাস আছে যে "আমার শরীর, আমি শরীর, আমি জ্ঞানী, পণ্ডিত রাজা বাদসাহ ধনী মহাজন, আমার মত কেহ দ্বিতীয় কেহ নাই। অপর সকলে মলিন অপবিত্র"। এইরূপ সংস্কার বশতঃ "পরমাত্মা বিমুখ জীবগণ মান অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া অন্তরে বাহিরে নানা প্রকারের যন্ত্রনা ভোগ করিতেছেন। সেই অবস্থাপন্ন লোকেরই নরক ভোগ জানিবে। এই অবস্থারই নাম নরক। পরমাত্মার প্রিয় সমদৃষ্টি সম্পন্ন পরোপকারী পরের দুঃখে দুঃখী পরের সুখে সুখী জ্ঞানবান ব্যক্তি যিনি জীব সমূহকে সমভাবে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া প্রীতিপূর্ব্বক পালন করেন ও সকলপ্রকারে পরিষ্কার ও পবিত্র থাকেন তাঁহারই সত্য স্বর্গভোগ। এই অবস্থাপন্নের নাম স্বর্গ অর্থাৎ মঙ্গলকারী পরমাত্মা বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতি-স্বরূপে জ্ঞানময় স্বর্গ বা স্বর্গভোগ। জীবের অজ্ঞান অবস্থারই নাম নরক ও নরকভোগ। নরক ও স্বর্গ এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পূর্ণাভিষেক ও পূর্ণযোগ।

মনুষ্যগণ নানা শব্দ সংস্কার বশতঃ শব্দ জালে জড়িত হইয়া বস্তুতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। কেহই নিজে বস্তুবোধ করিতেছেন না ও অপরকেও বস্তু বুঝাইতে পারিতেছেন না। অথচ স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া না জানিয়াও বলিতেছেন জানি। নিজেরই শান্তি নাই তবে অপরকে কিরূপে শান্তি দিবেন? যিনি ধর্ম্মের উপদেষ্টা তিনি প্রথমে বুঝুন যে', আমিত গুরু হইয়া শিষ্যকে পরমাত্মার সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছি। কিন্তু আমি ও যাঁহার সম্বন্ধে যাঁহাকে উপদেশ দিতেছি এই তিনটি কি এক বস্তু কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন তিন বস্তু? যদি বুঝিয়া থাকেন যে তিনটি অনাদি তিন বস্তু তাহা হইলে শিষ্যকে সেই ভিন্ন ভিন্ন তিন বস্তু দেখাইয়া দিউন যদি তিনটিকে এক বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে সেই একের রূপ বা ভাব কি? তিনটির ভাব বা রূপ একই বুঝিলে গুরু শিষ্য থাকে না, যাহা তাহাই পরিপূর্ণ প্রকাশমান থাকেন।

পূর্ণাভিষেক বা পূর্ণযোগ সম্বন্ধে 'লোকে নানা সংস্কার প্রচলিত। অতএব শান্ত ও গম্ভীর চিত্তে ইহার সারভাব গ্রহণ কর। যিনি পূর্ণ সত্য সাকার নিরাকার তিনিই কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রীপুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে যাহা তাহাই বিরাজমান। ইহাঁতে অভিষেক বা স্নান অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানকেই পূর্ণাভিষেক বা রাজ্যলাভ জানিবে। এই অবস্থাকেই পূর্ণযোগ বলে। প্রকৃতি পুরুষ বা দ্বিভাব ভাসা সত্বেও সর্ব্বকালে পরমাত্মাতে যোগই রহিয়াছে, কোন কালেই স্বরূপ পক্ষে বিয়োগ হইতে পারে না।

অজ্ঞানাপন্নব্যক্তি স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া সারভাব গ্রহণে অক্ষম এবং যথার্থ তাব না জানিয়া জগতে নানা প্রপঞ্চ বিস্তার পূর্ব্বক নিজের ও অপরের অশান্তির হেতু। ধর্ম্মোপদেষ্টা গণকে একত্র করিয়া বিচার পূর্ব্বক মিথ্যা ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ করা রাজা প্রজা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে জগতের অমঙ্গল দূর হইয়া শান্তি স্থাপনা হইবেক। যাহাতে প্রপঞ্চীগণ প্রতারণার দ্বারা জগৎকে নষ্ট না করে, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হওয়া রাজার কর্ত্তব্য।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপাদান ও নিমিত্ত কারণ।

কাহারও মতে ঈশ্বর গড আল্লা খোদা অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। কাহারও মতে তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ বটেন কিন্তু উপাদান কারণ নহেন। এই মতভেদের জন্য উভয় পক্ষই পরস্পর দ্বেষ হিংসা বশতঃ শান্তি লাভে অসমর্থ হইয়া কষ্ট ভোগ করিতেছেন। অতএব মনুষ্য মাত্রেই শান্ত ও গম্ভীর চিত্তে বিচার পূর্ব্বক ইহার সার ভাব গ্রহণ কর।

দৃষ্টান্ত স্থলে মনে কর, মাকড়সা আপন শরীর হইতে সূতা বাহির করিয়া ছোট বড় নানা প্রকার জাল নির্ম্মান করিতেছে এবং পুনরায় সেই জাল গ্রাস করিয়া আপন শরীরের সহিত অভিন্ন ভাবে এক করিয়া লইতেছে। এ স্থলে মাকড়সার স্থূল শরীর জালের উপাদান কারণ। যে পদার্থ মাকড়সার স্থূল শরীর তাহাই রূপান্তর হইয়া জাল রূপে প্রকাশ হইতেছে। আর মাকড়সা যে চেতন তাহাই নিমিত্ত অর্থাৎ সেই চেতনের ইচ্ছানুসারে সেই চেতন হইতে স্বরূপে অভিন্ন যে স্থূল শরীর তাহা হইতে জাল উৎপন্ন হইতেছে। অতএব এক মাকড়সাই জালের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ।

সেই প্রকার মাকড়সারূপী পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আপন শরীর অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি লয় কারিণী আপন মঙ্গলময়ী ইচ্ছাশক্তিকে উপাদান করিয়া জালরূপী এই ব্রহ্মাণ্ড চরাচর স্ত্রী পুরুষ নাম রূপ বিস্তার করিয়াছেন। পুনরায় এই জগৎ চরাচর নাম রূপ জীব সমূহ সর্ব্বশক্তি রূপে সঙ্কুচিত হইয়া কারণে অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম স্বরূপে স্থিত হন। তখন নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ বা জীব ব্রহ্ম সৃষ্টি এপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ভাসেন না। যাহা তাহাই থাকেন পুনরায় ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মশক্তি জগৎরূপ প্রকাশমান হইলে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ তিনি আমি সুখ দুঃখ ভাল মন্দ ভাসে। সমস্তকে লইয়া ইনি সর্ব্বশক্তিমান অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজমান। যেমন স্বপ্নাবস্থায় নানা প্রকারের বিচিত্র সৃষ্টি সুখ দুঃখ ভিন্ন ভাসে। কিন্তু জাগ্রতাবস্থা হইলে স্বপ্নের সেই সৃষ্টির প্রলয় হয় এবং জাগরণে জীব যাহা তাহাই থাকেন। জীব সুষুপ্তিতে কারণে স্থিত হইলে সমস্ত গুণক্রিয়া সমাপ্ত থাকে—তখন ভিন্ন ভিন্ন ভাব বা সৃষ্টি থাকে না, যাহা তাহাই থাকে।

যাঁহারা বলেন, পরমাত্মা জগতের নিমিত্ত কারণ বটেন, কিন্তু উপাদান কারণ নহেন তাঁহারা ইহাও বলেন যে, সৃষ্টির অগ্রে পরমাত্মার অতিরিক্ত অপর কিছু ছিল না, তিনি ইচ্ছা করিলেন আর অমনি সৃষ্টি হইল। এস্থলে মনুষ্য মাত্রেই বিচার পূর্ব্বক দেখ যে, এরূপ হইলে হয় বলিতে হইবে যে, সৃষ্টি নিরুপাদান, সৃষ্টি কখনও হয় নাই—মিথ্যা। নতুবা পরমাত্মাই সৃষ্টির উপাদান বা উপাদান কারণ। কিন্তু সৃষ্টি মিথ্যা, কখনও হয় নাই ইহা তাঁহারা স্বীকার করিবেন না। অতএব উভয় পক্ষের মধ্যে কেবল শব্দের প্রভেদ, ভাবের কোন প্রভেদ নাই। অথচ উভয় পক্ষই না বুঝিয়া বিবাদ কলহ বশতঃ সর্ব্বদা অশান্তি ভোগ করিতেছেন। পরমাত্মা বিমুখ হইলে এইরূপ অনর্থক কষ্ট ভোগ ঘটে। গম্ভীর ও শান্তভাবে সৃষ্টির স্বরূপ বিচার করিয়া সারভাব অর্থাৎ সত্য বা পরমাত্মাকে প্রীতি পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে কাল যাপন কর, যাহাতে জগতের মঙ্গল হয়। পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ বা কোন বস্তু নাই, ইহা ধ্রুব সত্য।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পৌরাণিক পূজা।

আর্য্য অনার্য্য মনুষ্য মাত্রেই মুখে ধর্ম্ম, ইষ্ট দেবতা, মঙ্গলকারিণী মঙ্গলকারী মাতা পিতা বলিয়া স্বীকার করেন এবং আপনার ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদর ও অপরের নিকৃষ্ট জ্ঞানে হেয় করিয়া থাকেন। ফলে সকলেই পরস্পর হিংসা দ্বেষ বশতঃ কষ্ট ভোগ করিতেছেন। অতএব ধর্ম্মাবলম্বী নেতানীত, গুরু শিষ্য প্রভৃতি সকলেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক কল্পিত স্বার্থ ও ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতার ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত নাম শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার পূর্ব্বক সারভাব গ্রহণ কর। যিনি যথার্থ ধর্ম্ম বা মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা মাতাপিতা গুরু আত্মা তিনিই সারভাব বা সত্য। তাঁহাকে চিনিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর ও শরনার্থী হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন কর, যাহাতে তাঁহার প্রসাদে জগতে অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল স্থাপনা হয় এবং জীব মাত্রেই পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি লাভ করে। বিনা বিচারে বস্তু বোধ হয় না। বস্তু বোধ বিনা জ্ঞান নাই। বিনা জ্ঞানে শান্তি নাই। যাহার বস্তু বোধ আছে তাহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান আছে তাহার শান্তি আছে।

প্রথমতঃ বুঝিয়া দেখ, তোমরা যে ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা, জয়া বিজয়া, দুর্গা, কালী, সরস্বতী, গায়ত্রী, সাবিত্রী মাতা, ঈশ্বর গড আল্লা খোদা পরমাত্মা ব্রহ্ম ভগবান প্রভৃতি অসংখ্য নাম কল্পনা করিয়া পরস্পর দ্বেষ হিংসা বশতঃ অশান্তি ভোগ করিতেছে সে কি একই ধর্ম্ম বা ইষ্ট দেবতার নাম, না, বহু ইষ্টদেবতার বহু নাম? শাস্ত্রে ও লোকে দুইটী শব্দ সংস্কার প্রচলিত আছে—এক মিথ্যা, এক সত্য। তোমাদের যে ধর্ম্ম বা ইষ্ট দেবতা দুর্গামাতা ঈশ্বর আল্লা প্রভৃতি মিথ্যা না সত্য, তাঁহারা কোথায় আছেন, কি বস্তু? যদি বল মিথ্যা, তবে কাহারও ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। যদি সেই মিথ্যা ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা

হইতে জগৎ ও জগতের অন্তঃপাতী তোমরা হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরাও মিথ্যা। তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই মিথ্যা এবং সকলেরই একই ধর্ম্ম মিথ্যা হওয়ায় দ্বেষ হিংসা প্রভৃতির স্থল থাকে না। যদি বল বা বোধ কর যে, তোমাদের ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা সত্য, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। সত্য কখনও মিথ্যা হয় না। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য স্বতঃপ্রকাশ, সত্যের সৃষ্টি স্থিতি নাশ নাই। সত্য সমভাবে দৃশ্যে অদৃশ্যে বিরাজমান। সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটিছে। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা সত্য হইতে হইয়াছে, সত্যের রূপমাত্র। সত্য আপন ইচ্ছায় নিরাকার হন অর্থাৎ সত্য স্বয়ং কারণ হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নানা নামরূপাত্মক জগৎ ইত্যাকারে প্রকাশমান হইতেছেন। এবং পুনশ্চ স্থূল নামরূপ সূক্ষ্মে লয় করিয়া সেই সূক্ষ্ম আবার কারণে স্থিত হইতেছেন।

যখন সত্য জগৎরূপে প্রকাশমান হন তখন নানা নামরূপ বোধ হয়, তাহাকে সৃষ্টি বলে। যখন নানা নামরূপ সঙ্কুচিত করিয়া তিনি কারণে স্থিত হন, তখন তাহাকেই প্রলয় বলে। যেমন জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় তুমি নানা শক্তি, নানা নামরূপে চেতন হইয়া সমস্ত কার্য্য কর—ইহা সৃষ্টি। আর যখন জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থায় থাক তাহাকে প্রলয়, জ্ঞানাতীত, নির্গুণ ভাব বলে। পুনশ্চ জাগ্রত বা প্রকাশাবস্থায় নানা শক্তি সহযোগে নানা কার্য্য করিয়া থাক। জগৎ বা তোমরা সত্য হইতে হইয়াছ, তোমরা সত্য। তোমাদের জ্ঞান বিশ্বাস ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই সত্য ও যাঁহাকে ধর্ম্ম কর্ম্ম বা মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ তিনিও সত্য। এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সেই একই সত্য কারণ সূক্ষ্ম স্ত্রী পুরুষ নামরূপ লইয়া সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ সর্ব্ব শক্তিমান নির্ব্বিশেষ। তিনি অনন্ত শক্তির দ্বারা অনন্ত প্রকারের কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। এই একই পূর্ণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে ও লোক ব্যবহারে দুইটি শব্দ সংস্কার আছে। এক, অপ্রকাশ, নিরাকার, নির্গুণ, জ্ঞানাতীত। অপর, প্রকাশ, সাকার, সগুণ, দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়-গোচর, জ্ঞানময়। নিরাকার জ্ঞানাতীত ভাবে ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই, যেমন তোমাদের সুষুপ্তির অবস্থায় সাকার সগুণ জ্ঞানময় ভাবে তিনি অনন্ত শক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কার্য্য করিতেছেন। নিরাকার ও সাকার ভাবে একই বিরাট ব্রহ্ম পূর্ণরূপে বিরাজমান।

এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম বা বিষ্ণু ভগবানের বেদাদি শাস্ত্রে অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপ গ্রহদেবতা বা শক্তির বর্ণনা আছে। বিরাট ব্রহ্মের জ্ঞাননেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা জ্যোতিঃমন, আকাশ মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ। এই বিরাট ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গ্রহ বা শক্তি বা মায়া বা দেবদেবী প্রকৃতি পুরুষ, যুগলরূপ, ওঁকার, সাকার নিরাকার, ঈশ্বর পরমেশ্বর, গড আল্লা খোদা, ধর্ম্ম ইষ্টদেবতা প্রভৃতি নানা নামকল্পিত আছে। ইনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা, মঙ্গল-কারিণী হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখ, যখন যাহা কিছু আছে বা যিনি আছেন তাঁহারই এক কল্পিত নাম বিরাট

ব্রহ্ম তখন তিনি ব্যতীত তোমাদের ধর্ম্ম ইষ্টদেবতা দেবদেবী কোথায় থাকিবেন ও কি হইবেন। যদি থাকেন ত ইঁহারই অন্তর্গত আছেন। এই মঙ্গলকারিণী এক অক্ষর ওঁকার বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা গুরু আত্মা হইতে জীব মাত্রেরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি, পালন ও লয় হইতেছে। ইঁহার চরণ বা শক্তি পৃথিবী হইতে জীবের হাড় মাংস গঠন ও অন্নাদি উৎপন্ন হইয়া জীবের পালন হইতেছে। নাড়ীরূপী শক্তি বা দেবতা জল হইতে বৃষ্টি হইয়া অন্নাদি উৎপন্ন হইতেছে ও জীব স্নান পান করিতেছেন এবং এই জলই জীবের রক্ত রস নাড়ী। মুখ শক্তি বা দেবতাঅগ্নি হইতে দেহস্থ অগ্নি ক্ষুধা পিপাসা আহার পরিপাক ও বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। তাঁহার শক্তি বা দেবতা প্রাণ বায়ু হইতে জীবের নাসিকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে। তাঁহারমস্তক আকাশ শক্তি বা দেবতা হইতে জীব কর্ণের ছিদ্রে শব্দ গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহর মনোরূপী চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ জীবের মনোরূপে অবিরত সঙ্কল্প বিকল্প উঠাইতেছেন, "ইহা আমার, উহা তোমার" ইত্যাদি ও স্বরূপ বোধ জন্মাইতেছেন। মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্মের শক্তি বা জ্ঞাননেত্র সূর্য্যনারায়ণ জীবের মস্তকে চেতন রূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার প্রকাশে জীব মাত্রেই চেতন হইয়া নেত্রদ্বারে রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও সত্যাসত্যের বিচার করিতেছেন। যখন বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ তেজোময় জ্ঞান জ্যোতিঃ মস্তক বা নেত্র হইতে সঙ্কোচ করেন তখন জীবের জ্ঞানাতীত নিদ্রা বা সুষুপ্তির অবস্থা ঘটে। যে জীবকে তিনি শোয়াইয়া রাখেন সে জীব শুইয়া থাকে, যাহাকে জাগাইয়া রাখেন সে জীব জাগিয়া জগতের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করে। এইরূপে বিচার করিলে দেখিবে যে, তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি, যাহার দ্বারা তোমরা জগতের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ। ইহার কোন একটি অঙ্গ বা শক্তির অভাব বা কার্য্যে বিরতি ঘটিলে তোমরা মুহূর্ত্ত কাল থাকিতে বা নিজের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে না। পৃথিবীর অভাবে একে ত শরীর উৎপন্নই হইতে পারে না, অধিকন্তু অন্নাভাবে শরীর নষ্ট হয়।, সময়মত এক গেলাস জল না পাইলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয়। অগ্নিমান্দ্য হইলে পরিপাক শক্তি নষ্ট হয় ও শরীর শীতল ও নিস্তেজ হয়। তখন সেকাদির দ্বারা চিকিৎসক অগ্নির আধিক্য ঘটাইয়া জীবন রক্ষার চেষ্টা করেন। দেহস্থ অগ্নির নির্ব্বাণে জীবের মৃত্যু হয়। বহির্মুখী অগ্নিদ্বারা রন্ধনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জীবের ব্যবহার কার্য্য চলে। বায়ুর অভাবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, আকাশের অভাবে শব্দ শক্তির বিনাশ, চন্দ্রমা বা মনের অভাবে উন্মাদ ও সূর্য্যনারায়ণের তেজ সঙ্কুচিত হইলে জীবের জ্ঞানলোপ হয়। এইরূপ বিচার করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে তোমাদের উৎপত্তি স্থিতির একমাত্র নিদান এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম। এই যে মাতাপিতা হইতে তোমরা হইয়াছ, তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি না করিয়া যে নাই এইরূপ কল্পিত মাতাপিতার উদ্দেশ্যে নিস্ফল শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি করা কতদূর লজ্জা, দুঃখ ও ঘৃণার বিষয়! সমস্ত অসৎ ধারণা ও সংশয় পরিত্যাগ করিয়া চাহিয়া দেখ যে, এই মঙ্গলকারী এক অক্ষর ওঁকার ব্রহ্ম নিরাকার সাকার চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বব্যাপী, নির্ব্বিশেষ, পূর্ণরূপে বিরাজমান। ইনি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ

সর্ব্ব বা মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। যদি তোমরা ইহাকে বিশ্বাস না করিয়া অপর কাহাকেও বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তিনি কোথায় কি বস্তু আমাকে বুঝাইয়া দেখাইয়া দাও, আমি তোমাদের নিকট জানিতে চাই।

আরও বুঝিয়া দেখ, যদি প্রকাশমান মাতা পিতা গুরু আত্মা সাকারকে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রকাশ গুরু মাতাপিতা আত্মা নিরাকারকে বা নিরাকারকে ত্যাগ করিয়া সাকারকে পূর্ণ সর্ব্ব-শক্তিমান স্বীকার কর তাহা হইলে দুয়ের মধ্যে কেহই পূর্ণ বা সর্ব্ব শক্তিমান হইবেন না। উভয়ই একদেশী ব্যষ্টি অঙ্গহীন হইবেন। কি সাকার বাদী, কি নিরাকার বাদী কাহারও পূর্ণ রূপে মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতার উপাসনা হইতেছে না। অপ্রকাশ নিরাকারকে লইয়া প্রকাশমান সাকার ব্রহ্ম পূর্ণ এবং সাকার প্রকাশমানকে লইয়া অপ্রকাশ নিরাকার ব্রহ্ম পূর্ণ। মূল, শাখা, প্রশাখা, পাতা ফল ফুল মূল, তিক্ত মিষ্ট নানা রূপ গুণ প্রভৃতি লইয়া পূর্ণ বৃক্ষ। এই সকল নাম রূপ গুণের মধ্যে একটিকে ত্যাগ করিলে বৃক্ষের পূর্ণত্ব খণ্ডন হইয়া অঙ্গহানী হয়। বৃক্ষরূপী নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া পূর্ণ। এই পূর্ণভাব জানা ও জানিয়া তাহাতে স্থিতি লাভ করাকে জয়াবিজয়া বলে অর্থাৎ দুর্গামাতা বা বিরাট ব্রহ্মের এই দুইটি শক্তির নাম জয়া বিজয়া।

পরব্রহ্মের শক্তি বা মায়া বা জয়া বিজয়া, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ মঙ্গলকারী ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বপ্রকারের জয় বিজয় কারিণী। জয়া চন্দ্রমাজ্যোতিঃ জীব বা ব্রহ্ম অর্থাৎ মন জয় হইলে সমস্ত জয় হয়। বিজয়া সূর্য্যনারায়ণ। নিরাকার সাকার জীব ঈশ্বর অভেদে এক বোধ হইবার নামই বিজয়া জানিবে। বিজয়াতে কোলাকুলি করিতে হয়, ইহার অর্থ এই যে, অভেদ জ্ঞান হইলে সমস্ত জীব চরাচরকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ বোধ হয়। তখন সকলে মিলিয়া পরস্পরের উপকার বা হিত সাধনে যত্ন করে। বিজয়াতে নীলকণ্ঠ পক্ষী দর্শনের ভাব এই যে, মনকে লইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় জয় হইলে, আকাশময় সর্ব্বত্র চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতি এক অখণ্ড ভাবে দৃষ্ট হন। তাঁহার কণ্ঠে নীল আকাশ, অর্থাৎ জীব ও শিব বা ব্রহ্মকে অভিন্ন একভাবে দর্শন করার নাম নীলকণ্ঠ দর্শন। চরাচর জগৎরূপী বিষকে পান করিয়া অর্থাৎ আপনার অন্তর্গত করিয়া শিব নীলকণ্ঠরূপে আছেন।

ষষ্ঠী সপ্তমী হইতে দশমী পর্য্যন্ত দুর্গামাতার পূজা হয়। পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্রমা জ্যোতিকে লইয়া ষষ্ঠীর পূজা হয়। ইহার সহিত জীব ও সূর্য্যনারায়ণকে লইয়া অষ্টমীর পূজা। জীব দেহের নবদ্বারে নবমী পূজা ও দশ ইন্দ্রিয়ের নাম দশমী। দশ ইন্দ্রিয়কে লইয়া দুর্গামাতা অর্থাৎ বিরাট পরব্রহ্ম দশভূজা হইয়া স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। ইনি দশ ইন্দ্রিয় ভুজ দ্বারা চরাচর চেতন অচেতন ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করিতেছেন। জীব যে এই দশ ইন্দ্রিয়কে জয় করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও আপনার সহিত জগৎকে যে ব্রহ্মময় দেখেন তাহার নাম জয়া বিজয়া ও দুর্গামাতার প্রকৃত পূজা জানিবে। এই বিরাট ব্রহ্মরূপিনী দুর্গা মাতাকে কামধেনু বা অন্নপূর্ণা বলে। ইনি স্বয়ং অক্ষয় হইয়া জগতের সমস্ত অভাব মোচন করেন। যতদিন তুমি আছ, ততদিন তোমার

ইন্দ্রিয়াদির শক্তি কোন প্রকারে শেষ হইবে না। যত প্রয়োজন তত পাইবে। প্রত্যক্ষ দেখ, যদি এক বাকশক্তি বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি দিবারাত্র জ্ঞানের কথা কহ বা শাস্ত্র রচনাকর, তাহা হইলেও বাক্য ফুরাইয়া যাইবে না। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদি বা দুর্গা মাতার দশভুজের সম্বন্ধে বুঝিয়া লইবে।

ইন্দ্রিয়াদি লইয়া নিরাকার সাকার জগৎ চরাচরকে সমদৃষ্টিতে ব্রহ্মময় আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ, এই ভাবে দেখিলে বা ব্যবহার করিলে, তবে বিজয়ার পূজা সমাপ্ত হয়। নচেৎ কখনও কোন মতে দুর্গা মাতার প্রকৃত পূজা হয় না। এই মঙ্গলকারিণী মাতা পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্রমা সূর্যানারায়ণ ও তারাগণ এই অষ্টরূপে অষ্টাক্ষরী পূর্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইহাকে ব্রহ্মময়ী পূর্ণভাবে দর্শন ও সম্মান না করার নাম রাম লক্ষণ সীতার বনবাস। লক্ষণ অর্থে জ্ঞান। যাঁহার সমদৃষ্টি রূপ জ্ঞান আছে তাঁহার নাম লক্ষণ। জ্ঞানের অভাবে জীবের পক্ষে বনবাস। রাম অর্থে যিনি সর্ব্বত্র রমন করিতেছেন অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা ভগবান। সীতা অর্থে সতী সাবিত্রী, জগৎজননী সৃষ্টি পালন সংহার কারিনী ব্রহ্ম স্বরূপিনী মহাশক্তি। ইঁহাকে পরব্রহ্ম হইতে পৃথক মায়া জানিয়া ত্যাগ করিবার নাম সীতাহরণ। সমদৃষ্টি বা জ্ঞান হইলে জীব দেখেন যে, পরব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের শক্তি একই পৃথক নহেন। এইরূপ সমভাবে সম্যক দর্শনের নাম সমস্ত দুর্বৃত্তির সহিত অহংকার রাবণের সদলে মৃত্যু ও সতী সীতার উদ্ধার। পরব্রহ্ম হইতে শক্তিকে পৃথক জ্ঞান করিয়া জগতে কষ্টের সীমা নাই। উভয়কে অভিন্ন একই ভাবে দেখিলে সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া জগৎ মঙ্গলময় হয়। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। যখন এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই তখন সত্য ব্যতীত মায়া কি বস্তু? ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে একই সত্য ভাসিতেছেন। অজ্ঞান ব্যক্তি দেখিতেছেন নানা, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই লক্ষ্য হয় না।

এই মঙ্গলকারিণী বা মঙ্গলকারী একাক্ষর ওঁকার বিরাট ভগবান জগতের মাতা পিতা, চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রী রূপে বিস্তার হইয়াও সর্ব্বকালে এক অক্ষর পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই ব্রহ্মের একটি কল্পিত নাম গায়ত্রী।

পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব, চন্দ্রমা সূর্যানারায়ণ, দশ ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার এই চারি অন্তঃকরণ ও সত্ত্ব রজঃ তম এই তিন গুণকে লইয়া চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রী। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ব্যাহৃতির অর্থ যে জ্যোতিঃস্বরূপ একই বিরাট পুরুষ ওঁকার স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ত্রিভুবন ব্যাপিয়া স্বয়ং নানা রূপে বিরাজমান। তৎ সবিতু র্বরেণ্যম্ ইত্যাদি মন্ত্র তাঁহারই নাম উপাসনা ও প্রার্থনা। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জন ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্ এই সপ্ত মহাব্যাহৃতির অর্থ পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব, চন্দ্রমা সূর্যানারায়ণ এই সাতটি।

পুরাকালে আর্য্যগণ শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক এই এক অক্ষর ব্রহ্মগায়ত্রী অর্থাৎ বিরাট জ্যোতিঃ স্বরূপকে উপাসনা ও জগতের হিত অনুষ্ঠান রূপ তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে বিজয় লক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু ইদানীং গুরু বলিয়া অভিমানী সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণ সর্ব্বমঙ্গল

কারী বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপকে মায়া বলিয়া নিজে ত্যাগ করিতেছেন ও অপরকে ত্যাগ করাইতেছেন। ইহার ফলে নিজে পুড়িতেছেন ও অপরকে পোড়াইতেছেন। মুখে সকলেই মায়া ত্যাগ করিতে বলিতে পারেন কিন্তু ত্যাগ বা মায়া কাহার নাম সেবিষয়ে বিচার নাই। এজন্য মায়া ত্যাগ করিবার চেষ্টা একটা সাহংকার আস্ফালনে দাঁড়াইয়াছে। এ বোধ নাই যে, যাঁহাকে মায়া বলিয়া ত্যাগ করিবার চেষ্টা, মায়া ত্যাগ করাইবার ক্ষমতা কেবল তাঁহারই আছে। মায়া ত্যাগের যথার্থ ভাব কি? ভিন্ন ভিন্ন নানা নাম রূপে প্রকাশমান জীব বা জগৎ পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এইরূপ ধারণার নাম মায়া। ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ভাসা সত্বেও ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু, জীব বা জগৎ নাই, সকলই ব্রহ্মময়—এইরূপ দৃষ্টির নাম মায়া ত্যাগ। যথার্থতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। তিনিই নাম রূপ জগৎ বলিয়া অনুভূত হইতেছেন। শাস্ত্রে যে বলে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, তাহার প্রকৃত ভাব এই ;—জগৎ নামরূপ ভিন্ন ভিন্ন যে ভাবনা তাহা মিথ্যা, ব্রহ্মই বৈচিত্র্যময় জগৎ বলিয়া গৃহীত হইতেছেন। জ্ঞানীর পক্ষে জগৎময় ব্রহ্ম ও অজ্ঞানীর পক্ষে জগৎ বা মায়া প্রতীয়মান হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে, মেঘ বরফ ফেণ বুদবুদ তরঙ্গাদি মিথ্যা, জল সত্য। মেঘ বরফ ইত্যাদি যখন গলিয়া জলে মিশিয়া যায় তখনও তাহা জল এবং যখন ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে প্রকাশমান তখনও জল। জ্ঞানী, বরফ মেঘ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ প্রকাশ থাকা সত্বেও জলই দেখিবেন। অজ্ঞানীব্যক্তি মেঘ বরফ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপকে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া দেখিবেন। নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জীব ও বহির্জ্যোতীরূপে প্রকাশমান হইয়াও নির্ব্বিশেষ সর্ব্বব্যাপী অসীম অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে বিরাজমান। এইরূপ অনুভব হওয়াকে জীবের মায়া ত্যাগ বলে। মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সহজেই মায়া ত্যাগ হয় ও মায়া ত্যাগের যথার্থ ভাব বুঝা যায়। ব্রহ্মাণ্ডের বেদ বেদান্ত উপনিষৎ বাইবেল কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র পড়িলেও পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের নিকট শরণ লইয়া ক্ষমা ভিক্ষা না করিলে এবং জগতের হিতানুষ্ঠানরূপ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে বিরত থাকিলে কখনই মায়া ত্যাগ বা সে ত্যাগের ভাব বোধ হইবে না—কখনই কোন প্রকারে শান্তিলাভ ঘটিবে না। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

অতএব মনুষ্য মাত্রেই আপনাপন মান অপমান জয় পরাজয় কল্পিত সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ধীর ও নম্রভাবে যিনি মঙ্গল কারী যথার্থ আছেন সেই নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাগত হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে তৎপর হও। তিনি মঙ্গলময় সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। জীব মাত্রকে সমভাবে পালন করা, প্রীতিপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ও সর্ব্বপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ড পরিস্কার রাখা ইহাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য। আলস্য ছাড়িয়া তীক্ষ্ণভাবে ইহাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন ও সর্ব্বপ্রকারে হিতানুষ্টানে যত্নশীল হও, ইনি দয়া করিয়া জীব মাত্রকে পরমানন্দে আনন্দরূপে রাখিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বীজ হইতে বৃক্ষ কি বৃক্ষ হইতে বীজ ?

বীজ হইতে বৃক্ষ কি বৃক্ষ হইতে বীজ এইরূপ নানা প্রকারের সমস্যা তুলিয়া যাঁহারা জিজ্ঞাসায় আপনাকে মহৎ ভ্রমে কালযাপন করেন এরূপ অজ্ঞানাগর লোকই জগতে অধিক। যাঁহারা এরূপ সমস্যা পূরণে অক্ষম তাঁহাদিগকে ইহারা নীচ মূঢ় বলিয়া হেয় জ্ঞান করেন। এবং যাঁহারা ইহাদিগকে বুঝাইতে না পারেন তাঁহারাও আপনাদিগকে নীচবোধে কষ্টভোগ করেন। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহার সারভাব গ্রহণ করিবে। কেহ যদি বলে যে জল হইতে মেঘ বরফ, ফেণ বুদ্বুদ্ তরঙ্গাদি হইয়াছে বা মেঘাদি হইতে জল হইয়াছে ও অপর কেহ যদি বলে যে, জল হইতে মেঘাদি হইয়াছে এবং ভিন্ন শ্রেণীর যদি কেহ বলে যে জল হইতে মেঘ হয় নাই, মেঘ হইতে বৃষ্টি হইয়া জল হয় অথবা জল না হইলে মেঘ হইবে না কিম্বা মেঘ না হইলে বৃষ্টি বা জল হইতেই পারে না তবে জ্ঞানবান ব্যক্তি বিচার পূর্ব্বক দেখিবেন যে জল শব্দ হইতে মেঘ শব্দ হয় না, মেঘ শব্দ হইতে জল শব্দ হয় না। যাহার নাম জল কল্পনা করা গিয়াছে সেই জল পদার্থই মেঘ বরফাদিরূপে জমিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ ভাসা সত্বেও জল পদার্থ যাহা তাহাই আছে। কেবল নানা আকার বা নানা নাম রূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে মাত্র। কিন্তু তাহা সত্বেও জলই রহিয়াছে। মেঘরূপে যে ভাসিতেছে তাহাও জল, বরফরূপে যে ভাসিতেছে তাহাও জল, তরঙ্গফেণ বুদ্বুদ্ আদিরূপে যে ভাসিতেছে তাহাও জল। সমস্ত গলিয়া জলে মিশিয়া যাইবে এবং তাহা না মিশিলেও বা ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ভাসিলেও তাহা জল। জল ভিন্ন অপর কোন পদার্থ মেঘ বরফাদি নাই। যেপ্রকার নামরূপ ভাসুক না কেন সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালে জলই আছে। এই দৃষ্টান্তে জল বীজস্থানীয়, মেঘ বৃক্ষস্থানীয়। মেঘ হইয়া যে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির জল হইতে যে বরফ তরঙ্গফেণ বুদ্ বুদ্ আদি নানা নামরূপ ভাসে তাহা বৃক্ষের পাতা ফল ফুল স্থানীয় জানিবে। জলরূপী যে বীজ এক সত্তা পূর্ণপরব্রহ্ম নিরাকার সাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল নামরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সার্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। নানা নামরূপ থাকা সত্বেও তিনি যাহা তাহাই আছেন। এই পূর্ণপরব্রহ্মের মধ্যে দুইটী শব্দের প্রচার আছে যথা বীজরূপী পরমাত্মা এবং মেঘ ও বৃক্ষ রূপী জগৎ ব্রহ্মাণ্ড। বরফ ফেণ বুদ্বুদরূপী ও বৃক্ষের পাতা ফল ফুল রূপী জীবাত্মা অসংখ্য নামরূপে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষভাবে ভাসিতেছেন। স্বরূপ পক্ষে সমস্ত জগৎ নামরূপকে লইয়া পরমাত্মা নির্ব্বিশেষ। পরমাত্মার পূর্ণভাব পরিত্যাগ করিয়া জীবাত্মাকে বিশেষ বলা হয়। পরমাত্মা যে বীজরূপী তিনিই স্বয়ং জগৎচরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ বৃক্ষরূপে প্রকাশমান। স্বরূপ পক্ষে বীজ হইতে বৃক্ষ হয়না বা বৃক্ষ হইতে বীজ হয় না। উপাধি ভেদে বীজ হইতে বৃক্ষ ও বৃক্ষ হইতে বীজ হয়। বীজ ও বৃক্ষ মৃত্তিকায় পুঁতিয়া দিলে দুই একইরূপ মৃত্তিকা হয়। কিম্বা বীজ বা বৃক্ষ দুটীকে অগ্নিতে দিলে অগ্নি দুটীকেই সমান ভাবে পুড়াইয়া আপন রূপ করিয়া অপ্রকাশ নিরাকারে স্থিত হন। তখন বীজ বৃক্ষ দুইটী ভাবই থাকে না। জীব অজ্ঞান অবস্থায় বীজ বৃক্ষ

নানা নাম রূপ দেখে। জ্ঞানাগ্নি প্রকাশ পাইলে বীজরূপী পরমাত্মা, বৃক্ষরূপী বিরাটব্রহ্ম, পাতা, ফল ফুল রূপী জীব অভেদে একই দর্শন করিবেন। তখন বীজ বা বৃক্ষ কোনকালে অন্তরে ভাসিবে না—যিনি বীজ তিনিই বৃক্ষ, যিনি বৃক্ষ তিনিই বীজ, পূর্ণরূপে ভাসিবেন এবং জীবে শান্তি বিরাজ করিবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের পক্ষে বীজ বৃক্ষ ভিন্ন ভিন্ন দুইটী ভাসিবে বা পরমাত্মা জগৎ জীব ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ভাসিবে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবের সুখ বা শান্তি নাই। মনুষ্য মাত্রেরই যাহাতে সকল প্রকার ভ্রান্তি নিবৃত্তি হয় ও জগতে শান্তি বিচরণ করে তাহাই তীব্রভাবে আলস্য ত্যাগ করিয়া করা কর্ত্তব্য।

পরমাত্মা বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মার শরণাগত হইয়া সকল প্রকারে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য উত্তমরূপে প্রীতিপূর্ব্বক সাধন করিলে ইনি প্রসন্ন হইয়া জ্ঞানদ্বারা সকল প্রকারে ভ্রান্তি নিবৃত্তি করিয়া জীবকে অভেদে শান্তিবিধান করিবেন—ইহা ধ্রুব সত্য।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

জ্ঞানদাতা গুরু কে ?

এ বিষয়ে সকলেরই বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিত যে, মনুষ্য মাত্রেই মূর্খ হইয়া জন্ম লয়েন। পরে কেহ বা সাধু ঋষি মুনির রচিত শাস্ত্রের কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, কেহ বা স্বাভাবিক অন্তরের প্রেমের সহিত মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা অর্থাৎ নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতার ভক্তি পূর্ণ উপাসনা প্রার্থনা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করায় জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা নিজগুণে প্রসন্ন হইয়া ক্রমশঃ সেই সকল জীবের অন্তঃকরণ পরিস্কার পূর্ব্বক জ্ঞান বা মুক্তি দেন এবং সকল প্রকার অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করেন, জীবও শান্তি পায়। পরমাত্মা সর্ব্বকালে জীবের অন্তরে বাহিরে নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে প্রকাশমান, তাঁহার কোন কালে ছেদ নাই। মনুষ্য মাত্রেরই তাঁহারই উপর ভক্তিপূর্ণ নিষ্ঠা করা উচিত। পরমাত্মা বা ভগবানে ভক্তি ও তাঁহার উপাসনার দ্বারা কোটী কোটী ঋষি মুনি জ্ঞান বা মুক্তি লাভ করিয়া জগতের হিতার্থে সেই পথ মনুষ্যকে দেখাইয়া দিয়া যান যে, "এই পরমাত্মা বা ভগবান প্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপকে প্রেম ভক্তি কর ও ইহাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর। ইনি মঙ্গলময় তোমাদের সকল প্রকারে মঙ্গল করিবেন।" যদি ঋষি মুনি প্রভৃতির জ্ঞান বা মুক্তি দিবার সামর্থ্য থাকিত তাহা হইলে আপনার মৃত্যুর আগেই জীব সমূহকে বা মনুষ্য মাত্রকে জ্ঞান মুক্তি দিয়া যাইতেন। কান ফুঁকিয়া মন্ত্র দিবার ও সদুপদেশ দিবার এবং জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার শরণাগত হইতে বলিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না, এবং জীব ও সর্ব্ব প্রকারে অভাব মুক্ত হইত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমদৃষ্টি

সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী স্ত্রী বা পুরুষ জীবিত থাকেন ততক্ষণ; তাঁহার নিকট জ্ঞান মুক্তির জন্য সদুপদেশ লওয়া উচিত ও সম্মান ও ভক্তি পুরঃসর তাঁহার সেবা করা উচিত, যাহাতে তাঁহার কোন প্রকারে কষ্ট না হয়। অবতার ঋষি মুনিগণ স্থূল শরীর ত্যাগ করুন বা গ্রহণ করুণ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি সর্ব্বকালে বিরাজমান আছেন তাঁহাকেই সর্ব্ব অবস্থাতে ভক্তি পূর্ব্বক উপাসনা করিবে। পরমাত্মা অর্থাৎ এক ওঁকার বিরাটব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ মঙ্গলকারী গুরু মাতাপিতা আত্মা নিরাকার সাকার সর্ব্বকালে বর্ত্তমান বা প্রকাশমান আছেন। ইহাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক জ্ঞানী অজ্ঞানী মুর্খ পণ্ডিত যে কেহ উপাসনা ভক্তি করিবে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই জ্ঞান মুক্তি লাভ করিয়া সর্ব্ব প্রকারে শান্তি পাইবে। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য সত্য জানিবে। ইনি মঙ্গলময় সর্ব্বকালে মঙ্গল করিয়াছেন, করিতেছেন, ও করিবেন। ইহাঁ হইতে বিমুখ হইলে জীবের দুঃখের সীমা থাকে না ও সকল প্রকারে জীবের অভাব ঘটিয়া থাকে। আরও তোমরা বিচার করিয়া দেখ যে, যেমন তোমরাও শরীর ত্যাগ কর চিরকাল থাক না, ঋষি মুনি অবতারগণও চিরকাল থাকেন না—প্রভেদ কেবল এই মাত্র যে, তাঁহারা পরমাত্মার উপাসনার দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া আনন্দে প্রাণ ত্যাগ করেন, তোমরা অজ্ঞানতা বশতঃ সংশয় লইয়া কষ্টের সহিত প্রাণত্যাগ কর। জ্ঞানিগণের এই বোধ থাকে যে, "পরমাত্মা হইতে প্রকাশ পাইয়াছি। এখনও তাঁহাতে আছি এবং পরে বা অন্তেও তাঁহাতেই থাকিব। কোন কালেও তাঁহা হইতে পৃথক হইবার সম্ভাবনা নাই।" অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ বোধ করেন যে, "আদিতে পরমাত্মা হইতে আমরা পৃথক ছিলাম, এখনও আছি এবং অন্তেও পৃথক থাকিব।" সেই জন্যই তাহারা ঋষি মুনি অবতারগণকে পরমাত্মা হইতে পৃথক বোধ করিয়া পৃথক পৃথক নানা নাম রূপ ধরিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন এবং এই অজ্ঞান ভ্রান্তি বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার ফলে পরস্পর হিংসা দ্বেষ করিয়া কষ্ট ভোগ করেন।

এই স্থলে বিচার পূর্ব্বক বুঝ যে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী আপনাকে ও পরমাত্মাকে কি ভাবে দেখিয়া ভেদাভেদ করিয়া প্রেমভক্তি উপাসনা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। যেরূপ সুপাত্র পুত্রকন্যা আপনার মাতা পিতাকে আপনার জানে যে, "এই মাতাপিতা হইতে আমার স্থূল সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন বা গঠিত হইয়াছে, স্বরূপ পক্ষে মাতাপিতা ও আমি একই বস্তু, পৃথক নহি।" উপাধি ও রূপান্তর ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পৃথক পৃথক বোধ হওয়া সত্ত্বেও স্বরূপে এক জানিয়া সর্ব্ব প্রকার অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই পুত্রকন্যা বিশেষরূপে সরল ভাবে মাতা পিতাকে অধিকতর শ্রদ্ধা ভক্তি করেন এবং আলস্য ত্যাগ করিয়া মাতাপিতার প্রিয়কার্য্য সাধন করেন ও করান। মাতা পিতাও জানেন যে, আমারই পুত্র কন্যা, আমারই রূপ মাত্র এবং এই জানিয়া পুত্রকন্যাকে স্নেহ ও প্রীতি করিয়া থাকেন ও সকল প্রকারে যাহাতে তাহারা সুখে থাকে তাহা চেষ্টা করেন। কিন্তু অজ্ঞান দুষ্ট স্বভাবাপন্ন পুত্র কন্যা আপনার মাতাপিতাকে আপনার জানিয়া প্রেম ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাদের আজ্ঞাপালন করে না। যদি দেখে যে মাতাপিতা বলবান, আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে দণ্ড বিধানে সক্ষম তবে ভয়ে আজ্ঞাপালন করে। কিম্বা, মাতাপিতার কাছে রাজ্য ধন থাকিলে

তাহার লালনে মাতা পিতাকে পর জানিয়া যে ভক্তি দেখায় সেও ভয়ে ও প্রলোভনে। ইহাকে প্রেম ভক্তি বলে না। কিন্তু মাতাপিতা সবল হউন, দুর্ব্বল হউন, ধনী হউন দরিদ্র হউন, সকল অবস্থাতেই যে পুত্র কন্যা আপনার জানিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক মাতা পিতার আজ্ঞা পালন করেন সেই যথার্থ ভক্তি ও সেই পুত্র কন্যাই যথার্থ জ্ঞানী ও সুপাত্র এবং সেই পুত্র কন্যাই ইহলোকে পরলোকে পরমানন্দে আনন্দরূপে থাকেন।

মাতা পিতা রূপী পরমাত্মা নিরাকার সাকার বা কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ প্রকাশমান। ইহাঁ হইতেই অবতার ঋষি মুনি চরাচর স্ত্রী পুরুষের উৎপত্তি পালন, লয় ও স্থিতি হইতেছে। ইনি অনাদি স্বতঃপ্রকাশ যেমন তেমনি পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। ইহাঁকেই সকল অবস্থাতে মনুষ্য মাত্রেরই পূর্ণরূপে ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার উপাসনা ও ইহাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন করা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন অবতার ঋষি মুনিগণের ভিন্ন ভিন্ন নাম ধরিয়া পরমাত্মা বা ভগবান হইতে পৃথক উপাসানায় কোন সুফল নাই, বরঞ্চ ইহাই জগতের অশান্তি অমঙ্গলের হেতু। যিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বকালে প্রকাশমান পূর্ণ পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ ইহাতে তাঁহার অপমান করা হয়। প্রত্যক্ষ দেখ ইহাঁ হইতে ঋষি মুনি অবতারগণের ও তোমাদের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়া ইহাঁতেই লয় পাইতেছে কিন্তু ইনি সর্ব্বকালে বর্ত্তমান আছেন। ইহাঁর পৃথিবী শক্তি হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রেরই হাড় মাংস, জল শক্তি হইতে রক্ত রস নাড়ী, অগ্নি শক্তি হইতে ক্ষুধা পিপাসা বাক্য উচ্চারণ ও বাহিরে রন্ধন আলোক রেল জাহাজ কামান ইত্যাদির কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, বায়ু শক্তি দ্বারা নাসিকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, আকাশ শক্তি দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হইয়া কর্ণদ্বারে শুনিতেছে ও বেদ বেদান্ত বাইবেল কোরান প্রভৃতির শব্দ গ্রহণ করিতেছে ও শরীরের ভিতরে খোলা স্থান রহিয়াছে। চন্দ্রমা শক্তিদ্বারা মনের সমস্ত কার্য্য সমাধা হইতেছে যথা ইহা আমার, উহা উঁহার ইত্যাদি ও নানা প্রকার সঙ্কল্প বিকল্প উঠিতেছে। মন একটুকু অন্যমনস্ক হইলে কোন ভাবই বুঝা যায় না। জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থায় তুমি বা মন কারণে লীন থাকিলে কোন বোধই থাকে না যে, "আমি আছি বা তিনি আছেন"। জাগ্রতে তুমি বা তোমার মন প্রকাশ পাইলে তোমার বোধ হয় যে আমি আছি বা আমার মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা আছেন। এই মন জয় হইলেই সমস্ত জয় হয় অর্থাৎ প্রকাশ অপ্রকাশ, জীব ব্রহ্ম এক বোধ হইলে সমস্তই জয় ও জীবের আনন্দ হয়। বিরাট ব্রহ্মের জ্ঞান শক্তি সূর্য্যনারায়ণ জীব সমূহের মস্তকে বিরাজমান আছেন। ইহাঁরই দ্বারা জীব চেতন হইয়া নেত্র দ্বারে রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিতেছেন। নেত্রের জ্যোতিঃ সঙ্কুচিত হইলে সুষুপ্তির অবস্থায় জীবের জ্ঞান থাকে না। এই মঙ্গলকারী জ্যোতির তিনটী ভাব—এক, প্রকাশ; দ্বিতীয়, অপ্রকাশ অর্থাৎ অন্ধকার এবং অপ্রকাশ প্রকাশ অতীত যাহা তাহাই। এই সমষ্টি শক্তিকে লইয়া এক ওঙ্কার বিরাট ব্রহ্ম। ইহাঁর যে যে শক্তির দ্বারা জীবের যে যে স্থূল সূক্ষ্ম অঙ্গ উৎপন্ন বা গঠিত হয় মৃত্যুর

পরে সেই সেই অল্প বা ক্ষুদ্র শক্তি সেই সেই বৃহৎ শক্তিতে যাইয়া বিলীন হয়। যথা হাড় মাংস পৃথিবীর অংশ পৃথিবীতে যাইয়া মিশে, জলের অংশ জলেতে, অগ্নির অংশ অগ্নিতে, বায়ুর অংশ বায়ুতে, আকাশের অংশ আকাশে, চন্দ্রমা জ্যোতির অংশ চন্দ্রমা জ্যোতিতে, চেতনা বা জ্ঞানের অংশ সূর্য্যনারায়ণ জ্ঞান জ্যোতিতে লয় পায়। ইনি এক ওঁকার বিরাট পুরুষ সকলকে লইয়া অনাদি কাল হইতে যেমন তেমনি বর্ত্তমান আছেন। কি দুঃখ ও লজ্জার বিষয় যে যিনি মঙ্গলকারী সর্ব্বকালে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ বা প্রকাশ অপ্রকাশ ভাবে বর্ত্তমান, তাঁহাকে তাঁহার সম্মুখে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম নমস্কার উপাসনা না করিয়া মনুষ্যগণ মিথ্যা এক একটা ভিন্ন ভিন্ন নাম ও প্রতিমা কল্পনা করিয়া তাহাকে প্রণাম নমস্কার ও কত প্রকারে প্রেম ভক্তি করিতেছে! এবং অজ্ঞানবশতঃ কাহার যে নাম তাহা না ভাবিয়া বস্তু ত্যাগ করিয়া কেবল নামের মান্য করিতেছে। মাতা পিতার নামকে মান্য করিয়া মাতাপিতাকে অপমানের এক শেষ করিতেছে। মনুষ্যের এ জ্ঞান নাই যে আমি নিজে কে হইয়া কাহাকে উপাসনা ভক্তি করিতেছি। তিনি কি বস্তু? মিথ্যা বা সত্য, প্রকাশ বা অপ্রকাশ। একথা একবার ভাবিয়াও দেখে না। আর ইহাও ভাবিয়া বা তলাইয়া দেখে না যে, এই যে প্রকাশ ইনি কে বা কি বস্তু? এক সত্য ব্যতীত যখন দ্বিতীয় সত্য নাই তখন আকাশে এই প্রকাশ রূপী দ্বিতীয় সত্য কোথা হইতে আসিল? লোকে যদি ইহাও একবার ভাবিয়া দেখিত তবুও মনুষ্যের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান হইত। ইনি অনাদিকাল হইতে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন। জীব জন্ম লইয়া অবধি ইঁহাকে প্রকাশমান দেখিতেছে বলিয়া অজ্ঞানতা বশতঃ ইহাকে অশ্রদ্ধা ও তুচ্ছ জ্ঞান করে, ইঁহার মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না। বলে, ইনি ত সর্ব্বকালেই আছেন। ইহাকে সর্ব্বদাই দেখিতেছি। ইঁহার মধ্যে নূতন কি আর আছে যাহা পাইব বা দেখিব? এই রূপ আন্দোলন করিয়া যথার্থ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। যদি কেহ কোন প্রকারে কুহক বা ভেল্কী দেখায় তবে তাহাকে আশ্চর্য্য মানিয়া ভক্তি করে। কিন্তু ইনি যে এত নানা নাম রূপ সৃষ্টি প্রকাশ করিয়া প্রকাশমান আছেন, তবু ইঁহাকে লোকে বিশ্বাস করিতেছে না! আরও নূতন নূতন শক্তি দেখাইলে তবে লোকে বিশ্বাস করিবে। এখন হইতে তবে ভাল করিয়া শক্তি দেখ।

এইরূপ ভাব বুঝিও যে, কাহারো সম্মুখে সর্ব্বদা একজন সর্ব্বপ্রকারে পরোপকারী বা হিতৈষী ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে লোকে সর্ব্বদা দেখে বলিয়া তাঁহার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে না, কিন্তু যে-সে নূতন কেহ আসিলে তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে। ইহা মনুষ্যের স্বভাব। এইরূপ পরমাত্মার সম্বন্ধে ঘটিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরিবর্ত্তনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয়।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা ভক্তি বিহীন, লোকহিতে বিরত, পরমাত্মার অঙ্গ প্রকাশের পূর্ণভাব গ্রহণে অক্ষম ব্যক্তিগণ অজ্ঞান বশতঃ শাস্ত্রের সার ভাব না বুঝিয়া বিপরীত অর্থ গ্রহণ ও প্রচার করিয়া জগতের অমঙ্গলের হেতু হইয়াছে। ইহারা তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় লইয়া তর্ক জাল বিস্তার পূর্ব্বক নিজেও অশান্তি ভোগ করেন এবং অপরকেও অশান্তি ভোগ করান। ব্রহ্ম পরিবর্ত্তনীয় অপরিবর্ত্তনীয়, নিরাকার নির্গুণ, সাকার সগুণ, দ্বৈত অদ্বৈত, প্রকৃতি পুরুষ, পরমাশক্তি ইত্যাদি বহুবিধ শব্দ লইয়া পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান। যিনি আছেন তাঁহাকেই জানা যায়, যাহা নাই তাহাকে কিরূপে জানা যাইবে—ইহাদের এ বোধ নাই। এ জন্যই জগতের অমঙ্গল। শাস্ত্রে বলে ওঁ একমেবা দ্বিতীয়ম্, অর্থাৎ এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ এ আকাশে নাই। তবে এই পরিবর্ত্তনশীল প্রকাশমান জগৎ ও তাহার অন্তর্গত জীব এই যে দ্বিতীয় তাহা কোথা হইতে আসিল? যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্ম তিনিই এই জগৎ নামরূপে প্রকাশমান, না, তাঁহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ আছেন যিনি জগৎ নামরূপে প্রকাশমান থাকিয়া অনন্ত শক্তি সহযোগে অনন্ত কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন?

যদি মনে কর অপরিবর্ত্তনীয় এক পৃথক ব্রহ্ম আছেন ও অপর এক জন আছেন যিনি পরিবর্ত্তনীয় প্রকাশমান তাহা হইলে ইহা নিশ্চিৎ যে উভয়েই একদেশী ব্যষ্টি, দুয়ের মধ্যে কেহই পূর্ণসর্ব্বশক্তিমান নহেন। সাকার প্রকাশমান নামরূপকে লইয়া নিরাকার ব্রহ্ম পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান এবং নিরাকারকে লইয়া সাকার ব্রহ্ম পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান—ইহাই সত্ব পর, ইহাই যথার্থ সত্য। লোকে ব্রহ্মের নিরাকার জ্ঞানাতীত অবস্থাকে অপরবর্ত্তনীয় ও সাকার সগুণ জ্ঞানগম্য অবস্থাকে পরিবর্ত্তনীয় বলে। যিনি নিরাকার নির্গুণ তিনিই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপাত্মক সাকার ভাবে প্রকাশমান থাকা সত্বেও স্বরূপে সর্ব্বকালে অপরিবর্ত্তনীয় রহিয়াছেন। স্বরূপে ইহার কোন কালে পরিবর্ত্তন বা অপরিবর্ত্তন নাই—সর্ব্বকালে যাহা তাহাই। ইনি প্রকাশমান জগৎ ও জীব সমূহের আত্মা পরমাত্মা মাতাপিতা গুরু মঙ্গলকারী। স্বরূপ পক্ষে পরিবর্ত্তনীয় অপরিবর্ত্তনীয় নিরাকার সাকার নির্গুণ সগুণ গুরু আত্মা পরমাত্মা মাতা পিতা গুরু শিষ্য উপাস্য উপাসক প্রভৃতি কিছুই নাই। কিন্তু রূপান্তর উপাধিভেদে পরিবর্ত্তনীয় অপরিবর্ত্তনীয়, নিরাকার সাকার প্রভৃতি সমস্তই মানিতে ও বলিতে হয় ও হইবে। কিন্তু পরব্রহ্ম যে অবস্থাতেই থাকুন ইহাকে পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করা মনুষ্য মাত্রেরই উচিত। প্রকাশমান থাকিলে বিশেষরূপে জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে শ্রদ্ধাভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে ইনি প্রসন্ন হইয়া জগতের সকল অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। অপ্রকাশ নিরাকার অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞানাতীত ভাবে ইহাকে মান্য করিলে বা না করিলে ইহার কিছুই আসে যায় না।

বুঝিয়া দেখ, যাহাকে অপরিবর্ত্তনীয় বলিতেছ সেই ভাব বা অবস্থায় জ্ঞানাদি কোন গুণ বা বিকার স্ফূরণ থাকে না। যদি স্ফূরণ থাকিত তাহা হইলে তাহাকে অপরিবর্ত্তনীয় না বলিয়া

পরিবর্ত্তনীয় বলিতে হইত। সুষুপ্তির অবস্থা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কোন পরিবর্ত্তন থাকে না। তুলনায় সুষুপ্তির অবস্থাই অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু তোমার মাতাপিতা যখন সেই সুষুপ্তির অবস্থায় থাকেন তখন মান্য করিলেও যাহা, না করিলেও তাহা। সেই রূপ পরমাত্মা নিরাকার অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে জীবকৃত মান্ত বা অপমানে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হইয়া মঙ্গল বা অমঙ্গল বিধান করেন না।

সেই মাতাপিতাই যখন জাগ্রত জ্ঞানময় পরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় প্রকাশ হন তখন তাঁহাতে নানা গুণ ক্রিয়া শক্তি প্রকাশ হইয়া মঙ্গলামঙ্গল ঘটে। যখন তুমি নিজে সুষুপ্তির অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় থাক তখন পরিবর্ত্তন অপরিবর্ত্তন ইত্যাদি কোন বোধাবোধ থাকে না, কখন জাগিবে সে জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না, যাহা তাহাই থাকে। পরে জাগ্রত অবস্থার উদয় হইলে আশা তৃষ্ণা লোভ মোহ অহংকার মনোবুদ্ধি চিত্তরূপে প্রকাশিত হইয়া তুমি জগতের সমুদায় কার্য্য করিয়া থাক। যদি কেহ তোমাকে কেবল সুষুপ্তির অবস্থাতেই মান্য করে ও জাগ্রত অবস্থায় অমান্য করে তাহা হইলে তুমি প্রসন্ন হও না অপ্রসন্ন হও। কিন্তু স্বপ্ন সুষুপ্তি জাগরণ তিন অবস্থাতে তুমি ব্যক্তিত একই থাক। সেইরূপ জগতের মাতাপিতা পরমাত্মা সর্ব্বভাবে একই রহিয়াছেন। যিনি অপবির্ত্তনীয় তিনিই পরিবর্ত্তনীয়। যিনি স্বপ্নে তিনিই জাগরণে, তিনিই সুষুপ্তিতে। পরিবর্ত্তন সত্বেও ইনি স্বরূপে অপরিবর্ত্তনীয়। অজ্ঞানেও ইনি, জ্ঞানেও ইনি, বিজ্ঞানেও ইনি এবং সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় ইনি স্বরূপে যাহা তাহাই।

অতএব সুষুপ্তি বা অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়া কি মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে হইবে ও পরিবর্ত্তনীয় জাগ্রতাবস্থা লক্ষ্য করিয়া কি মাতা পিতাকে অপমান করিতে হইবে, না, উভয় অবস্থাতে মাতা পিতাকে একই জানিয়া শ্রদ্ধাভক্তি পূর্ব্বক মাতাপিতার আজ্ঞা পালন রূপ প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে? যে মাতা বা পিতা উভয় অবস্থায় আছেন সেই মাতা বা পিতাকে পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা পালনই সুপাত্র পুত্র কন্যার কর্ত্তব্য। যে অবস্থায় মাতাপিতার সহিত পুত্র কন্যার ব্যবহার সম্ভবপর সেই জাগরিত বা প্রকাশমান জ্ঞানময় অবস্থাতে বিশেষরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করাই বুদ্ধিমান পুত্র কন্যার উচিত। কেন না মাতাপিতা জাগরিত অবস্থায় জ্ঞানময়, সমস্ত বুঝিয়া পুত্র কন্যার অভাব মোচন ও মঙ্গল বিধান করিবেন।

পুত্র কন্যারূপী স্ত্রী পুরুষ জীবসমূহ। নিরাকার সাকার প্রকাশ অপ্রকাশ সগুণ নির্গুণ পরিবর্ত্তনীয় অপরিবর্ত্তনীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা সর্ব্বরূপে সর্ব্বভাবে প্রকাশমান। যখন ইনি জগৎরূপে প্রকাশমান তখনই ইঁহাকে অর্থাৎ মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতাপিতা আত্মাকে বিশেষরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক জগতের হিতানুষ্ঠানরূপ ইঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইনি সর্ব্বপ্রকারে জগতের অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে। ইনিই নিরাকার অপ্রকাশ ইনিই সাকার প্রকাশমান থাকিয়া জগতের হিত সাধন পূর্ব্বক

জগৎকে পালন করিতেছেন। ইনি ছাড়া এ আকাশে দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইনি নিত্য পুরুষ, দয়া করিয়া যাঁহাকে চিনান তিনিই চিনেন। ইঁহার দয়া বিনা ব্রহ্মাণ্ডস্থ তাবৎ শাস্ত্র পাঠ করিয়াও কেহ ইঁহাকে চিনিতে পারে না। ইহা ধ্রুব সত্য। এইরূপ বিচার করিয়া সকল বিষয়ে জ্ঞান পূর্ব্বক জগতের মঙ্গল সাধন কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জ্যোতির ধারণা।

জ্যোতিকে ধারণ করিয়া সাকার নিরাকার অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণের যে উপাসনা কথিত হইয়াছে সে বিষয়ে, শাস্ত্রার্থের বিপরীত ধারণা, লৌকিক সংস্কার ও অজ্ঞান অভিমান বশতঃ, লোকে নানা সন্দেহে জড়িত হইয়া নিজে সত্য ভ্রষ্ট হইতেছে ও অপরকে সত্য ভ্রষ্ট করিতেছে। তাহার ফলে স্বতঃ পরতঃ নানা দুঃখে জীবন কাটিতেছে।

এ স্থলে কয়েকটী সন্দেহের নিরাকরণ হইতেছে। মনুষ্য মাত্রেই জয় পরাজয় মান অপমান সমাজিক মিথ্যা স্বার্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্ব্বক শান্ত ও গম্ভীর চিত্তে ইহার সারভাব গ্রহণ কর, যাহাতে জগতের সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল বিধান হয়।

১। সৃষ্ট বস্তুকে পরমাত্মা জ্ঞানে উপাসনা।

সৃষ্ট বস্তুকে পরমাত্মা ব্রহ্ম ভগবান বা ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা অতীব নিন্দনীয় অধর্ম্ম এই বলিয়া অনেকে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে নিজে বিমুখ হন ও অপরকে বিমুখ করিবার চেষ্টা করেন। এই শ্রেণীর লোকের সর্ব্বাগ্রে বুঝা উচিত যে, মুখে যাহা তাহা একটা যে বলিয়া দিলেই হইয়া গেল তাহা নহে। যাঁহাকে জগদ্বাসীরা মস্তকে ধারণ করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারে তাঁহাকে চিনিয়া জগতের নিকটে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। যদি বুঝিয়া থাক তবে বল যে, সৃষ্টি কাহাকে বলে ও সৃষ্টি কে করিয়াছে। মিথ্যা যিনি তিনি কি সত্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, না, সত্য মিথ্যাকে সৃষ্টি করিয়াছেন? মিথ্যা যিনি সত্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কোথায়? আর সত্য যিনি মিথ্যাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই বা কোথায়? তাঁহার অস্তিত্ব বা শক্তি কোথায়? তিনি প্রকাশ সাকার, না, তাঁহারা অপ্রকাশ নিরাকার—ব্যষ্টি না সমষ্টি? উভয়ে কোথায় আছেন? যদি উত্তমরূপে বোধগম্য হইয়া থাকে তাহা হইলে জগতের মঙ্গলার্থে সত্য প্রকাশ কর যে, ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা ইঁহাকে মান্য বা পূজা কর, ইনি তোমাদের মঙ্গলকারী, অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। যাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ কর না কেন তিনি যদ্যপি সত্য

ও জগৎ চরাচর সৃষ্টি হইতে ভিন্ন হন তাহা হইলে জগৎ চরাচর সৃষ্টি মিথ্যা—সৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা হইতে হইয়াছে ইহারা সমস্তই মিথ্যা। কিন্তু এ স্থানে ভাবিয়া বিচার পূর্ব্বক দেখিবে যে, এই প্রকাশ জগৎ যে সৃষ্টি বোধ করিতেছ তাহা মিথ্যা হইলে তাহার অন্তর্গত তুমিও মিথ্যা এবং তোমার বিশ্বাস, তোমার শাস্ত্রাদিও মিথ্যা। যাহাকে সৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়া জগৎকে গ্রহণ করাইতেছ তিনি ত আগেই মিথ্যা। কেননা মিথ্যা হইতে সত্যের উপলব্ধি হইতেই পারে না, অসম্ভব। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা মিথ্যা হইতে প্রকাশমান জগৎ চরাচর স্ত্রী পুরুষ ঋষি মুনি প্রভৃতিকে উৎপন্ন করিয়াছেন। সেই মিথ্যা সৃষ্ট পদার্থ ঋষি মুনি মিথ্যা বেদ বেদান্ত উপনিষৎ বাইবেল কোরাণ শাস্ত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই মিথ্যা শাস্ত্র তোমরা মিথ্যা আচার্য্যগণ পড়িয়া ও অপরাপর মিথ্যাকে পাঠ করাইয়া সৃষ্ট মিথ্যাকে মান্য করিতেছ। যখন তোমরা আচার্য্যগণ শ্রেষ্ঠ হইয়াও মিথ্যা নশ্বর বা অনিত্য পদার্থ তখন তোমাদের কথায় নির্ভর করিয়া কিরূপে জগৎ সৃষ্টি কর্ত্তা পরমাত্মাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে মান্য করিবে? কেন না মিথ্যা হইতে ত সত্যের উপলব্ধি হয় না। সত্য হইতেই সত্যের উপলব্ধি হয়। যদি বোধ কর যে, "সত্য হইতে প্রকাশমান জগৎ ও আমরা হইয়াছি অতএব আমরাও সত্য, আমাদের বিশ্বাস সত্য, যাঁহাকে আমাদের মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি তিনি নিরাকার সাকার সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণরূপে বিরাজ-মান। তাঁহা হইতে জগৎ ও জগতের অন্তর্গত আমরা হইয়াছি এবং তাঁহারই রূপ মাত্র, তিনি আমাদের পূজনীয় উপাস্য দেবতা, তিনি মাতা পিতা গুরু আত্মা হন, তাঁহাকে তোমরা পূজা ব মান্য কর" তাহা হইলে তোমাদের উপদেশ মত বিনি সত্য অপ্রকাশ বা প্রকাশমান জগৎ বুঝিয়া তাঁহাকে মান্য বা পূজা করিবে।

এখানে বিচার পূর্ব্বক আরও বুঝিও যে মিথ্যা কোন পদার্থই নহে, তাহার ত উৎপত্তি পালন মঙ্গলামঙ্গল কিছুই হইতেই পারে না—অসম্ভব। সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য স্বতঃপ্রকাশ। সত্যের কোন কালে উৎপত্তি হইতেই পারে না—অসম্ভব। কেবল সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটিয়া থাকে বা আপন ইচ্ছায় নিরাকার হইতে সাকার, সাকার হইতে নিরাকার বা কারণ হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নাম রূপকে হইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণরূপে বিরাজমান। এই পূর্ণ মধ্যে দুইটী শব্দ শাস্ত্রে কল্পিত আছে:—অপ্রকাশ নিরাকার নির্গুণ, প্রকাশ সাকার সগুণ। এই স্থানে বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখুন যে, কাহাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? মিথ্যা সত্যকে সৃষ্টি করিতে পারে না, সত্য মিথ্যা সৃষ্টি করিবেন না, যাহা কিছু করিবেন, আপনি স্বয়ং জগৎরূপ প্রকাশ হইবেন। যদি বল তিনি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান, তিনি আপনি স্বয়ং সত্য হইতে সৃষ্টি না করিয়া তাঁহার এমন শক্তি আছে যে তিনি মিথ্যা হইতে সৃষ্টি করিয়া সত্য বোধ করাইতে পারেন তাহা হইলে বিচার পূর্ব্বক বুঝ এই প্রকাশ দৃশ্যমান জগৎ ও জগতের অন্তর্গত জীব সমূহ স্ত্রী পুরুষ ঋষি মুনি আচার্য্যগণ প্রভৃতি মিথ্যা হইতে উৎপন্ন ও মিথ্যা। ঋষি মুনি হইতে শাস্ত্র বেদবেদান্ত বাইবেল কোরাণ ইত্যাদি উৎপন্ন

অতএব সমস্তই মিথ্যা। কাহাকে কে বিশ্বাস করিয়া কাহাকে কে পূজা করিবে? এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া আপন মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা গুরু আত্মাতে নিষ্ঠা ভক্তি পূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা ও ইহাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন কর, যাহাতে ইনি প্রসন্ন হইয়া তোমাদের সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিরাকারে জ্যোতির্ম্ময় রূপ।

যিনি নিরাকার নির্গুণ তিনিই সাকার সগুণ জগৎ প্রকাশমান জ্যোতিঃ, এ কথা সত্য। কিন্তু যাঁহারা নিরাকারকে পৃথক বস্তু বলিয়া ধরেন তাঁহাদের পক্ষে যাহার রূপ নাই তাহার জ্যোতির্ম্ময় রূপ কল্পনা অসঙ্গত। তত্রাচ তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মের রূপ নাই অথচ জ্যোতীরূপ প্রকাশ। বলেন যে, এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় ব্রহ্ম নাই। যদি এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় ব্রহ্ম এ আকাশে নাই তবে এই যে নামরূপ জগৎ প্রকাশমান চরাচর স্ত্রীপুরুষকে লইয়া মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ইনি কে? ইনি মিথ্যা না সত্য? মিথ্যা হইতে প্রকাশমান না সত্য হইতে প্রকাশমান? যদি মিথ্যা হইতে প্রকাশমান বোধ কর, তাহা হইলে প্রকাশ জ্যোতির অন্তর্গত জীব সমূহ সমস্তই মিথ্যা। তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম্ম মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা সমস্তই মিথ্যা। মিথ্যা হইতে ত সত্যের উপলব্ধি হয় না। সত্য হইতে সত্যের উপলব্ধি হয়। যদি সত্য হইতে জগৎ প্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ এরূপ বোধ কর তাহা হইলে এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্যই নিরাকার সাকার নামরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ স্বতঃ প্রকাশমান। সত্যের উৎপত্তি হয় না। তবে তাহাকে কে উৎপত্তি করিল? সত্য প্রকাশ হইলে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ভাসেন, অপ্রকাশ নিরাকার হইলে কারণে স্থিত হন। এখনও কারণ রূপ।

৩। কোঽয়ং পুরুষঃ।

সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা যখন অপ্রকাশ হন ও অগ্নি নির্ব্বাণ হন তখন কে পুরুষ থাকেন? এই বিষয়ে মনুষ্য মাত্রেরই আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার পূর্ব্বক সার ভাব গ্রহণ করা উচিত, যাহাতে জগতের অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল বিধান হয়।

প্রথমে বিচার পূর্ব্বক দেখ মিথ্যা মিথ্যাই, মিথ্যায় প্রকাশ অপ্রকাশ নামরূপ ভাসা অসম্ভব। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। আর সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই, সত্য সকলের নিকট সত্য, সেই একই সত্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম অপ্রকাশরূপে এবং প্রকাশ নানা নামরূপে ভাসিতেছেন

ও ভিন্ন ভিন্ন স্থূল সূক্ষ্ম শক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতেছেন। অজ্ঞান উপাধি বশতঃ জীবের নিকট সেই এক সত্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম এক না ভাসিয়া ভিন্ন ভিন্ন নানা ভাসিতেছেন, এই কারণে সমদৃষ্টি জ্ঞানবান শাস্ত্রকার অজ্ঞানী ব্যক্তিকে এক বোধ করাইবার জন্য এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, বহির্ম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য বশতঃ তোমরা ইঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন বোধ করিতেছ অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা জ্যোতি ও অগ্নি জ্যোতিঃ ভিন্ন ভিন্ন দেখিতেছ, কিন্তু বস্তুত ইঁহারা ভিন্ন ভিন্ন নহেন একই বস্তু—ইহাই বুঝান শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য। সূর্য্য-নারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতি অগ্নি যখন অপ্রকাশ অর্থাৎ নিরাকার গুণাতীত জ্ঞানাতীত হন তখন যাহা তাহাই অর্থাৎ এক পরমব্রহ্মই থাকেন. এবং এখনও ও সর্ব্বকালে যাহা তাহাই আছেন। ইঁহারা যে লোপ পাইয়া যান তাহা নহে, কেবল গুণ ক্রিয়া বা শক্তির প্রকাশ না থাকায় কোন ব্যবহার হয় না। পুনরায় যখন নিরাকার হইতে সাকার গুণময় জ্ঞানময় শক্তিমান হইয়া প্রকাশ হন তখন ইনিই নানা শক্তি বা গুণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার সম্পন্ন করেন ও ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে ভাসেন। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ শক্তি ভাসা সত্বেও বস্তু বা স্বরূপ পক্ষে সর্ব্বকালে যাহা তাহাই প্রকাশমান বা বিরাজমান আছেন।

একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা ভাব গ্রহণ করিবেঃ—তুমি যখন জাগ্রত অবস্থায় থাক তখন গুণময় বা জ্ঞানময় থাকিয়া সমস্ত ব্যবহার কার্য্য কর আর যখন তুমি জ্ঞানাতীত বা গুণাতীত সুষুপ্তির অবস্থায় থাক তখন তোমার জ্ঞানাদি শক্তি কারণে লয় থাকায় তোমার বোধ থাকে না যে, "আমিআছি বা তিনি আছেন, আমরা এক কি দুই", তুমি যাহা তাহাই থাকিয়া যাও। তুমি যে বস্তু বা সত্তা তাহা লোপ পাইয়া বা মিথ্যা হইয়া যাও না। যদি তুমি সেই অবস্থায় একেবারে লোপ পাইয়া যাইতে তবে পুনরায় জ্ঞান শক্তিময় জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশ হইতে পারিতে না। তোমার সুষুপ্তি ও জাগ্রত অবস্থাতে গুণ ক্রিয়ার প্রকাশ অপ্রকাশ ঘটিলেও, উভয় অবস্থাতে তুমি একই বস্তু বা সত্তা বা ব্যক্তি সর্ব্বকালে যাহা তাহাই থাক। গুণ ক্রিয়া উপাধি পরিবর্ত্তনের জন্য, বস্তু বা স্বরূপ পক্ষে তোমার কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

সেইরূপ এক সত্য পরমব্রহ্ম যিনি অপ্রকাশ নিরাকার গুণাতীত জ্ঞানাতীত থাকেন তিনিই স্বয়ং স্বতঃ প্রকাশ গুণময় বা জ্ঞানময় বা সর্ব্বশক্তিমান সাকার চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ও অগ্নি-জ্যোতীরূপে প্রকাশ হইয়া উৎপত্তি পালন সংহার ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। যদি এই জ্যোতি অপ্রকাশ নিরাকার হইলে লোপ পাইয়া যাইতেন. তবে পুনরায় সাকার প্রকাশ হইতে পারিতেন না। ইনি এই নানা নাম রূপ সঙ্কোচ করিয়া নিরাকার নির্গুণ কারণে স্থিত হন, পুনরায় আপন স্বাভাবিক ইচ্ছায় জগৎ রূপ প্রকাশমান হয়েন। এই প্রকাশ জ্যোতি অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ও অগ্নি যখন অপ্রকাশ নিরাকার হন তখন ইনিই প্রকাশ গুণের সঙ্কোচ বশতঃ অন্ধকারময় ভাসেন এবং যখন ইনি প্রকাশ হন তখন আলোক জ্যোতীরূপে ভাসেন, তখন আর ইঁহার অন্ধকার ভাব থাকে না। যদি অন্ধকার ও আলোক জ্যোতিঃ বস্তু পক্ষে দুইটী পৃথক পৃথক হইতেন তাহা হইলে যখন সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ থাকিতেন তখন অন্ধকারও

থাকিত। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখ যে যখন সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশমান থাকেন তখন অন্ধকার রাত্রি থাকে না আর যখন পরমাত্মা বা সূর্য্যনারায়ণ তোমার কাছে প্রকাশ গুণের সঙ্কোচ করিয়া অন্ধকারময় ভাসেন তখন প্রকাশ জ্যোতিঃ থাকেন না। যদি সেই সময় আর কোন জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর আকাশে প্রকাশরূপে থাকিতেন তবে অন্ধকার থাকিতে পারিত না; যেমন তোমার অন্ধকারময় সুষুপ্তির অবস্থায় প্রকাশরূপ জাগ্রত অবস্থা থাকিতে পারে না। একই বস্তু বা সত্তা বা ব্রহ্মের এই প্রকাশ অপ্রকাশ দুইটী ভাব জীবের বোধ হইতেছে। কিন্তু স্বরূপ পক্ষে ইনি প্রকাশ অপ্রকাশ হইতে অতীত বস্তু ভাবে যাহা তাহাই আছেন।

যাহাকে জ্যোতিঃ বলে তাহাকেই প্রকাশ বলে, যাহাকে প্রকাশ বলে তাহাকেই শক্তি বলে, যাহাকে শক্তি বলে তাহাকেই জ্ঞান বলে, যাহাকে জ্ঞান বলে তাহাকেই বস্তু বা জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম বলে। জ্ঞান বা শক্তি পরব্রহ্ম হইতে পৃথক কোন বস্তু নহেন। যেমন অগ্নি ও অগ্নির প্রকাশ অগ্নি রূপই সেইরূপ পরব্রহ্ম বা পরব্রহ্মের শক্তি তেজ জ্যোতিঃ বা প্রকাশ অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্ম হইতে পৃথক নহেন, পরব্রহ্ম স্বরূপই।

মনুষ্য মাত্রেই বিচার পূর্ব্বক বুঝ যে, যদি এই শাস্ত্রকে লইয়া অভিমান অহঙ্কার পূর্ব্বক মনে কর যে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ যখন অস্ত হন তখন আমি পুরুষ শ্রেষ্ঠ জাগিয়া থাকি তবে দেখ আজ তোমার জন্ম হইল কাল তোমার মৃত্যু ঘটে, ইনি সর্ব্বকালে প্রকাশ থাকেন। আরও দেখ, দিবা বা রাত্রে যখন তুমি সুষুপ্তির অবস্থায় শুইয়া থাক কিম্বা তোমার মৃত্যু হয় এবং চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ও অগ্নি প্রকাশ থাকেন তখন পুরুষ কে থাকে। ইহার সারভাব এই যে, এক পরিপূর্ণ সত্তা পরমাত্মা নিরাকার ভাবে একই থাকেন, জগৎরূপ প্রকাশ হইলে নানা মূর্ত্তি নানা রূপে প্রকাশ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাসেন ও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সমাধা করেন। ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ভাসা সত্ত্বেও ইনি পূর্ণরূপে বিরাজমান। যতক্ষণ জীবের অজ্ঞান অবস্থা থাকে ততক্ষণ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের মঙ্গলকারিণী শক্তিকে পরমাত্মা ও পরস্পর হইতে ভিন্ন ভিন্ন বোধ করেন, যখন জীবের জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা হয়, তখন নামরূপ শক্তি বা জ্যোতিঃ স্বরূপকে পরব্রহ্ম হইতে পৃথক দেখেন না, পরব্রহ্ম স্বরূপই দর্শন করেন। এই রূপে ইহার ভাব বুঝিবে।

যদি মনুষ্যগণ আপনার কল্যাণ চাহ তাহা হইলে মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ প্রকাশমান পরমাত্মা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ গুরু মাতাপিতার শরণাগত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা ও তাহার যে প্রিয় কার্য্য জীব মাত্রের পালন, প্রীতি পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ও সকল প্রকারে ব্রহ্মাণ্ড পরিস্কার রাখা তাহাই কর এবং জীব মাত্রকে আপনার আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল চেষ্ট কর, যাহাতে জগতের সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গলময় শান্তি বিধান হয়।

ইহা ভিন্ন জীবের মঙ্গল বা শান্তির দ্বিতীয় উপায় নাই। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

৪। ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।

চন্দ্রমা সূর্যানারায়ণ অগ্নি ব্রহ্মের ভয়ে সৃষ্টির কার্য্য করিতেছেন, শাস্ত্রে এইরূপ আছে। ইহার সার ভাব না বুঝিয়া অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকে পরস্পরের মধ্যে আমোদ কৌতুক করেন। এদিকে মুখে বলেন যে, এক ধর্ম্ম বা এক মঙ্গলকারী পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ প্রকাশমান বা একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ব্যতীত এ আকাশে কেহ নাই, বা সৃষ্টির আদিতে এক ব্রহ্মই ছিলেন। কিন্তু ভাবেনা যে, যখন এক ব্রহ্ম পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান তাঁহার মধ্যে ইতি দ্বিতীয় চন্দ্রমা সূর্যানারায়ণ অগ্নি কোথা হইতে ভয়ে কাঁপিতে আসিলেন?

যে ব্যক্তিকে তোমরা জড় বোধ কর সে ব্যক্তি জড় ভয়ে কাঁপিবে বা কার্য্য করিবে কিরূপে? বিচার পূর্ব্বক দেখ, মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখন সত্য হয় না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যার উৎপত্তি পালন সংহার ভয়াভয় মঙ্গলামঙ্গল কিছুই হইতেই পারে না, হওয়া অসম্ভব।

সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সত্য সকলের নিকট সর্ব্বকালে সত্য। সত্য কখনও মিথ্যা হন না। সত্য স্বয়ং স্বতঃপ্রকাশ আপন ইচ্ছায় নিরাকার সাকার বা কারণ সূক্ষ্ম স্থূল নামরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া চেতন ভাবে সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণরূপে স্বতঃ প্রকাশ, যেরূপ তুমি চেতন তোমার হাড় মাংস যে জড় তাহাকে লইয়া পূর্ণ। সত্য নিরাকারে অদৃশ্য ভাবে থাকেন, সাকার মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্যানারায়ণ চরাচরকে লইয়া প্রত্যক্ষ প্রকাশমান। নিরাকার ভাবে স্মরণ বা সৃষ্টির কোন কার্য্য হয় না, যেরূপ সুষুপ্তির অবস্থাতে জীবের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। সাকার প্রকাশমান জ্যোতিঃস্বরূপের দ্বারা জীব সমূহের উৎপত্তি পালন সংহার ও স্থিতি হইয়া থাকে। ইনিই একমাত্র জীব সমূহের মাতা পিতা গুরু আত্মা মঙ্গলকারী। ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ এ আকাশে নাই যে, জীবের সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করে। ইনি জগৎরূপে বা অন্তরে বাহিরে প্রকাশ থাকা সত্বেও জ্যোতিঃস্বরূপ অব্যয় অবিনাশী নির্লেপ জগতের মঙ্গলকারী।

জীব অনন্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন বা রচনা করুন না কেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান না হইতেছে যে, স্বয়ং পরমাত্মাই প্রকাশমনে আছেন, পরমাত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ এ আকাশে নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব [illegible] হইয়া থাকে, আপনাকে জীব ভাবে দেখে বা বোধ করে ও [illegible] আপনা হইতে পৃথক [illegible] এবং ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ মঙ্গলকারীকে চিনিতে পারেনা ও বোধ করে যে, আমরা যেরূপ ভয়ে কাঁপিতেছি সেইরূপ চন্দ্রমা সূর্যানারায়ণ অগ্নিও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। এরূপ অবস্থাপন্ন লোকে শাস্ত্র রচনা করিলে "ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ" ইত্যাদি শাস্ত্র রচনা করিয়া থাকেন।

যখন মঙ্গলকারী ও [illegible] বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জীবকে অন্তরে